সচিত্র

# পারস্য উপন্যাস।

অর্থাৎ



কাশ্মীরাধিপতির দুহিতা ফরোখনাজের নিকট
ধাত্রী ফতেমার উপন্যাস কথন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা ভাষান্তরিত।

ঘোষ এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
[ ৯৯।২ন গরাণহাটা কলিকাতা। ]

নিউ ইডিন প্রেস।
২নং টালাবাগান রোড, কলিকাতা।
শ্রীবিনোদবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।
বঙ্গাব্দ—১৩০০।

# উৎসর্গ।

—:০:—



এই

ক্ষুদ্র পুস্তক খানি

স্বধর্ম্ম নিরত

মাননীয়

মহাত্মা

শ্রীল শ্রীযুক্ত নবাব আবদুলগণি

বাহাদুরের

কোমল করযুগলে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

ভক্তি ও শ্রদ্ধা

সহকারে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

# বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ পাঠক-মণ্ডলী উপন্যাস পাঠে অনুরক্ত। তাঁহাদেরই মনোরঞ্জনার্থ এই "পারস্য উপন্যাসের" অবতারণা। বহুকাল পূর্ব্বে ম্যাকলিন নামক একজন মহা পণ্ডিত, "হাজার এক রোজ" নামে এক খানি পুস্তক পারস্য-ভাষায় রচনা করেন। সেই পুস্তকস্থ গল্প গুলির মাধুর্য্য নিবন্ধন নানা ভাষায় তাহা অনুবাদিত হয়। ইংরাজী অনুবাদের নাম "প্যারেসিয়ানটেল" এই গ্রন্থ খানি উল্লিখিত ইংরাজী গ্রন্থের সারাংশ গ্রহণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরীতে অনেকগুলি পারস্য উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার অধি-কাংশই অসম্পূর্ণ। সেই অভাব দূরীকরণ ও এই পুস্তক প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য। সে যাহা হউক, এক্ষণে পাঠকবর্গ ইহা পাঠে সন্তোষ লাভ করিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

গ্রন্থকার।

# সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

# পারস্য উপন্যাস।

## উপক্রমণিকা।

অতি প্রাচীন কালে কাশ্মীর রাজ্যে রাজ্যোত্তঅঙ্গনদি নামক প্রবল প্রতাপাক্রান্ত মহীপতি আধিপত্য করিতেন। সুশৃঙ্খল ভাবে রাজ্য শাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাতে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিনিচয় অপেক্ষা সাধারণের প্রশংসার্হ হইয়াছিলেন। যে সকল লোক স্বভাবতঃ ক্রুর, তাহারাও উক্ত নরপতির শাসন গুণে বশীভূত হইয়াছিল। ফলতঃ রাজ্য মধ্যে যাবতীয় সুখ সম্পদ কালীন বন্ধুবর্গের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল।

রাজসাহের ফরখরুজ নামক এক পুত্র ও ফরোখনাজ নামে এক কন্যা ছিল। ইংরাজী ফরাসী আরব্য পারস্য প্রভৃতি ভাষায় ফরখরুজের বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। সত্যপ্রিয়তা ন্যায়পরায়ণতা ধর্ম্মানুরক্তি প্রভৃতি গুণ সমূহও ফরখরুজের চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। শাহাজাদী ফরোখনাজও ভ্রাতার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন। কুমার ফরখরুজ পাশ্চাত্য রাজনীতি ও রণকৌশল শিক্ষা করিবার জন্য পিতার অনুমতি ক্রমে ইউরোপ খণ্ডে গমন করিলেন।

পরমাসুন্দরী রূপলাবণ্যবতী নবীন যৌবনা ফরোখনাজ মধ্যে মধ্যে অনেক সহচরী ও পরিচারিকাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নিকটস্থ অরণ্য মধ্যে মৃগয়া করিতে যাইতেন। তাহার রূপলাবণ্য বহুদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যদিও বিবিধ মণিমুক্তাদি ভূষিতা ও পরিচারিকা পরিবেষ্টিতা থাকিলেও তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রতি তাবৎ দর্শকের দৃষ্টি নিপতিত হইত। যখন শাহজাদী উদ্যান বিহারার্থ বহির্গত হইতেন, তৎকালে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত রাজপথে এত জনতা হইত, যে প্রহরিগণের প্রহারে অনেকের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইত। প্রজাবর্গের এইরূপ প্রকার অত্যা

চারের কথা শুনিয়া দয়ালু বাদসাহ দুঃখিত হইয়া কন্যার মৃগয়া যাত্রায় নিষেধ করিলেন। সাহাজাদী কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিত্রাজ্ঞা পালন করা হইল; এই চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সন্ধ্যাকালে পরিচারিকাগণ নানাবিধ গল্প বলেন, তিনি তাহা শ্রবণ করেন, আকাশের নক্ষত্র দর্শন করিয়া হাস্য করেন, কখন বা সহাস্য বদনে চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকেন। এই প্রকারে সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত হয়। অনন্তর রাত্রিকালে শয়ন করিয়া নিদ্রা দেবীর আরাধনা করেন, কিন্তু নিদ্রা দেবীর কিছুতেই আর দয়া হয় না। মন প্রফুল্ল থাকিলে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে না; কিন্তু মন ভাল না থাকিলে প্রায়ই নিদ্রা হয় না। বাদসাহ পুত্রেরও সেই দশা।

এক দিবস রাত্রিকালে সহচরিগণ সাহাজাদী ফরোখনাজকে বেষ্টন করিয়া আছে এমন সময়ে সাহাজাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জগতে প্রকৃত সুখী কে?"

একজন প্রধানা সহচরী তোষামোদ সূচক উত্তর প্রদান করিল, "যাহারা তোমার ন্যায় স্নেহের পাত্রী, যাহারা তোমার ন্যায় রাজদুহিতা, অথবা যাহারা তোমার ন্যায় সর্ব্বময়ী, তাহারাই এ জগতে প্রকৃত সুখী।"

সাহাজাদী সহাস্য-বদনে উত্তর দিলেন, "না সখি। প্রকৃত সুখ যে কাহাকে বলে তাহা তুমি জান না। আমি ত অনেক প্রকার সুখের অধিকারিণী তথাপি আমি সুখী হইতে পারি না ইহার কারণ কি? সুখের প্রকৃতি অন্য প্রকার, সুখের প্রকৃতি যদি অন্য প্রকার না হইবে, তবে আমার মন এই কয়দিন চিন্তিত রহিয়াছে কেন? আমার বোধ হয় জগতে কোন প্রকার গুপ্ত সুখ আছে। তোমরা আজ বিদায় হও আমি নিদ্রার জন্য অপেক্ষা করি।"

সখীগণ প্রস্থান করিল। রাজকুমারী শয়ন করিলেন, ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাবেশ হইল। এই সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেবী অবসর বুঝিয়া নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুমারী স্বপ্নে দেখিলেন; তিনি যেন অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে করিতে বিজন অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, একটী ভয়ার্ত্ত মৃগ তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে, তিনিও যেন দ্রুতগতিতে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। নিষ্ঠুর মৃগয়াজিবী সেই অরণ্য [illegible] ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিল, হরিণ যেন সেই ফাঁদে পতিত হইয়া পলা

য়ন শক্তি রহিত হইল, তদ্দর্শনে তিনি যেন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী হরিণী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, হরিণী দেখিল, নিজ পতি ব্যাধের জালে নিপতিত, তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, তাহার চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইল। রাজকন্যা যেন বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সমস্ত দেখিলেন, সেই বিচ্ছেদ কাতরা হরিণী দ্রুতপদাঘাতে জাল ছিন্ন করিয়া পতির উদ্ধার করিল, সেই সময় কে যেন পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে, এই ভয়ে ভীত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় প্রয়াণ করিল। সাহাজাদী সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষণিক আনন্দ প্রকাশ—হ ি ্ব বা বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুরঙ্গিণী যেন কুরঙ্গকে লইয়া কোন দিকে প্রস্থান করিল। সাহাজাদী পবিত্র প্রণয়ের অভূতপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিলেন, হরিণ মারিতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ইচ্ছা রহিল না। স্বপ্নে যেন প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি কোন কালে আর হরিণের প্রাণ নষ্ট করিবেন না। সে প্রকার প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য এই যে তিনি স্ত্রীজাতির মনকষ্ট দেখিতে পারেন না। কুরঙ্গিণী যেমন কুরঙ্গকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিয়া থাকে কুরঙ্গও কি কুরঙ্গিণীর প্রতি সেইরূপ ব্যহার করে? তাহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, কিন্তু শীঘ্রই সে সন্দেহ নিরাকৃত হইল। তিনি যেন ঘোড়া ছুটাইয়া প্রায় ৭০ ফিট পথ গমন করিলেন। আবার দেখিলেন—একটী হরিণী জালে পড়িয়াছে – নিকটে কেহই নাই। কিছুকাল পরে একটী হরিণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল নিজ প্রণয়াভিলাষিণী জালে পতিতা, প্রণয়িণীকে উদ্ধার করিতে গিয়ে পাছে আপনাকে সেই জালে পতিত হইতে হয়—পাছে আপনার প্রাণ যায়—এই ভয়ে সে, সেই বিপদগ্রস্থা—নিরাশ্রয়া হরিণীকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

সাহাজাদী স্বপ্নে এই সমস্ত কাণ্ড দেখিলেন। তাহার বিশ্বাস হইল পুরুষজাতি অতিশয় নিষ্ঠুর তাহারা স্ত্রীজাতিকে কপট প্রেমে মুগ্ধ করিয়া অবশেষে বিপত্তিজালে পতিত করে। স্ত্রীজাতিই কেবল দয়াবতী, পুরুষেরা নিষ্ঠুর তাহাদের অন্তঃকরণে দয়া থাকা সম্ভবে না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি হরিণীকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যেমন হরিণীকে মোচন করিতে যাইতেছেন অমনি তাহার নিদ্রাবেশ ভঙ্গ হইল। জাগরিত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,

তিনি কখন পুরুষের প্রেমে মুগ্ধ হইবেন না এবং কোনমতেই বিবাহ করিবেন না।

রাজকুমারী মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন কিন্তু এ কথা তিনি কাহাকে কেও জানাইলেন না, সুতরাং কেহই তাঁহার প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিল না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের নৃপনন্দনেরা বাদশাহজাদীর অসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া তদীয় পাণি গ্রহণাভিলাষে নিত্য নিত্য সমাগত হইতে লাগিলেন। কোন রাজকুমারকে কন্যা সমর্পণ করিবেন এই চিন্তা বাদসাহের অন্তঃকরণকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। একদা বাদসাহ স্বগৃহে বসিয়া কন্যার বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে রাজকুমারী মরম থ-দাক্ক আলুলায়িত কেশে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিষণ্ণ বদনে পাগলিনীর ন্যায় বাদ-সাহ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে, রাজকুমারীর সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, "কেন মা তোমার চক্ষে জল কেন তোমার চক্ষে জল দেখিয়া আমার হৃদয়ের সমুদায় শোণিত শুষ্ক হইল।" রাজকুমারী পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমার একটী কথা আছে আমার বিনা অনুমতিতে আমাকে পর পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিবেন না ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

বাদসাহ, কন্যার এবম্প্রকার বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "ফরোখনাজ অকস্মাৎ এ কথা বোলছ কেন?"

সুস্থির দৃষ্টি ও রাজকুমারী বারবার পিতার চরণে দৃষ্টি চাপিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "পিতঃ! আমাকে ক্ষমা করিবেন আমি আপনাকে অজ্ঞাত

কথা বলি নাই কারণ আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি যে পুরুষজাতি নিষ্ঠুর।" বাদসাহ সহাস্যবদনে বলিলেন, "ফরোখনাজ সে জন্য রোদন কর কেন আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি তোমাকে অপাত্রে অর্পণ করিব না—অনিচ্ছায় তোমার বিবাহ হইবে না।"

বাদসাহ পুত্রীর ম্লান মুখ অনেক ক্ষণের পর প্রসন্ন হইল। পিতার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। আজ সাহাজাদীর আর আনন্দের সীমা নাই—পিতা স্বীকার করিয়াছেন তাহার অমতে তাহার বিবাহ দিবেন না এই আনন্দে ফরোখনাজের মন বড় প্রফুল্ল। সহচরীবর্গের সহিত হৃষ্টচিত্তে আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন গত হইল। হিরাত হইতে হিরাতরাজের একজন দূত একখানি পত্র লইয়া রাজ সভায় আগত হইলেন, কাশ্মীররাজ তাঁহাকে যথা যোগ্য সমাদর করিয়া হিরাতরাজের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত, যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে বাদসাহ যে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন সেই আসনেই উপবিষ্ট হইলেন।

বাদসাহ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দূত তোমার আগমনে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম, হিরাতেশ্বর কি নিমিত্ত তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন?"

দূত, "পত্রেই সমস্ত প্রকাশ পাইবে।" এই উত্তর দিয়া পত্রদান পূর্ব্বক মৌনভাবে উপবেশন করিলেন। নিকটস্থ এক জন মন্ত্রীর হস্তে পত্রখানি প্রদান করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিবর! দেখ দেখি, কি অভিপ্রায়ে হিরাতেশ্বর হোসেনসাহ আমাকে পত্র লিখিয়াছেন।"

মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ,—

"পরম সুহৃদ্বর

শ্রীল শ্রীযুক্ত শাহজঙ্গরনবি সাহেব।

কাশ্মীররাজ বন্ধুবরেষু।

বিরাজ।

আপনার কন্যার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া সম্প্রতি

একান্ত বাসনা হইয়াছে যে ঐ পরম সুন্দরী সর্ব্বগুণবতী কন্যাকে আমার প্রিয় পুত্রের সহিত উদ্বাহসূত্রে বন্ধন করি। মিত্রতা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ একত্র হইলে পরম সুখের বিষয় হইবে। আমি আপনার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি। আমার রাজ্যের সমস্ত কুশল আপনার রাজ্যেরও কুশল জানিয়া সুখী হইব।"

পত্রের ভাব জ্ঞাত হইয়া বাদসাহ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দূতকে অপেক্ষা করিবার সঙ্কেত করিয়া আসন হইতে গাত্রো-উত্থান করিয়া অবরোধ মধ্যে গমন করিলেন। রাজকুমারী ফরোখনাজ সেই সময়ে কোন সহচরীর সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেছিলেন। সহসা জনককে উপস্থিত দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন বাদসাহ সানন্দচিত্তে তাহা দিগকে বসিবার আদেশ প্রদান করিয়া নিজে একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিলেন। রাজকন্যা বসিলে রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা। আমি তোমকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি হিরাত রাজ্য হইতে একজন দূত একখানি পত্র আনিয়াছে সেই পত্রখানি আমার বন্ধু হিরাতেশ্বর লিখিয়াছেন তিনি তোমার রূপ লাবণ্যের খ্যাতি শ্রবণে মোহিত হইয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা তুমি তাঁহার পুত্রকে বিবাহ কর ইহাতে তোমার কি ইচ্ছা আছে?

সাহাজাদী লজ্জায় বদন অবনত করিলেন পরে মৃদুঃ স্বরে ধীরেং বলিতে লাগিলেন, পিতঃ। আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আপনি আমার অমতে আমার বিবাহ দিবেন না তবে কি নিমিত্ত আপনি এ অন্যায় অনুরোধ করিতেছেন। আর আপনার বন্ধুর পুত্র সাপ কি ব্যাঙ তাহা আমি কিছুই অবগত নহি, সুতরাং এরূপ স্থলে আমি কিরূপে সম্মতি দান করিতে পারি?

রাজা অনেক বোঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই কন্যা তাহা শুনিলেন না অবশেষে অপ্রতিভ হইয়া রাজসভায় প্রত্যাগমন করিলেন।

হিরাতেশ্বরের দূত বাদসাহের অপেক্ষা করিতেছিলেন, বাদসাহ আসিবা মাত্র যেন কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল অবসর না দিয়াই সিংহাসনে উপবেশন না করিয়াই বাদসাহ কহিলেন হে দূতবর। আমার অভিবাদন জানাইয়া হিরাতেশ্বরকে কহিবেন, ফরোখনাজ স্বয়ম্বরা হই বেন। উপযুক্ত সময়ে আমন্ত্রণ পত্র দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করা যাইবে .. তিনি যেন কোন বিরক্তি বা মনে না করেন। আমাকে তিনি যে সকল

উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন,
প্রত্যুপঢৌকন সত্বরেই প্রেরিত হইবে।

সেলাম করিয়া দূত প্রস্থান করিলেন। বাদসাহ গভীর চিন্তায় অভিভূত হইলেন।

ফরোখনাজের ত এ সম্বন্ধ হইল না। বিবাহেই একেবারে অসম্মত এখন উপায় কি? মন্ত্রীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু মন্ত্রী কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

বাদসাহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ধাত্রীকে ডাকিবার জন্য একজন প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন তৎক্ষণাৎ সেই কার্য সমাধা হইল। ধাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজসিংহাসন হইতে উঠিয়া ইঙ্গিতে ধাত্রীকে আহ্বান করিয়া বাদসাহ তওস্বরনবিসত গৃহের পশ্চিমদিকের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধাত্রীও সঙ্গে সঙ্গে গেল। গৃহ নির্জ্জন—এক ধারে একখানি কৌচ—নিচে ঢালাবিছানা। বাদসাহ কৌচে বসিয়া ধাত্রীকে উপবেশনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

ধাত্রী তথাপি বসিল না—করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল বাদসাহ একটু হাসিয়া বলিলেন ফতেমা! তুমি আমার চিরদিনের বিশ্বাস পাত্রী আমার ফরোখনাজ তোমার হস্তেই মানুষ হইয়াছে, আর ফরোখনাজকেও তুমিই প্রতিপালন করিয়াছ এখনও করিতেছ তোমাকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

ধাত্রী—দুই হাতে সেলাম করিয়া কহিল 'জাহাপনার মেহেরবানী।

বাদসাহ কহিলেন 'ফতেমা। আমার ফরোখনাজের বিবাহের বয়স হইয়াছে তথাপি বিবাহ করিতে চায় না এ সম্বন্ধে তুমি কি কিছু জান?"

ধাত্রী। কিছু কিছু জানি, হুজুরের মৃগয়া নিষেধ।

বাদসাহ। আর?

ধাত্রী। আর মহারাজ রাজকন্যা একরাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন সে স্বপ্নও আপনায় বলিয়াছেন। তাই শুনে আমি বোধ করি—

কথা শেষ না হইতেই রাজা কহিলেন "কি স্বপ্ন।"

ধাত্রী। তা কি জানি মহারাজ' রাজকন্যা বলেছেন শুনেছি এই মাত্র।

বাদসাহ। কিছু কি শুনেছ?

ধাত্রী। সাহাজাদী বলেন পুরুষ জাতি নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর সেই জন্য তাহার প্রতিজ্ঞা তিনি বিবাহ করিবেন না।

বাদসাহ একটু হাসিয়া বলিলেন বালক বালিকা আর পাগল ঠিক এক জাতি। স্বপ্ন কি সত্য হয়? স্বপ্নে বিশ্বাস করে কি সংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিতে আছে? আচ্ছা ফতেমা। বালিকার ভ্রম কি যায় না?

ধাত্রী উত্তর করিল বাদসাহ মহারাজ! আপনি যদি আমাকে একপক্ষ সময় দেন, তাহা হইলে আমি রোজ রোজ নূতন নূতন গল্প বলিয়া রাজকন্যার মন ফিরাইতে পারিব।

রাজা বলিলেন উত্তম পরামর্শ। একপক্ষ কেন আমি তোমাকে পাঁচ পক্ষ সময় দিলাম। শীঘ্র শীঘ্র তুমি চেষ্টা কর যদি পার তবে আমি তোমায় সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিব।

তিনবার ভূমি চুম্বন করিয়া ফতেমা বিদায় হইল। রাজকন্যা পাখা খেলিতেছেন ফতেমা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, মা ফরোখনাজ আমি অনেক রকম রূপ কথা জানি

ফরোখনাজ হাস্য করিয়া বলিল আমিও তা জানি বুড়ীরা দিন রাত রূপকথা বলিতে পারে। ধাত্রী উচ্চ হাস্য করিল।

রূপকথায় বালিকাদের বড় আমোদ। কেবল বালিকার কেন স্ত্রীজাতির মাত্রেরই রূপ কথায় প্রচুর আনন্দ। সখীরা বুড়ীরে ছোঁড়া ছোঁড়ি করিয়া

# আবুল কাসেমের কথা।

তুর্কির রাজধানী বোগদাদনগরে খলিফাহারুণ অলরসীদ নামে এক দয়াশীল নরপতি আধিপত্য করিতেন। নৃপতির যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার তৎসমস্তই ছিল। তিনি নিজে রাত্রিকালে ছদ্মবেশী হইয়া নগরবাসীদিগের অভিপ্রায় অবগত হইতেন। প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। এ সকল গুণ সত্ত্বেও একটী দোষে তাঁহার সুনির্ম্মল যশোচন্দ্রে একটী কলঙ্ক পড়িয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আত্মশ্লাঘা ভালবাসিতেন।

বোগদাদপতির প্রধান উজীরের নাম জাফর, তিনি প্রজাবর্গ ও অপর সাধারণের নিকট নরপতির ঐ নিন্দার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং খলিফাকে বিনয় বাক্যে বলিতে লাগিলেন, জাঁহাপনা। অধীনের একটী প্রার্থনা আছে, মহারাজের যশ পৃথিবীর সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এমন লোক নাই যিনি আপনার নিন্দা করেন। কিন্তু মহারাজ ছলপ্রিয় লোকেরা আপনাকে অহঙ্কারী বলেন। মিনতি করি এই অপ্রশংসনীয় অহঙ্কারটী পরিত্যাগ করুন।

সম্রাট সহাস্যবদনে বলিলেন, মন্ত্রি! বল দেখি আমার ন্যায় দয়ালু ধর্ম্মাত্মা প্রজারঞ্জক রাজা কি আর আছে। আমি এই কথা বলিয়া শ্লাঘা করি ইহাকে কি অহঙ্কার বলে।

মন্ত্রী অম্লানবদনে কহিলেন, মহারাজ! সমস্তই সত্য কিন্তু আপনার মুখে আপনার প্রশংসা ভাল শুনায় না। বিশেষতঃ আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক জ্ঞানবান লোকের পক্ষে উহা অবশ্যই নিন্দার বিষয়। মহারাজ আপনি কহিলেন; আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক, দয়ালু, ঐশ্বর্য্যশালী, প্রজারঞ্জক, দানশীল, নরপতি কি আর আছে? মহারাজ এ কথা বলিতে পারেন, কিন্তু নরপতির কথা দূরে থাকুক, আপনার স্বীয় রাজ্যমধ্যে বসোরানগরে আবুলকাসেম নামে এক অতি সমৃদ্ধিশালী বণিক বাস করেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, দানশীলতা, বিনয় ও ধর্ম্মভীরুতার কথা শ্রবণ করিলে আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

বাদসাহ মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন কি স্পর্দ্ধা। আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন সামান্য বণিকের প্রশংসা? আমি এখনি তোকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া প্রতীহারীকে ডাকিলেন। আমরুল্যা

প্রতীহারী আসিয়া উপস্থিত। বাদসাহ ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, এই নরাধম উজীরকে কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখ।

রাজার আদেশে সুমন্ত্রণাদাতা মন্ত্রী কারাগারে বদ্ধ হইল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সম্রাটের তাদৃশী দশা দর্শন করিয়া রাজমহিষী কহিলেন মহারাজ আজ আপনি কি জন্য একরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আমি কখনও আপনাকে এরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখি নাই। আপনার এরূপ ভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি।

পরমাসুন্দরী মহিষীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীর সহিত যে সমস্ত তর্ক হইয়াছিল বাদসাহ রাজ্ঞীকে তৎসমুদায় জ্ঞাত করিলেন।

রাজ্ঞী চমকিত হইলেন—ধীরে ধীরে বাদসাহকে বলিতে লাগিলেন, আপনি মন্ত্রীবর জাফরকে কারাবদ্ধ করিয়া বড় ভাল কাজ করেন নাই। ভালরূপে সন্ধান না লইয়া একজন নিরপরাধীকে দণ্ড দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য নয়। মহারাজ। রাজ্যের সমস্ত লোকই আপনার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। উজীর আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী—সেই নির্দ্দোষ উজীরকে কারাবদ্ধ করা আপনার সম্পূর্ণ অনুচিত হইয়াছে। সত্য মিথ্যা স্থির করা প্রয়োজন।

বাদসাহের মনে বিবেক আসিয়া উপস্থিত হইল—তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন মন্ত্রীকে কারাবদ্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। তখন বাদসাহ উগ্রমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে কহিলেন রাজ্ঞি। ভাল কথা বলিয়াছ সেই আবুলকাসেম কে সে কি কার্য্য করে—তাহার প্রকৃতি কিরূপ নিজে আমি তাহার তথ্য লইব। মন্ত্রীর কথা সত্য হইলে সে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে

এব মিথ্যা হইল তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। রাজা তাহাতে সম্মতি দিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র বাদসাহ একাকী বণিকবেশে বসোরা যাত্রা করিলেন।

বসোরায় উপস্থিত হইয়া বাদসাহ এক পান্থশালায় দিনমান অতিবাহিত করিয়া, তথাকার কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আবুলকাসেম কোথায় থাকে বলিতে পারেন?

গৃহস্বামী বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি মহাশয় আপনি ভুবন বিখ্যাত আবুলকাসেমের নিবাস জানেন না? এদেশে তাঁহাকে জানে না এমন ব্যক্তিই নাই। বোধ হয় আপনি বিদেশী হইবেন। আপনার নিবাস কোন দেশে?

ছদ্মবেশী বাদসাহ কহিলেন আমার নিবাস এখান হইতে বহুদূর—আমি এখানে কখন আসি নাই—আমি বিদেশী, আবুলকাসেমের সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি। গৃহস্বামী হাস্য করিয়া একটী বালককে রাজার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। সেই বালক রাজাকে আবুলকাসেমের বাটী দেখাইয়া দিল। রাজা তাহাকে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। আবুলকাসেমের প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাদসাহ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। সে শোভা অতুলনী—তাহার সহিত রাজপ্রাসাদের তুলনা হয় না। খলিফা মনে মনে ভাবিলেন জাফর তবে আমাকে সত্য কথাই বলিয়াছে। আবুলকাসেমের ধনের কাছে আমার ধন সামান্য। মনে মনে এই প্রকার আন্দোলন করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী একজন প্রহরীকে বলিলেন, আমি তোমাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি প্রতিহারী দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। একটু পরেই আবুলকাসেম উপস্থিত হইলেন ছদ্মবেশী রাজাকে যথোচিত সম্মান করিয়া তাহার অভ্যর্থনাগৃহে লইয়া গেলেন। রাজা একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত পালঙ্কে উপবেশন করিয়া বলিলেন মহাশয়। আপনার যশ পৃথিবীর সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত, আমি আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তি শ্রবণ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছি।

বিনীতভাবে আবুলকাসেম বলিলেন মহাশয়। আমি অতি সামান্য লোক—একজন সামান্য বণিক পুত্র—আপনি আমার আলয়ে আসিয়াছেন, ইহা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আবুলকাসেমের এই প্রকার অভ্যর্থনায় রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন আমি

একজন আমাজ, বণিক, বোগ্দাদ নগর আমার নিবাস স্থল। অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়া একটী পান্থশালায় ছিলাম সেই স্থান হইতেই এখানে আসিতেছি।

কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে সুবাসিত মদিরাপূর্ণ স্বর্ণপাত্র হস্তে ১২টী কিঙ্কর; ও নানা প্রকার সুস্বাদ্য ফল ও সুবাসিত পুষ্পমাল্য হস্তে পরম সুন্দরী ১২টী যুবতী তথায় উপস্থিত হইল। উভয়ে সুরাপান করিয়া কিছু কিছু উপযোগ গ্রহণ করিল।

অনন্তর কাসেম সেই স্থান হইতে রাজাকে অপর একটী প্রশস্ত গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় মনোহর পাত্রে নানা প্রকার ভোজ্য ভোগ্য সাজান ছিল। উভয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে আবুলকাসেম রাজাকে অপর একটী গৃহে লইয়া গেলেন। একটী পরিচারিকা হেমময় পাত্রে সুরা প্রদান করিল। উভয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিল। পরে আবুলকাসেম প্রফুল্লচিত্তে নর্ত্তকীগণকে নৃত্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। নর্ত্তকীগণ মনোমুগ্ধকর নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। রাজা তাহাতে মুগ্ধ হইয়া, বার বার নর্ত্তকীগণের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে আবুল-কাসেম গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে বাম হস্তে একগাছি ছড়ি অপরহাতে একটী সুন্দর বৃক্ষ লইয়া প্রবেশ করিলেন। বৃক্ষটীর মূলদেশ রজত নির্ম্মিত—শাখাপল্লব হীরকময়—ফল পুষ্প রত্নময়। বৃক্ষের উপরিভাগে একটী ময়ূর বসিয়া আছে—শিখীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সুগন্ধময় পদার্থে সংগঠিত। ময়ূরের সৌন্দর্য্য দর্শনে রাজা অভিভূত হইলেন। আবুলকাসেমের হস্তস্থিত ছড়ি গাছটী ময়ূরের গাত্রে স্পর্শ করাইবামাত্র ময়ূরটী, নৃত্য করিতে লাগিল; তাহার গাত্রের সৌরভে গৃহটী আমোদিত হইয়া উঠিল। রাজা মনে মনে ভাবিলেন উজীর যথার্থই বলিয়াছেন।

রাজা ভাবিতেছেন এমন সময় আবুলকাসেম বৃক্ষ লইয়া প্রস্থান করিল। রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি কি পাষণ্ড। আমি এই বৃক্ষটীকে দেখিতে ইচ্ছুক ছিলাম কিন্তু নরাধম একদণ্ডও নিকটে রাখিল না। রাজ-ধানীতে যাইয়াই অমাত্যকে আমি কাটিয়া ফেলিব। বলে কিনা আবুলকাসেম ভারী দাতা। দাতার কি এই ব্যবহার এই পিশাচ ভয়ানক কৃপণ। মন্ত্রী ইহার প্রতিফল নিশ্চয়ই পাইবে।

রাজা এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে আবুলকাসেম একটী

সুন্দর বালকের সহিত প্রবেশ করিল। বালক একটী সুরাপূর্ণ পাত্র রাজার হস্তে দিয়া দূরে দাঁড়াইল। বাদশাহ সেই মদ্যপাত্র নিঃশেষিত করিয়া বালকের হস্তে প্রদান করিতে যাইতেছেন দেখিলেন আবার পরিপূর্ণ। পূর্ণপাত্র দর্শনে তিনি বিস্ময় ও আনন্দসহ পুনর্ব্বার পান করিলেন। পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ বাদশাহ বালকের প্রতি ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন এমন সময়ে আবুল কাসেম্ বালক লইয়া গেলেন।

রাজা আবার বিরক্ত হইলেন; মনে ভাবিলেন, কি অসভ্য! কোন বস্তুই নিকটে অধিকক্ষণ রাখেনা যদি সমস্ত বস্তু দিতে ইচ্ছা না হয়, তবে কিছু দিলেওত দিতে পারিত। তাহা নয়—আশ্চর্য্য ব্যাপার।

একটী পরম সুন্দরী যুবতীকে লইয়া কাসেম্ পুনঃ প্রবেশ করিল। যুবতী অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী—রাজা তাহার রূপ লাবণ্যের প্রশংসা করিতেছেন এমন সময়ে সুমধুর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। যুবতীর সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন—পরক্ষণেই আর দেখিতে পাইলেন না—ক্রোধান্বিত হইলেন—কিছু বলিলেন না যুবতীকে লইয়া যাওয়ার জন্য আবুল কাসেমের উপর বিরক্ত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন রাজ্যে ফিরিয়া যাইয়া মন্ত্রীর মস্তকচ্ছেদন করিবেন।

পুনরায় আবুল কাসেম শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলেন এবং রাজাকে যথোচিত সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। তখন রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর।

রাজার মনে সুখ নাই—পথে তিনি ভাবিতেছেন মন্ত্রী বলিয়াছে আবুল-কাসেমের বিপুল ঐশ্বর্য্য আছে সত্য; কিন্তু কাসেম দাতা, এই কথাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা—কাসেম আমাকে যে সমস্ত মনোরঞ্জক বস্তু দেখাইল সমস্ত না হ'ক আমাকে সামান্য দান করা উচিত ছিল—কাসেম মহাপাতকী—কৃপণ—ইহার জন্য মন্ত্রী অবশ্যই উপযুক্ত ফল পাইবে।

যে পান্থ শালায় খলিফা দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন আবার সেই পান্থ শালায় উপস্থিত হইলেন।

বাদসাহ তথায় যাইয়া দেখিলেন, যে আবুলকাসেম তাঁহাকে যে যে বস্তু এবং কিঙ্কর কিঙ্করী বালক ও যুবতী দেখাইয়াছিল, তিনি তথায় পৌছিবার পূর্ব্বে সেই সমস্তই পাঠাইয়া দিয়াছে রাজা দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন। ভাবিলেন সমস্তই ইন্দ্রজাল পূর্ব্ব কথিত বালক সেলাম করিল—যুবতী

সমস্যাবে বান্দিনী * বাজারীয় ব দসাহের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন পত্র খানিতে এইরূপ লিখিত ছিল—যথা—

মহাশয়—

আপনার আগমনে আমার আবাসভূমি বিশুদ্ধ হইল অভ্যর্থনার যদি কিছু ত্রুটী হইয়া থাকে মার্জ্জনা করিবেন। যে সমস্ত বস্তু দেখিয়া আপনি তুষ্ট হইয়াছেন আমি তৎসমুদয় আপনাকে দান করিলাম—আমার এই নিয়ম যে যে অতিথি যে বস্তু দেখিয়া তুষ্ট হন তাহাকে তাহাই প্রদান করি। আপনি কৃপা করিয়া এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিলে বাধিত থাকিব।

আজ্ঞাবহ দাস

শ্রীআবুল কাসেম।

পত্র পাঠে খলিফা আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। মনে মনে কাসেমকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন ভাবিলেন উজীর নির্দ্দোষী—সে সত্য কথাই বলিয়াছে।

খলিফা বুঝি লন কাসেমের তুল্য দাতা নাই—বলিলেন নিজমুখে প্রশংসা অত্যন্ত দোষ কাসেম নিজের প্রশংসা করেন না—যেমন ধনবান—তেমনি দাতা একাধারে দুইই বিদ্যমান কিন্তু এত দান কিরূপে করে? সে আমার একজন সামান্য প্রজা মাত্র প্রজা যদি অপরিমিত দানে সমর্থ হয়, তবে সে পাপ রাজার শিরে পড়ে। আবুল কাসেম কি কল্পতরু? তাহার কারণ জানিতে না পারিলে এ নগর পরিত্যাগ করিব না। রাজা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিলেন।

প্রভাতে বাদসাহ পুনরায় কাসেমের গৃহে যাত্রা করিলেন কাসেম রাজাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সম্মান করিতে লাগিলেন। বলিলেন মহাশয়! অধি আপনার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমি আপনার উপহার গ্রহণ করিতে পারি না। তাহার কারণ আমি এ সমস্ত বস্তুর যোগ্য লোক নহি আপনি দয়া করিয়া এই প্রতি গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

কাসেম কুণ্ঠিত হইয়া কহিল অভ্যর্থনার ত্রুটী হইয়াছে—আমি দোষ করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা করিবেন প্রণয়ের বৎসামান্য নিদর্শনে প্রত্যর্পণ করিতে নাই।

*বাদা বিশেষ।

রাজা চকিত হইলেন। কহিলেন বন্ধুবর। একটী কথা আছে—আমার এই সমস্তই ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইল যাহার যেমন অবস্থা তেমনি ব্যয় করা উচিত অবস্থা ছাপাইয়া দান ধ্যান করিলে অচিরেই গৃহস্থ লোকে ফকির হইয়া যায়।

আবুলকাসেম একটু হাসিয়া কহিল আমার এই ধন অক্ষয় বহু দিন ব্যাপিয়া দান করিলেও ক্ষয় হইবে না। যে দিন হইতে আমি এই সমস্ত ধনের অধিকারী হইয়াছি সেই দিন হইতেই আমি দান ধ্যান করিতে আরম্ভ করিয়াছি যত দান করি কিছুতেই ফুরায় না। মনে হয় ধনের সদ্ব্যবহার না করিলে সে ধন কেবল প্রস্তর খণ্ড মাত্র তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমার ধন দর্শনে বসোরার অর্থলোলুপ ধনিকরা আমার প্রতিহিংসা করিয়া থাকে। যেমন রাজা তেমনি পার্শ্বচরগণ—সকলেই অত্যন্ত লোভী একদিন শান্তি রক্ষক আসিয়া আমারে বলিল রাজা আপনারে ডাকিয়াছেন। আমি কোন দোষ করি নাই সুতরাং মনে কোন প্রকার ভয়ের চিন্তাই আসিল না। রাজার আদেশে আমি রাজভবনে যাইতে উদ্যোগী হইলাম তখন শান্তিরক্ষক আমারে কহিল নাগো মহাশয় রাজা আপনাকে ডাকেন নাই। আমিই নিজেই আসিয়াছি—আমরা ভয়ানক অর্থলোভী আপনি অনেক গুপ্তধন পাইয়াছেন আমাকে কিছু দিবেন এই আমার প্রার্থনা।

তাহাকে আমি ৩০০ তিন শত মোহর দান করিলাম। সেই দিন অবধি তাহাকে প্রত্যহ ১০টি মোহর দানে অঙ্গীকৃত হইল ম। তৎপরে রাজমন্ত্রী আসিয়া নানা প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল আমি তাহাকে প্রতি দিন ১০০০ সহস্র মোহর দানে স্বীকৃত হইয়াছি। তাহার পর রাজা—তিনিও আমাকে ডাকিয়া কহিলেন প্রজার গুপ্তধনে রাজার অধিকার, তুমি তোমার গুপ্ত ধনাগার দেখাইয়া দাও তাহাতে আমি অসম্মত হইলাম। আমি কহিলাম মহারাজ। আমি আপনাকে প্রতিদিন ২০০০ দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু গুপ্তধনাগার দেখাইতে পারিবনা। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। আমি তাঁহাকে অগ্রিম একমাসের ৬০০০০ হাজার মুদ্রা প্রদান করিলাম।

বাদসাহ বিষাদিত হইয়া কহিলেন, বন্ধুবর! রাজাকে আপনি যাহা দেখান নাই আমি সামান্য অতিথি আমারে তাহা দেখাইবেন তাহা নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু সেই গুপ্তধনাগার দেখিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে।

আবুলকাসেম কহিল মহাশয়! আপনি অতিথি আমার কর্ত্তব্য আপনাকে

উপযুক্ত অভ্যর্থনা কর।; বিশেষতঃ আপনি যখন আমাকে মিত্র বলিয়া যে সম্বোধন করিলেন, আমি আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি যে সকলে নিদ্রিত হইলে আমি আপনাকে সেই গুপ্ত ধনাগার দেখাইব। কিন্তু যাইবার সময় আপনার চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া যাইব।

খলিফা সম্মত হইলেন। রাত্রি গভীর হইলে উভয়ে সেই ধনাগারে উপনীত হইলেন। প্রথম কক্ষে কাঞ্চন ক্ষণি। একটী সুগভীর কূপ তাহাতে রাশি রাশি সুবর্ণ পরিপূর্ণ।

দেখিয়া খলিফা কহিলেন হাঁ প্রচুর বটে কিন্তু অপরিমিত দানে ইহা নিঃশেষিত হইতে পারে। আপনার ন্যায় অতিরিক্ত দানে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যায়।

আবুলকাসেম কহিলেন—ইহা ছাড়া আমার আরও ধন আছে। এই বলিয়া তিনি রাজাকে অপর একটী বৃহৎ গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় বৃহৎ বৃহৎ রত্নাধারে নীলকান্তমণি সূর্য্যকান্তমণি মরকতমণি নিশাকালে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। গৃহের দক্ষিণধারে একখানি পর্য্যঙ্কোপরি দুইটি রত্নময় প্রতিমূর্ত্তি সজ্জিত রহিয়াছে—একটী পুরুষ—একটী নারী; পর্য্যঙ্কের নিম্নভাগে একখানি প্রস্তর ফলকে সুবর্ণ অক্ষরে দুইটি পদ্য লেখা রহিয়াছে। কাসেম রাজাকে তাহা পাঠ করিতে বলিলেন রাজা পাঠ করিতে লাগিল।

(১)

"ভুজবলে বহু রাজ্য করিয়াছি জয়।
উড়ায়েছি কীর্ত্তিধ্বজা জানিও নিশ্চয়॥
সে কীর্ত্তি কোথায় এবে কোথা রাজ্য ধন।
হরিল সকল সুখ দুরন্ত শমন॥

(২)

নরপতি হিন্দু আমি ছিল মম রাণী।
আমার মরণে সেও ত্যজেছে ধরণী॥
রাখিয়াছি এই ধন অতি যত্ন করে।
যে পারে সে বিতরিও নিজ প্রাণভরে॥"

কবিতাটী পাঠ করিয়া রাজা একবার ম্লান ও একবার হর্ষভরে প্রফুল্ল হইলেন। "আর না দাস দাসীরা জাগরিত হইবে। আসুন প্রস্থান করি" এই বলিয়া কাসেম পূর্ব্ববৎ রাজার চক্ষু বন্ধন করিয়া শান্তি নিকেতনে লইয়া গেলেন। প্রভাতকাল উপস্থিত হইতে অতি অল্পই বাকি আছে। রাজা বলিলেন সমস্তই জানিলাম, কিন্তু বলুন দেখি আপনি কিরূপে এই গুপ্ত ধনের অধিকারী হইয়াছেন।

আবুলকাসেম কহিল, মহারাজ! আমার জীবনবৃত্তান্ত অত্যন্ত শোকাবহ; বলিতেছি, একাগ্র মনে শ্রবণ করুন। এই বলিয়া কাসেম নিজ জীবন কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

মিশরের রাজধানী কায়রো নগরে আমার পিতার নিবাস ছিল। তাঁহার নাম আবদুল আজিজ্। তিনি রত্ন ব্যবসায়ে বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতা, অর্থলোলুপ মিশররাজের অর্থ লুণ্ঠনের ভয়ে কায়রো পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বসোরা নগরে আগমন করেন। এই স্থানের এক সাধু কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমি সেই সাধু কুমারীর গর্ভ সম্ভূত। সেই অবধি বসোরা নগরে আমাদের বাস।

পিতা মাতার আমি একমাত্র সন্তান। পিতাও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন সুতরাং বাল্যকালে রাজপুত্রের ন্যায় সুখভোগ করিয়াছি। যখন আমার বয়স ১৩ তের বৎসর সেই সময় হইতেই আমার দুঃখের সূত্রপাত হইল। জনক জননী উভয়েই একদিনে একই রোগে পরলোক গত হইলেন। আমি একাকী অসহায়—অরক্ষিত—নিরুপায়—নিরাশ্রয়। আমি নাবালক—তাতে আবার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী, সুতরাং নানা স্থান হইতে অনেক মোসাহেব আসিয়া জুটিল। সুতরাং ক্রমে ক্রমে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। একমুষ্টি ভিক্ষা পাওয়া ভার—আর মোসাহেবগণের ঘন ঘন গমনাগমন নাই—এখন পথিমধ্যে দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া লয়। সংসার চিনিতাম না তথাপি সংসারের উপর ধিক্কার জন্মাইল। মানুষ চিনিতাম না তথাপি মানুষের উপর ঘৃণা জন্মিল। মনের দুঃখে পিত্রাবাস বসোরা নগর পরিত্যাগ করিলাম।

যেখানে একদিন আদর অভ্যর্থনায় কাটাইয়াছি সেখানে পথের ভিখারীর ন্যায় অবস্থান করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইল। সেই জন্য আমি বসোরা নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতার পূর্ব্বকার নিবাস স্থান মিশরের অন্তর্গত কায়রো নগরে যাত্রা করিলাম। নগরে পৌঁছিলাম—

নগর পূর্ব্বে আমার দেখা ছিল না সুতরাং সেই নগরের কোন ব্যক্তিই আমাকে চিনিতেন না। অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম—বেলা তখন প্রায় আড়াই প্রহর। ক্রমে ক্রমে বেলা অবসান হইল, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

আমি যেখানে বসিয়াছিলাম তাহার সম্মুখে একটী অট্টালিকা ছিল। আমি উপবাসী—নিরাশ্রয়—তৃষ্ণাতুর—শোকার্ত্ত—দুঃখার্ত্ত। ধীরে২ বাতাস বহিতেছিল, তাহাতে শরীরে কিছু সুখবোধ হইল। আকাশে চাঁদ উঠিল। সেই অট্টালিকার গবাক্ষস্থিত একটী প্রতিমূর্ত্তি আমার মন কাড়িয়া লইল—কে সেই প্রতমূর্ত্তি? বোধ হয় কোন রাজকন্যা বোধ হয় কেন বাস্তবিকই তাই; দুই দণ্ডকাল সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে সেই সুন্দরী আমাকে কহিল—এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে রাজার আদেশে দণ্ডিত হইতে হইবে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—গবাক্ষ দ্বার বন্ধ হইল। হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া একটী পান্থশালায় রাত্রিকাল অতিবাহিত করিলাম। মনে মনে ভাবিতেছি তেমন রূপ কখন দেখি নাই।

রজনী প্রভাত হইবামাত্র আমি সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলাম। গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি করিলাম কিন্তু সুন্দরীকে দেখিতে পাইলাম না—দেখিলাম গবাক্ষের দ্বার রুদ্ধ। তিন প্রহর অতীত হইয়া গেল তথাপি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। ভাবনায় ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিল না। হঠাৎ গবাক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—আবার সেই মূর্ত্তি—সেই সুচারু রমণী মূর্ত্তি; আমাকে দেখিয়াই বলিল, আবার তুই এখানে আসিয়াছিস্ যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে শীঘ্র প্রস্থান কর নচেৎ এখনি তোর মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। এই বলিয়া সুন্দরীও চলিয়া গেল গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ হইল। কেহই আসিল না—ভাবিলাম সুন্দরী আমাকে ভয় দেখাইল।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল; রজনী দীপমালা পরিধান করিল, আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। আমিও পান্থশালায় ফিরিয়া গেলেম। মনে মনে ভাবিলাম তেমন-সুন্দরী রমণী এ নরলোকে কেন। নানারূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে সেই পান্থশালায় রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলাম। আসিবামাত্রই সেই সুন্দরীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আমার নেত্রগোচর হইল। আমাকে দেখিয়া সুন্দরী মৃদুমৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, যুবক! তুমি কি প্রাণবিনাশের

আশঙ্কা কর না? আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, কিছুমাত্র না—তোমার মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া আমি বিমোহিত হইয়াছি—এখন আমার প্রাণ তোমারই হস্তে তুমি রাখিলে রাখিতে পার মারিলে মারিতে পার, তুমি বিনা আমার আর কেহই নাই।

সুন্দরী একটু হাঁসিয়া কহিল এতদূর প্রতিজ্ঞা? আচ্ছা, অদ্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় এখানে আসিও। সাবধান। কেহ যেন কোন বিষয় জানিতে না পারে, জানালার নীচে যে অবলম্বন দেখিতে পাইবে আশ্রয় করিয়া উপরে আরোহণ করিও, কিছু ভীত হইও না কেহ কিছু বলিবে না। তৎপরে তোমাতে আমাতে কথা হইবে।

আমি তাহাই করিলাম। একটী সুন্দর গৃহে আমরা উভয়ে বসিয়া আছি—নটীগণ নৃত্য করিতেছে—গায়িকা গান গাহিতেছে গৃহটী গীতানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

আমি ইঙ্গিত করিলাম রাজকন্যা সমস্ত দাসীগণকে বিদায় দিলেন। আমরা দুজনে নির্জ্জন হইলাম—আমি সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে? সুন্দরী উত্তর করিল আমি সিংহল দ্বীপের রাজকন্যা। মাতা পিতার অজ্ঞাতসারে একটী লোক আমাকে হরণ করিয়া আমাকে এই রাজ্যের রাণীর নিকট বিক্রয় করেন। তিন বৎসর আমি এখানে বাস করিতেছি। রাজা কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া প্রত্যহ আমার উপাসনা করেন। আজ নহে কাল, কাল নহে পরশ্ব, এইরূপে আমি রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু মন তাহাতে সুস্থির হয় না। আমি তোমাকে দেখিয়াই তোমাকে জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়াছি। তোমাকে ভয় দেখাইয়াছি—তুমি ভীত হও নাই। নিরাশ করিবার ও ভয় দেখাইয়াছি তাহাতেও হতাশ হও নাই। এই সমস্ত দেখিয়াই বুঝিয়াছি তুমি যথার্থই প্রেমিক। প্রেম যে কি বস্তু তাহা তুমি জান। আমার প্রাণ তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছে।

যুবতীর প্রেমময়ী কথা শ্রবণ করিয়া আমি যার পর উৎসাহিত হইলাম। গৃহের কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া, উভয়ে একখানি পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিলাম। নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল, যুবতী বলিতে লাগিল আমি, তোমারি—পিতা সাধ করিয়া আমার নাম দারদেনা রাখিয়াছিলেন দারদনী তোমারই।

যেমন সুন্দরীর মুখ হইতে এই কথাটী উচ্চারিত হইল, অমনি দ্বার-দেশে মনুষ্যের পদ শব্দ ও করাঘাত শ্রুত হইল। কামিনী কাঁপিয়া উঠিল কহিল, রাজা আসিয়াছেন আর রক্ষা নাই।

আমার শরীরের সমুদায় শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল, থরহরি কাঁপিতে লাগিলাম, ভয়ে পর্য্যাঙ্কের নিম্নে লুকাইলাম। দারদেনী দ্বার খুলিয়া দিল। দশজন অনুচরের সহিত রাজা গৃহে প্রবেশ করিলেন। কায়রোরাজ ক্রোধে চীৎকার করিয়া কহিলেন দারদেনি। এই কি তোর সত্য পালন, এই কি তোর অঙ্গীকার তুই কাহার সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলি? শীঘ্র তাহারে দেখাইয়া দে নচেৎ তোর মস্তক ছেদন করিব। দারদেনী কথা কহিতে পারিল না, খোজারা আমাকে পর্য্যাঙ্কের নিম্নভাগ হইতে টানিয়া বাহির করিল। জীবনের আশা ফুরাইয়া গেল—আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। জল্লাদেরা আমাকে ধরিল।

দারদেনীকেও ধরিল, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। এমন সময় একটী বৃদ্ধা ধাত্রী রাজাকে কহিল মহারাজ। ইহাদিগকে এরূপে মারিবেন না উভয়কে এক শৃঙ্খলে বাঁধিয়া সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করুন। রাজা সহাস্য বদনে তাহাই অনুমোদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল হইল। আমি ও দারদেনী অতল জলধিতলে নিক্ষিপ্ত হইলাম। আমরা দুজনে অগাধ জলধিগর্ভে, বরং কী প্রভাতে সে যে আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিল

সমুদ্র মধ্যে আমার কিছুই জ্ঞান ছিলনা, সেইরূপ স্থলে জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে দেখিলাম তীরে শয়ন করিয়া আছি কিন্তু দারদেনী নাই—চর্তুদিক অগ্নিময়—সংসার শূন্যময় বোধ হইল। মনে হইল ইহা অপেক্ষা মরা শ্রেয়স্কর ছিল। উলঙ্গবেশে তীরে উঠিলাম কিন্তু দার দেনীকে দেখিতে পাইলাম না, মনে মনে ভাবিলাম ডুবিয়া মরিয়াছে। আমার প্রণয় ফুরাইয়াছে। আমি ফকির হইলাম দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এক দিন সন্ধ্যাকালে আমি একটি দেবদারু বৃক্ষের মূলদেশে বসিয়া আছি এমন সময়ে চার জন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ একটী মৃতদেহ আনিয়া সেই স্থানে গোর দিল। তাহাদের কর্ত্তা হাস্য করিতে করিতে চুরট খাইতে লাগিল, সকলে হাসতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে—ইহারা হাসিল কেন? শোক না হইয়া আনন্দ, বিপরীত ঘটনা। গাছের আড়ালে দাড়াইয়া থাকিলাম। যখন দেখিলাম কেহই ফিরিয়া আসিল না, তখন মাটি খুঁড়িয়া দেখিলাম, কবর মধ্যে এক সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত নারী মূর্ত্তি। আস্তে আস্তে তুলিয়া লইলাম। নিকটে জলাশয়ছিল বারি সিঞ্চন করিলাম। ক্রমে কামিনীর চৈতন্য হইল। ধীরে ধীরে কহিল আমাকে আশ্রয়ে লইয়া চল। আমি তাহাই করিলাম। ধীরে ধীরে যখন আমি সেই যুবতীর মূর্ত্তি দেখিলাম তখন আমার গা কাঁপিয়া উঠিল। অম্লান দারদেনীকে মনে হইল, তাঁহাকে আর কিছুই বলিলাম না। একদিন রমণী আমারে কহিল এই পত্রখানি লইয়া রাজবাড়ীর কোষাধ্যক্ষের নিকটে যাও তিনি যাহা দান করেন লইয়া আইস। পত্র লইয়া কোষাধ্যক্ষের নিকট গমন করিলাম। বিনা ওজরে তিনি পাঁচটি মুদ্রাধার আমাকে দিলেন কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

তিন দিন গত হইল পুনরায় সেই রমণীর আদেশে আবার সেই লোকের নিকট গমন করিলাম। আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি, ইত্যাদি কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার হস্তে দশটী সুবর্ণ মুদ্রাধার সমর্পণ করিল আশ্চর্য্য! জানা শুনা কিছুই নাই আমিবা মাত্রই অসংখ্য স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করে। একি মায়া! কামিনী কি কুহকিনী? অনেক ভাবিলাম কিছুই জানিতে পারিলাম না। ফিরিয়া আসিয়া মুদ্রা গুলি যুবতীর হস্তে অর্পণ করিলাম। সুখে সচ্ছন্দে দিন যাপন হইতে লাগিল। রমণী সম্পূর্ণরূপে

আরোগ্য হইল। তাহার শরীরে কিছুরই চিহ্ন থাকিল না। ক্রমে ক্রমে যুবতী সুন্দরী হইয়া উঠিল। সুন্দরী হইল বটে কিন্তু আমার প্রাণেশ্বরীর মত নয়। একমাস গত হইল। এক দিন রমণী কহিল দেখ বণিক পুত্র তুমি এক কাজ কর। এই নগরে নামরণ নামে এক বস্ত্র ব্যবসায়ী আছে, তাহার নিকট হইতে আমার গাত্রের উপযুক্ত চারি সুট পোষাক ক্রয় করিয়া আন। তোমাকে এক থলি মোহর দিলাম—যাহা লাগে নামরণকে দিও, দর দস্তুর করিও না।

আমি নামরণের দোকানে বেচিয়া বাছিয়া বাছিয়া চারি প্রস্থ পোষাক পছন্দ করিলাম। মোহরের থলিটী তাহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলাম, আপনার যত ইচ্ছা হয় মূল্য গ্রহণ করুন। সে মূল্য গ্রহণ করিল। আমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া নামরণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। আমি নিমন্ত্রণ স্বীকার না করিয়া কহিলাম মহাশয়। আমি আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র অনুমতি লইয়া আসি নাই। অনুমতি লইয়া কল্য আসিব। বণিক হাস্য করিল আমি বিদায় হইলাম।

গৃহে আসিয়া, সেই রমনীকে সমুদয় জ্ঞাপন করিলাম। শুনিয়া রমণী কহিল নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া তুমি বড় ভাল কার্য্য কর নাই। কাল যাইবে বলিয়া আসিয়াছ, যাইও কিন্তু মদ্যপান করিও না। আমি স্বীকার করিলাম। রমণী আরও বলিল নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে নিমন্ত্রণ করিতে হয়; অতএব তুমি সেই সাধুকে তৃতীয়ে রাত্রে নিমন্ত্রণ করিও। তাহাও আমি স্বীকার করিলাম।

দিবা অবসান হইল। রজনী আগতা হইলেন আকাশে চন্দ্রদেব উদয় হইল। রাত্রি প্রভাতা হইলে সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক আলো করিয়া আবার দর্শন দিলেন। জীবগণ প্রফুল্ল হইল। আবার রাত্রি উপস্থিত। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নামরণের ভবনে যাত্রা করিলাম। তাঁহার গৃহে উপনীত হইলে তিনি উচিত মত আদর অভ্যর্থনা করিলেন। যথা সময়ে ভোজের আয়োজন হইল।

উভয়ে ভোজনার্থ উপবেশন করিলাম। রমণী আমাকে মদ্যপান করিতে নিষেধ করিয়াছিল, নামরণের উপরোধে অ নুরো সে অনুরোধ রক্ষা হইল না। পাছে লজ্জিত হইতে হয়, সেই আশঙ্কায় নামরণের বাটীতে সেই রাত্রি যাপন করিলাম। রজনী প্রভাত হইলে নামরণকে নিশাভোজনের

নিমন্ত্রণ করিয়া, তথা হইতে বাটীতে আগমন করিলাম। বাটীতে আসিবামাত্র নানাপ্রকার নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। প্রতি দ্বারেই মঙ্গলতরু, মঙ্গলঘট, শান্তি পাহারা, অঙ্গনে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিতেছে, উপরে চাঁদোয়া খাটান হইয়াছে। শত শত অপরিচিত লোক নানা প্রকার কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। সকলেই ছুটাছুটি করিতেছে। আমি বিস্মিত হইলাম। কাহাকেও কিছু না বলিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাকে দেখিয়া রমণী আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিল। নামরণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছ? আমি উত্তর দিলাম হাঁ। আমার মনে যে ভয় হইয়াছিল তাহা আর থাকিল না। রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন সাবধান যেন যত্নের কোন প্রকার ত্রুটী না হয়, আরও আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সহিত রহস্যালাপ করিও কিন্তু একত্রে সুরাপান করিও না আমি তাহাতে উত্তর করিলাম আচ্ছা তাহাই হইবে।

ক্রমে ক্রমে দিন কাটিয়া গেল রাত্রি আসিয়া উপস্থিত। আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা ঝিকি মিকি করিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড নামরণ ৮।১০ আট দশ জন বন্ধু সমভিব্যাহারে আমাদের আবাসে আগমন করিলেন। আমি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলকে বিশ্রাম গৃহে উপবেশন করাইলাম চারিজন সুরূপা নর্ত্তকী নৃত্য করিতে লাগিল। গায়কেরা বিবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন করতঃ গীত আরম্ভ করিল। পরিচারক তিনবার স্বর্ণপাত্রে সুরাদান করিল। নামরণের বারম্বার অনুরোধে একবারেও আমি সুরাপান করিলাম। বাস্তবিক আমার ইচ্ছা মোটেই ছিল না তবে অতিথির মানরক্ষার জন্য। ভোজের আয়োজন হইল। সকলে আহার করিলাম। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর নামরণ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মদ্যপানে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে আর বিদায় দেওয়া হইল না, তাঁহারা সেই রাত্রি একটী নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। আমারও নেশা হইয়াছিল, আমিও একটি নির্জ্জন গৃহে যাইয়া শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলাম। রাত্রি প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে সেই রমণী আমাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কিন্তু নিদ্রাবেশ কিম্বা নেশা কিছুই তখনও যায় নাই। চাহিয়া দেখি রমণী এক হস্তে একটী প্রজ্বলিত বাতি অপর হস্তে একখানি রক্তমাখা ছোরা। দেখিয়াই আমার ভয় হইল।

কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি, জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়া রমণী কহিল আবুলকাসেম। তুমিও মরিয়াছ? যাহা নিবারণ করিয়াছিলাম তাহাই করিয়াছ? আইস দেখিয়া যাও নামরণের কি দশা হইয়াছে। সে আমি কাঁপিতে লাগিলাম দ্বিরুক্তি না করিয়া রমণীর পশ্চাৎ গমন করিলাম নামরণ যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিতে লাগিল দেখ যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল আমি রমণীর কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না ভয়ে স্তম্ভিত প্রায়—গৃহ রক্তে ভাসিতেছে নামরণের সর্ব্বাঙ্গ রক্তমাখা। ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলাম কে এ প্রকার নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিল? ছোরা উত্তোলন করিয়া ভূমিতে পদাঘাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিল আমিই করিয়াছি এই পাপাত্মাকে নিদ্রিতাবস্থায় ছুরিকাঘাতে বিনষ্ট করিয়াছি। আজ আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে।

রমণীর ভয়ঙ্করী কথা শ্রবণ করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বিধাতা কি তোমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? তোমার হৃদয়ে কি কিছুমাত্র মমতা নাই? তুমি কেন এই নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ? রমণী উচ্চৈঃস্বরে কহিল কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই ইহার দেহ সমাহিত কর। কেহ যেন কিছু জানিতে না পারে। আমি চারজন ভৃত্যকে ডাকিয়া অতি গোপনে নিকটস্থ এক অরণ্য মধ্যে নামরণের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া আসিলাম। নামরণের সহচরগণ রাত্রি প্রভাত হওবামাত্র বিদায় লইয়া গেল। আমি উপস্থিত ছিলাম না, সুতরাং কেহ কোন কথা বলিয়াছিল, কি না তাহা বলিতে পারিলাম না। মনে মনে নানাপ্রকার সন্দেহ করিতে করিতে দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাকালে রমণী আমার নিকট আসিয়া কহিতে লাগিল যে আমার কার্য্য তুমি নিষ্ঠুর বিবেচনা করিতেছ কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যখন তুমি ইহার গূঢ় রহস্য জানিতে পারিবে। তখন তোমার মনের ভ্রান্তি দূর হইবে। আমি এদেশের রাজকন্যা যখন আমার বয়স ১৭ বৎসর তখন এক দিন শিবীকারোহণ করিয়া নদীতে স্নান করিতে চলিলাম পথে দেখি নামরণ দোকানে বসিয়া আছে। উহার রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম কেন এরূপ হইলাম বলিতে পারি না, কন্দর্প শর আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। মনকে প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে

পারিলাম না। স্নান করিয়া গৃহে আসিলাম, গৃহে আসিয়া অবধি আমার মনে আর সুখ নাই। আমি শুকাইয়া যাইতে লাগিলাম, কত হাকিম আসিল, কত চিকিৎসা হইল—কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না সে রোগও নয় সুন্দর" আরোগ্যও হইল না।

প্রাচীন ধাত্রী সেই দিন আমার সহিত স্নান করিতে গিয়াছিল; লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাকে সমুদয় জানাইলাম। সে প্রথমে চমকিয়া উঠিল। আমি তাহাকে আমার সে মনচোরা নামরণকে মিলাইয়া দিতে বলিলাম—সেখানে সে নারাজ হইল। পরে পীড়াপীড়ি করাতে নিম রাজি হইল। পরে আমার দুরবস্থা দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ রাজি হইল। তাহাকে রাজি করিতে আমার এক পক্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। সেই এক পক্ষ আমার পক্ষে এক যুগ বোধ হইল। যুগান্তরে আমাদের মিলনের ব্যবস্থা।

ধাত্রী নামরণকে নারী বেশ ধারণ করাইয়া আমার নিকটে আনিয়া দিল অমাবস্যার পর চন্দ্রোদয়—আমার মনে কতই আনন্দ—কতই উল্লাস—হারানিধি হাতে পাইলাম। রহস্যালাপে অনঙ্গবিলাসে রাত্রি কাটাইলাম; প্রভাতে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম না। এইরূপে সাতদিন অতিবাহিত হইল। অষ্টাহ প্রভাতে নামরণ নারীবেশে একবারে বিদায় হইয়া গেল—রাত্রিকালে আবার দেখা দিল। এইরূপে এক মাস কাল গত হইল। মাঝে মাঝে দুই এক দিন বিচ্ছেদ হয় ধাত্রী আবার মিলাইয়া দেয়। একবার অনেক দিন বিচ্ছেদ থাকিল নামরণের আর দেখা নাই। ধাত্রী সন্ধান করিতে পারিল না।

কি করি অন্ধকার রাত্রিতে নীলবর্ণ বসন পরিধান করিয়া নামরণের বাটীর অন্বেষণে নির্গত হইলাম। বাটীতে উপস্থিত হইলে বাটীর লোকেরা বলিল বাগানে। আমি বুঝিলাম বাগানে; নামরণের বাগান কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম। বাগানের দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারবান আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকে পরিচয় দেয় না বলিয়া বাগানের ভিতর উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একটী স্ত্রীলোকের সহিত নামরণ আমোদ প্রমোদে রত। সেই স্ত্রীলোকটী প্রায় পাঁচ হাত লম্বা সর্বাঙ্গে বসন্তের দাগ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় শীর্ণ, দুইটী চক্ষুই বড় বড়, কিন্তু ভ্রূ নাই। নাসিকা নাই বলিলেই হয় কেবল দুইটী

বড় বড় ছিদ্র আছে মাথাটী নেড়া, পরিধানে একখানি লাল জাঙী বিকট হাস্য হাসিতেছে, মদ্যপানে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। নামরণের চক্ষুও মদ্যপানে রক্তবর্ণ হইয়াছে। আমি প্রবেশ করিবামাত্র নামরণের আরক্ত চক্ষু আমার দিকে একবার ঘুরিয়া গেল তাহাতেই আমি বুঝিলাম আমার অনধিকার প্রবেশে সে বিরক্ত, পরক্ষণেই আবার ভাবান্তর—খাতিরের কিছুই ত্রুটী হইল না নেড়ামুন্দরাও আমাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিল। নামরণ আমার চরণ ধরিয়া কত মিনতি করিতে লাগিল—কত প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করিল। আমি সরলা সুতরাং আমার মন গলিয়া গেল তাহাদের কুচক্রে জড়ভূত হইয়া পড়িলাম। মদ্যপান বরাবরই চলিতেছিল, আমি অনুগ্রহার্থী—আমাকেও চার পাঁচ পাত্র দেওয়া হইল, আমিও পান করিলাম। নামরণের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তাহার আর ভালবাসার চক্ষু নাই—কি দেখিলাম—কি করিলাম কিছুই মনে নাই মদ্যপানে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। দুরাত্মা নামরণ অবসর বুঝিয়া অস্ত্রাঘাতে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল আমার চেতনা ছিল কিন্তু বাকশক্তি ছিল না, সেই অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় পাপাত্মা আমাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া আমাকে গোর দিয়া আসিল। তুমি সেই কবর হইতে তুলিয়া আমার জীবন দান করিয়াছ। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে তাহা শুনিবার আবশ্যক নাই কারণ তাহা তুমি অবগত আছ। এখন বল দেখি নামরণকে খুন করিয়া পাপ করিয়াছি কি না ?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না, রমণীর প্রতি ঘৃণা অনেকটা কমিয়া আসিল। ক্রমে রাজকন্যার সহিত আমার প্রেমানুরাগ জন্মাইল। কিন্তু হাঃদেনীকে ভুলি নাই। আবার রাজকন্যার প্রতি ঘৃণা জন্মাইল—তাহাকে না বলিয়া পালাইয়া আসিলাম। সঙ্গে তিনটি মোহর ব্যতীত আর কিছুই নাই। সে দেশে মেওয়া ফল বড় সস্তা, একটা মোহর ভাঙ্গাইয়া কিছু মেওয়া ফল কিনিলাম।

বোগ্দাদে আসিব কল্পনা ছিল—পথে এক সরাই, সেই সরাইতে আশ্রয় লইলাম। সেই সরাইএর লোকেরা এক টাকা দুই টাকা চারি টাকা দিয়া কিছু কিছু ফল ক্রয় করিল। সকলের পশ্চাতে একটি বৃদ্ধ অন্ধকারে বসিয়া ছিলেন। তিনি আমায় কহিলেন, সাধু! তুমি সকলকে ফল দিলে আমাকেও কিছু দিলে না। আমি অপ্রস্তুত হইয়া একটী খরমুজা তাহার হস্তে

প্রদান করিলাম। তিনি আমাকে ধরমুক্তার মূল্যস্বরূপ ১০টী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

রাত্রে সেই পান্থশালায় শয়ন করিয়া থাকিলাম, পরদিন প্রভাতে সেই বৃদ্ধের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সস্নেহে আমাকে বলিতে লাগিলেন। বৎস। আমি অপুত্রক,তোমাকে দেখিয়া তোমার প্রতি বাৎসল্য জন্মে। আমি তোমাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম। তুমি আমার সঙ্গে আইস।

কোন কথা না বলিয়া তাহার অনুগমন করিলাম। কত দিন তাহার আশ্রয়ে ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। মৃত্যুকালে তিনি আমারে ঐ অক্ষয় গুপ্তভাণ্ডারের অধিকারী করিয়া যান। উপদেশ, অপব্যয় করিও না ধন অক্ষয় হইবে। বৃদ্ধ পরলোকে গমন করিলেন। সেই অবধি আমি এই গুপ্ত ধনের অধিকারী হইয়াছি। দান, অপব্যয় নয়—সেই জন্যই আমি ইচ্ছানুরূপ দান করি, রত্নভাণ্ডার এখনও অক্ষয় রহিয়াছে।

রাজা তুষ্ট হইলেন এবং আবুলকাসেম দত্ত দ্বাদশ কিঙ্কর কিঙ্করী, সুন্দর বালক রত্নতরু সুবর্ণ ময়ূর এবং সেই যুবতীকে লইয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন।

এদিকে ভারি গোল। বসোরার রাজমন্ত্রী আবুলফাতা—আবুলকাসেমের গুপ্তধন অধিকারের জন্য কুচক্র সৃষ্টি করিল। আবুলফাতার এক অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ছিল। তাহার নাম বালকেশী কন্যাটী অত্যন্ত সুন্দরী, আবুলফাতা এক দিবস বালকেশীকে কহিল বালকেশী। তোমার এক কাজ করিতে হইবে এই রাজ্যের আবুলকাসেমের বাটীতে গমন করিয়া তাহার গুপ্তধনাগার দর্শন করিয়া আইস।

বালকেশী ভীতা হইলেন, বলিলেন পিতঃ। আমাকে ক্ষমা করুন আমি অবিবাহিতা যুবতী পরপুরুষের নিকট গমন করিতে পারিব না বিশেষতঃ পরম ধার্ম্মিক আবুলকাসেমকে ছলনা করিতে আমার ভয় হয়।

আবুলফাতা কন্যাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কন্যার উপর মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বালকেশী অগত্যা সম্মত হইল। ফাতা সন্তুষ্ট হইয়া দুহিতাকে বসন ভূষণে সাজাইয়া দিল এবং সঙ্গে করিয়া নিশাকালে আবুলকাসেমের দ্বারদেশে কন্যাকে রাখিয়া আসিল।

মন্ত্রিকন্যা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী কিঙ্কর দ্বারা আবুলকাসেমের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। আবুলকাসেম স্বীয় অভ্যাসমত স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তিনি যুবতীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। স্বয়ং রাজা

করিয়া বলিতে লাগিলেন, যুবতি! আমি তোমার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হই য়াছি। এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন হইয়াছে জানাইলে এখান এখনই তাহা সম্পন্ন করিবে।

বালকেশী লজ্জিত হইয়া একটু সরিয়া বসিল এবং বলিতে লাগিলেন, মহাশয়! আমি এখন পবিত্র—এই রাজ্যের যুবরাজ আলীর সহিত আমার পরিণয় সম্বন্ধ হইয়াছে। আমাকে অপরাধিনী করিবেন না। আমি কোন অসদভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই, পিতার আদেশে ছলনা করিতে আসিয়াছি। আমি এই রাজ্যের মন্ত্রি কন্যা, পিতা আপনার গুপ্তধনাগার দর্শনার্থে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

আবুলকাসেম অপ্রস্তুত হইলেন, কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন কুমারি! আমারে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে আপন সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিব। তোমার পিতার প্রার্থনা আমি বিফল করিব না, কিঞ্চিৎ জলযোগ গ্রহণ কর, আমি গুপ্ত ধনাগার দেখাইতেছি।

মন্ত্রিকন্যা নানা উপাদেয় বস্তু ভোজন করিলেন, আহার সমাপ্ত হইলে, আবুলকাসেম কহিলেন ভগ্নি! আমার একটী পণ আছে। আমি কাহাকেও গুপ্তধনাগার দেখাই না তবে যদি কোন তোমার ন্যায় স্নেহের পাত্রীকে দেখাই তবে তাহার চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া যাই।

মন্ত্রিকন্যা বলিলেন—আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন আমি আপনাকে নিয়ম ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিতেছি না। নয়ন বন্ধনে আমার কোন আপত্তি নাই।

রাত্রি যখন প্রায় দুই প্রহর বাটীর দাস দাসী সকলে নিদ্রাভিভূত, সেই সময়ে আবুল কাসেম একখানি রুমালে বালকেশীর নয়ন বন্ধন করিয়া নিজ গুপ্তধনাগারে লইয়া গেলেন। তথায় তাহার চক্ষের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। বালকেশী ধনাগার দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন। আবুলকাসেমের ধনাগার দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া আসিল। পাছে দাস দাসীরা জানিতে পারে, এই ভয়ে কাসেম তাড়াতাড়ী চক্ষু বন্ধন করিয়া, বালকেশীকে ফিরাইয়া আনিলেন। নিশা প্রায় তৃতীয় প্রহর—রাত্রি আর বেশী নাই—চন্দ্রদেব অস্ত প্রায়। আবুলকাসেম শেষ রাত্রে তাহাকে বাড়ী যেতে দিলেন না। একটী নিভৃত গৃহে বালকেশী নিশা যাপন করিল। পরদিন প্রভাতে বালকেশী আবুলকাসেমের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে যাত্রা করিল।

গৃহে আসিয়া কন্যা পিতাকে সমস্ত অবগত করাইলেন এবং বলিলেন পিতঃ। আমি গুপ্ত বনাগার দেখিয়াছি কিন্তু পথ জানিতে পারি নাই। মন্ত্রী বিরক্ত হইল। কন্যাকে আর কিছু না বলিয়া নূতন ফন্দী আঁটিতে লাগিল।

ওদিকে রাজা হারুণ অলরসীদ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, মন্ত্রী জাফরকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁকে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইলেন। কাসেম সমস্ত বস্তুই মন্ত্রীকে প্রদান করিলেন কেবল অক্ষয় মদিরা পাত্র দিলেন না। সেইটী নিজের ব্যবহারার্থ রাখিয়া দিলেন।

আটদিন গত হইল। বাদসাহ মন্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উজীর। বল দেখি আবুলকাসেম আমাকে যে বস্তু দান করিয়াছেন আমি তাঁহাকে কি বস্তু তাহার প্রতিদান করিব? অর্থ দ্বারা তাহা হইবে না কারণ তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য বল দেখি মন্ত্রি আমি তাঁহাকে কিসে সন্তুষ্ট করিব।

মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ। কাসেমকে আপনি বসোরা নগরের রাজত্ব প্রদান করুন, তাহা হইলে তাহার ভদ্রতার উপযুক্ত পুরস্কার হইবে। বিশেষতঃ বসোরার বর্ত্তমান রাজা অত্যন্ত প্রজাপীড়ক। আবুলকাসেম সাতিশয় ধার্ম্মিক, উঁহাকেই বসোরার রাজা করুন।

বাদসাহ আনন্দিত হইয়া বলিলেন উত্তম পরামর্শ। আবুলকাসেমকে বসোরার রাজা করাই কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধান্ত করিয়া বাদসাহ একখানি পত্র লিখিয়া একজন দূতকে বসোরার রাজার নিকট পাঠাইলেন।

বসোরার রাজপত্র পাইয়া পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়াই চমকিত হইলেন, মন্ত্রীকে পত্র দেখাইয়া বলিলেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত রাজ্যত যায় তা ছাড়া প্রাণ লইয়া টানাটানি এখন উপায়? মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ উপায় আছে। দূতকে আপনি একদিন এখানে রাখুন। আমি আবুলকাসেমকে জন্মের মত নির্ব্বাসিত করিতেছি। রাজা মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বোগ্দাদপতির প্রেরিত দূতকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া বিশ্রাম গৃহে গমন করিলেন। দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রি ছদ্মবেশ ধারণ করতঃ আবুলকাসেমের বাটিতে প্রবেশ করিলেন। আবুলকাসেম অতিথি দেখিয়া পরম প্রযত্নে অভ্যর্থনা করিলেন। নানাবিধ মিষ্টালাপের পর পান ভোজন হইল আবুলকাসেম গোপনে বিষ লইয়া গিয়াছিল, মদ্যপানের সময় সেই বিষ কাসেমের পান পাত্রস্থ মদ্যের সহিত কৌশলে মিশ্রিত করিল, আবুলকাসেম পান করিয়া অচেতন হইলেন। মরিয়াছে মরিয়াছে বলিয়া গৃহমধ্যে কলরব হইল। কাজী

মুন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। লোকেরা সেই অচেতন দেহ কবরস্থ করিল। যখন সকলে চলিয়া গেল, মন্ত্রী অভিপ্রায়ে আবুলফাত্তা সেইখানে বসিয়া থাকিল। যখন রাত্রি ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল সেই সময়ে ক্রুর প্রকৃতি দুর্মতি ফাত্তা তাঁহাকে গোর হইতে তুলিয়া বারি সিঞ্চন করতঃ চৈতন্য সম্পাদন করিল। বিকট হাস্য করতঃ মন্ত্রী বলিতে লাগিল। রে পাপিষ্ঠ। এখন কে তোরে রক্ষা করে? তোর গুপ্ত ধনাগার দেখাইয়া দে নচেৎ তোর প্রাণ বিনষ্ট করিব। কাসেম কোন উত্তর দিল না দুরাত্মা মন্ত্রী বারম্বার বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, কাসেম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। হস্ত পদ বন্ধন করিয়া পাপমতি ফাত্তা তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কবর ভূমির ফটক বন্ধ হইল।

নরপতি সমীপে উপনীত হইয়া সহাস্যবদনে মন্ত্রী বলিতে লাগিল, মহারাজ! সব ঠিক আবুলকাসেম মরিয়াছে। আমাদের সুখের কণ্টক বিদূরিত হইল।

রাজার আর আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া বাদসাহকে পত্র লিখিলেন। দূত প্রতিগমন করিবার পূর্ব্বেই বাদসাহ সনন্দ লিখিয়া জাফরকে বসোরায় পাঠাইয়া দিলেন। পথে মন্ত্রীর সহিত দূতের সাক্ষাৎ হইল। দূত কহিল মন্ত্রী মহাশয়। আপনি বৃথা বসোরায় যাত্রা করিতেছেন কারণ, কাসেম জীবিত নাই অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিতে মন্ত্রীর হৃদয়ে যেন শত শত শেল বিদ্ধ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, দূতবর। তুমি কি কাসেমের মৃত দেহ দেখিয়াছ? দূত ইতস্ততঃ করিল।

মন্ত্রী যে প্রকার সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহাই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। মন্ত্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাদসাহকে এই সংবাদ জানাইলেন। বাদসাহের মনে দ্বিধা জন্মিল। তিনি বলিলেন, বসোরার রাজা ও মন্ত্রীকে বাঁধিয়া আন? আবুলকাসেমের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয় দুর্মতি আবুলফাত্তা কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, শীঘ্র লোক পাঠাইয়া দুরাত্মাদিগকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করা হউক। তৎক্ষণমাত্র বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য শস্ত্র শাস্ত্র সজ্জিত হইয়া বসোরা নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। যৎকালে সৈন্যদিগকে বসোরা যাত্রায় আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, সেই সময়ে রাজা রাণীর সহিত উদ্যানে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দেন।

এদিকে আবুলকাসেম, কবর ভূমির মধ্যে বন্ধনাবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, এমন সময় ফটকের চাবি খোলার শব্দ হইল। ভয়ে আবুলকাসেমের প্রাণ শুকাইয়া গেল। মনে করিল এইবার আমার প্রাণ যাইবে। আর রক্ষা নাই। এই প্রকার ভয়ের কোন কারণ ছিলনা কারণ এবার আর কাভা আসে নাই এবারে একটী যুবতী একটী যুবকের সহিত প্রবেশ করিয়া আবুলকাসেমকে বলিতে লাগিল, কাসেম। তোমার কোন ভয় নাই। আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। শীঘ্র তুমি আমাদের সহিত আইস বিলম্বে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আবুলকাসেম দেখিলেন; যে যুবতীকে তিনি একরাত্রে গুপ্তধনাগার দেখাইয়াছিলেন—এ যুবতী আর কেহই নহে—সেই বালকেশী। কিন্তু এই পুরুষটী কে? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় বালকেশী বলিলেন, আপনি কি ভাবিতেছেন? ইহাকে দেখিয়া আপনি কোন মন্দ ভাব গ্রহণ করিবেন না সে রাত্রে আমি আপনাকে যে যুবরাজের কথা বলিয়াছিলাম ইনিই সেই যুবরাজ আলী। ইহারই সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে। আমার পিতার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমরা আপনাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। একটু শীঘ্র আসুন। গৃহে

যাইবেন না কারণ সন্ধান জানিতে পারিলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে; অতএব অদ্য রাত্রি আপনি যুবরাজের গৃহে অবস্থান করুন। তাহা হইলে আর কোন অনিষ্টের চিন্তা থাকিবে না।

আবুলকাসেম কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। গোরস্থান হইতে আসিয়া আলীর নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। আলী তাঁহার ক্ষত স্থান বন্ধন করিয়া দিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আট দশ দিন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া আবুলকাসেম আলীর নিকট বিদায় লইলেন।

এদিকে মন্ত্রী ফাতা আসিয়া দেখিল যে শিকার পলাইয়াছে, শিকার পলাইয়াছে ইহা লোকে জানিতে পারিলে আর বিপদের সীমা থাকিবে না। ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। বিশেষতঃ কাসেমকে বাদসাহ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। মন্ত্রীর ভয়ের আর সীমা রহিল না।

আবুলকাসেম আলীর বাটী হইতে বিদায় লইয়া আর বাটীতে যাইলেন না এত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ইচ্ছাও ছিল না, কি করিবেন? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে মনস্থ করিলেন যে বোগ্দাদ যাত্রা করিবেন, ক্রমাগত সাত আট দিন পদব্রজে গমন করিয়া বোগ্দাদে উপনীত হইলেন। বোগ্দাদের কোন বণিক তাঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন তিনি তাহা জানিতেন না। বহুক্ষণ পর্য্যটন করিয়া কাসেম একটী বৃহৎ প্রাসাদের পার্শ্বস্থিত বকুল বৃক্ষের তলভাগে উপবেশন করিয়া শ্রম দূর করিতে লাগিলেন। হঠাৎ গবাক্ষের দিকে তাঁহার চক্ষু পড়িল। সেই গবাক্ষে তিনি তাঁহার প্রদত্ত বালকটীকে দেখিতে পাইলেন। তিনিও ভাবিলেন এ বালক কিরূপে এখানে আসিল। এ বালক ত আমার, আমি ইহাকেই ত অতিথিকে দান করিয়াছিলাম, তবে এখানে কেন। তিনি যে ভাবে বালকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন বালকও তাঁহার প্রতি সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থান চলিয়া গিয়া বালক বাদসাহকে বলিল, মহারাজ আমি যে মহাত্মার কাছে ছিলাম, সেই মহাত্মা আবুলকাসেম আসিয়াছেন। রাজা বিশ্বাস করিলেন না বলিলেন তুমি দেখিতে ভুলিয়াছ। সে ব্যক্তি আবুলকাসেম নহে; অন্য কোন ব্যক্তি হইবে। আবুলকাসেমের মৃত্যু হইয়াছে বালক কহিল, না মহাশয়। কাসেম মরেন নাই তিনি জীবিত আছেন; তিনি বকুল বৃক্ষে উপবেশন করিয়া শ্রম দূর করিতেছেন। রাজার সন্দেহ হইল তিনি বাগানবাড়ীর দরজা খুলিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই আবুলকাসেম আসিয়া

ছেন। সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কাসেমকে প্রাসাদের ভিতর লইয়া গেলেন। কাসেম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বাদসাহকে সেলাম করিলেন। যে দ্যাবেশ্বর যে তাহার অতিথি হইয়াছিলেন তাহা তিনি জানিতেন না। উভয়ে উভয়ের মুখে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

বাদসাহ আবুলকাসেমকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন সেই স্থানে বহু নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে গায়কগণ গান করিতেছে। আবুলকাসেম সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রধানা গায়িকা মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাহারে দেখিয়া আবুলকাসেমও অচৈতন্য হইলেন। কে যে কি জন্য মূর্চ্ছা যাইল কেহই কিছুই বুঝিতে পারিল না। আবুলকাসেমের চৈতন্য সঞ্চার হইলে, সম্মুখে দেখিলেন দারদেনী। কাসেমের বাক্‌রোধ হইল তিনি কথা কহিতে পারিলেননা, বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন আবুল কাসেম তুমি কি জন্য মূর্চ্ছাপন্ন হইলে? কাসেম উত্তর করিলেন মহারাজ এই আমার দারদেনী ইহ বই সহিত আমি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। এতকাল পরে বিধাতা আমাকে দারদেনী মিলাইয়া দিলেন। বাদসাহ ও তদীয় মহিষী পরম নন্দিত হইলেন। দারদেনীর সহিত আবুলকাসেমের বিবাহ হইল মহানন্দে মহোৎসবে রজনী প্রভাত হইল। আহা কত আনন্দেই আবুলকাসেম সে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, বাদসাই বা কত আনন্দিত হইয়াছিলেন?

এদিকে রক্ষিসৈন্যগণ বসোরার রাজমন্ত্রীকে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বাদসাহ সমীপে উপনীত করিল। রাজা পতিক বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাকে আর আনা হইল না। অবুল ফাতা নিগড়বদ্ধ অবস্থায় খলিফা সমীপে উপনীত হইলে তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। নগরময় ঘোষণা হইল, ফাতার প্রাণ নষ্ট করা হইবে। বৈকালে আবুল ফাতাকে বধ্য ভূমিতে আনয়ন করা হইল। বধ্য ভূমিতে অত্যন্ত জনতা হইল। বাদসাহ আবুলকাসেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয় বন্ধো! বলুন দেখি কি প্রকারে ইহার প্রাণবধ করা আপনার অভিপ্রায়? কাসেম কহিল মহারাজ আমার অনুরোধে ঐ হতভাগ্যের প্রাণ রক্ষা করুন। রাজা বলিলেন তাহাই হইবে কিন্তু আমি ফাতাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব। আ[illegible] আদেশ প্রদান করিলেন। ফাতা কারারুদ্ধ হ[illegible]। ইহাতে [illegible] সকলেই [illegible] আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বাদসাহ কাসেমকে বলিতে লাগিলেন, কাসেম– তুমি অত্যন্ত দয়ালু, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী অমায়িক নিরহঙ্কার, আমি বাসনা করিয়াছি তোমাকেই বসোরার রাজত্ব প্রদান করি। তুমি আমাকে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়াছ; তাহার প্রত্যুপহার তোমাকে বসোরার রাজত্ব প্রদান করিলাম। আমার এই অনুরোধ রক্ষা কর, তুমি বসোরার রাজা হও।

কাসেম বলিলেন, মহারাজ। আপনি আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট, আপনি আমার সমস্ত ধন গ্রহণ করুন, আর আমি আপনার অনুগত ভৃত্যের ন্যায় কর্ম্ম করি ইহাই আমার একান্ত বাসনা। আর এই পাপাত্মা কাত্তার বালকেশী নাম্নী একটী দয়াশীলা কন্যা আছে, সেই বালকেশীই তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী যুবরাজ আলীকে সহায় করিয়া আমার প্রাণদান করিয়াছিলেন। অতএব আপনি আমার জীবন দায়িনীর সাহায্যকারী যুবরাজ আলীকে যৌবন রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

বাদসাহ কহিলেন, আবুলকাসেম তুমিই মহাত্মা। তুমি দারদেনীকে লইয়া পরম সুখে কালযাপন কর ইহাই বাসনা আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিব মাত্র কিন্তু এ সিংহাসন তোমারই।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে রাজমহিষী ও দারদেনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুলকাসেম। তুমি রাজা হইতে চাওনা কেন? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। কাসেম বলিল মহারাজ। 'সে কথা আপনাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনি আলীকে বসোরার রাজা করুন আর আমি আপনার চিরদাস হইয়া থাকি, ইহারই আমার বাসনা। এই কথা শুনিয়া বাদসাহ আলীকে বসোরার রাজা করিলেন। আবুলকাসেম দারদেনীকে লইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

## রাজকন্যার মন্তব্য।

গল্প সমাপ্ত করিলে ধাত্রী কহিল? কেমন, ফররুখোনাজ। পুরুষে নাকি প্রেম জানে না? দেখ দেখি আবুলকাসেম, প্রেমের অনুরোধে কি না করিয়াছে। রাজকন্যা কহিল, আবুলকাসেম প্রেমিক বটেন। প্রেমিক হইলে বালকেশীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন না। রাজকন্যাকে প্রণয়ের চক্ষে

দেখিতেন না। একপ দৃষ্টান্তে আমি বিবাহ করিতে পারি না। ধাত্রী কহিল আমি আর একটী গল্প বলিতেছি শুন ফরখোনাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া সম্মতি দিল। ধাত্রী আবার গল্প আরম্ভ করিল।

---

# চিত্র স্থানী রাজকন্যার কথা।

চীনের অধীপতি রাজবন সাহের অতিশয় মৃগয় শক্তি ছিল। একদা রাজবন সাহ সঙ্গ সামন্ত লইয়া অরণ্য মধ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। অরণ্য মধ্যে একটি মৃগী নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, রাজবন সাহ সেই হরিণীকে ধরিবার জন্য তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলেন দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিতে করিতে বিজন অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৈন্য সামন্ত রাজার নিকট হইতে বহুদূরে ছিল তাহারা রাজাকে দেখিতে না পাইয়া অগত্যা গৃহে ফিরিয়া গেল। রাজবন সাহ বহু দূর পর্যটন করিতে করিতে একটী নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। সেই নদী তীরে তিনি সেই পলায়মানা হরিণীকে নিদ্রিতা দেখিতে পাইলেন। অশ্বের পদ শব্দে মৃগী জাগ্রত হইল ছুটিয়া গিয়া নদীতে ঝাপ দিল আর উঠিল না রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনেকক্ষণ নদীতীরে দণ্ডায়মান রহিলেন কিন্তু হরিণীকে দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা হইল পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল হরিণী ফিরিল না। রাজা একটা বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলেন দেখিলেন একখান মনোহর অট্টালিকা একটী রূপলাবণ্যবতী যুবতী নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই কামিনীর সহিত বহুসংখ্যক সহচরী আছে। তাহারা সঙ্গীতে উন্মত্তা রহিয়াছে আর সেই কামিনী উন্মত্তের ন্যায় বারম্বার রাজাকে চুম্বন করিতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইল—কোথায় বা অট্টালিকা—কোথায় বা কামিনী—আর কিছুই নাই। রাজা দেখিলেন তিনি নির্জ্জন বন মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন।

রাজবন সাহ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কোন মায়াবিনী কি আমাকে ছলনা করিয়া গেল? সেই সুন্দরী কে?—কোন অপ্সরী কি না তাহা হইলে ছলনা করিল কেন? কোন মানবী কি? না তাহা নয়, তাহা হইলে আমাকে দেখা দিবে কেন? তবে নিশ্চয়ই কিন্নরী ... তাহাকে

ছলনা করিয়া নিয়াছে, কি আশ্চর্য্য। আমি একজন সামান্য মায়াবিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইলাম, হায় হায়। ধিক আমাকে, মায়াবিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজা অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় রাজা দেখিলেন একটী তমাল তরুতলে সেই কামিনী বিশ্রাম করিতেছে দেখিয়াই রাজা বিস্মিত হইলেন—দুই তিন পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন কামিনী সহাস্য বদনে মৃণাল ভুজবল্লী দ্বারা রাজাকে আলিঙ্গন করিল। নিমেষ মধ্যে সেই অট্টালিকা ও সেই সমস্ত পরিচারিকা বিদ্যমান। সুন্দরী কহিল, মহারাজ। আমি চিনস্থানা। দ্বীপের কোন দৈত্য কন্যা। আমার পিতা সেই দ্বীপের রাজা। যে সমস্ত রাজা এই বন মধ্যে মৃগয়া করিতে আইসে আমি মায়া প্রভাবে তাহাদিগকে ছলনা করিবার জন্য ক্রীড়া করি। অনেক রাজা আমার এই ফাঁদে পড়েন। আপনি আমাকে হরিণী ভাবিয়া ধরিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি আমাকে ধরিবেন কি আমি আপনিই আপনাকে ধরা দিয়াছি।

চীনরাজ দৈত্যরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সুন্দরী তোমার ক্রীড়া অতি চমৎকার এই যে অট্টালিকা এই সমস্ত যে কিঙ্করী এবং তোমার রূপ এই সমুদয়ই আমার মায়াময় বোধ হইতেছে।

দৈত্য কন্যা সহাস্য বদনে বলিতে লাগিল, রাজন্ আমাকে আপনি যেরূপ দেখিতেছেন ইহাই আমার স্বাভাবিক রূপ এই রূপেই আমার বড় লজ্জা।————

কথা শেষ হইতে না হইতেই নর্ত্তকীগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। গীত অবসানে দৈত্যরাজ দুহিতা কহিল নরবর। যখন জন্মগ্রহণ করি, সেই সূতিকা গৃহে একটী দৈবশক্তি সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তি প্রভাবে আমি ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারি।

রাজা বন মধ্যে কহিলেন—তাহা আমি বুঝিয়াছি। সুন্দরী বলিল সেই জন্য আমি আপনার প্রণয় রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়াছি। দৈত্য কন্যা মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে বলিল মহারাজ। আপনি মানব, আর আমি দানবী, সুতরাং জাতিতে আপনি আমাপেক্ষা নীচ, আমি আপনার প্রেমানুরাগে বদ্ধ হইয়াছি ইহা তে লোকে বলিতে পারে আমি অপাত্রে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি কিন্তু যদি বলি আমি অপাত্রে প্রাণ সমর্পণ করি

নাই, এইরূপ অবস্থায় আমাতে আপনাতে মিলন যখন বিধাতার ঘটনা তখন আপনি নিশ্চয়ই সৎপাত্র। এই বলিয়া দানব কুমারী রাজাকে চুম্বন করিল।

দৈত্য কুমারী চীনরাজাকে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় হইল। এবং বলিল মহারাজ। ভুলিবেন না আবার একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

দৈত্য কন্তাও চলিয়া গেল, অরণ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আর সে অট্টালিকা নাই, সেই আর সে পরিচারিকা বর্গ নাই।

রাজা আগে শুনিয়াছিলেন মায়া, সুতরাং এবারে তিনি আর বিস্মিত হইলেন না। রাজা একাকী বসিয়া আছেন, রাত্রি অনুমান তিন প্রহর।— নিদ্রার প্রয়াসে বিফল হইয়া রাজা ধীরে ধীরে বন ভুমিতে বিচরণ করিতে-ছেন, এমন সময় একটী কৃশাঙ্গী, মলিন বসনা রোরুদ্যমানা কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। রাজা তাহাকে দেখিয়া অনেকক্ষণ মৌনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, কল্যাণি। তুমি কে? কি নিমিত্ত এই বিজন অরণ্য মধ্যে ক্রন্দন করিতেছ?

রমণী রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ অরও অধিক পরিমাণে অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন। চীনপতি বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই অনুরোধে কামিনী বলিল, মহারাজ। আমি অনন্ত দুঃখিনী, আমার দুঃখের সীমা নাই, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমার দুঃখের কথা শুনিয়া আপনি সুখী হইতে পারিবেন না। আমার এ দুঃখের প্রতিকার নাই।

রাজার আরও কৌতূহল বাড়িল। পীড়াপীড়ি করাতে রমণী সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়। যদি এ দুঃখিনীর দুঃখ কাহিনী শ্রবণে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে উপবেশন করুন, আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি কৈমান দেশের রাজকন্যা, আপনি যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন এ স্থানের নাম তিব্বত রাজ্য। চীন দেশ হইতে দুই দিনের রাস্তা। আপনার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি চীন বাসী।

রাজা বলিলেন—সত্য অনুমান করিয়াছ, আমি একজন চীনদেশ বাসী বিগ্রহ নির্ম্মাণ, তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করি। মৃগয়া করিতে আসিয়া এত দূরে উপস্থিত হইয়াছি।

কপাস্থিনী অশ্রু হস্ত করিয়া বলিলেন শিকারীবর আপনি দুঃখের সময় আমাকে হাসাইলেন আমি যদবধি বিবাহিত হইলাম তাহা হইতে আপনি হস্তে হরিণ শিকার না করিয়া আর কেহই শিকার করিয়া ফেলিতেন

রাজা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ভদ্রে সে আশঙ্কা নাই আমি নিজে বিপদ গ্রস্ত বিপদ হয় সময় বিপদের কথা ভাবিলে মন কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হয় দুঃখের সময় সুখের কথায় বিরক্তি জন্মে সুশীলে বল দেখি তোমার এ অবস্থার কারণ কি

## নৈমান তনয়া ও তীর্ব্বত রাজের কথা।

নৈমান তনয়া কহিলেন—আমি পন্ত মতের একটা কন্যা—সুতরাং অতি আদরে প্রতিপালিত হইয়াছি যখন আমি চার বৎসর বয়স্ক তখন পিতা কালগ্রাসে পতিত হইয়া পরলোকে গমন করিলেন আমি রাজ্য শাসনের অনুপযুক্তা বলিয়া আলীহাতেম মিক পিতার একজন প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন

আমার পিতার মোঃ ফেক নামক একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন লোকে বলিত যে তিনি মোগল যুদ্ধে কাটা পড়িয়াছেন। কিন্তু সে কথা মিথ্যা হইল। কিছুদিন পরে তিনি রাজ্যে আসিয়া অনেক মন্ত্রীগণের সাহায্যে রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। রাজ্য প্রাপ্ত তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, তিনি আমার বধ সাধনে কৃত সঙ্কল্প হইলেন আলীহাতেম আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তিনি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমাকে লইয়া অন্য রাজ্যে যাত্রা করিলেন যে ধাত্রী আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন, তিনিও আমাদের অনুগামিনী হইলেন একমাস পথে পথে ভ্রমণ করিয়া এই তীর্ব্বত রাজ্যে উপস্থিত হইলাম এই স্থানে মন্ত্রী আপনাকে একজন ভারতবাসী চিত্রকর বলিয়া পরিচয় দিলেন তিনি চিত্র কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইলেন আমিও তাঁহার নিকট চিত্রকার্য্য শিখিতেছিলাম চিত্র ব্যবসায়ে এ দেশে আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। রাজভোগ ভুলিয়া গেলাম।

ক্রমে ক্রমে আমাদের চিত্র সুখ্যাতি রাজ্যময় প্রচার হইল রাজাও তাহা শ্রবণ করিলেন আমরা একদা একটী ক্ষুদ্র পর্ণশালা।

অবস্থিতি করিতাম, একদিন রাজা আমাদের কুটীরে আলীহাতেমের চিত্র-কার্য্য দর্শনে আগমন করেন। রাজা আলীহাতেমের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, চাঞ্চল্যবশে আমিও সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর। রাজা আমারে দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন, আমিও তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

মন্ত্রীর চিত্র নৈপুণ্য দর্শনের ভান করিয়া তিব্বতরাজ প্রতিদিন আমাদের কুটীরে আগমন করিলেন। আমার লজ্জা হইল, কেন হইল, তাহা জানি না। রাজার কটাক্ষ দর্শনে কি যেন ভাবিলাম তাহা মনে পড়ে না, কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখা দিতাম না। ভাবিতাম আমি একজন সামান্য চিত্রকরের কন্যা, আর তিনি একজন রাজা। আমারে দেখিয়া তিনি মোহিত হইবেন ইহা অসম্ভব বিবেচনা করিলাম।

একদা তিব্বতরাজ আলীহাতেমকে বলিলেন হাতেম। আমি তোমার চিত্র নৈপুণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি তোমাকে আর এই ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতে হইবে না আমার আবাস মধ্যেই তোমাদের একটী স্থান স্থির করিয়া দিব তথায় তোমরা সুখে অবস্থিতি করিতে পারিবে।

রাজার এই কথা শুনিয়া আমার গা কাঁপিল। বুঝিলাম নিজ বাটীতে পাইলে সর্ব্বদা আমার সহিত দেখা সাক্ষাতের সুবিধা পাইবেন। সেই জন্য রাজা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। মন্ত্রী আলীহাতেম রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেই দিনেই আমরা রাজ গৃহে গমন করিলাম। রাজমহলের একটী গৃহ আমার আবাস নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজা প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার গৃহমধ্যে আগমন করতঃ নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহেন। ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়।

, এইরূপে দুইমাস গত হইল। একদা রাজা নির্জ্জনে আমারে বলিলেন, সুন্দরি! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আমি তোমারে দেখিয়াই তোমাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে আমার হৃদয়ের কর্ত্রী হইয়াছ। তোমাকে একদণ্ড দেখিতে না পাইলে সমস্তই শূন্যময় বোধ হয়। তুমি আমার করে আত্ম সম্প্রদান কর, আমি তোমাকে প্রধানা রাজরাণী করিয়া রাখিব।

কথা শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। মনমধ্যে অদ্ভুত পূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিলাম। আমার পূর্ব্ব বৃত্ত ও জ্ঞাপন করিলাম। সেই

সমস্ত কথা শ্রবণ করিয় রাজা কহিলেন চিন্তা নাই শীঘ্রই আমি মোরা-কেককে উপযুক্ত শাস্তি দিব।

পর দিন প্রাতঃকালে রাজা নমানরাজে দূত পাঠাইলেন সেই দিনেই আমাদের বিবাহ হইল। সুখের আর সীমা নাহ। আহা সে দিন আমার কত আনন্দে কাটিয় ছিল।

ওদিকে মোরাকেক দূতের মুখে যুদ্ধ ঘোষণা শ্রবণ করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তাহার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরিত হইল কিন্তু কেহ তাহাকে ধরিতে পারিল না।

তিন বৎসর পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম। আবার খ আস। উপস্থিত হইল। পিতা মোরাকেকের নিরুদ্দেশে তিফ্‌লিস রাজে নৈমান রাজের শাসন নিজে গ্রহণ করিবার মনসে আমার পিতৃ মন্ত্রী আলীহাসেমকে তথায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার এক মহা বিপদ উপস্থিত হইল। একদিন সন্ধ্যার পর আমি একটী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া আছি একটী বিকট মূর্ত্তির ছায় দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। রাজা অন্য গৃহে ছিলেন চীৎকারে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি আসিলে তাহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইলাম। তিনি নিকটে কিছু দেখিতে না পাইয়া বলিলেন তুমি হয়ত তোমার নিজের ছায়া দেখিয়া ভয় পাইয়াছ আমি ভাবিলাম হইতে পারে। ভাবিলাম বটে, কিন্তু স্থির প্রত্যয় হইল না সন্দেহ অপনীত হইল না—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এ ঘরে কখন আসিলে এই মাত্র তোমার শয্যায় শয়ন দেখিয়াছি—ইতি মধ্যে তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?

আমি বিস্মিত হইলাম ভাবিলাম পরিহাস বলিলাম আপনার ভ্রম হইয়াছে, নিদ্রাবেশে কি দেখিতে কি দেখিয়াছেন। আমি সন্ধ্যা হইতেই এইখানে বসিয়া আছি। রাজা বলিলেন, তর্কে প্রয়োজন নাই আমার সঙ্গে আইস। স্বচক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে রাজার সহিত গৃহে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঠিক আমার ন্যায় এক রমণী শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, গঠন রূপ পরিধানে আমার সহিত কিছুই বিভিন্নতা নাই। দেখিয়াই চমকিত হইলাম। আমার মনে ভয় হইল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম হা রাক্ষসি। তোমার একি মায়া অবলা নারীকে প্রবঞ্চনা করিতে তোমার কি শঙ্কা হয় না ভয়ঙ্কর ছলনা,—

আমার কথা শেষ না হইতে হইতেই সেই রমণী ঠিক আমারই স্বরে বলিতে লাগিল। মায়াবিনী, দূরহ দূরহ পাপিয়সী তুই কোন সাহসে আমার রূপ ধারণ করিয়াছিস? এখনি আমি তোর সমস্ত মায়া চূর্ণ করিয়া দিব।

আমাকে এই কথা বলিয়া সেই রমণী আবার রাজাকে বলিতে লাগিল, মহারাজ। এই পাপীয়সীকে আজ বন্ধন করিয়া কারাবদ্ধ করিয়া রাখুন কাল অগ্নিদগ্ধ করিয়া ইহার চাতুরী চূর্ণ করিতে হইবে।

কুহকিনীর এই প্রকার কুহকময় কথা শ্রবণ করিয়া আমি রাজাকে বলিলাম, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে যে যুক্তি দর্শন করিয়াছি তাহাও মায়া ইহাও মায়া। আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি আমি যথার্থই নৈমান রাজকন্যা। কুহকিনী বলিয়া উঠিল, মিথ্যা কথা মহারাজ। পাপীয়সীর কথা বিশ্বাস করিবেন না এখনি ইহাকে বিনাশ করুন নচেৎ নিশ্চয়ই কোন অনর্থ ঘটাইবে। অতএব এখনি ইহাকে বিনাশ করুন।

রাজা চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, তোমার কথা শুনিয়া ইহাকে বিনাশ করিয়া চিরকাল অনুতাপ সহ্য করিতে পারিব না। আমি কখনও নির্দ্দোষীকে দণ্ড দিতে পারি না। এই কথা বলিয়া রাজা সেই দিন রাত্রে উভয়কে স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া চাবী বন্ধ করিলেন। রাত্র—প্রভাতে তিনি আলীহাতেম ও খানীকে দেখাইলেন। কেহই চিনিতে পারিল না। ধাত্রী একবার অনুমান করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে কথায় কেহ কান দেয় নাই।

অবশেষে রাজা আমাকে কুহকিনী স্থির করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমি একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান তিনমাস এই বন মধ্যে বাস করিতেছি।

রাজা রাজেৎনসাহ নৈমান কুমারীর জীবন কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজকুমারী তোমার কষ্ট শেষ হইতে বোধ হয় আর বিলম্ব নাই যে বিষয় যখন চরম সীমায় উপনীত হয় তখনই তাহা বিনষ্ট হয় কি সুখ, কি দুঃখ, উচ্চ সীমা স্পর্শ করিলেই অবসান প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে আমি একটী গল্প বলিতেছি শুন।

## কারাবাসার কথা।

হারকেসিয়া রাজ্যে একটী মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার নাম কারাবাসা। ঈশ্বরের অনুকম্পায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। একদা কারাবাসা অলী-

সমে স্নান করিতেছেন এমন সময় তাঁহার অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীটী অঙ্গুলিভ্রষ্ট হইয়া জলে ভাসিতে লাগিল। এই অমঙ্গল দর্শনে মন্ত্রী নিজ মূল্যবান দ্রব্য স্থানান্তরিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কহিলেন আমার সুখ উচ্চ সীমা স্পর্শ করিয়াছে সুতরাং শীঘ্রই অবসান হইবে। রাজ দূতেরা শীঘ্রই আমার সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইবে। ভৃত্যগণ আজ্ঞা পালন করিবার পূর্ব্বেই বহু সংখ্যক রাজ দূত আসিয়া কারাবাসাকে বন্ধন পূর্ব্বক তাহার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিল। মন্ত্রী অবিচারে কারাবদ্ধ হইলেন। তিন চারি মাস অতীত হইলে বাসার রামানসি ফল খাইতে ইচ্ছা হওয়ায় কারারক্ষির নিকট নিবেদন করেন। সে কথাতে কর্ণপাত করিল না অবশেষে কারাধ্যক্ষের নিকট নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি একটী রমানসি ফল আনাইয়া দেন। কারাবাসা সেইটী ভক্ষণের অগ্রে দুইটী ইন্দুর পরামর্শ পূর্ব্বক সেই ফল লইয়া গেল। কারাবাসা বুঝিলেন দুঃখের উচ্চসীমা উপস্থিত সুতরাং আমার দুঃখের অবসান হইবে। এই ভাবিয়া কারাবাসা একটু হাসিলেন। দণ্ড দুই পরে রাজা নিজে কারাবাসারে আসিয়া কারাবাসার শৃঙ্খল মোচন করিলেন এবং সধ্যভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন মন্ত্রিবর! মন্দ লোকের পরামর্শে তোমারে কারাবদ্ধ করিয়া বড়ই কুকার্য্য করিয়াছি। মন্ত্রী সানন্দচিত্তে রাজাকে সেলাম করিলেন। উভয়েই মহাহ্লাদে কারাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

এইরূপে কারাবাসার গল্প সমাপ্ত করিয়া চীনরাজ ধীরে২ কহিলে, রাজকুমারি! দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য আগমনের পূর্ব্বে একটী লক্ষণ জানা যায়। তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে অদ্যই তোমার দুঃখের অবসান হইবে।

চীনরাজ এইরূপ আশ্বাস বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন সুন্দর পরিচ্ছদধারী রাজপুরুষ একটী দ্রুতগামী অশ্বারোহণে সেই স্থান দিয়া দ্রুত ধাবমান হইতেছেন; নৈমানকুমারী তাঁহারে দেখিয়াই বলিল ইনিই আমার স্বামী ইনিই তির্কিস্তের অধীশ্বর। রাজ্ঞী এই বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্বারোহী তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। মুহূর্ত্তকাল পরেই অবিকল সেইরূপ রূপবান পুরুষ অশ্বারোহণে পূর্ব্বগামী পুরুষের অনুসরণ করিল। এবারেও নৈমান তনয়া বলিয়া উঠিল ইনিই আমার স্বামী। এবারকার অশ্বারোহীও দৃক্‌পাত করিল না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাজবনসাহ চমৎকৃত হইলেন।

নৈমান তনয়া ও বিস্মিত হইলেন। একি আশ্চর্য্য? এক অবয়বের দুইজন পুরুষ কিরূপে অবতীর্ণ হইল। একি ইন্দ্রজাল?

তাঁহারা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে আর একজন অশ্বারোহী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহারে দেখিয়া নৈমানরাজ-তনয়া আরও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অশ্বারোহী বস্ত্র সমস্ত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাণীরে সেলাম করিলেন। এই অশ্বারোহিটী কে তাহা বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না উনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত আলিহাতেম। নৈমান তনয়া তাহাকে দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলেন।

নৈমানরাজতনয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, মন্ত্রিবর! মহারাজ এই প্রকার অবস্থায় ছুটিতেছেন কেন? বলিতে পারেন? আর ইটী অশ্বারোহীরই এক মূর্ত্তি ইহারই বা কারণ কি? আলিহাতেম কহিল তা জ্ঞা। সে সব বলিবার সময় নাই। মহারাজের সহিত এই মুহূর্ত্তেই আপনার মিলন হইবে। তিনি এক মায়াবীর মায়াজালে জড়িত হইয়াছেন।

রাজনন্দিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, মায়াবীর মায়াজাল কিরূপ? মন্ত্রী বলিলেন অদ্য দিবাবসানে মহারাজ মৃগয়া যাত্রা করিতেছিলেন, দুর্গ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন একটু অপেক্ষা কর, তরবারি আনিতে ভুলিয়াছি আনয়ন করি, আমি দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে মহারাজ ব্যাকুলিত চিত্তে তাড়াতাড়ী অশ্বারোহণে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। চীৎকার করিয়া কহিলাম উত্তর দিলেন না ফিরিয়াও চাহিলেন না আমি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি ইত্যবসরে রক্তাক্ত তরবারি হস্তে ভয়ঙ্কর বেগে মহারাজ দুর্গ হইতে নির্গত হইলেন। আমাকে অনুগামী হইতে আদেশ দিয়া তিনি অশ্বারোহণে ছুটিতে লাগিলেন আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

নৈমান তনয়া বলিলেন তবে আর বিলম্ব করিবেন না বিপদ জয়ী হইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন।

মন্ত্রী বলিলেন অপনাকেও এই অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার অনুগামিনী হইতে হইবে। নৈমান তনয়া উত্তর করিলেন চলুন। ইহাতে যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় তথাপ পতির বিপদোদ্ধারে নিরস্ত থাকিব না। রাজবনসাহ বলিলেন অপনাদের কাহাকেও যাইতে হইবে না আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমিই ইহার বিনাশ করিয়া শীঘ্রই মহারাজের সহিত ফিরিয়া আসিতেছি।

তাহাই স্থির হইল। চীনরাজ অগ্রসর হইতেছেন পথে তিব্বতরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি একজন কুৎসিত বৃদ্ধকে বাঁধিয়া আনিতেছেন। রাজবর অগ্রসর হইয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। তিব্বতাধিপতি, সমাদরে সম্ভাষণ করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন তিনি মহারাজের অনুসরণ করিবার জন্যই যাইতেছিলেন। রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে আর আলীহাতেম রাজমন্ত্রীর সহিত নিকটেই আছেন। তিব্বতরাজ আহ্লাদিত মনে চীনরাজকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পরে পূর্ব নির্দিষ্ট বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া তিব্বতরাজ নৈমান তনয়ার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও বলিতে লাগিলেন প্রিয়ে আমি এক মায়াবীর মায়ায় বিমোহিত হইয়াছিলাম। তাহার মায়াতেই তোমাকে বনবাসে দিয়াছি। আজ সেই মায়াবীদিগের মায়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে যে মায়াবিনী তোমার রূপ ধারণ করিয়া আমাকে ভুলাইয়াছিল। অদ্য তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি স্বহস্তে সেই পাপীয়সীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছি। এখন আর বেশী কথা কহিবার অবসর নাই। চল রাজধানীতে ফিরিয়া যাই। তাহা হইলে তুমি সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিতে পাইবে। সকলে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল। মায়াবী বৃদ্ধ রাজার আদেশে নিজ জীবন কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল,—

## ইচ্ছারূপা ও বিশ্বমোহিনীর কথা।

মায়াবী বলিল মহারাজ! আমার যে রূপ আপনারা এখন দেখিতেছেন তাহাই আমার স্বাভাবিক রূপ দমস্ক নগরে আমার আদিম নিবাস। আমার নাম মকুবেল। পিতার মৃত্যু হইলে আমি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হই। আমিও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলাম কপট বন্ধুগণ আসিয়া জুটিল। আমি তাহাদের জালে বিজড়িত হইলাম। দমস্ক নগরে এক পরম রূপবতী কামিনী বাস করিত তাহার নাম দেলরাজ। তাহার রূপ দেখিয়া সকল মনুষ্যই বিমোহিত হইয়া পড়িত। তাহার অনেক উপপতি ছিল। অনেকেই তাহার কপট প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছিল। অল্প দিন মধ্যে আমারও সেই দশা ঘটিল আমার দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরাও তাহাকে বহু অর্থ প্রদান করিল। সকলেরই এক দশা উপস্থিত।

অর্থহীন হইয়া আমি বড় বিপদে পড়িলাম। কপটতাই হউক আর যাহাই হউক দেলরাজ আমাকে বিলক্ষণ ভালবাসা দেখাইত। আমিও তাহার প্রেমে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলাম। অর্থাভাবে বিষণ্ণ দেখিয়া একদিন দেলরাজ আমাকে বলিল, দেখ মক্‌বেল। তুমি অর্থহীন হইয়াছ বলিয়া চিন্তা করিতেছ। তুমি কোন চিন্তা করিও না তোমার কোন ভয় নাই আমি তোমার সমস্ত অনাটন নিবারণ করিব। আমি তাহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। তাহারই অর্থে আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

চিরদিন মানুষের সমান যায় না। সমস্ত বস্তুই ক্ষয় প্রাপ্ত বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। নিয়তির এই নিয়মে দেলরাজও বৃদ্ধ হইল। পূর্ব্বে যে সমস্ত উপপতিগণ নিয়ত তাঁহার উপাসনা করিত, তাহারা দেলরাজের বৃদ্ধাবস্থায় নিকটেও আসিত না। ইহাতে দেলরাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, মক্‌বেল। এখানে আর আমি থাকিতে পারিব না। যে স্থানে একদিন পরম সমাদরে রাজ্ঞীর ন্যায় সমাদরে কাটাইয়াছি সেই স্থানে বৃদ্ধাবস্থায় দাসীর ন্যায় কাটাইতে পারিব না। আমি ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করি। আমি বলিলাম দেখ দেলরাজ। আমারও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে। তোমারও যে দশা আমারও ঠিক সেই দশা। অনন্তর দেলরাজ বলিতে লাগিল, মক্‌বেল এক কাজ করিতে পারিলে আমরা আবার আমাদের যৌবন পুন প্রাপ্ত হইতে পারি। কেরণ মরুভূমিতে বেদরা নামী এক কুহকিনী আছেন, তিনি মায়াপ্রভাবে মনুষ্যকে যদৃচ্ছা রূপ প্রদান করিতে পারেন। আমি ইচ্ছা করিয়াছি সেই কুহকিনী বেদরার নিকট হইতে ঐ মায়া বিদ্যা শিক্ষা করিব। আমি বলিলাম, দেলরাজ! তুমিও যা করিবে আমিও তাহাই করিব।

দেলরাজ সম্মত হইল। আমরা দুজনে বেদরার উদ্দেশে কসম্ভ নগর পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলাম। এক মাস কাল পথের ভ্রমণ করিয়া সেই কেরণ মরুভূমিতে উপনীত হইলাম। মরুপ্রান্তে মেঘমালা সদৃশ গিরিরাজি আমাদের নয়ন গোচর হইল। সেই সকল পর্ব্বতের নিকটে শকুন, কাক, প্রভৃতি পক্ষীর উড্ডয়ন প্রভৃতি নানাপ্রকার অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইল। ইহাতে আমরা কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ক্রমশঃ পর্ব্বতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনন্তর আমরা সেই পর্ব্বত গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি গুহাটী অন্ধকার কেবলমাত্র একটী লৌহ প্রদীপ জ্বলিতেছে।

তাহার অতি সন্নিকটে একটী খর্ব্বাকৃতি স্ত্রিলোক প্রস্তরাসনে রহিয়াছে অনুমানে বুঝিলাম সেই রমণীই বেদরা। আমারা নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করিলাম। এবং বলিলাম আপনি অন্তর্যামী আপনি আমাদের অভিপ্রায় অবগত আছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনোরথ পূর্ণ করিলে বাধিত থাকিব। আমরা এই কথা বলিয়া ওহার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম, সেই রমণীর সম্মুখে একটী লৌহ কটাহে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা বিনা অগ্নিতে টগ বগ করিয়া ফুট করিতেছে। দেখিয়া আশ্চয্যান্বিত হইলাম।

বেদরা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল অনন্তর বলিতে লাগিল, আমি তোমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি, তোমরা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। এই কথা বলিয়া বেদরা দুইটী শিশি আনয়ন করিল। অনন্ত দুইটী অঙ্গুরী সেই শিশিতে নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্র পাঠ করাতে একটীর মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল অপরটী হইতে ধূম নির্গত হইল। মুহূর্ত মধ্যে বজ্রের ন্যায় শব্দ হইল মুহূর্ত মধ্যেই আবার নিস্তব্ধ। শিশি মধ্যস্থ অগ্নিও নির্ব্বাপিত। অনন্তর বেদরা একটী অঙ্গুরী লইয়া দেলরাজকে প্রদান করতঃ কহিলেন, এই অঙ্গুরী প্রভাবে তুমি যে নারীর রূপ ধরিতে ইচ্ছা করিবে তখনই তাহার রূপ ধারণ করিতে পারিবে। অপর অঙ্গুরী আমার হস্তে দিয়া কহিলেন এই অঙ্গুরী প্রভাবে তুমি যে কোন পুরুষের রূপ ধারণ করিতে পারিবে।

অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া বেদরাকে সেলাম করিয়া দমস্ক যাত্রা করিলাম। পথে নূতনং পুরুষের রূপ ধারণ করতঃ কত শত সতী নারীর সতীত্ব নষ্ট করিলাম। দেলরাজ কামিনীর রূপ ধরিয়া কত শত পুরুষের মন মজাইল। আমরা দমস্ক নগরে ফিরিয়া আসিয়াও ঐ প্রকার পাপ কার্য্যে নিরত ছিলাম না।

কিছুদিন পরে দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হওয়ায় দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা নৈমান রাজ্যে আসিয়া দেখিলাম তথাকার সিংহাসনে একটী অল্প বয়স্ক বালিকা আরূঢ়। মন্ত্রী আলীগাজেমের উপর সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের ভার থাকায় অপর মন্ত্রীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। দেলরাজ আমাকে বলিল,—ফকুবেল। রাজা হইবার এই উত্তম অবসর। প্রবাদ আছে সিংহাসনারূঢ় বালিকার মোয়াফেক নামক পিতৃব্য মোগল যুদ্ধে বাটী পড়িয়াছে, তুমি তাহার রূপ ধারণ করিয়া বিদ্রোহী মন্ত্রীদিগের সাহায্যে নৈমান রাজ্যের

সিংহাসন অধিকার কর আর আমি রাজ মহিষীর রূপে পরিচিতা হই। তাহা হইলে আমরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইব।

আমি দেলরাজের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলাম। লোকের নিকট মোগলযুদ্ধের ইতিহাস অবগত হইয়া মোয়াফেকের রূপ ধারণ করতঃ নৈমান রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সিংহাসন অধিকার করিলাম এবং দেলরাজকে মহিষী রূপে পরিচিতা করিলাম। আলীহাতেম ভয় পাইয়া রাজকন্যাকে লইয়া দেশান্তরিত হইল, আমার কণ্টক দূরীভূত হইল। তৎপরে মহারাজের দূত আসিয়া যুদ্ধ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, দেলরাজ ও আমি ভয়ে পলায়ন করিলাম। রাজকন্যার জন্য আমাদের রাজ্য হস্তান্তরিত হইল ভাবিয়া তাঁহার প্রতি হিংসায় প্রবৃত্ত হইলাম। সে রাত্রে আপনার প্রকৃত মহিষী নৈমান তনয়া যে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল, সে মূর্ত্তি আমারই। আর যে নারী নৈমান তনয়ার রূপ ধারণ করতঃ আপনকার শয্যায় শয়না ছিল, সেই নারীই দেলরাজ। মহারাজ মায়া বুঝিতে না পারিয়া নিরপরাধিনীকে বনবাস দিলেন, মায়াবিনী সেই পাপের উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছে আমিও উপযুক্ত ফল পাইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না যে আপনকার বেশ ধারণ করি কিন্তু পাপীয়সী দেলরাজের পরামর্শে আমি আপনার রূপধারণ করিয়া এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, এমন সময়ে মহারাজ মৃগয়াবেশে গৃহে তরবারি লইতে আসিয়া পাপিয়সীর শিরশ্ছেদন করিয়াছেন। সেই সময়ে আমি পলায়ন করিতেছিলাম, মহারাজ আমার পশ্চাদগামী হইয়া আমাকে ধরিয়াছেন। আমি যে পাপ করিয়াছি তাহাতে আমার প্রাণ দণ্ড করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কিন্তু মহারাজ আমার প্রাণ দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

তৌরজাধিপতি বলিলেন,—রে নরাধম আমি অঙ্গীকার করিয়াছি তোর প্রাণ দণ্ড করিব না, প্রাণ দণ্ড করিলেও তোর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে, কিন্তু আমি তোর প্রাণ দণ্ড করিব না। আমি তোর মায়াযন্ত্রের মূল অঙ্গুরীটী কাড়িয়া লইয়াছি। এক্ষণে তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা। জগতে থাকিয়া কিছুদিন পাপের প্রতিফল ভোগ কর্। এই বলিয়া রাজা সকলকে তাড়াইয়া দিলেন।

মকবেল বিতাড়িত হইলে, তির্ব্বতরাজ নৈমান রাজাকে নিজ রাজ্যে সংযুক্ত করিয়া মন্ত্রীবর আলীহাতেমকে তথাকার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করি-

লেন। অনন্তর নহিষীকে লইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। চীনরাজ রাজবনসাহ কিছুদিন তিব্বতে থাকিয়া তিব্বতপতির নিকট বিদায় লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে রাজ্যের সকল লোকই মহানন্দিত হইল।

## চিত্রস্থানী রাজকন্যার কথার শেষার্দ্ধ।

রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন যায়—একদিন চিত্রস্থানীর আদেশে মায়াবী দৈত্যগণ নিদ্রিতাবস্থায় চীনরাজকে পর্য্যঙ্কসহ হরণ করিয়া শূন্যমার্গ দিয়া চিত্রস্থানী রাজকন্যার নিকটে আনয়ন করিল। বহুদিনের পর চীনরাজ চিত্রস্থানীর দর্শন পাইলেন। রাজবনসাহ মহা আনন্দিত হইলেন, তিনি আহ্লাদভরে চিত্রস্থানীকে বলিলেন, দৈত্যকুমারি! তোমার সহিত আমার যে মিলন হইবে, সে আশাকে আমি হৃদয়ে স্থান দিই নাই। তোমার আশাতেই আমি জীবন ধারণ করিয়া ছিলাম নচেৎ নিশ্চই তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইতে না।

চিত্রস্থানী হাস্য করিয়া বলিল, মহারাজ! মানব মানবী যেমন প্রেমানুরাগ বিস্মৃত হয় দানব দানবী তেমন কোনকালেও বিস্মৃত হয় না। আমি আপনার অনুরাগ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এখন জানিতে পারিলাম, আপনার প্রেম অনুরাগ অকপট। আমি আপনারে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছি। অদ্য আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব, কিন্তু মহারাজ! আপনাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। সাক্ষাতে হউক, বা অসাক্ষাতে হউক আমি যখন যে কাজ করিব তখন তাহা যদি আপনার মনে অন্যায় বোধ হয় তথাপিও আপনি কিছু বলিতে পারিবেন না।

রাজবন মহানন্দে তাহা অনুমোদন করিলেন। চিত্রস্থানী নিজ রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া রাজবনসাহকে বিবাহ করিলেন। পরমসুন্দরী দানব কুমারি সকল নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন করতঃ নৃত্য গীত করিতে লাগিল। চিত্রস্থানী ও রাজবনসাহ মহানন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

ওদিকে চীনরাজ্যে গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। রজনী প্রভাতে রাজাকে দেখিতে না পাইয়া, রাজ্যের সমস্ত লোক হাহাকার করিতে লাগিল। রাজ্যের নানা স্থলে অন্বেষণ করা হইল রাজাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। কেহই

রাজার সন্ধান করিতে পারিল না। রাজ্য মধ্যস্থ যাবতীয় লোক অত্যন্ত বিষাদিত হইল।

এদিকে রাজবন রাজ্যের কথা ভুলিয়া গেলেন। চিত্রস্থানীর সহিত নিত্য২ নূতন নূতন আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। ছয়মাস অতীত হইয়া গেল চিত্রস্থানী গর্ভবতী হইল। দশমাস অতীত হইলে চিত্রস্থানী একটী পরম সুন্দর সন্তান প্রসব করিল। রাজা পরম পুলকিত হইলেন। সূতিকা গৃহে গমন পূর্ব্বক পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার চুম্বন করিয়া চিত্রস্থানীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

রাজ্ঞী প্রফুল্ল বদনে সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া নিকটস্থিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা দর্শন করিয়া চীনরাজের খেদের আর পরিসীমা রহিল না। মনে মনে মহা ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না। মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে শয়ন গৃহে গমন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন চিত্রস্থানী কি রাক্ষসী? না এ রাক্ষসী অপেক্ষা নিষ্ঠুরা, রাক্ষসীরাও নিজ সন্তানকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে পারে না। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কেনই বা প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম, আর কেনই বা এই পাপীয়সীকে বিবাহ করিয়াছিলাম।

এইরূপ পরিতাপ ও খেদোক্তি করিয়া চীনরাজ নিজ মনকে প্রবোধিত করিলেন। ভাবিলেন, হয়ত চিত্রস্থানী পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্তই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে একবৎসর গত হইল। চিত্রস্থানীর আবার গর্ভ সঞ্চার হইল। যথা সময়ে চিত্রস্থানী একটী পরমাসুন্দরী কন্যা প্রসব করিল। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা সূতিকাগারে আগমন করতঃ কন্যার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পুত্রশোক অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন।

কন্যাটী প্রত্যহ চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে২ কন্যাটী একমাসের হইল। একদিন একটী শ্বেতবর্ণ কুক্কুরী আসিয়া সূতিকাগারের দ্বারদেশে দাঁড়াইল, চিত্রস্থানী তাহাকে সেই কন্যাটী দিল, সেই কুক্কুরী পরমাসুন্দরী কন্যাকে মুখে করিয়া প্রস্থান করিল।

রাজা এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত শোকাক্ত হইলেন। ভাবিলেন চিত্রস্থানীকে বিবাহ করিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। এই পাপীয়সীর হৃদয়ে কি কিছুমাত্র মমতা নাই। এবারেও রাজা কিছু বলিতে পারিলেন না।

আরও একমাস গত হইল। রাজ্যের নিমিত্ত রাজার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইল। একদিন তিনি চিত্রস্থানীকে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! আমি বহুদিন নিজ রাজ্যে উপস্থিত নাই এবং বহুদিন রাজকার্য্য পরিদর্শন করি নাই, প্রজাদের অবস্থা একবার দর্শন করা উচিত।

চিত্রস্থানী কহিল, মহারাজ! আপনার রাজ্যে প্রত্যাগমন উচিতই বটে। আমি জানিতে পারিয়াছি আর এক বিপদ উপস্থিত। মোগলেরা চীনরাজ্য আক্রমণ করিতে যাইতেছে। আপনি উপস্থিত না থাকিলে সৈন্যগণ উৎসাহ শূন্য ও সাহস হীন হইবে। অতএব রাজ্যে প্রতিগমন করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আপনি গমন করুন তথায় আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।

একশত দৈত্য সমভিব্যাহারে চীনরাজ নিজরাজ্যে গমন করিলেন। তিনি রাজ্যে উপস্থিত হইলে সমস্ত প্রজাবর্গ ও রাজকর্ম্মচারীগণ মহানন্দে পরিপ্লুত হইলেন।

অনতিকাল মধ্যেই মোগলরাজ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে চীনরাজ্য আক্রমণ করিল। চীনরাজও বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মোগল শিবিরের সম্মুখ ভাগে শিবির সংস্থাপন করিলেন। রাজসেনাপতি ওয়েলী সৈন্যদিগের আহার সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন। এমন সময়ে চিত্রস্থানী কতকগুলি দৈত্য লইয়া সমস্ত আহার সামগ্রী নষ্ট করিয়া দিলেন। তত্রত্য আহার রক্ষকগণ ক্ষুণ্ণ মনে রাজার নিকট সংবাদ দিল। রাজা শিবিরে আসিয়া দেখিলেন চিত্রস্থানী দণ্ডায়মানা। তিনি কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন। এমন সময়ে চিত্রস্থানী কহিলেন। মহারাজ! আমিই এই খাদ্য সামগ্রী নষ্ট করিয়াছি।

নৃপতি এবারে আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। বলিতে লাগিলেন, পাপীয়সি! বারং তোকে আমি ক্ষমা করিয়াছি কিন্তু এবারে আর ক্ষমা করিব না লোকে একটী পুত্রের জন্য কত কামনা করিয়া থাকে কিন্তু তুই কিনা সন্তানকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলি তোর কি কিছুমাত্র দয়া বা মমতা নাই, কন্যা জন্মিল, তাহাকেও কি না একটা কুক্কুরী মুখে নিক্ষেপ করিলি, মানুষে যাহা কোনমতে সহ্য করিতে পারে না, আমি বিনা ওজরে অনায়াসে সহ্য করিলাম। এত করিয়াও কি তোর আশা মিটে নাই? আবার কিনা তুই সৈন্যগণের আহার নষ্ট করিলি, পাপিয়সী বল্ দেখি তোর অভিপ্রায় কি? তোর অভিপ্রায় আমার রাজ্য

ছারখার করা, এই কি তোর প্রণয়ের পরিশোধ? হায় হায় চন্দন তরু ভ্রমে আমি বিস রক্ষ আশ্রয় করিলাম। সুপাত্র ভাবিয়া নিদারুণ বিশ্বাস ঘাতকের হস্তে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ছিলাম, অহো! তাহারই এই সমুচিত প্রতিফল? চীনরাজ চিত্রস্থানীকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া পুনঃ পুনঃ মস্তকে করাঘাত করিলেন।

এই প্রকার তিরস্কার শ্রবণ করিয়া চিত্রস্থানী চীন রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না, ইহাতে আপনার ও আমার উভয়েরই সুখ নষ্ট হইল। আপনার দোষেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিল। নরবর! আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, দৈত্য কন্যারা অকারণে কোন কর্ম্ম করে নাই, আমি যে অগ্নিতে আপনার কন্যাকে নিক্ষেপ করিয়াছি তাহা অগ্নি নহে। তিনি দৈত্যকুলতিলক মহাপরাক্রান্ত কাবুলাস। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ও বিলক্ষণ যোদ্ধা। আপনার পুত্রের শিক্ষার্থে আমি তাঁহার হস্তে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছি। তিনিই আপনার পুত্রকে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। আর যে কুক্কুরীর মুখে কন্যা সমর্পণ করিয়াছি তাহাও প্রকৃত কুক্কুরী নহে। তিনি একজন বিদ্যাধরী, আপনার কন্যাকে লালন পালনার্থে আমি তাঁহার হস্তে কন্যাটিকে অর্পণ করিয়াছি। আপনি এখনই আপনার সন্তান সন্ততিকে দেখিতে পাইবেন, এই কথা বলিয়া চিত্রস্থানী ইঙ্গিত করিবামাত্র দুইটী পরমসুন্দর বালক বালিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রাজা দেখিয়াই বিস্মিত হইলেন।

চিত্রস্থানী কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পুত্র কন্যা আমি নষ্ট করি নাই ইহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন তো। এক্ষণে কি জন্য আপনার সৈন্য দিগের খাদ্য নষ্ট করিয়াছি শ্রবণ করুন। আপনি যে ব্যক্তির উপর খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতের ভার দিয়া ছিলেন, সেই ব্যক্তি মোগল দিগের নিকট হইতে সহস্র ১০০০ মুদ্রা উৎকোচ স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বাস ঘাতকতা করতঃ খাদ্য দ্রব্যে বিষমিশ্রিত করিয়া দিয়াছে। উহা ভক্ষণ করিলে আপনার সমুদায় সৈন্য এক কালে বিনষ্ট হইয়া যাইত। সেই জন্যই আমি অগ্রে সমুদায় খাদ্য নষ্ট করিয়াছি।

রাজা একটু সন্দিগ্ধ চিত্তে বলিলেন বিশ্বাস হয় না। ওয়েলী কি এমন কার্য্য করিবে, ওয়েলী কি বিশ্বাস ঘাতক? ওয়েলী যে বহু দিনের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী।

চিত্রস্থানী বলিলেন, আপনার বিশ্বাস না হয় আপনি ওয়েলীকে আহ্বান করুন, সে নিজে এই সকল খাদ্য দ্রবের কিছু আহার করুক, তাহা হইলেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

রাজাদেশে ওয়েলী উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে বলিল খাদ্যের কিয়দংশ আহার কর। সে প্রথমে সম্মত হইল অবশেষে রাজা প্রাণ দণ্ডের ভয় দেখানতে ভয়ে কিঞ্চিৎ আহার করিল। যেমন আহার অমনিই খেঁচনি আরম্ভ পরেই পতন। আবার যেমন পতন তেমনিই মৃত্যু।

চিত্রস্থানী কহিল, দেখিলেন, মহারাজ। দৈত্য কন্যারা অকারণে কোন কার্য্য করে না। আর আপনার বিশ্বাসী ওয়েলীর আচরণ দেখিলেন তো।

রাজা যুগপৎ ভয় বিস্ময় ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। চিত্রস্থানী বলিল, মহারাজ। আপনি যুদ্ধের ভাবনা ভাবিতেছেন যুদ্ধের জন্ম আপনার কিছু ভয় নাই। যুদ্ধে আপনার জয় লাভ হইবে। আপনার সেনাগণ মোগল রাজা আক্রমণ করুক, দৈত্যগণ তাহাদের সহায়তা করিবেক। অদ্য নিশ্চয়ই আপনার জয়লাভ হইবেক।

এই কথার উপর নির্ভর করিয়া রাজা শত্রু শিবির আক্রমণ করিতে আদেশ দান করিল। চিত্রস্থানী স্বয়ং চীন সৈন্যের অধিনায়িকা হইলেন। দৈত্যবল ও নরবল একত্র হইয়া মোগল সেনার সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিল। অবশেষে মোগল সৈন্যের কতক সমরশায়ী হইল কতক বা পলায়ন করিল। চীনপতি সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন, জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু মনে চীনরাজের তিলমাত্র সুখ নাই, চিত্রস্থানীর সহিত বিবাদই তাহার কারণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে চিত্রস্থানী চীনপতির নিকটে আগমন করতঃ বলিলেন মহারাজ। নিজ দোষেই আপনি বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। আমি এখন চলিলাম, এই বলিয়া চিত্রস্থানী স্বীয় পুত্র ও কন্যা সমভিব্যাহারে তথা হইতে তিরোহিত হইলেন।

চিত্রস্থানী চলিয়া গেল রাজাও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, দশদিক অগ্নিময় ও সংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারিলেন না। অতিকষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে মুজিন নামক প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মুজিন। আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে, রাজ্যসুখে আমার আর অভিলাষ নাই। তুমি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর, প্রজাদিগকে সুশাসনে রাখ। অদ্য হইতে আমি নির্জ্জন গৃহ

মধ্যে বাস করিব। তুমি ভিন্ন কেহ যেন সে স্থানে প্রবেশ না করে। এই আজ্ঞা তুমি সভা মধ্যে প্রচার করিও।

মুজিন নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজা মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চিত্রস্থানীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে ১০ দশ বৎসর কাল গত হইল।

দশ বৎসর গত হইলে এক দিন চিত্রস্থানী অকস্মাৎ পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে রাজসমীপে আগমন করতঃ কহিলেন। মহারাজ। আপনার অজ্ঞান কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তজ্জন্যই আমি পুনর্ব্বার আপনার নিকটে আগমন করিলাম। চীনরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্রস্থানি। প্রায়শ্চিত্ত কি? চিত্রস্থানী উত্তর করিলেন, মহারাজ। আমাদের দেবতাদের নিয়ম এই যে কেহ কোন অপরাধ করিলে দশবৎসর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় আপনার দশবৎসর অতীত হইয়াছে, এবং আপনার অনুরাগও পরীক্ষা হইয়াছে তাই আমি পুনরাগমন করিলাম। এবারে আর আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে না। আমার বিয়োগে আপনি যে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা আমি বিমান বিহারী চর দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি এবং জানিতে পারিয়াছি যে আপনিই যথার্থ প্রেমিক। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমাদের আর বিচ্ছেদ ঘটিবে না।

চিত্রস্থানীর মুখে এই প্রকার প্রণয়োক্তি শ্রবণ করিয়া চীনরাজ আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলেন। উভয়েই অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিছুকাল রাজ্য সুখ সম্ভোগ করিয়া পরলোক গত হইলেন। রাজকুমার চীনরাজ্যের আধিপত্য এবং রাজকুমারী চিত্রস্থানী দ্বীপের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

## রাজকন্যার মন্তব্য।

গল্প সমাপ্ত করিয়া ধাত্রী কহিল,—ফরোখনাজ। বল দেখি রাজবনসাহ প্রেমিক নয় কি? চিত্রস্থানীর জন্য দশবৎসর নির্জ্জনে বাস করিয়াছিল, কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল।

সখিগণ হাস্য করতঃ উত্তর করিল,—হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক। রাজবনসাহ আবুলকাসেম অপেক্ষাও প্রেমিক ছিলেন।

রাজকুমারী ফরোখনাজ কহিলেন,—আমি তাঁহাকে প্রেমিক বলি না, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলেন। আবার চিত্রস্থানীকে অন্যায়রূপে

তিরস্কার করিলেন, এই জন্যই আমি তাঁহাকে প্রেমিক বলি না এবং এই জন্যই পুরুষ জাতির উপর আমার এত ঘৃণা।

ধাত্রী কহিল,—প্রণয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত, এমন লোকের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

---

## কাউলফ ও দেলেরার কথা।

দমস্কস নগরে আবদুল্লা নামক একজন ধনবান বণিক বাস করিত। আবদুল্লা নিঃসন্তান ছিলেন। পুত্রের কামনায় নানা প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন কিন্তু সমুদায়ই বৃথা হইল। একদা আবদুল্লা ভ্রমণ করিতে করিতে এক পরিচিত চিকিৎসকের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আবদুল্লা তাঁহাকে নিজের পরিচয় জ্ঞাত করিলে, চিকিৎসক কহিলেন,—আপনি একটী কৌমারী, দীর্ঘাঙ্গী পীনোন্নত স্তনযুগল সম্পন্না প্রফুল্ল চিত্তা, নবীন যৌবনা ললনাকে বিবাহ করুন। তাহাকে কখন অপ্রসন্ন রাখিবেন না, যাহাতে সে সন্তুষ্ট থাকে সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিবেন। আপনি তাহার সহিত প্রত্যহ বাস করিয়া তাহার প্রণয়ের বৃদ্ধি করিবেন। উভয়ে একচাল্লিশদিন কৃষ্ণমেষের মাংস ও নিয়মিত সুরা পান করিবেন। এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিলে নিশ্চয়ই আপনার সন্তান হইবে।

চিকিৎসকের পরামর্শে আবদুল্লা উপরোক্ত রূপ একটী ললনা ক্রয় করিয়া আনিলেন। এবং উপদেশ মত নিয়ম প্রতিপালন করাতে সেই যুবতী শীঘ্রই গর্ভবতী হইল। কালক্রমে সেই যুবতী একটী সন্তান প্রসব করিল। পুত্রের নাম কাউলফ রাখা হইল। নিঃসন্তান সাধুনন্দন সন্তানের মুখ দর্শনে আনন্দিত হইয়া অনাথ দীনদিগকে বিপুল অর্থ দান করিলেন, পুত্রের সুশিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কাউলফ অল্পকাল মধ্যেই বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধ কার্য্যে ও সঙ্গীত বিদ্যায় কাউলফ বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পিতার বিপুল বিভব এক্ষণে কাউলফের হস্তে পড়িল। এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তোষামোদকারী মোসাহেবগণ আসিয়া কাউলফের নিকট উপস্থিত হইল। কাউলফ চাটুকারগণের জালে নিপতিত

হইলেন। একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতঃ শতং বারবিলাসিনীগণকে তন্মধ্যে আনয়ন করিলেন। মোসাহেবের দল ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে কাউলফ সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। চাটুকারগণও তিরোহিত হইলেন। ভিক্ষাবৃত্তিই কাউলফের জীবিকা বলিয়া স্থির হইল। যাহারা সম্পদকালের বন্ধু ছিলেন, তাহাদের বাটীতে যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে কাউলফ বিফল মনোরথ ও অপমানিত হইলেন। এই অপমানে কাউলফ স্বীয় জন্মভূমি দমস্ক নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিতে করিতে কিরীট রাজ্যের অন্তঃপাতী কারাকুর্ম্ম নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। সেই স্থানে একটী ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া করিয়া ভিক্ষা দ্বারা অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তথাকার অধিপতি পাঠান বংশীয় কাবেল খাঁর অধীনস্থ দুই রাজা বিদ্রোহী হইয়া রাজস্ববন্ধ করিলে তাহাদের সহিত এক যুদ্ধ সংঘটন হয়, সেই যুদ্ধে পাঠান সেনাপতি মীরজান পরাজিত হন। আবার যুদ্ধসজ্জা হইতেছে, এ সংবাদ অবগত হইয়া কাউলফ ভিক্ষালব্ধ অর্থে একপ্রস্থ পোষাক ক্রয় করতঃ রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় যথার্থ পরিচয় সংগোপন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি একজন বিদেশী, যুদ্ধকার্য্যে আমার নৈপুণ্য আছে, মহারাজ। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সৈনিক কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে বাধিত হই। কাবেল খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী সেনানী পদ প্রদান করিলেন। প্রথম বার মীরজান পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এবারে কাউলফের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে কাউলফ বিলক্ষণ সৌর্য্য বীর্য্য ও রণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, রাজা কাবেল খাঁ তাঁহাকে ঈদৃশ গুণ সম্পন্ন দেখিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। কাউলফের সুখ আবার ফিরিয়া আসিল। রাজমন্ত্রী হইয়া কাউলফ পূর্ব্বাপেক্ষা সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ বিদ্যার জোরেই কাউলফের এ সমুদায় সুখ হইল।

কাউলফ একদিন বৈকালবেলা একাকী ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, নগরের নিভৃত প্রদেশ দিয়া ছয়টী রমণী ধীরে ধীরে যাইতেছে। ছয়টীর মধ্যে এক বৃদ্ধা আর পাঁচটি যুবতী। যুবতীদিগের মুখের আবরণ অতি সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া যুবতী মণ্ডলীর চন্দ্রাননের অপূর্ব্ব প্রভা বিকশিত হইতেছিল। কাউলফ অনেক অনেক সুন্দরী যুবতী দেখিয়াছিলেন কিন্তু এমন সুন্দরী কখনও দেখেন নাই।

তিনি যুবতীদিগের রূপ দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সেই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই সমস্ত বিক্রয় করিবেন? বৃদ্ধা কহিল হাঁ মহাশয়। আমি ইহাদিগকে বিক্রয় করিব। আপনি যদি আমার সহিত আগমন করেন, তাহা হইলে ইহাদের অপেক্ষা সুন্দরী রমণী দিতে পারি। কাউলফ এই শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধার অনুরোধে অবিচারে সম্মত হইলেন।

সেই বৃদ্ধা জানিত না যে কাউলফ এই দেশের মন্ত্রী এবং কাউলফও নিজের কোন পরিচয় দেন নাই। মৌন ভাবে কাউলফ কামিনীদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

অধিকদূর যাইতে হইল না, নিকটেই একটী উদ্যান ও উদ্যান মধ্যে একটী বৃহৎ অট্টালিকা। ফটকে চাবী বন্ধ ছিল চাবী খুলিয়া বৃদ্ধা পঞ্চ কন্যাকে সেই বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং বলিলেন আমি আসিতেছি, আপনি এইখানে একটু বিশ্রাম করুন।

রমণিগণ ও বৃদ্ধা চলিয়া গেল। কাউলফ উদ্যান পার্শ্বস্থ মসজিদ—দ্বারে অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদণ্ড পরে সেই বৃদ্ধা একটি মহামূল্য স্ত্রী পরিচ্ছদ আনয়ন করতঃ বলিতে লাগিলেন, মহাশয়। আমরা সকলেই সদ্বংশ জাত, আমাদের বাটীর মধ্যে সকলেই রমণী, আপনাকে পুরুষ বেশে লইয়া গেলে সকলেই নিন্দা করিবে। আপনি নারী বেশ ধারণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। পরে গৃহে যাইয়া গোপনে নিজরূপ ধারণ করিবেন।

কাউলফ কোন প্রকার ওজর আপত্তি না করিয়া সেই বেশই ধারণ করিলেন। নারী বেশে কাউলফকে সুন্দর সাজাইল। তাঁহার নিজের পোষাক একটী পুঁটুলি বাঁধিয়া হস্তে লইলেন। উভয়েই বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ফটকের চাবি বন্ধ হইল।

বৃদ্ধার সহিত কাউলফ একটী মহলে উপস্থিত হইলেন। সেই মহলটী দেখিতে অতিশয় সুশ্রী। সেই মহলের প্রাঙ্গণ পার হইয়া কাউলফ একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহটী অতীব সুন্দর রূপে সজ্জিত মধ্যস্থলে একটি স্ফটিকময় ফোয়ারা, সেই ফোয়ারা হইতে জলধারা উত্থিত চতুর্দ্দিকের প্রস্তরে পতিত হইতেছে কিন্তু এক বিন্দু জলও বাহিরে পড়িতেছে না। ইহা দেখিয়া কাউলফ বিস্মিত হইলেন। বৃদ্ধাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার

ইচ্ছা করিতেছেন এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে বৃদ্ধা নাই। বৃদ্ধাকে দেখিতে না পাওয়াতে তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। কাউলফ মনে করিলেন এটী মায়াপুরী আবার ভাবিলেন না বৃদ্ধা এখনি ফিরিয়া আসিতে পারেন। তিনি মনে মনে এই প্রকার আন্দোলন করিতেছেন এমন সময়ে একটী প্রফুল্ল বদনা মণিরত্নভূষিতা রূপলাবন্য সম্পন্না যুবতী সেই গৃহে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তে একটী পোষাক, রাজার ন্যায় উষ্ণীষ ও তার ন্যায় অলঙ্কার, অতি সুন্দর পোষাক, যুবতী সেই পোষাক কাউলফের হস্তে দিয়া পরিধান করিতে বলিল। কাউলফ প্রথমাবধিই সেই যুবতীর বদন সুধাকর একদৃষ্টিতে দেখিতে ছিলেন, এক্ষণে বচনামৃত পান করিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি নারী বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই রাজপোষাক পরিধান করিলেন। যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিল আসুন এই দিকে আসুন।

রাজমন্ত্রী কাউলফ রূপসীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আটদশটী কক্ষ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এক সুবিস্তৃত দালানে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে সারি সারি প্রায় ৫০টী শ্বেতবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত নীলবর্ণ সলিল পরিপূর্ণ চৌবাচ্ছাতে শুভ্রকান্তি মরাল দম্পতি সুখে সন্তরণ দিতেছিল। নানা প্রকার সুগন্ধ পুষ্পের গাছ চারিদিকের টবে টবে শোভা পাইতে-ছিল, এবং সেই সকল গাছের পুষ্পের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছিল। কাউলফ এই গুলি অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি পাত করিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা একটী সুন্দরী রমণী হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে

আসিল। রমণী আসিয়াই তাঁহার হস্ত ধারণ করাতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন প্রথম গৃহ হইতে যে যুবতী আসিয়াছিল সেই অদৃশ্য। শেষোক্ত রমণী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া মন্থরাগতিতে অপর একটী গৃহ স্থিত স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। পরে একখানি সুবাসিত রুমাল দ্বারা তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন। অনন্তর একটী রমণী জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র আনিয়া পদধৌত করিয়াদিলেন। পরক্ষণেই সমবয়স্ক সমবেশ ভূষায় ভূষিত সমান রূপ ও লাবণ্যবতী বিংশতিটী যুবতী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। কাউলফ এই প্রকার বিস্ময় জনক ঘটনা দর্শনে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি কেবল তাঁহাদের রূপ রাশি দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে কথা আসিল না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে যে রমণী তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া ছিল সেই রমণী জিজ্ঞাসা করিল যুবক! তুমি কি বোবা? না আমাদের অদৃষ্টের দোষে বোবা হইয়াছ? কাউলফ এই ব্যঙ্গোক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল তোমাদের যে রূপ দর্শন করিতেছি তাহাতেই অবাক্ হইয়া আছি। তোমাদের রূপ দেখিলে কার চিত্ত মোহিত না হয়?

রমণীরা ইহাতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল কেবলমাত্র একটী রমণী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, মহাশয়! আপনি যুবতী কিনিতে আসিয়াছেন ঐ সব কথায় আপনার প্রয়োজন কি? ইচ্ছানুরূপ সামগ্রী অন্বেষণ করুন না হয় প্রস্থান করুন।

কাউলফ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত রমণী ঐ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াগেলে কেবল যে রমণী তাঁহার পদধৌত করিয়াছিল, এবং যে রমণী কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল সেই রমণী রহিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া কাউলফ কহিল সুন্দরি! তোমায় দর্শন করিয়া অবধি আমার মন ভ্রমর তোমার ঐ মুখ পদ্মের মধুপানার্থ ব্যাকুল হইতেছে। রূপলাবণ্যের প্রশংসা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কোপ প্রকাশ করিয়া তিরস্কৃত করিলেন। কাউলফ বলিলেন আমাকে আর বাক্যযন্ত্রণা দিও না আমি তোমার নিকট সহস্র সহস্র অপরাধ করিয়াছি, দয়াবতী! দয়া করিয়া আমার দোষ মার্জ্জনা কর।

সেই রমণী কাউলফকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য প্রবোধ দিয়া বলিল অপরিণাম দর্শিতার অনেক দোষ বটে কিন্তু সেজন্য আমি আপনাকে দোষী করিতেছি না। এখন আসুন! আমি আপনাকে এক আশ্চর্য্য বস্তু দেখাইতেছি এই কথা বলিয়া দক্ষিণ হস্তে কাউলফের হস্ত ধারণ করিয়া নিকট বর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহের পশ্চিম দেয়ালস্থিত এক খানি চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়। বলুন দেখি এই চেহারাটি কাহার? কাউলফ দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। পরক্ষণে আর ৫টি সুন্দরী কামিনী বীণা সপ্তস্বরা প্রভৃতি বাদন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সকলে একত্রিত হইয়া ভোজ্য ভোগ্যাদি চতুর্ব্বিধ খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষ করিল। অবশেষে সুরাপান চলিতে লাগিল। সুরা রাক্ষসী কামিনীগণের লজ্জারূপ বসন কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে উন্মাদিনী প্রায় করিয়া তুলিল। আবার সঙ্গীতালাপ আরম্ভ হইল—আবার বীণা সপ্ত স্বরাদি বাজিতে লাগিল। কেবল কাউলফ ছাড়া সকলেই সঙ্গীতালাপে মত্ত ছিল। যিনি কাউলফকে দুই বার তিরস্কার করিয়াছিলেন, কাউলফ সুরা রাক্ষসীর কুহকজালে বিমোহিত হইয়া, সেই গৃহাধিষ্ঠাত্রী প্রধানা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, প্রিয়তমে! আমাকে তোমার প্রেম প্রসাদ প্রদানে কৃতার্থ কর।

পূর্ব্বে কোপ কৃত্রিম ছিল কিন্তু এক্ষণে মদিরার প্রভাবে তাহা অকৃত্রিম হইয়া দাঁড়াইল। সেই রমণী ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল পামর! এত দূর স্পর্দ্ধা! আমার প্রণয়াকাঙ্খা পাত্রাপাত্র বিচার নাই? এখানে প্রবেশ করিতে পাইয়াছ বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। এই দণ্ডেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি দিতেছি এই বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কাউলফ মহা চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিতেছেন এমন সময়ে সেই বৃদ্ধা আসিয়া কহিল বাছা? শান্ত হও কোন ভয় নাই কিন্তু এই কার্য্য করিয়া বড় ভাল কর নাই। আমি ছলনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমি নারী বিক্রয়ের ব্যবসা করি, সেহায় সে কথা কি সত্য তাহা হইলে আমি তোমাকে ছদ্মবেশে (নারীবেশে) এখানে আনিব কেন? আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা সকলেই ভদ্র কন্যা তুমি যাহাকে অবমাননা করিলে

তিনি সামান্যা নায়িকা নহেন। ইনি এই রাজ্যের রাজ সওদাগর বৈরক নামক সওদাগরের একমাত্র কন্যা বৈবিক একণে রাজআজ্ঞায় কোকেন্দীতে কমন করিয়াছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব মৃত রাজা কাবেল খাঁর পুত্র বর্ত্তমান রাজা মী-জান বৈরককে অত্যন্ত ভাল বাসিয়া থাকেন। অতএব তাহার কন্যার প্রণয় অভিলাষী হইয়া তুমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। সে যাহা হউক প্রভু কন্যা তোমার নিকটে আসিলে পদ প্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিও। তাহার নাম দেলেরা। বৃদ্ধা এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন দেলেরা বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক একাকিনী গম্ভীর বদনে তথায় উপনীত হইলেন। মধুরস্বরে নিজদোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন আপনি সচ্ছন্দে আমার সহিত প্রেমালাপ করিতে পারেন; কিন্তু মহাশয়! আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতে হইবে।

কাউলফ সংক্ষেপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। পরিচয় শুনিয়া দেলেরা মহানন্দিতা হইলেন। উভয়ে প্রেমালাপ করিতে লাগিল, সুরাপান করিল। দেলেরা সুমধুর স্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিল। পরে কথাচ্ছলে দেলেরা কাউলফকে জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা। তুমিত রাজাস্থী রাজ বাটীর সকলের নিকটই পরিচিত ও রাজবাটীর সকলেই তোমার নিকট পরিচিত বল দেখি তুমি কখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ কি না।

কা। নিত্যই প্রবেশ করিয়া থাকি।

দে। আচ্ছা বল দেখি রাজ অন্তপুরে কোন কামিনী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী।

কা। গোলেন্দাম—মহারাজ মী-জান গোলেন্দামকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন। আমি এত জানিতাম যে গোলেন্দাম সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী কিন্তু দেলেরা তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার সেভ্রম ঘুচিয়াছে। গোলেন্দাম তোমার পদের অঙ্গুলির কাছে দাঁড়াইবার তুল্য নহে।

দেলেরা হাস্য করিল। কাউলফ বিদায় লইয়া গমন করিলেন। গমন করিবার সময় দেলেরা বলিয়াছিলেন কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে যেখানে দাঁড়াইয়াছিলে সেই খানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, বিনা ছদ্ম বেশে বৃদ্ধা তোমাকে বাটীর ভিতর লইয়া আসিবে।

কাউলফ রাজপুরীতে আগমন করিলেন। রাজপুরীতে আসিয়া মন্ত্রণা-গৃহে রাজার সহিত সাক্ষাত করিয়া দেলেরার বৃত্তান্ত ও তৎসংক্রান্ত পর কথা বলিলেন।

রাজা কহিলেন মন্ত্রীবর। তুমি আমাকে একবার দেলেরাকে দেখাইতে পার? বলা বাহুল্য যে নরপতি মীরজান নর্ত্তকীজাতিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

মন্ত্রী কহিল। পারি মহারাজ। কিন্তু আপনাকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে। রাজা কহিলেন ছদ্মবেশ ধারণ করিতে আমাদের বড় বিলম্ব হইবে না। আমি তোমার চাকর হইয়া যাইব। তুমি আমাকে ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিও তাহা হইলে সে রমণী অবশ্যই প্রতারিতা হইবে।

কাউলফ সম্মত হইলেন। সূর্য্য অস্তোন্মুখ হইলেন রাজার সহিত রাজমন্ত্রী রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। সঙ্কেত স্থানে সেই বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া ছিল, রাজাকে কাউলফের সঙ্গে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গী কেন? কাউলফ বলিল এটী আমার ভৃত্য, সদাগর কন্যাকে দেখিবার জন্য ইহার অত্যন্ত আগ্রহ সেই জন্যই সঙ্গে আনিয়াছি।

বৃদ্ধা আপত্তি করিল না তাহারা বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরে দেলেরার গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন দেলেরা বিবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। উপস্থিত হইবামাত্র দেলেরা কহিল, এটী কে? কাউলফ কহিল এটী আমার ভৃত্য ইহার নাম কালটাপন। আমার এই ভৃত্যটী সুরসিক অনেক ভাল ভাল গল্প জানে তোমাকে দেখিবার একান্ত অভিলাষ তজ্জন্য ইহাকে সঙ্গে আনিয়াছি।

দেলেরা সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর কালটাপন ভৃত্যবেশী রাজাকে অনেক সুমিষ্ট কথা বলিলেন। ভৃত্যবেশী রাজাও সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। রাত্রি প্রায় দশদণ্ড দেলেরার আদেশ মতে উপযুক্ত আহারাদি আনীত হইল। সকলে আহার করিলে পর ভৃত্যবেশী রাজা নানা প্রকার চিত্তরঞ্জন গল্প শ্রবণ করাইয়া দেলেরার মনোস্তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। তিনজনে মদ্য-পান করিতে লাগিলেন। দেলেরা কালটাপনের হস্তে এক পাত্র মদিরা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন তোমার প্রচুর কল্যাণার্থ এই পাত্রটী তুমি পান কর, পরে আর এক পাত্র কাউলফের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন।

এই পাত্রটী তোমার প্রণয়ণী রাজমহিষী গোলেন্দামের মঙ্গলার্থ পান কর।

রাজার সম্মুখে এই প্রকার কথা শুনিয়া কাউলফ অত্যন্ত অপ্রতিভ হই-লেন। কাউফল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন পাত্র নিঃশেষ করিয়া উত্তরের মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কাউফল উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। দেলরা তথাপি কহিতে লাগিল বলনা মন্ত্রিবর। তোমার গুপ্ত প্রণয়নী গোলেন্দার কতবড় সুন্দরী? কি যাদু বিদ্যায় তুমি তাহারে এত বশীভূত করিয়াছ যে সে রাজাকে ভাল না বাসিয়া তোমাকে ভাল বাসে. দেলেরা আবার কহিতে লাগিল,—

কালটাপন। তুমি তোমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, আমি সত্য বলিতেছি মিথ্যা কহা মহাপাপ আমি এক্ষণে বেশ্যা, বেশ্যার মুখে যদি সত্য কথা শুনিতে বাসনা থাকে তবে শুন "গোলেন্দাম কাউলফের গুপ্ত প্রণয়ণী।

রাজা আর থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। সচীবকে লইয়া নিতান্ত সন্দি হান চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। দেলেরা যে পরিহাস করিয়াছিল মূর্খ মীরজান ভূপতি তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাহার বিশ্বাস হইল যে মহিষী গোলেন্দাম সত্য সত্যই কাউলেফের গুপ্ত প্রণয়ণী।

রাত্রিত কাটীয়াগেল। প্রভাতে রাজা কাউলেফের নির্ব্বাসন দণ্ড করি-লেন। এইরূপ দেলেরার সামান্য পরিহাসে নির্দ্দোষী কাউলফের বনবাস হইল।

কাউলফ দেশত্যাগী হইল। বহুদিন পর্য্যটন করিয়া তাহাদের রাজ-ধানী সমর কন্দ নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরে অনেক পান্থ শালা একটী পান্থ শালায় ভিখারী বেশে আশ্রয় লইলেন। পান্থশালার অধিকারীর নাম মোজাফর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এবেশে কোথা হইতে আসিতেছেন। কাউলফ উত্তর করিলেন আমি দমস্ক নিবাসী বণিক, পথে দস্যুতে আমার সর্ব্বস্ব লুঠ করাতে ভিখারী হইয়াছি। মোজাফর এই অলীক ঘটনা সত্য মনে করিলেন। ভদ্র সন্তানের স্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। মোজাফর কাউলফকে অত্যন্ত ভাল বাসিতে লাগিলেন।

একদিন বৈকালে কৌলফের সহিত রাজপথে একটি লোকের সাক্ষাৎ হইল তাহার নাম দানসমেন্দ, তিনি যখন কাউলফকে দেখেন নাই। লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন যে মোজাফর তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার মনে গুপ্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি সন্দিহান চিত্তে কহিলেন মহাশয়। আমি শুনিয়াছি যে মোজাফর আপনাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। কিন্তু কেন বাসেন বলিতে পারেন।

কাউলফ উত্তর করিলেন তিনি পরোপকারী সাধু পুরুষ আর আমি নিঃসম্বল অতিথি তাই বোধ হয় তিনি আমাকে ভাল বাসেন।

দানসমেন্দ কহিলেন, বিষম ভ্রম। মোজাফর তোমাকে অন্য অভিপ্রায়ে ভাল বাসেন। তুমি দরিদ্র তোমার দ্বারা তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে এইজন্যই তোমারে ভালবাসেন।

কাউ। কি অভিপ্রায় বলুন দেখি?

দান। অভিপ্রায় আর কিছুই না।

কাউ। না, না, কি অভিপ্রায়ে বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে। দান সমেন্দ কহিলেন। অভিপ্রায় আর কিছুই না, মোজাফরের এক পুত্র আছে তাহার নাম তাহের। তাহার সহিত এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। তাহের তাহার যোগ্য পতি নহে। আবার তাহার স্বভাব কিছু উগ্র। সেই জন্য উভয়ে প্রায়ই কলহ করিয়া থাকে। তাহের তাহারে অত্যন্ত প্রহার করিয়া থাকে। অনেক সহ্য করিয়া এক দিন তাহার পত্নী তাহাকে হনুমান বলিয়া গালাগালি দেয়। এই অপরাধে মুসলমানী শাস্ত্রানুযায়ী তাহের স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু মোজাফর পুত্রবধূকে বড় ভাল বাসেন স্বীয় পুত্রের সহিত পুত্রবধূর মিলনের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন কিন্তু শাস্ত্র অমান্য করা বড় সহজ কথা নহে। বিধি আছে, যদি সেই কৱিত্যক্তা বধূকে কোন ব্যক্তি বিবাহ করিয়া সেই দিনেই পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে পূর্ব্বস্বামী পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন। তেমন পাত্র জুটিতেছে না যে সে বিবাহ করিয়া পরিত্যাগ করে। তুমি যদি সেই সুন্দরী ললনাকে বিবাহ করিয়া সেই দিন পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হও তাহাহইলে মোজাফর তোমাকে পশ্চাৎ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিবেন।

কাউলেফের তখন অর্থের অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল সুতরাং পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন। হাসমেন্দ সন্তুষ্ট চিত্তে এই সংবাদ মোজাফরকে প্রদান করিলেন। মোজাফর মহানান্দিত হইলেন। এবং বলিলেন কাল বিলম্ব করা উচিত নহে কল্য বিবাহ স্থির করা হউক। তাহাই স্থির হইল। পরদিন কাউলফের সহিত তাহের পত্নীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের সময় পত্নীর মুখ এত মোটা কাপড়ে আবৃত ছিল যে কাউলফ তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই। রাত্রিতে বাসর হইবে তাহের ভাবিল যদি এই ব্যক্তি যদি পত্নীকে দেখিতে পায় তাহা হইলে ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে না।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাকে একটী অন্ধকার গৃহ বাসর নির্দ্দিষ্ট করিয়া তন্মধ্যে তাহাদিগকে পুরিয়া রাখিল। দ্বারে প্রহরী বসিল পাছে কোন রূপে উভয়ে পলায়ন করে। অর্দ্ধরাত্রে সেই যুবতী জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে লাগিল। হায়! হায়! আমি কি করিলাম যাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না কিরূপে তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিব? লোকে জানুক আর নাই জানুক ধর্ম্ম অবশ্যই জানিবেক?

ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাউলফ সেই গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে এই প্রকার মনোকষ্ট ঘটিয়া থাকে যাহার সহিত উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইলাম তাহার মুখ দর্শন করিতে পাইলাম না। যদি প্রেমালাপে রাত্রি যাপন করি তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট মহাপাপী হইব। উভয়েই এই প্রকার দুঃখ করিতে লাগিল। এইরূপ এইভাবে থাকাতে যে কি কষ্ট হয়, ভুক্তভোগী তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক বলিয়া উঠিল এস্বরটী আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। যুবতি। তুমি কি বৈরক জনবা দেলরা? যুবতী বলিল—তবে কি তুমি আমার প্রাণেশ্বর কাউলফ? যুবক বলিল হাঁ, দেলেরা। তুমি এখানে কি প্রকারে আগমন করিলে। দেলরা কহিল জীবনেশ্বর। তুমিই বা কি প্রকারে এখানে আসিলে।

কাউলফ বলিলেন—তোমার সহিত আমার যে আবার দেখা হইবে ইহা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করি নাই। জগদীশ্বরের

আশ্চর্য্য কৌশলে এই অপরিচিত স্থানে দূরদেশে তোমার আমার সাক্ষাৎ হইল।

সন্দেহ দূর হইল সুখে সচ্ছন্দে নব দম্পতি রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাত হইল, আকাশে সূর্য্যোদয় হইল পৃথিবী কলরবে পরিপূর্ণ হইলেন। গৃহদ্বারে মেজোর আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল তাহেরও স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত। উভয়েই গৃহমধ্যে ত্রস্ত হইলেন। কাউলফ বলিলেন, প্রিয়তমে। দান সমেন্দার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। অতএব তোমারে আপাততঃ পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু তোমারে পরিত্যাগ করিলে আমি আর জীবিত থাকিতে পারিব না। এখন উপায় কি?

দেলেরা বলিলেন, প্রাণেশ্বর। বিধাতার অনুকম্পায় আমাদের যখন মিলন হইয়াছে তখন আমি তোমাকে ছাড়িব না। কাউলফ বলিলেন সে কি প্রিয়ে আমি ভিখারী আমি কিরূপে তোমাকে আমার নিজের বলিয়া দাবি করিব।

দেলেরা কহিল, অর্থের জন্য ভাবনা নাই জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করিবেন, রাজার আইন আমাদিগকে রক্ষা করিবে তুমি দ্বার উদ্ঘাটন কর কিছু ভয় পাইও না।

কাউলফ কহিল সুন্দরী। দয়াকর আমাকে ওসব কথা বলিও না। আমি তোমার অনুরোধে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তার দাসত্বে আমার মনে বড় ভয় হয়। আমি অসহায় নির্ধন তাহাতে আবার পরের বাসে অবস্থিতি, বলদেখি কিরূপে আমি তোমাকে তাহেরের হস্ত হইতে উদ্ধার করিব।

দেলেরা বলিল—তাহার ঠিক কথা আছে তুমি কিছু অনিয়মানুসারে আমাকে বিবাহ কর নাই। বিবাহ কালে স্বামীর স্ত্রীর প্রতি যেরূপ অধিকার জন্মে আমার উপর তোমারও সেইরূপ অধিকার জন্মিয়াছে। এখন তুমি আমারে পরিত্যাগ করিলে করিতে পার, আবার না করিলেও না করিতে পার। তুমি আমারে পরিত্যাগ না করিলে তাহের তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। চেষ্টা করিলে, বরং তাহার দণ্ড হইতে

পারিবে। তবে গোপনে তোমার উপর উপদ্রব করিতে পারে, তুমি যদি সেই উপদ্রব সহ্য করিতে পার তাহা হইলে কোন গোলযোগ নাই। তোমার মনে যদি এই ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে কাহার সাধ্য তোমাকে এ কার্য্যে নিরস্ত করে?

দেলেয়ার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া কাউলফ বলিল তোমার জন্য যদি প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয় তাহাতেও প্রস্তুত আছি। তোমাকে পাইলে আমি সর্ব্ব সমস্ত কষ্টই সহ্য করিতে পারি।

তাহের ও তাহার পিতা বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন অনেকক্ষণ ডাকা ডাকির পর কাউলফ দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তাহের বলিল আইস গৃহ হইতে বহির্গত হও। তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই কোথায় সকাল সকাল উঠিয়া পুরস্কার লইবে না বেলা অবধি ঘুমাইতেছ। আইস পুরস্কার লও, পুরস্কার লইয়া বিদায় হও যাবজ্জীবনের উদরান্ন সংস্থাপন কর। অনন্তর তাহারা সকলে বহির্ব্বাটীতে আগমন করিল। কাউলফকে নব-বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহের ও মোজাফর তাঁহারই সহিত আহার করি লেন এবং নানা মতে কাউলফকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিলেন।

দিবাবসান সময়ে দানসমেন্দ আসিয়া কাউলফকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বলিল কাউলফ! তোমার সমুদয় ফুরাইয়া গিয়াছে। তুমি তোমার প্রাপ্য লইয়া পত্নী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদায় হও। কাউলফ বলিল মহাশয়! পত্নীর কি মূল্য আছে যে তাহা লইয়া আমি পত্নী বিক্রয় করিব? পত্নী বিক্রয়? আশ্চর্য্য কথা!—

দানসমেন্দ উত্তর করিল, মহাশয়? আপনি কি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া-ছেন, কল্য কি বলিয়াছেন তাহা কি আপনার মনে নাই। কাউলফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন প্রতিজ্ঞা? কই আমিত প্রতিজ্ঞা করিনাই। কল্য কি আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে আমি আমার পত্নীকে বিক্রয় করিব? দান সমেন্দ চকিত হইয়া বলিলেন, যে কল্য প্রতিজ্ঞা করিয়া আজ আবার অস্বীকার এই কি তোমার প্রতিজ্ঞাপালন এই কি তোমার ভদ্রোচিত কর্ম্ম? কাউলফ পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,* যাও যাও এখানে এ সমস্ত দূষিত কথা তুলিও না।

এই প্রকার গোলযোগ শ্রবণ করিয়া কি তাহের ও মোজাফর আসিয়া

উপস্থিত হইল। তাহের এই সকল কথা শুনিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইলেন তিনি কাজীর নিকট উপনীত হইয়া নালিশ করিলেন। তিনি কাউলফকে বন্ধন করিয়া কাজীর সমীপে উপনীত করিলেন।

কাজী প্রথমে অর্থলোভ দেখাইল, কাউলফ তাহাতেও রাজী হইল না। তৎপরে কাজী বলিল তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাকে দণ্ড পাইতে হইবে। কাউলফ উত্তর করিলেন মহাশয় উহাদের কথা শুনিবেন না। আর বিবাহ করিয়া কেহ কখন নিজ ভার্য্যাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে পারে? কোন মতেই স্বীকৃত না হওয়ায় কাজীর ক্রোধ হইল। তিনি কাউলফকে একশত ১০০০ বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দিলেন। কাউলফ অনেক কষ্টে সেই বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন। কাজী অবাক। তিনি বলিলেন আজ রাত্রি ইহাকে পত্নীর সহিত অবস্থান করিতে দাও। কল্য যদি অসম্মত হয় যন্ত্রণার আর সীমা থাকিবে না। বিচারে ইহার প্রাণদণ্ড হইলেও হইতে পারিবে। এক গৃহে অবস্থানে তাহের বিস্তর আপত্তি করিল, কিন্তু কাজী তাহা শুনিল না। কাউলফ ক্ষত বিক্ষত হইয়া নিজ প্রণয়িণীর নিকটে গমন করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও নানা প্রকার সুখানুভব করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক প্রহরী তাহাদিগকে পাহারা দিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দেলেরা কহিল প্রাণেশ্বর! কাজী অদ্য আপনাকে বিস্তর যন্ত্রণা দিয়াছে। আমি সমস্তই শুনিয়াছি, জানিয়াছি তুমি অটল, প্রভাতে তোমাকে আরও যন্ত্রণা দিবে তাহাও ঠিক, কিন্তু তুমি শঙ্কিত হইও না। আমি পতি পরায়ণ দেলেরা আমারই জন্য তোমার এত কষ্ট তোমার এই দুর্দ্দশা। আমি যদি রাজার নিকট পরিহাস না করিতাম তাহা হইলে এত গোলোযোগ ঘটিত না। প্রাণেশ্বর আমার অনুরোধে তোমাকে একটী মিথ্যাকথা কহিতে হইবে। রাত্রি প্রভাত হইলে কাজী সমীপে তুমি বলিবে যে "আমি মসাউদ তনয় করুমুদ্দীন," তাহা হইলে কাজী আর তোমাকে অধিক কষ্ট দিবে না।

পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। প্রেমালাপে নিশা যাপন করিলেন। প্রভাতে আবার সেইরূপ চীৎকার সেইরূপ কলরব,—কাউলফ নির্ভীক চিত্তে দ্বার উদ্ঘাটন করিল, লোকেরা তাহারে কাজীর নিকট লইয়া গেল। কাউলফ এদিন নিজ পরিচয় দিয়া বলিল আমি কোজেন্দীরাজের

মস্‌যুদ তনয় রুকন্দীন। তাহের বলিল মহাশয়! সমস্তই মিথ্যা কথা। শীঘ্র কোজেন্দী রাজ্যে দূত প্রেরণ করুন। মসায়ুদ যদি ইহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে আমি ইহাকেই নিজ পত্নী দান করিব, কিন্তু এই লোক যদি মসাউদ তনয় রুকন্দীন না হয় তাহা হইলে ইহার প্রাণদণ্ড করিবেন। কাজী তাহাও স্থির করিয়, সেই রাত্রেই তাহাদের একত্র শয়ন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কোজেন্দী হইতে দূত ফিরিয়া আসিবার মেয়াদ ১৫ দিন। ১৬ দিনের দিন কাউলফের প্রাণ দণ্ড করিবেন।

রাত্রিকালে দেলেরা কহিল, প্রিয়তম! আজ রাত্রেই আমরা একত্রিত হইয়া বুখারা রাজ্যে গমন করিব। অসত্য পরিচয় প্রকাশ পাইলে প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা, অতএব অদ্যই পলায়ন করা সুপরামর্শ। ভয়ে ভয়ে রাত্রি কাটীয়া গেল পলায়ন করা হইল না। সেই দিন রাত্রে পলায়নের দিন স্থির হইল। দ্বারে অনেক সশস্ত্র জাগ্রত প্রহরী। সাহস করিয়া কাউলফ একাকী বাহির্গত হইবেন। নিজ ইচ্ছায় কাজীর নিকট গমন করিয়া কহিল, ধর্ম্মরাজ শ্বশুরালয়ে বাস করা শাস্ত্রকারগণের নিষেধ আমি ইচ্ছা করিয়াছি আমি স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিব।

কাজী কহিল তাহা হইতে পারে না। যে পর্যন্ত না কোজন্দী হইতে দূত ফিরিয়া না আসে সেই পর্য্যন্ত তোমায় স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে পাইবে না।

তাহের মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তাহা কখনই হইতে পারে না স্বতন্ত্র স্থানে রাখিলেই ইহারা পলায়ন করিবে। আমি আমার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, যে সে ইহার সহিত থাকিতে চায় কি না।

কাজী জানিতেন যে কোজন্দীর সওদাগর মসাউদ মহদৈশ্বর্যশালী যদি এ ব্যক্তি বাস্তবিক তাহার সন্তান হয়, তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া তিনি তাহেরকে নিজ পত্নীর নিকট যাইতে আদেশ দিলেন।

তাহের পত্নীর নিকট গমন করিলে, দেলেরা কৃত্রিম প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করতঃ বলিতে লাগিল, নাথ! আর বিরহ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। কবে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইব? হা পরমেশ্বর শীঘ্র শীঘ্র আমার এই বিরহ যন্ত্রণা দূর করুন।

তাহের বুঝিল তাহার জন্য দেলেরা আক্ষেপ করিতেছে। সে সহর্ষ চিত্তে কাজীর নিকটে গমন করতঃ বলিল কাজীমহাশয়। পত্নী কেবল আমাকেই চাহে সে ঐ বিদেশীর সাহত অবস্থান করিতে অনিচ্ছুক। কাউলফ কহিল সে এখানে আসিতে পারে অতএব এখানে আসিয়া যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

কাজীর আদেশে দেলেরা বিচারালয়ে আগমন করিল। প্রবেশমাত্র কাজী জিজ্ঞাসা করিল, দেলেরা। তুমি কি তাহেরকে চাও কি এই বিদেশীকে চাও? দেলেরা উত্তর করিল আমি এই বিদেশী মসাউদ তনয়-কেই হৃদয়ের সহিত ভাল বাসি অতএব ইনিই আমার স্বামী।

কাজী কথা কহিতে পারিলেন না দেলেরার কথাতেই সায় দিলেন। তাহের কহিল কোজেন্দী হইতে সংবাদ আসিতে আসিতে ইহারা পলায়ন করিবে। অতএব যতদিন না সংবাদ আইসে সেই পর্য্যন্ত আপনি ইহাদিগকে ছাড়িবেন না।

কাজী কহিল না তাহা হইতে পারে না, রাজ্য মধ্যে যেখানে থাকুক না কেন অপরাধী কখনই পলায়ন করিতে পারিবে না। আমাদের রাজা এখ-নও এত নিস্তেজ হন নাই যে অপরাধী তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে। সে জন্য তোমার কিছু ভয় নাই। যেখানেই পলায়ন করুক না তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে ধরিয়া আনাইব

তাহেরের আপত্তি বিফল হইয়া গেল। কাউলফ ও দেলেরা নগরের পান্থ নিবাসে যৌতুকলব্ধ অর্থে একরকমে দিনযাপন করিতে লাগিল। এক দিন একটী যুবা পুরুষ সেই পান্থ নিবাসে আসিল কাউলফ তাঁহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিল। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর যুবক মসাউদ তনয় আমি তোমার দুঃখে বড়ই দুঃখিত হইয়াছি কিরূপে তুমি এরূপ দুরাবস্থায় পড়িলে? কাউলফ কহিল, মহাশয়। আমার পিতা কোজেন্দীর সওদাগর বিসাউদ নন, এমনকি আমি কখন কোজেন্দী নগর দেখিনাই, দেলেরার প্রণয়ের অনুরোধে মিথ্যা পরিচয় দিয়া ছিলাম। আমি একজন বিদেশী বণিকপুত্র আমি দেশ ভ্রমণে আসিয়াছিলাম। দস্যুতে আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে।

যুবক কহিল আমার কাছে মিথ্যা কথা কও কেন? আমি নিশ্চয়

বলিতেছি আপনি মসাউদ তনয় রুকমুদ্দীন ইহা যদি মিথ্যা হয় মানুষ পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না। জগদীশ্বরের উপাসনা কর তাহা না হইলে পরিত্রাণ পাইবে না।

কাউলফ বলিলেন মহাশয়! আমি প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া বলিতেছি প্রণয়িনী দেলেরার উপদেশমতে আমি মিথ্যা পরিচয় দিয়াছি। দেলেরার সহিত আমার পূর্ব্বে প্রণয় হইয়াছিল তখন দেলেরার পিতা সাধু বৈরক দূরদেশে গিয়াছিল। প্রণয়ের অনুরোধে দেলেরা আমারে মনে মনে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল। সেদেশের রাজা দেলেরার পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

ছদ্মবেশী যুবক চলিয়া গেল। যুবক চলিয়া গেলে দেলেরা কহিল, প্রাণেশ্বর! আপনি সত্য পরিচয় দিয়া বড় ভাল কাজ করেন নাই। রাজার গুপ্তচরেরা নানা দিকে ফিরিতেছে। কাউলফ ও দেলেরা ভয়ে ভয়ে চতুর্দ্দশ দিবস কাটাইলেন। দূত ফিরিয়া আসিবার আর এক দিন মাত্র বাকী, কাউলফের আর ভয়ের সীমা পরিসীমা নাই এমন সময় এক জন দূত আসিয়া কাউলফের হস্তে এক খানি পত্র দান করিল। পত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বেই কাউলফ বাটীর সম্মুখে মহা কোলাহল ও একশত সসস্ত্র অশ্বারোহী দেখিতে পাইলেন। ভয়ে কাউলফের প্রাণ উড়িয়াগেল। ভাবিলেন দূত ফিরিয়া আসিয়াছে। মসাউদ আমাদের পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই সুতরাং অদ্যই আমার জীবনের শেষ হইবে, কিন্তু তাহার সে ভয় অধিক্ষণ রহিল না, লোকের নিকটে আসিয়া কাউলফকে অভিবাদন করিল। পরে একজন বৃদ্ধ কহিল রুকুন তুমি এদেশে আছ তাহা তোমার পিতা মাতা জানে না তুমি শীঘ্র গৃহে গমন কর তোমার জন্য তোমার পিতা মাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। তোমার সংবাদ পাইয়া উষ্ট্র ও এই সমস্ত বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়াছেন আর তোমার রাহা খরচ স্বরূপ ৪০ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

কাউলফ একবার ভীত ও অপর বার আনন্দিত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধের বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া পত্র পাঠ করিলেন, শুনিলেন যাহা পত্রের তাহাই দেখিলে। বিস্ময় ভাব গোপন করিয়া উপহার সামগ্রী গৃহজাত করিলেন। ভাবিলেন প্রবঞ্চনা উপর প্রবঞ্চনা অবশ্যই ইহার ফল পাইতে

হইবে। তিনি বলিতেছেন এমন সময় একজন অশ্বারোহী আসিয়া বলিল, মহাশয়! রাজা অসবেক আপনাকে ডাকিয়াছেন।

কাউলফের আরও ভয় হইল কাজীর হস্তে যৎকিঞ্চিৎ পরিত্রাণের আশা ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর কাজী নহেন রাজা নিজেই, কাউলফ অত্যন্ত ভীত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন, আহা আমি যদি সেই রাত্রে পলায়ন করিতাম তাহা হইলে আর এত বিপদ ঘটিত না। এখন যে প্রাণ যায়, প্রাণ যায় যাউক কিন্তু আমার দেলেরার কি হইবে আর আমিওত দেলেরাকে পাইব না। টাকার লোভ দেখাইয়া আমার প্রাণ নষ্ট করিবে। ইহা আমি মরিলেও ভুলিব না।

রাজার আদেশ অবহেলা করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া বেশ ভূষা পরিধান করিয়া অনুচর বর্গের সহিত ২ প্রহরের পূর্ব্বেই রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন এক দিন রাত্রিকালে যিনি তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিলেন তিনিই রাজ মুকুট ধারী দেখিয়াই বিস্মিত হইলেন। কাউলফ আর কথা কহিতে পারিলেন না। রাজা কহিলেন, কাউলফ। তুমি যে কোজেন্দীর সওদাগর মসাউদের পুত্র নও, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি যে মিথ্যা কথা কহিয়াছিলে তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি যে সাধু ও অকপট প্রণয়ী তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমি প্রথমে তোমাদের অকপট প্রণয় বুঝিতে পারি নাই। শুনিয়াছ কোজেন্দীতে দূত গিয়াছে, ১৫ দিনের মধ্যে সেই দূত ফিরিয়া আসিবে। মিথ্যা বলিলে ১৬শ দিবসে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে ফিরাবার জন্য অপর এক জন দূতকে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে প্রেরণ করিলাম। উভয় দূত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। চাল্লিশটা উষ্ট্র তদুপযুক্ত উপহার সামগ্রীও পারিতোষিক মুদ্রা আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম। আমিই তোমার নিকট লোক পাঠাইয়া ছিলাম ও পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম। কোজেন্দীর সওদাগর মসাউদ ইহার কিছুই জানেন না। তোমারে রক্ষা করিবার জন্য তোমার সাধু ব্যবহারের জন্য এবং তোমার অকপট প্রণয়ের পুরস্কার দিবার জন্য এই সকল কৌশলজাল সৃজন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি নিরাপদ হইয়াছ, কিন্তু বল দেখি, কিরূপে তোমাদের প্রথম প্রণয় সংঘটিত হইয়া-

ছিল। কাউলফ রাজার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। রাজা আদ্বিবেক সেই দিন দেলের কে রাজ ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কাউলফ ও দেলেরা পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

**রাজকন্যার মন্তব্য।** গল্প সমাপ্ত করিয়া ধাত্রী সটল মিমি বলিল দেখ দেখি ফরোখ নাজ প্রণয়ের জন্য কাউলফ কি না করিল, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? সখীরা করতালি প্রদান করতঃ প্রতিধ্বনি করিল ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? ফরোখজান বলিল না না কাউলফ প্রণয়ী নহেন বাস্তবিক যদি তিনি প্রণয়ী হইতেন তাহা হইলে বনবাস কালে অন্ততঃ একবারও দেলেরার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। আর যদি কাউলফ প্রেমিক হইতেন তাহা হইলে পঞ্চাশৎ স্বর্ণ মুদ্রার লোভে তাহেরের পত্নীকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইতেন না। পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রার সহিত কি দেলেরার প্রেমের তুলনা হয়? ধাত্রী কহিল এতেও যদি তুমি খুঁৎ ধর ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর একটী গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। ধাত্রী গল্প আরম্ভ করিল।

---

# রাজকুমার কালেফের গল্প।

অস্ত্রাকান নামক রাজ্যের রাজা তৈমুরের পুত্র, অল্প বয়সে সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ ও যুদ্ধ বিদ্যায় বিলক্ষণ পটু হইয়া ছিলেন। তাঁহার পিতা অস্ত্রাকান রাজ অত্যন্ত সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইলেও খারজম রাজের করদ রাজা ছিলেন, এক সময়ে কারজম রাজ স সৈন্যে অস্ত্রাকান রাজ্য আক্রমণ করিল। অস্ত্রাকান রাজ তৈমুর অগত্যা যুদ্ধি স্থির করিলেন। কালেফ ও সার্কেশীয় বীরগণ একত্রিত হইয়া দুই দিন যুদ্ধ করিবার পর সার্কেশীয় বীরগণ রাত্রিকালে কারজম রাজকে বলিল আপনি যদি কখন সার্কেশীয়দিগের নিকট কর গ্রহণ না করেন তাহা হইলে তাহারা কালেফের পক্ষ পরিত্যাগ করিবে। কারজম রাজ তাহে সম্মত হইলেন। সার্কেশীয় বীরগণ কালেফের পক্ষ পরিত্যাগ করিলে কালেফ হীনবল হইলেন সুতরাং পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। ইতি মধ্যে রাজ্যে ঘোষিত হইল যে কারজম ভূপতি অস্ত্রাকাণ রাজ সমভূমি করিয়া রাজাকে সপরিবারে বিনাশ করিবেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা স্ত্রী পুত্র সহস্র সৈন্য ও অল্প ভার বহু মূল্য রত্নাদি লইয়া দেশত্যাগী হইলেন। ককাশস পর্ব্বতের নিকট পথে দস্যুতে তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি লুটিয়া লইল। তাঁহারা নিঃসম্বল হইলেন। কোথায় যাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রাজকুমার কালেফ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন পিতঃ পথ পাইয়াছি, মাঠ আছে পুষ্করিণী আছে সেখানে আমরা সুখে থাকিতে পারিব, কিন্তু লোকালয় নাই। অনন্তর তাঁহারা সেই পথে গিয়া এক ফকিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ফকিরকে আপনাদিগের দুঃখ বিবৃত করিল। তাহাকে ফকির কহিল তোমরাত এই সামান্য দুঃখ পতিত হইয়াছ, কিন্তু আমার দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। এই কথা বলিয়া ফকির গল্পারম্ভ করিল।

## রাজকুমার ফয়জুল্লার কথা।

আমি মৌজল দেশের রাজপুত্র আমার নাম ফয়জুল্লা। দৈবদুর্বিপাক বশতঃ দেশত্যাগী হইয়া বিদেশ ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলাম। ককাসস্ পর্ব্বতের নিকট দস্যুদল আমাকে আক্রমণ করিয়া আমাকে সর্ব্বস্বান্ত ও আমার সঙ্গীদগকে নিধন পূর্ব্বক আমাকে নিধন করিতে উদ্যত হইলে আমি আমার পিতার নাম করায় তাহাদের মধ্যে একজন কহিল আমাদের সঙ্গীকে ইহার পিতা নিধন করিয়াছে অতএব ইহাকে যন্ত্রণা দিয়া মারিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে তাহারা আমাকে একটি বৃক্ষে লতাপাসে বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিল। আমি দুই তিন দিন অনাহারে থাকিলাম। একদিন দস্যুগণ দস্যু বৃত্তি সাধনার্থ অন্যত্র গমন করিলে সেই দস্যু আশ্রমস্থ একটী দয়াবতী রমণী আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন তুমি এই সমুখস্থ পথ দিয়া পলায়ন কর। আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সেইপথ দিয়া অক্ষমতা সত্বেও প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলাম। ক্রমাগত আঠার দিন পর্য্যটন করিয়া একটী নগরে উপস্থিত হইলাম। নগরে উপস্থিত হইয়া সমস্তদিন পর্য্যটন করতঃ সন্ধার সময় একটী গৃহস্থের বাটীর নিকটে দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা রমণী জিজ্ঞাসা করিল, বাছা! তুমি কি খুঁজিতেছ? আমি কহিলাম কিছুই না, বিদেশী পথিক আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছি, এবাড়িটী কাহার?

বৃদ্ধা কহিল সাধু মোয়াফেকের, তিনি প্রথমে রাজ সংসারে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার সহিত কাজীর বিরোধ হওয়াতে সে এক্ষণে রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। কথা শুনিতেছি এমন সময়ে সেই বাটীর গবাক্ষদ্বারে একটী মোহিনী মূর্ত্তি আমার জীবন কাড়িয়া লইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গবাক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না দর্শনের নিমিত্ত অনেক ক্ষণ দাড়াইয়া রহিলাম কিন্তু দেখিতে পাইলাম না।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল কোথায় স্থান না পাওয়াতে একটী গোরস্থানে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। হঠাৎ গোলমাল ও চীৎকার ধ্বনি শ্রুত হওয়ায় পলায়ন করিবার

উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দ্বারদেশে চারজন লোক দেখিতে পাইলাম তাহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিল কে তুই? আমি উত্তর করিলাম নিরাশ্রয় পথিক সম্প্রতি এ নগরে আসিয়া কোন স্থানে আশ্রয় না পাওয়ায় এই গোর স্থানে প্রবেশ করিয়াছি। তাহারা তাহাদের সহিত গমন করিতে বলিল। দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিলাম। তাহাদের সহিত সমাধি ক্ষেত্রে নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় পান ভোজন চলিতেছে এমন সময় কয়েক জন প্রহরী আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল। সেই রাত্রিতে একটী স্বতন্ত্র কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। প্রভাতে কাজীর সমীপে উপস্থিত করিল। যাহারা আমাকে গোরস্থানের ভিতর লইয়া গিয়াছিল তাহারা নরহত্যাকারী দস্যু বিচারে তাহাদের দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইল। পরে কাজী আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কেবল বংশ বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া সমস্ত যথাযথ উত্তর করিলাম এবং মোয়াফেকের বাটীর গবাক্ষদ্বারে যে রমণী দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলাম তাহাও বলিলাম। আমাকে নির্দ্দোষী জানিয়া তিনি আমারে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন। আমি যে মোয়াফেকের বাটিতে একটি রমণী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছিলাম সেই কথা শুনিয়া কাজী কিয়ৎক্ষণ মনে মনে কি চিন্তা করিলেন তাঁহার মুখে ক্রোধ ও হর্ষের চিহ্ন এক কালে দেখা দিল। তিনি আমাকে বলিলেন তুমি গবাক্ষদ্বারে যাহাকে দেখিয়াছ সেই রমণী মোয়াফেকের একমাত্র দুহিতা। সেই যে রমণী যে অতিশয় সুন্দরী ইহাও আমি অবগত আছি, যদি তুমি তাহার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া থাক তাহা হইলে আমি তাহার সহিত তোমাকে উদ্বাহ সূত্রে বন্ধন করিয়া দিতে পারি। যদি ও তুমি সামান্য লোক মোয়াফেক সদ্বংশজাত তথাপি তোমার সহিত যাহাতে মোয়াফেকের দুহিতার বিবাহ হয় তাদ্বিষয়ে যত্নবান হইব।

এই শুনিয়া আমি আনন্দ সাগরে আপ্লুত হইতে লাগিলাম। কাজী আমাকে রাজ পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া গোপনে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে রাখিয়া দিলেন। মোয়াফেককে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মোয়াফেক আসিয়া উপস্থিত হইল কাজী তাঁহাকে সখ্য ভাবে কহিলেন বন্ধুবর তোমার সহিত আমার যে মনান্তর ঘটিয়াছিল ঈশ্বরের অনুকম্পায় তাহা

এক্ষণে দূরীভূত হইয়াছে, তোমাতে আমাতে আর কিছু শত্রুতা থাকিল না। আমাদের ভাগ্যক্রমে বসোরার রাজ পুত্র তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ লালসায় উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি যদি তোমার কন্যাটিকে উঁহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ কর তাহা হইলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হই।

মোয়াফেক বলিলেন বসোরার রাজ কুমার আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু—মহাশয়। আপনি আমার শত্রু—আমাকে এই শুভ সংবাদ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।

কাজী কহিলেন সখে। আমি অনেক ভাবিয়া স্থির করিলাম সংসারে বন্ধুত্ব ব্যতীত সুখ নাই। লোকের সহিত বিরোধ করায় অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই এই সমস্ত ভাবিয়া পুনরায় তোমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছি।

তাহাদের এইপ্রকার কথোপকথন পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে থাকিয়া আমরাই শ্রবণ করিলাম। পরক্ষণেই কাজী নিজে আসিয়া আমাকে সভাস্থলে লইয়া গেলেন মোয়াফেককে দেখিলাম প্রকৃতি বেশ ঠাণ্ডা আকৃতি গম্ভীর বদন মণ্ডল সহাস্য। আমার পরিচয় দিয়া কাজী তাঁহাকে বলিলেন ইনিই বসোরার রাজনন্দন আমার একান্ত ইচ্ছা ইহার সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দেও, মঙ্গলানুষ্ঠানে বিলম্বে প্রয়োজন নাই যত শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হয় ততই ভাল। আমার ইচ্ছা কল্যই বিবাহ দিন স্থিরীকৃত হউক।

মোয়াফেক কাজীর বাক্যে আমাকে উপযুক্ত আদর করিলেন। আমিও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলাম তিনি আমাকে লইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। সেই দিন মোয়াফেকের গৃহে সুখে সচ্ছন্দে কাটাইলাম। পরদিন প্রভাতেই বিবাহ হইল। আমার নবোঢ়া পত্নীর নাম জামরেদী। সেদিন ও পরম সুখে কাটীয়া গেল। পরদিন প্রভাতে কাজীর একটি ভৃত্য আসিয়া কাজী দত্ত পরিচ্ছদটি ফিরাইয়া লইয়াগেল। জামরেদী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি কহিলাম প্রিয়ে। তোমার পিতাকে অবমানিত করিবার আশায় আমাকে সামান্য লোক ভাবিয়া কাজীর এই বড় যত্ন। কিন্তু প্রিয়ে যদিও আমি বসোরার রাজপুত্র নই তথাপি আমার পিতা বসো-

রার রাজ্য অপেক্ষা অধিক সম্ভ্রান্ত। তোমার আমায় যখন সম্পর্ক হইল তখন আর বলিতে কি আমার পিতা মোঙ্গল রাজ্যের অধীশ্বর।

জামরেদী কহিল, তুমি যদি রাজ পুত্র না হইতে তাহা হইলেও প্রণয়ের অপাত্রী হইতাম না। প্রণয় যে কেবল রাজ পুত্রেতেই হয় তাহা নহে ইহা সকল ব্যক্তিতেই হইতে পারে। কাজী যেরূপ দুরভিসন্ধি করিয়াছে; আমি অচীরে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করাইব। এই কথা বলিয়া গোপনে এক প্রস্থ মূল্যবান পরিচ্ছদ আনাইয়া আমাকে পরিধান করিতে বলিল। আমি পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। পরে জামরেদী আমার নিকট অনুমতি লইয়া রক্ত বস্ত্র ও নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া স্থানান্তরে বেড়াইতে গেল।

কোথায় গেল কেহ জানিল না, আমিও জানিতে পারিলাম না। পরে জানিলাম কাজীর নিকট গেল সভার এক ধারে গিয়া দাঁড়াইল কাজী তখন বিচার করিতে ছিলেন। একটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক ধর্ম্মাধিকরণের পার্শ্বে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহা প্রতিহারী দ্বারায় জিজ্ঞাসা করিলেন। জামরেদী কহিলেন কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে নির্জ্জন স্থানে বলিতে প্রস্তুত আছি। কাজী ইহা শ্রবণ করিয়া বিচার কার্য্য বন্ধ রাখিয়া একটী নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমার প্রাণ প্রতিমা জামরেদীও কাজীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। কাজী উপবেশন করিলে জামরেদী মুখের অবগুণ্ঠন তুলিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। রূপ দেখিয়া কাজী সাহেব বিমোহিত হইলেন। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় জামরেদী কহিল, ধর্ম্মাবতার। আপনি ধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপ আপনার নিকট দুঃখ বর্ণনা যদি না করিব তবে আর কাহার কাছে দুখের কথা বলিব? আমি এহেন সুন্দরী যুবতী কিন্তু আমার পতি নাই।

কাজী সিহরিয়া উঠিলেন। অবসর বুঝিয়া জামরেদী নানা ভাব ভঙ্গী করিতে লাগিল ও নিজ অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রশংসা করিতে লাগিল। ইহাতে কাজী একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। জামরেদীর চক্ষের জল শুকালে গেল না, তখন কাজী সাহেব বলিলেন তোমার কিসের দুঃখ? জামরেদী কহিল ধর্ম্মাবতার! আমার দুঃখ অপার পিতা আমার বড়ই নির্দ্দয় তেমন

নির্দয় জগতে নাই বলিলেও হয়। কত শত রাজকুমার আসিয়া আমার প্রণয়ের প্রার্থনা করেন। আমার কন্যা বোবা পাগল বিকলাঙ্গ ইত্যাদি বলিয়া পিতা তাহাদিগকে বিদায় দেন। কাহার নিকটে আমারে বাহির করেন না, সুতরাং এজন্মে আমার আর বিবাহ হইল না। সেই জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াছি বিচার কর্ত্তার দাসী হইব। বিচারে কেহ আমাকে কলঙ্কনী করিতে পারিবে না, পিতাও অমত করিতে সাহস করিবেন না, অতএব আপনি আমাকে বিবাহ করুন ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

কাজী একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন প্রেমদর্পে কহিলেন প্রাণেশ্বরি। স্বীকার করিয়েছি আমি তোমাকে বিবাহ করিব। বলা বাহুল্য যে কাজী মোয়াকেকেরে কন্যাকে চিনিত না এবং সে যে ছলনা করিতে আসিয়াছে কাজী মূলেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কাজী প্রাণেশ্বরী বলিয়া হস্ত ধরিল। জামরেদী হাত ছিনাইয়া লইল। কাজী একেবারে আত্ম বিস্মৃত; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার পিতার নাম কি?

জামরেদী কহিল আমার পিতার নাম আয়েন্তাউমার তিনি বুরুজের কাজ করেন। ঐ দক্ষিণ দিকে যে মসজিদ দেখা যাইতেছে উহার নিকট একটী তালগাছ আছে সেই তাল তলায় আমাদের বাটী। আমরা বড় দুঃখী এবং আমার পিতাও অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু তাহা হইলে কি হয় পিতা আমারে অত্যন্ত ভাল বাসেন আমি তাঁহার অমতে বিবাহ করিতে পারিব না। কাজী কহিলেন অয়েন্তাউমার? সেত আমাদের প্রজা, সামান্য তাহকে সম্মত করিতে বিলম্ব হইবে, না। যেরূপে হউক আমি অদ্যই তোমারে বিবাহ করিব। জামরেদী কহিল তাহাই করিবেন পিতার অমতে আমি বিবাহ করিতে পারিব না। পিতাকে সম্মত করিতে পারিলেই আমি আপনাকে বিবাহ করিব।

জামরেদী চলিয়া গেল। কাজীর বিচার আচার সমস্ত ঘুরে গেল। দুইজন লোকদ্বারা তৎক্ষণাৎ আয়েস্তাউমারকে ডাকান হইল। আয়েস্তা ধর্ম্মভীরু লোক সভয় অন্তরে কাজীর নিকট উপস্থিত হইল। পার্শ্বে বসিতে বলিয়া কাজী কহিলেন, আয়েস্তাউমার। আমি জানি তুমি অত্যন্ত সদাচারী ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম বিনা কার্য্য কর না কিন্তু তুমি বড় একটী অন্যায় কার্য্য করিয়েছ। কম্পিত কলেবরে রংরাজ উত্তর করিল, ধর্ম্মাবতার।

কি অন্যায় কাজ করিয়াছি? কই আমার ত স্মরণ হয় না, বলা বাহুল্য কাজীর কথায় রংরাজের প্রাণ উড়িয়া গেল ভয়ের আর সীমা রহিল না।

কাজী কহিল, তুমি তোমার কন্যার বিবাহ দেওনা কেন? রংরাজ কহিল আমার কন্যা বিকলাঙ্গী পাগল কেহ তাহারে বিবাহ করিতে চায় না। কাজী কহিল সে সব কথা আমি শুনিতে চাই না। তুমি যাহাই বল আমি তোমায় কথা বিশ্বাস করিতে পারিনা? আমি তোমার কন্যাকে দেখিয়াছি আমিই তাহারে বিবাহ করিব।

রংরাজ কহিল আপনাকে কেহ প্রতারণা করিয়াছে, না হয় আপনি আমাকে উপহাস করিতেছেন আমার কন্যা বিকলাঙ্গী আমি সত্য বলিতেছি। কাজী শুনিলেন না নিতান্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। রংরাজ ভীত হইয়া কহিল আমার কন্যার মূল্য ১০০০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা। কাজী কহিলেন ইহার জন্য তুমি এতক্ষণ অস্বীকার করিতেছিলে? আগে বলিলেইত হইত। আমি এখনি স্বর্ণমুদ্রা দিতে স্বীকৃত আছি। রংরাজ কহিল যদি আপনি সত্য সত্যই আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন তাহা হইলে ১০০ একশত সাক্ষীর সমক্ষে অঙ্গীকার পত্রে স্বীয় নাম দস্তখৎ করিতে হইবে। আর যদি আমার কন্যা আপনার পচ্ছন্দ না হয় তাহা হইলেও আপনাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে হইবে। কাজীর আদেশে একশত সাক্ষী আগত হইল তাহাদের সম্মুখে কাজীসাহেব অঙ্গিকার পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। দিনরাত্রি আশায় আশায় কাটিয়া গেল। পরদিন বিবাহ সমস্তই ঠিকঠাক। কাজীর বাড়ীতে মহা ধুমধাম, দ্বারে ফুলের মালা ঝুলিতে লাগিল, বাটীতে নহবত বসিল—কাজী বেশ সাজের আশায় প্রস্তুত থাকিলেন, বেলা থাকিতে থাকিতে কন্যা আনিতে লোক গমন করিল, অনেক ক্ষণ পরে তাহারা একটী সবুজ বর্ণ বস্ত্রাবৃত সিন্দুক আনিয়া উপস্থিত করিল। সিন্দুকের ভিতর একটা মাংস পিণ্ড। দেখিয়াই সকলে হো হো রবে হাসিতে লাগিল। কাজী কহিল এ মাংসপিণ্ড আনিলে কেন। তাহারা বলিল কেন জানি না এই আয়েস্তাউমরের কন্যা। তোবা তোবা বলিয়া কাজী কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন। এই অবসরে উমার সমস্ত কথা প্রকাশ করিল, কাজী রোষভরে কহিল, এত না, তোমার এক পরমসুন্দরী কন্যা

আছে; সে আমাকে দেখা দিয়া গিয়াছে। তুমি আমার সহিত কপটতা করিতেছ তোমার সেই সুন্দরী কন্যা কোথায়?

উমার উত্তর করিল আমার এই একমাত্র কন্যা, ইহা ছাড়া আমার আর কন্যা নাই। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছিলাম আমার কন্যা বিকলাঙ্গী। তখনি আপনি বিবাহ করিবার জন্য জেদ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এখন পালন করুন।

কাজী চারিবৎসর পূর্ব্বে এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন। সেই পত্নী তাহার দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহের কথা শুনিয়া পূর্ব্বেই তাঁহার দেনমোহরের লক্ষ মুদ্রা লইয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিল। আগের পত্নীর কথা ত এই, আর শেষের পত্নী সিন্দুকে। এ কুলও গেল ও কুলও গেল। রংরাজ মিনতি করিয়া বলিল মহাশয়! যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাতে পালন করিতে পারিলেন না। আর আমিও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে এই বিকলাঙ্গী কন্যা ব্যতীত আমার আর কন্যা নাই। এখন এই কন্যার ভরণপোষণার্থ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করুন।

কাজী সাহেব অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, যাহা দিয়াছি তাহাই পাইবে, ইহা ব্যতীত আর কিছু দাবী করিও না। রংরাজ ভাবিল যাহা পাইয়াছি তাহাতেই এখন প্রস্থান করাই বিধেয়। কাজীর সহিত বিবাদ করা নিজের অনিষ্টের হেতু। রংরাজ ত এই ভাবিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। শত সাক্ষীর একজন বলিল, তাই কি কখন হয় যাহা কথা তাই কাজ, কাজী সাহেব যদি কথানুসারে কাজ না করেন তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোক কাজী সাহেব অনুসরণ করিবে। শেষে সকলে স্থির করিল এই বিষয় রাজাকে জানান প্রয়োজন। অনন্তর তাহারা রাজার সমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মোবারেক, জামরেদীও আমাকে ডাকিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করায় আমরা যাহা জানিতাম তাহাই বলিলাম। রাজা বিচার করিয়া শেষে এই মীমাংসা করিলেন। যে কাজী যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবে। বিকলাঙ্গী কন্যার ভরণপোষণ দিবে ও যত দিন বাঁচিবে উভয়ে একত্রে শয়ন করিবে। মোবারেকের কন্যা কৌশল জাল সৃজন পূর্ব্বক কাজীকে বিপদাপন্ন করায় রাজা কোষ হইতে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদত্ত হইল।

ভূমতি কাজী সাহেবের উপযুক্ত দণ্ডে সকলেই আহ্লাদিত হইলেন। মোয়াফেক, সানন্দ অন্তরে আমার প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আদ্যোপান্ত সমুদায় বলিলাম। মোয়াফেক আমার জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্ময় সাগরে আপ্লুত হইলেন। সেই দেশের রাজার নিকট আমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইল। কিছুকাল সেইদেশে অবস্থান করতঃ স্বদেশ গমনেচ্ছায় মোয়াফেকের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি দুঃখিত অন্তরে আমাকে বিদায় দিলেন, গমনোপযোগী বিবিধ বস্তু উপহার দিয়া জামরেদীকে আমার সহিত পাঠাইলেন। পরে রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম তিনিও বিবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদি উপহার দিলেন। রাজাজ্ঞায় শতাধিক অনুচর আমার অনুগামী হইল।

আমি মহানন্দে প্রনায়িণী সমভিব্যাহারে বহু সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া স্বরাজ্যে আসিলাম। আসিয়াই শুনিলাম পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া মহাশোক প্রাপ্ত হইলাম অনন্তর প্রজারা আমাকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিল।

কিছুদিন গত হইল আমার রাজ্যে একজন ফকির আগমন করিল। তাহাকে আমি অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিলাম। এক মাস ফকিরকে স্বীয় রাজপ্রাসাদে রাখিয়া ছিলাম। এক দিন ফকির কহিল মহারাজ। আমি এক আশ্চর্য্য বিদ্যা জানি। যদ্যপি আপনি আমার সহিত নির্জ্জন অরণ্যে বেড়াইতে যান তাহা হইলে আপনাকে শিখাইতে পারি।

তাহার কথায় সম্মত হইয়া তাহার সহিত অরণ্য মধ্যে গিয়া দুই তিনটী মৃগ শিকার করিলাম। ফকির কহিলেন মহারাজ। যে বিদ্যার কথা বলিয়া ছিলাম, তাহাতে মৃতদেহে জীব সঞ্চার হয়, এই দেখুন। এই কথা বলিয়া ফকির সম্মুখস্থ মৃত হরিণ শরীরে নিজ প্রাণ প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিজে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। আর মৃগটি নৃত্য করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে ফকির জীবিত হইলেন আর মৃগটী পড়িয়া রহিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ফকিরের নিকট বিদ্যাশিক্ষা পূর্ব্বক সেই মৃগ শরীরে নিজ প্রাণ প্রবেশ করাইলাম সেই অবসরে দুষ্ট ফকির আমার দেহে নিজ

প্রাণ প্রবিষ্ট করিয়া আমাকে মারিবার জন্য অগ্রেসর হইতে লাগিল। আমার তখন মৃগরূপ—আমি পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলাম। ফকির আমার রাজ্যমধ্যে আগমন করিলে, আমার দেহ ও পোষাক দেখিয়া সকলেই রাজা স্থির করিল। সেই ফকির রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিল যেখানে যত হরিণ দেখিতে পাইবে তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। প্রত্যেক হরিণের মস্তকে শত মুদ্রা পুরস্কার। প্রত্যহ শত শত মৃগ মস্তক রাজারূপী ফকিরের নিকট উপস্থিত হইল। আমি বিপদ পাইয়া বনস্থিত একটা মৃত বুল বুলের শরীরে প্রবিষ্ট হইলাম। পরে আমার প্রেয়সীর শয়ন গৃহের নিকটস্থিত বকুল বৃক্ষে বসিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমার ডাকে জামরেদী বিমোহিত হইলে ব্যাধ দ্বারা আমি ধৃত হইলাম। প্রেয়সী আমাকে অতি যত্নের সহিত পালন করিত প্রত্যহই আমাকে ক্ষীর সর ননী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী আমার ভক্ষণার্থ প্রদান করিত। জামরেদী আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। একদিন ঘটনাক্রমে বাড়ীর একটি কুক্কুরী শাবক প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিল আমি বুল বুল দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুক্কুরী দেহে প্রবিষ্ট হইলাম। জামরেদী বুল বুলের শোকে কাঁদিতে লাগিল বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। রাণীর কাতরোক্তি শুনিয়া ফকীর-বেশী রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া রাণীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাণী কিছুতেই প্রবোধিত হইলেন না। বরং আরও অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন স্বরে দুঃখিত হইয়া সে একবার ভাবিল বুল বুলকে বাঁচাই তাহা হইলে শান্ত হইবে। তৎপরে নিজ শরীরে প্রবেশ করিব এই ভাবিয়া বুল বুল শরীরে প্রবেশ করিল বুলবুল নৃত্য করিতে লাগিল সেই অবসরে আমি কুক্কুরীর দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজ শরীরে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রবেশ করিয়াই বুলবুলকে বিনাশ করিলাম।

রাণী কহিলেন। মহারাজ আপনি বাঁচাইয়া আবার মারিলেন কেন? যদি মারিবার ইচ্ছা ছিল তবে বাঁচাইলেন কেন। আমি জামরেদীকে সমুদায় ঘটনা বলিলাম। তাহা শুনিয়া জামরেদী বিস্ময়াপন্ন হইল। আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় থাকিল না। তাঁহার সন্দেহ দূর হইল বটে কিন্তু সাধ্বী সতী রাজরূপী ফকির সহবাসে থাকায় আপনার আত্মাকে কলুষিত বিবেচনা করিয়া উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রিয়ার

শোকে কাতর হইয়া একান্ত অধীর হইয়া রাজ্য সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফকির হইয়াছি।

**রাজকুমার কালেফের কথা মধ্যাংশ।** জীবন বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া ফয়জুল্লা কহিলেন, আপনারা বহু কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু আরও কষ্টের সম্ভবনা কারণ কাজ্জম রাজের আদেশ এইরূপ যে তেমুর যদি চীন রাজ্যে থাকে তাহাহইলে তাহার পুত্র ও পত্নীর সহিত এই রাজে পাঠাইবে। তৈমুর কহিলেন মহাশয়। তবে পরিত্রাণের উপায়? ফয়জুল্লা কহিলেন আমার সাধ্য নাই, তবে যদি তোমরা রাজ্যান্তরে গমন করিতে পার তবে পরিত্রাণ পাইবে। নচেৎ তোমাদিগকে পরিত্রাণ করা আমার সাধ্যাতীত। তোমরা অটক নদী পার হইয়া বরলাস রাজ্যে গমন কর তথায় সুখ সচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারিবে।

তেমুর সম্মত হইলেন। ফয়জুল্লা দশটি স্বর্ণমুদ্রা পাথেয় স্বরূপ প্রদান করিলেন। তাঁহারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক বরলাস রাজ্যে গমন করিলেন। তথায় এক পান্থ শালায় আশ্রয় লইলেন। ক্রমে ক্রমে ফয়জুল্লা দত্ত অর্থগুলি নিঃশেষ হইয়া আসিল। কষ্টের আর সীমা রহিল না, রাজকুমার কালেফ ভিক্ষা করিয়া কোন প্রকারে পিতা মাতার ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। একদিন ঘটনাক্রমে কালেফ ভিক্ষা না পাওয়ায় ক্ষুন্নমনে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে পথে একটি গাছের ডালে একটী সুন্দর শুকপক্ষী দেখিতে পাইলেন, ডাকিবামাত্র পক্ষী তাঁহার হস্তে বসিল। তাহার গলদেশে সুবর্ণময় হার দর্শনে রাজার পক্ষী বিবেচন করিয়া শুকপক্ষী হস্তে রাজবাটিতে গমন করিলেন। কালেফ রাজসভায় আসিলে রাজা তাহার হস্তে শুকপক্ষী দেখিয়া আনন্দিত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবন। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আর এই শুক পক্ষীই বা কোথায় পাইলে?

"কালেফ কহিলেন, আমি বিদেশী বণিক পুত্র, শত্রুর উৎপীড়নে পিতা মাতা ও আমরা সকলে একত্র হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে ছিলাম, অকস্মাৎ একদল দস্যু আসিয়া আমাদিগের নিকট হইতে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। তদবধি আমি ভিক্ষা করিয়া কোন প্রকারে তাঁহাদের ক্ষুন্নিবারণ করিয়া থাকি। অদ্য ভিক্ষা না পাওয়ায় হতাশ হইয়া

ফিরিয়া যাইতে ছিলাম, পথে এই পক্ষীটীকে দেখিতে পাইয়া ধরিলাম গলদেশে রত্ন খচিত স্বর্ণ ময় হার দর্শন করিয়া মহারাজের পক্ষী অনুমান করিয়া আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন ঠিক অনুমান করিয়াছ। এই পক্ষী কাল উড়িয়া গিয়াছিল। তদবধি আমি যৎপর নাই দুঃখিত হইয়াছি, এবং অঙ্গীকার করিয়াছি যে আমার এই প্রিয় পক্ষীকে ধরিয়া দিতে পারিবে আমি তাহাকে প্রার্থনা মত পুরস্কার দিব। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার মনোনীত প্রার্থনা কর, আমি তোমার প্রার্থনা পূরণে কৃত সঙ্কল্প হইব।

কালেফ করজোড়ে কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমার তিনটী মনস্কামনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। ১ম—আমার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আশ্রয় দান ও প্রতিপালন। ২য়-কোন শত্রু যেন কোনরূপে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে না পারে। ৩য়—আমার দেশ ভ্রমনার্থ একটী সদাগতি অশ্ব আর পাথেয় স্বরূপ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।

বরলাস রাজ তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন, তৈমুররাজ ও তদীয় মহিষী বরলাস রাজ ভবনে আশ্রয় পাইলেন। তাঁহাদের সেবার জন্য বরলাস রাজ স্বতন্ত্র দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং কাউলফকে একটি দ্রুতগামী আরবদেশীয় অশ্ব ও সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। কালেফ সন্তুষ্টচিত্তে রাজা ও জনক জননীর নিকট বিদায় লইয়া চীন রাজ্যের রাজধানী পীকিন নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ক্রমাগত পথ পর্য্যটন করিয়া অল্পসময়েই পীকিন নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক বৃদ্ধার আশ্রমে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই বৃদ্ধার একটী পুত্র ও একটি কন্যা। কালেফের পরিচ্ছদ দর্শনে কোন দেশের রাজকুমার ভাবিয়া অত্যন্ত আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি কালেফকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। কালেফ সেই রাত্রি সেই স্থানেই যাপন করা স্থির করিলেন। যতক্ষণ নিদ্রা হইল না ততক্ষণ দেশের রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা সকল কথায় যথাযথ উত্তর প্রদান পূর্ব্বক রাজার গুন বর্ণনা আরম্ভ করিলেন

বলিলেন, আমাদের রাজা পরম দয়ালু নিষ্ঠাবান সত্য পরায়ণ প্রজাপালক তিনি প্রজাদিগকে নিজ পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। রাজ্যে কোন অবিচার অত্যাচার নাই কেবল একটি বিষয়ে তিনি অসুখী আছেন। কালেফ কহিলেন কি বিষয়ে? বৃদ্ধা কহিল বলি শুন, রাজার এক পরম সুন্দরী কন্যা আছে তাহার রূপ দেখিলে মানুষী বলিয়া বোধ হয় না। সুদক্ষ চিত্রকরেরা তাহার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া দেশে দেশে বিক্রয় করিয়াছিল। সেই কন্যার নাম তুরন্দক্ত। আমার কন্যা তাহার সহচরী; তাহার মুখেই সকল কথা শুনিতে পাই। মহারাজ তুরন্দক্তের অমতে তিব্বত রাজকুমারের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তুরন্দক্ত ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে লাগিলেন। তাঁহার কঠিন পীড়া হইল। রাজার চিকিৎসকেরা কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজা পীড়ার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া তুরন্দক্তকে কহিলেন। বাছা তুরন্দক্ত তোমার আর অসুখ থাকিবে না। আমি তিব্বৎ রাজকুমারের সহিত তোমার বিবাহ দিব না। তুরন্দক্ত কহিলেন, পিতা! কেবল তাহাতেই হইবে না। আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যে আমার প্রশ্নে যে প্রকৃত উত্তর দিতে পারিবে আমি তাহাকে বিবাহ করিব। আর উত্তর দিতে না পারিলে আপনি তাহার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিবেন। রাজা ভাবিলেন বড় কঠোর প্রতিজ্ঞা, কিন্তু ইহাতে হানি কি? এই বলিয়া কন্যার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং বলিলেন আমি তোমার অমতে তোমার বিবাহ দিব না।" রাজকন্যা মহানন্দিতা হইলেন। পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। রাজাও কন্যার শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সেই দিন অবধি রাজকন্যার সকল পীড়া সারিয়া গেল। তিনি সখীগণের সহিত হাস্যালাপে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ওদিকে রাজ্যে রাজ্যে চিত্রপট বিক্রীত হওয়ায় শত শত রাজকুমার রাজকন্যা তুরন্দক্তের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিতে লাগিল কিন্তু রাজকন্যার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদানে অকৃতকার্য্য হইয়া অকালে শমন-সদনে প্রেরিত হইতে লাগিল। এইরূপে রাজনন্দনগণের শোণিতে চীন দেশ প্লাবিত হইয়া যাইতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়াই চীন রাজ সাতিশয় দুঃখিত আছেন। রাজকুমারগণ আসিলে রাজা তাহা-

দিগকে প্রবোধ দেন কিন্তু তাহারা প্রবোধিত হয় না। বৃদ্ধা এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ ঘোরতর কোলাহল ও বাদ্য ধ্বনি উত্থিত হইল। তচ্ছ্রবনে কালেফ কহিলেন, কিসের বাদ্যধ্বনি? বৃদ্ধা কহিলেন। এক হতভাগ্য রাজকুমার প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়াছে উহার প্রাণবধ করা হইতেছে তাহার জন্ম বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কালেফ কহিল রাত্রে কেন? বৃদ্ধা বলিল আমাদের রাজা পরম দয়ালু তিনি দিবসে ঐ সমস্ত রাজ পুত্রের মৃত্যু দেখিতে পারেন না সেই জন্যই রাত্রে বধ করা হইতেছে।

কালেফের ঐ হত্যাকাণ্ড দেখিবার কৌতুহল হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বধ্য ভূমিতে গমন করিলেন। দেখিলেন বহু সংখ্যক লোক সমাগত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে আলোক মালা দীপ্তি পাইতেছে সৈন্যগণ মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বাদ্যকরগণ বাদ্য যন্ত্র সকল বাদন করিতেছে। পুরীর উত্তর দিকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল ১৫ জন রাজ কর্ম্মচারী আসিল পরক্ষণেই ঘণ্টাধ্বনি হইল বাদ্যকরগণ সজোরে বাজাইতে লাগিল। প্রহরী একজন রাজ পুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল। প্রধান রাজমন্ত্রী কহিল হতভাগ্য রাজনন্দন তুমি নিজ দোষে উন্মাদনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছ ইহাতে আমাদের রাজা দোষী হইবেন কি? রাজপুত্র কহিল, তোমাদের রাজা নির্দ্দোষী আমি নিজে মরিতে আসিয়াছি। আমি ঈশ্বরের নিকট কায়মন বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি ইহাতে যেন চীনরাজের অণুমাত্র পাপ স্পর্শ না হয়। মন্ত্রী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ অবনত মস্তকে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। নিষ্ঠুর ঘাতক রাজকুমারের মস্তক দেহ হইতে বিছিন্ন করিয়া ফেলিল। দর্শকেরা রাজার ও রাজ কন্যা নিন্দা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কালেফ নিতান্ত দুঃখিত মনে ফিরিয়া যাইতেছেন পথে একটী লোক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল মহাশয়। যে রাজকুমারের মস্তক ছেদন করা হইল আমি তাঁহার পিতার মন্ত্রী। আমি উহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতাম, উহার মৃত্যুতে আমার হৃদয় কঠিন শোক গ্রস্ত হইয়াছে। তাহাতেই ক্রন্দন করিতেছি হায় হায়। এই কাল ছবিই আমাদের সর্ব্বনাশ করিল এই বলিয়া তিনি আপন কক্ষদেশস্থিত এক খানি ছবি

সেই খানে ফেলিয়া পলায়ন করিলেন। কালেফ ছবি খানি তথা হইতে কুড়াইয়া লইলেন। ছবি লইয়া বৃদ্ধার আবাস ভূমির দিকে যাইবার নিমিত্ত গমন করিলেন কিন্তু অন্ধকারেতে পথ ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত রজনী পথে পথে ঘুরিয়া প্রাতে বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ছবিখানিকে ভাল করিয়া দেখিলেন। মন একবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেল, তিনি বসিয়া ভাবিতেছেন এমত সময়ে বৃদ্ধা আসিল।

ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ অন্যমনস্ক ভাবে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন। আচ্ছা আমি এই চিত্রাঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির সহিত তুরন্দক্তের প্রতিমূর্ত্তির তুলনা করিব। এই কথা বৃদ্ধের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন, এই যে তুরন্দক্তের ছবি এই ছবিখানি তুমি কোথায় পাইলে? কালেফ কহিল কল্য যে রাজকুমার নিহত হইয়াছে তাহার পিতার একজন মন্ত্রী এই ছবি ফেলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তুরন্দক্তের চেহারা কি বাস্তবিক এইরূপ, না চিত্রকরেরা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তুমি কি স্বচক্ষে তুরন্দক্তকে দেখিয়াছ? বৃদ্ধা কহিলেন হাঁ দেখিয়াছি তাহার রূপ এই ছবিতে অঙ্কিত রূপের অপেক্ষা শতাংশে শ্রেষ্ঠ। কালেফ কহিলেন আমি একবার তাহার সহিত বিদ্যার বিচার করিব, দেখিব, তুরন্দক্ত কত বড় বিদ্যাবতী। আমি বোধকরি যে সকল রাজপুত্র বিচারে পরাস্ত হইয়াছে তাহারা মূর্খ, আমি অবশ্যই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিব। বৃদ্ধা ভয় পাইয়া কহিলেন বাছা! অমন কথা মুখে আনিও না আমি তোমাকে আমার নিজের ছেলের মত স্নেহ করিয়া থাকি; তোমাকে সেই রাক্ষসীর নিকট যাইতে দিবনা। কালেফ, শুনিয়া কহিল আমি নিশ্চই সেই সুন্দরীকে পরাভূত করিব। এই বলিয়া বৃদ্ধার হস্তে দশটী সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক রাজসভায় গমন করিলেন।

কালেফ রাজ সভায় উপস্থিত হইলে রাজা তাহার রাজপুত্রোচিত, সুশ্রী ও বেশভূষা দেখিয়া সমাদর পূর্ব্বক উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন, আসনে আসীন হইয়া কালেফ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াই রাজা ও সভার সমস্ত লোক বিস্মিত হইলেন। রাজা ও রাজমন্ত্রী তাঁহাকে অনেক বার নিষেধ করিলেন উপদেশ দিলেন, কিন্তু কালেফ অটল

রহিলেন তিনি কহিলেন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তুরন্দককে পরাভূত করিব। সভাস্থ লোক কহিল অসম্ভব। তথাপি কালেফ শুনিলেন না।

অনন্তর, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তুরন্দক্ত বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া রাজ সভায় আগমন করিল। রাজা পুনর্ব্বার নিবারণ করিলেন, কিন্তু কালেফ শুনিলেন না। কালেফের প্রতিজ্ঞা নড়িল না। তুরন্দক্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রাজকুমারী তোমার কি প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা কর।

রাজকন্যা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন কালেফ উত্তর দিতে লাগিলেন।

প্রথম প্রশ্ন।

সংসারের সর্ব্বজীব যাঁরে সমাদরে।
যাঁহার সমান নাই অখিল সংসারে॥
পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে, নিত্য গতি যার।
বলদেখি রাজপুত্র কি নাম তাহার॥

কালেফের উত্তর।

দেব দয়া ময় তিনি জীব শুভঙ্কর।
সর্ব্বত্র তাহার খ্যাত নাম দিবাকর॥

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

সন্তানে প্রসবি যেবা নিজে গ্রাস করে।
বল দেখি রাজ পুত্র কি বলি তাহারে॥

কালেফের উত্তর।

নদ নদী পুত্র কন্যা মিশায় সাগরে।
সমগ্র প্রসবি সুতে পুন গ্রাসকরে॥

তৃতীয় প্রশ্ন।

কোন বৃক্ষে হেন পত্র, আছে মহাশয়।
শ্বেত কৃষ্ণ দুই বর্ণ, যার পৃষ্ঠদ্বয়॥

রাজকন্যা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কুমারের মতিভ্রম করিবার জন্য আপনার মুখের আবরণ মুক্ত করিল। তাহার সুচারু বদন দর্শন করিয়া কালেফ কাষ্ঠ-পুত্তলির ন্যায় অনিমিষ নয়নে রাজকন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সভাস্থ লোক এতক্ষণ মহানন্দিত হইয়াছিল কুমারের এই ভাব দর্শন করিয়া প্রমাদ গণনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে কুমারের আবার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন, রাজবালা আমি তোমার মুখচন্দ্র দর্শনে সমস্ত ভুলিয়াগিয়াছি তুমি আর একবার প্রশ্নটী বল। রাজকুমারি বলিলেন,—

কোন বৃক্ষে হেন পত্র, আছে মহাশয়।
শ্বেত কৃষ্ণ দুই বর্ণ, যার পৃষ্ঠদ্বয়॥

কালেফের উত্তর।

দিবস যামিনী পত্র বর্ষ তরুবরে।
শ্বেত কৃষ্ণ দুই পৃষ্ঠ সদা শোভা করে॥

এই প্রশ্নোত্তর শ্রবণে সমস্ত লোক তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। চীনরাজ কহিলেন,, তুরন্দক্ত তুমি পরাস্ত হইয়াছ এই রাজ কুমারকে পতিত্বে বরণ কর। তুরন্দক্ত কহিলেন মহারাজ। আমার প্রশ্ন ফুরায় নাই, আরও প্রশ্ন আছে, কল্য জিজ্ঞাসা করিব। রাজা বিরক্ত হইলেন। চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া বলিলেন, যাহা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে এই বেলা জিজ্ঞাসা কর সকলের সাক্ষাতে পরাস্ত হইয়া আবার কথা কহিতেছ? রাজ কন্যা মৌনাবলম্বন করিলেন। সকলেই তাহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। রাজা কালেফকে কহিলেন, যুবন, ধর্ম্মতঃ বিচারে তুমি আমার জামাতা হইয়াছ তুমি এক্ষণে কন্যাকে বিবাহ করিলে করিতে পার না করিলে

না করিতে পার। কালেফ কহিল মহাশয় আপনার কন্যা এখন অবশিষ্ট প্রশ্নের আপত্তি করিয়া আমাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছে আমিও তদ্রূপ ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি, কিন্তু মহারাজ আমি রাজকন্যাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনার কন্যা যদি যথার্থ উত্তর দিতে পারে তাহা হইলে আমি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। নচেৎ আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে হইবে। সাহঙ্কারে তুরন্দক্ত কহিল, কি বলিবে বল! কালেফ বলিলেন,—

কাহার নন্দন সেই কিবা নাম ধরে।
হইয়া রাজার পুত্র মুষ্ঠি ভিক্ষা করে॥
এখন তাহার সুখ, হয়েছে অপার।
বল বল রাজ বালা কি নাম তাহার॥

(অন্তঃপুরে গমন করিলেন।)

প্রশ্ন শুনিয়াই তুরন্দক্তের বুদ্ধি লোপ পাইল, অনেক ভাবিল কিন্তু কিছুতেই কিছু স্থির করিতে পারিল না; বলিল, কল্য বলিব।

রাজা কহিলেন, দেখ তুরন্দক্ত তোর সবই অন্যায়, তুই প্রশ্ন করিলি ইনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, আর ইনি প্রশ্ন করিলে তুই কাল উত্তর দিবি এ কেমন কথা?

সহর্ষ চিত্তে কালেফ কহিলেন আচ্ছা, কালই উত্তর দিবে। সভাস্থ সকল লোকেই রাজকুমারের প্রশংসা করিতে লাগিল।

রাজকন্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন যুবন। ধর্ম্মানুসারে তুমি আমার জামাতা হইয়াছ তবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কি নিমিত্ত পত্নী পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিলে?

কালেফ কহিল, মহারাজ। রাজকন্যা যতই বিদ্যাবতী হউক না কেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না। প্রশ্নচ্ছলে আমি আমার নিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি। এ রাজ্যে কেহই আমার পরিচয় জানে না রাজকন্যা কখনই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না।

অনন্তর নরপতি সভা ভঙ্গ করিয়া পরম সমাদরে কালেফকে সঙ্গে লইয়া

নাট্য শালায় প্রবেশ করিলেন। তথায় পানাহার সমাপ্ত করিয়া গীত বাদ্য দ্বারা দিবা ভাগ অতিবাহিত করিলেন। রাত্রিতে যুবরাজের জন্য একটী শয়ন গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ছিলেন।

ওদিকে তুরন্দক্ত, উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, হায় হায়, আমি রাজকুমারের নিকট পরাস্ত হইলাম, তাঁহাকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছে বটে কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিব ? না তা কখনই পারিব না এমন সময় তাঁহার আলী নাম্নী এক সহচরী আসিয়া কহিল, রাজকুমারী। আপনি এতাদৃশ বিদ্যাবতী কি জন্য তবে আপনি কুমারের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছেন না। রাজকন্যা কহিল—না সখি ইহা বিদ্যার কাজ নয় কৌশলের কাজ তিনি প্রশ্নচ্ছলে নিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এ রাজ্যে কেহ তাঁহার পরিচয় জানেন না। হায় সখি! আমি পরাস্ত হইলাম,—পিতা যদি বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিব।

রাত্রি এক প্রহর এমন সময়ে কালেফের গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াগেল গৃহে কে প্রবেশ করিল? রাজকুমার বিস্ময়াপন্ন হইলেন দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটী রমণী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট দাড়াইল। কালেফ, কহিল সুন্দরী। কে তুমি? কিজন্য এখানে আসিয়াছ? তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে?

## কৈকোবাদ কুমারী আলীর বৃত্তান্ত।

রমণী কহিল মহাশয়। আমি রাজকন্যা। আমার পিতা এই রাজ্যের অন্তঃপাতী একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন তিনি বৃদ্ধ হওয়ায় ও তাঁহার সৈন্য বল অল্প থাকায় একদা চীন পতি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন। পিতা সেনাপতিকে বলিলেন অমার স্ত্রী ও কন্যাদি যেন অবমানিত না হয়। অতএব তুমি তাহাদিগকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিও তাঁহার আদেশে সেনাপতি আমাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, একজন বৈদিচর আমাকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া আমার মাতা তখন জল মধ্যে মরিয়া গিয়াছিলেন। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ তাই বাঁচিয়া ছিলাম। বিপক্ষ দূত আমাকে বন্দিনী করিয়া রাজার নিকট

আনিল। রাজা তাহারে পুরস্কার দিয়া আমাকে নিজ ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক তুরন্দক্তের সহচরী রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই আমার পরিচয়। আমার প্রয়োজন বলিতেছি শুনুন। নির্দ্দয়া গর্ব্বিতা তুরন্দক্ত বিচারে পরাস্ত হইয়া অভিমানে আমার কাছে অনেক বিলাপ করিল। কল্য যদি সে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে তাহা হইলে আপনাকে বিবাহ করিতে হইবে। এই অবমান ভয়ে তুরন্দক্ত আপনাকে কল্য প্রভাতের পূর্ব্বেই বিনাশ করিবার জন্য গোপনে ঘাতুককে অর্থ দিয়া বশীভূত করিয়াছে। আমি তাহা জানিতে পারিয়া সাবধানে রাত্রিকালে আসিয়াছি। এ গৃহে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার নাই। আমি অতি গোপনে প্রহরিগণকে উৎকোচ দিয়া এখানে আসিয়াছি, আপনি শীঘ্র পলায়ন করুন, নচেৎ আপনার প্রাণ বাঁচান দায় হইবে।

কালেফের হৃদয় কম্পিত হইল, তিনি বলিলেন তুরন্দক্ত কি রাক্ষসী তাই আমাকে খুন করিবার চেষ্টা করিতেছে উঃ কি ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোক এমন রাজবংশে এই রাক্ষসীর জন্ম হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে রাজকুমারদিগকে হত্যা করাই এই পাপীয়সীর অভিপ্রায়। কল্য তাহারে পরাভূত করিয়া সভা হইতে প্রস্থান করিব। সে পরিচয় এই রাজ্যে কেহই জানে না। তুমি যখন আমার প্রাণ রক্ষার জন্য আমাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছ তখন তোমার কাছে পরিচয় গোপনের আবশ্যক নাই। আমি তৈমুরের পুত্র আমার নাম কালেফ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি পলায়ন করিবনা। কল্য তাহাকে নিশ্চয়ই পরাজিত করিব।

আলী কহিল—যুবরাজ অমন প্রতিজ্ঞা করিবেন না, প্রাণের চেয়ে বড় কিছুই নাই, অতএব প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে দোষ নাই। আপনি তাহাকে সভাস্থলে পরাভবের কথা বলিতেছেন, কিন্তু দুর্দ্দান্ত ঘাতুকেরা সভাস্থলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আপনাকে হত্যা করিবে। আসুন। আমরা দুজনে পলায়ন করি আপনিও আপনার প্রাণ রক্ষা করুন আর আমিও দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করি। বাহিরে দুটি সজ্জিত ঘোটক আছে তাহাতে আরোহণ করিয়া আমার পিতৃ বন্ধু বরলাস নরপতির রাজ্যে গমন করি তথায় পরম সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব। আর আমি অবিবাহিতা আপনার গলদেশে মাল্য প্রদান পূর্ব্বক পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব। ইহা

আমার একান্ত ইচ্ছা নতুবা এক্ষণেই নিষ্ঠুর ঘাতুকের হস্তে আমাদিগের দুই জনকেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অতএব আসুন আমরা শীঘ্র পলায়ন করি।

কালেফ স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে কহিলেন সুন্দরী। বরলাস নরপতির নিকট আমি অনেক ঋণী আছি কিন্তু এ সময় তাঁহার নিকট গমন করিলে আমার ঋণ কতকটা শোধ যাইতে পারে বটে, কিন্তু আমি তাঁহার নিকট এ অবস্থায় যাইতে পারিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি আমার মঙ্গলের জন্য পরামর্শ দিতেছ বটে, কিন্তু আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমার মঙ্গল করুন। তুরন্দক্ত যদিও আমার প্রাণনাশে কৃতসংকল্প হইয়াছেন তথাপি আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না তাহার রূপ আমার অন্তরে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে স্বীকার করিতে পারি তথাপি আর বিবাহ করিব না।

আলী এতক্ষণ পার্শ্বে দাড়াইয়া ছিল। শেষ কথা শুনিয়া আলী কালেফের হস্ত ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল এবং বলিল আপনি যদি আমাকে বিবাহ না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চই আত্মহত্যা করিব। কালেফ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে আলী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহের ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেল।

**কালেফের কথার শেষার্দ্ধ।** পরদিন প্রভাতে রাজকুমার সভায় আগমন করিলেন যথা সময়ে তুরন্দক্তও উপস্থিত হইল। তুরন্দক্ত সহাস্য বদনে সগর্ব্বে কালেফকে কহিলেন 'রাজকুমার'। আপনার প্রশ্নটী আর একবার বলুন দেখি। কালেফ কহিলে;—

> কোন রাজ-সুত সেই কিবা নাম ধরে।
> হইয়া রাজার পুত্র মুষ্টি ভিক্ষা করে।'
> এখন তাহার সুখ হ'য়েছে অপার।'
> বল দেখি রাজবালা কি নাম তাহার॥

তুরন্দক্ত মহাস্তবদনে উত্তর করিল।

শুন শুন, যুবরাজ! কি নাম তাহার।
কালেফ তাহার নাম তৈমুর কুমার॥

উত্তর শুনিবামাত্র কালেফের বদনমণ্ডল পরিশুষ্ক হইয়া আসিল তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল রাজা ও অমাত্যবর্গ তৎক্ষণাৎ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

এই অবসরে তুরন্দক্ত কালেফকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যুবরাজ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলাম কিন্তু আপনি নৈরাশ হইবেন না। আমি দেখিতেছি পিতা আপনাকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। আমিও পিতার মন সন্তোষের নিমিত্ত আপনার গলদেশে মাল্য প্রদান করিব।

রাজকন্যার কথা শুনিয়া সকলেই মহানন্দিতা হইলেন।

চীনরাজ তুরন্দক্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। মা। তোমার ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিরূপে রাজ কুমারের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলে?

তুরন্দক্ত কহিল, মহারাজ। আমার এক সহচরী ছলনা করিয়া ইহার পরিচয় লইয়া আসিয়াছে। রাজকন্যার কথা শেষ হইবামাত্র একটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক রাজসিংহাসনের পার্শ্ব দেশ হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় বদনের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। তাঁহার মুখ দেখিয়া কালেফ সাগ্রহে কহিলেন। এই রমণীই কাল আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। রমণী (আলী) দ্রুত পদে রাজকন্যার নিকট গমন করতঃ বলিতে লাগিল। আমি অন্ত অভিপ্রায়ে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। রাজকুমারের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিয়াছে আর আপনার দাসীত্ব মোচন ও অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে তাঁহার নিকট গমন করিয়া ছিলাম। কিন্তু উনি তোমার নিন্দাবাদেও আমার প্রতি অনুরক্ত হইলেন না। তোমার প্রতি অবিচলিত অনুরাগ, কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। শেষে ভাবিলাম তোমাকে প্রশ্নে. উত্তর বলিয়া দিই উত্তর প্রাপ্ত হইলে রাজকুমার তোমার

পরিত্যাগ করিবেন তাহা হইলে আমার আশাপূর্ণ হইবে কিন্তু সে আশাও বিফল হইয়াগেল। অতএব আমার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই এই বলিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ গলদেশে বিদ্ধ করতঃ প্রাণত্যাগ করিল।

রাজকুমারী প্রিয় সখীর বিরহে অত্যন্ত কাতরা হইলেন। ইত্যবসরে চীন রাজ কালেফের সমস্ত পরিচয় পাইলেন। কিছুদিন পরে চীন রাজ তুরন্দক্তের বিবাহের দিনস্থির করিলেন। বরলাস রাজ আলিদারকে তৈমুর সাহ ও তদীয় স্ত্রীকে লইয়া আসিবার জন্ম পত্র লিখিলেন। শুভদিনে ও শুভক্ষণে কালেফের সহিত তুরন্দক্তের বিবাহ হইল।

অনন্তর মন্ত্রীকে তৈমুর সাহ ও বরলাস রাজ চীনরাজের রাজ্যে আগমন করিলে কালেফ তাঁহাদিগকে রাজ সমীপে উপস্থিত করিলে রাজা অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুদিন গত হইলে তুরন্দক্তের এক পুত্র হইল। এদিকে বরলাস রাজও চীনরাজ সুসজ্জিত সৈন্য সামন্ত লইয়া তৈমুরের রাজ্য উদ্ধারার্থ গমন পূর্ব্বক অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য সহকারে যুদ্ধ করতঃ কার্জ্জম রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। বিশ্বাসঘাতক শার্কেশীয়দিগের রাজ্য সমভূমি করিয়া ফেলিলেন। কালেফকে কার্জ্জম রাজ্য প্রদান করিলেন রাজা তৈমুর সাহ স্বরাজ্যে গমন করিলেন।

রাজকন্যার মন্তব্য। ধাত্রী গল্প সমাপ্ত করিয়া কহিল দেখ দেখি ফরোখনাজ প্রণয়ের জন্য ফরজুল্লা ও কালেফ প্রণয়ের জন্য কি না করিল? রাজ কন্যা কহিলেন তোমার ফরজুল্লা প্রণয়ের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন নাই। তাঁহার স্বার্থের জন্য। আর তোমার কালেফ না জানিয়া তুরন্দক্তকে না জানিয়া অথবা গালি দিয়াছিলেন। আলীর প্রতি অনুরক্ত না হইলেও ইচ্ছা হইয়া ছিল। আর বৃদ্ধ পিতা মাতার বিষয় এক বার ভাবেন নাই সেই জন্য আমি পুরুষ জাতিকে ভাল বাসি না।

ধাত্রী কহিল আচ্ছা আমি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গল্প বলিতেছি, শুন, এই বলিয়া গল্প আরম্ভ করিল।

## রাজা বদরুদ্দীন তস্য মন্ত্রীর গল্প।

যমন্ত নগরে বদরুদ্দীন নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। মন্ত্রীর নাম আতাউল মনুলুক কিন্তু তাঁহার বিমর্ষতার নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে বিমর্ষ মন্ত্রী কহিত। একদিন রাজা বদরুদ্দীন মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। মন্ত্রীবর। তুমি সর্ব্বদা এত বিষন্ন থাক কেন। মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কিন্তু মহারাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি জগতে কি চিন্তা শূন্য মানব আছে? আপনি সর্ব্বদা অত চিন্তিত থাকেন কেন। রাজা কহিলেন আমার কথা স্বতন্ত্র। দিবানিশি রাজ্যের ভাবনাই আম কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, কোথায়ও দুর্ভিক্ষ কোথায়ও জলকষ্ট কোথায়ও যুদ্ধ—কোথাও বিগ্রহ ইত্যাদি কারণেই রাজাদিগকে চিন্তিত থাকিতে হয়। তোমার ন্যায় লোকের সেইরূপ কোন চিন্তার কারণ নাই তথাপি তুমি সর্ব্বদা বিমর্ষ থাক কেন। একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ। আমি সামান্য লোক আমার তাদৃশ চিন্তার কারণ থাকা অসম্ভব। তথাপি ধর্ম্মাবতার আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন তাহা হইলে এদাসের নিগূঢ় চিন্তার কারণ নিবেদন করে। রাজা আগ্রহের সহিত বলিলেন মন্ত্রীবর। তোমার চিন্তার কারণ শুনিতে আমার নিতান্ত আগ্রহ হইয়াছে। তুমি বলিয়া যাও আমি শুনিতেছি বিমর্ষ মন্ত্রী গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

### বিমর্ষ মন্ত্রী ও জেলেফার গল্প।

বোগদাদ নগরে আবদুল্লা নামক একজন সম্ভ্রান্ত বণিক ছিলেন। আমি তাঁহার পুত্র। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, বাল্য কালে তিনি আমারে সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই আমার চরিত্র ক্রমশঃ কলুষিত হইতে থাকিল। অসৎকার্য্যে আমি আমার পিতার অর্থ নষ্ট করিতে লাগিলাম। পিতা ইহা জানিতে পারিয়া আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন ও বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন। আমি তাঁহার

কথা গ্রাহ্য করিলাম না। ক্রমে ক্রমে আমার দুষ্প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার দুরাশয়তার বৃদ্ধি দেখিয়া পিতা একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, যে আমার মৃত্যু হইলে তুমি নিশ্চয়ই আমার বহু কষ্টোপার্জ্জিত সম্পত্তি দুই দিনে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যেহেতু ভয় হয়, যখন তুমি পথের ভিখারী হইবে, তখন আর জীবন রাখিওনা। আমার বাগানে ঐযে অশোক বৃক্ষ রহিয়াছে ঐ বৃক্ষে এক গাছি দড়ি বাঁধিয়া তাহা নিজের গলায় বাঁধিয়া ঝুলিয়া পড়িও।

পিতার কথা শুনিয়া আমি হাস্য করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে পিতার মৃত্যু হইল তাহার অতুল সম্পত্তি আমার হস্তে পড়িল। চাটুকার গণ ক্রমে ক্রমে জুটিতে লাগিল। ধূর্ত্ত গণের ছলনায় ভুলিয়া গেলাম। স্বল্প দিনের মধ্যেই আমার সম্পত্তি উড়িয়া গেল। একমুষ্টি ভিক্ষা পাওয়া ভার হইল। চাটুকারেরা একে একে প্রস্থান করিল। পিতার চরম কথা মনে পড়িল, উদ্যানে প্রবেশ করিয়া অশোক বৃক্ষের শাখায় রজ্জুবদ্ধ করিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম, কিন্তু আমি নিতান্ত হতভাগ্য তাই আমার মৃত্যু হইল না। শাখাটী ভগ্ন হইয়া গেল মনস্তাপে চাহিয়া আছি। এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম সেই ভগ্ন তরুর ভগ্ন শাখার রন্ধ্র পথে মণি মাণিক্য চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে। গাত্রে আঘাত লাগিয়া ছিল ঝাড়িয়া ফেলিলাম। গৃহ হইতে একখানি কুঠার আনয়ন করত, বৃক্ষ শাখা ছেদন করত রত্ন গুলি বাহির করিয়া লইলাম। প্রচুর রত্ন পাইলাম আনন্দের আর সীমা রহিলনা। বাণিজ্য করিবার সঙ্কল্প করিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম আজ অবধি এক কপর্দ্দক ও অপব্যায় করিব না। দুইজন জহরীর সহিত অত্যন্ত মিত্রতা ছিল। দৈবাৎ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। তাঁহারা আমাকে বাণিজ্যার্থ অরমস নগরে লইয়া যাইবার মানস করিলেন। আমি তাহাদের সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম।

ভাল দিন দেখিয়া জাহাজে চড়িয়া আমরা অরমস নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম এক মাসের পথ অতিক্রম করিলে একরাত্রে আমরা সুরাপানে উন্মত্ত হইলাম। অতিরিক্ত মদ্য পানে আমার শরীর যখন অবশ হইল দুরাত্মারা সেই সময়ে আমাকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিল।

আমি সমুদ্রজলে ভাসিতে লাগিলাম। প্রাণের আশা ত্যাগ করিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় এক প্রবল তরঙ্গাঘাতে এক পর্ব্বতের নিম্নভাগে উপ-

স্থিত হইলাম। সেই সময়ে কতিপয় কৃষক সেই স্থানে মুক্তা সংগ্রহের জন্য আসিয়াছিল, তাহারা আমার সেই প্রকার অবস্থা দর্শন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি সংক্ষেপে সমুদায় বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইলাম তাহারা কৃপা পূর্ব্বক আমারে সঙ্গে করিয়া অরমস নগরে লইয়া গেল। আমি একটী তরুতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একজন ফকীর সেই স্থানে আসিয়া আমার হস্তে একটী তরু শাখা প্রদান করিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। তখন আমার হস্তে কিছুই ছিল না কি ভিক্ষা দিব?—ফকির আমার মনের ভাব জানিত না, তথাচ আমারে মলিন দর্শনে কহিল, "তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কৃপাবান হাতে অর্থ নাই বলিয়া কিছু দিতে পারিলেন না, সেজন্য কুণ্ঠিত হইবার আবশ্যক নাই।'

আমার একটু ভক্তি হইল।—সবিনয়ে কহিলাম "সত্য অনুমান করিয়াছেন। আমি অনেক অর্থ নষ্ট করিয়াছি। দুরাশয় লোকে আমারে প্রবঞ্চনা করিয়া সমস্ত সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। আমি নিজে এখন আহারাভাবে কষ্ট পাইতেছি, সেই জন্য আপনারে কিছু দিতে পারিলাম না, মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হইতেছে, ক্ষমা করিবেন।"

ফকির কহিল আমার সঙ্গে আইস আমি তোমার ভাল করিব। আমি ভাবিলাম এই ব্যক্তি স্বয়ং ভিক্ষোপজীবী কি প্রকারে আমার ভাল করিবে। হয়ত আশীর্ব্বাদ করিয়া আমার মঙ্গল করিবে বোধ হয় সেই জন্যই ফকির আমাকে আশা দিতেছে। এই চিন্তা করিয়া তাহার অনুগামী হইলাম। নগরের প্রান্তভাগে একখানি কুটীর সেই কুটিরে আরোও দুই জন ফকির রাহয়াছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া বিস্মৃত হইল। তদ্দর্শনে প্রথম ফকির কহিল আমরা ধর্ম্মের ফকীর নহি ছলনা করিয়া ভিক্ষা করি লোক ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করি। আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে তুমিও প্রচুর অর্থ লাভ করিতে পারিবে। আমি তাহাদের কথায় সম্মত হইলাম।

শঠের সহিত শঠতা করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। গোপনে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক পান্থ শালায় বাসা লইলাম। সেই স্থানে আমি আমার প্রাণ বধোদ্যত সহোদরদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া ঘৃণা ব্যঞ্জকস্বরে কহিলাম তোরা আমার সর্ব্ব সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিস ও আমার প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলি, এখন আমার সমুদয় অর্থ প্রদান

কর। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, কে তুই কে তোর অর্থ লইয়াছে কে তোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে? আমরা তোকে কখন দর্শন করিনাই গোলমাল করিলে যথোচিত শাস্তি পাইবে এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে প্রহার করিল। আমি রোষ ভরে কহিলাম, যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আবার প্রহার? এখন তোদের উচিত শাস্তি দেওয়াইতেছি। এই সকল লোক আমার সাক্ষী রহিল, আমি ফৌজদারের নিকট নালিশ করিব। আমার কথা শুনিয়া সেই দুরাত্মারা তথা হইতে চলিয়া গেল। ফৌজদারের নিকট গমন করত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দিয়া আমার নামে অভিযোগ করিল। আমিও সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। দুষ্কৃতেরা আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল ধর্ম্মাবতার। এই সেই জুয়াচোর। এই ব্যক্তিই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে আর আমাদিগকে প্রহার করিয়াছে ধর্ম্মাবতার। আমাদিগকে এই পাপাত্মার হস্ত হইতে উদ্ধার করুন নচেৎ আমরা মারা যাই।

আমি কর যোড়ে কাজীর নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম কাজী উৎকোচ পাইয়াছিলেন সেই জন্যই আমার কথা শুনিলেন না। আমার প্রতি কারাবাসের আদেশ হইল। দুই দিন পরে আমার সৌভাগ্য রবি উদিত হইল, যে কয়জন মৎস্যজীবী কৃষক আমাকে সমুদ্রতীর হইতে আনয়ন করিয়া ছিল। তাহারা রাজার নিকট আবেদন করায় আমি কারাবাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। তাহাদিগের দয়ার জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া অর্মসনগর পরিত্যাগ করিয়া পারস্যের রাজধানী সিরাজ নগরে (সিরাজ নগর তখন রাজধানী ছিল) গমন করিলাম তথায় উপনীত হইয়া একটী পান্থশালায় শ্রম দূর করতঃ নিশা যাপন করিলাম। পরদিন প্রভাতে নগর পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি পথে একজন রাজ কর্ম্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? কোন দেশে নিবাস? তোমার বেশ একপ মলিন কেন?

আমি আমার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া বলিলাম আমার নাম হোসেন, বিধিচক্রে পতিত হইয়া দেশত্যাগী হওয়াতে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। রাজকর্ম্মচারী বলিলেন আমি তোমায় রাজ সংসারে একটি কর্ম্ম করিয়া দিতে পারি তুমি যদি স্বীকৃত হও অদ্যই তোমাকে নিযুক্ত করিতে পারি। আমি স্বীকার করিলাম কর্ম্মচারী আমারে সেই দিনই কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। আমি রাজ সংসারে কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। অন্তঃপুরে ও রাজার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতে পাইতাম অন্তঃপুরচারিকা দাসের সহিত অবাধে

কথা বার্ত্তা কহিতাম। অন্তঃপুর সংলগ্ন একটী মনোহর উদ্যান আছে রাত্রি কালে রাজ কন্যা উদ্যানে বিচরণ করিয়া থাকেন তজ্জন্য রাত্রিতে সেই উদ্যানে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। এক দিন বৈকালে সেই উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম অন্য মনস্ক ছিলাম সন্ধ্যা কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল তখন আমার চৈতন্য হইল। আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলাম। আমি পালাইতেছি একটী কামিনী দ্রুতপদে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যুবক কোথা যাইবার জন্য দৌড়াইতেছ?

আমি সভয়ে বলিলাম 'সন্ধ্যা হইয়াছে, অনুজ্ঞা করিতে পারি নাই। প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি।' রমণী কহিল যে ভয়ে পলায়ন করিতেছিলে সে কাল রজনীত আসিয়াছে, তবে আর পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি?

শুনিয়া আমার প্রাণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আস্তে আস্তে মিনতি করিয়া কামিনীর নিকট বলিলাম, আপনি দয়া করিয়া প্রাণ বাঁচাইলে এদাস জীবন পায় নচেৎ জীবন লাভের অন্য উপায় নাই। দয়াবতী দয়া করিয়া প্রাণ রক্ষা করুন। আরও কহিলাম, "আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

কামিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "ভয় নাই। অদ্য রাত্রিতে আমার সহিত আমোদ প্রমোদে যাপন কর। আমি রাজনন্দিনীর প্রধানা সহচরী, আমার নাম কেলিকারী। আমি তোমারে দেখিয়া তোমারেই প্রাণ দিয়াছি তুমি মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

একবার মনে করিলাম, এমন সুন্দরী রমণী পরিত্যাগ করিতে নাই। মনে সাহস হইল। প্রেম ভাবে সুন্দরীর হস্ত ধারণ করিলাম। আশ্চর্য্য হস্ত ধারণ করিবামাত্র সেই যুবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। আমি ভীত হইলাম। পূর্ব্বে যে ভয় হইয়াছিল তাহা আরও বাড়িল। তাহার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া আর বারটী কামিনী সেই উদ্যানে আসিল সকলেই সমবয়স্কা, সকলেই পরম সুন্দরী,—আমি তাহাদিগকে দর্শন করিয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া রহিলাম। কামিনীগনের মধ্যে একটী নানা ভূষণালঙ্কৃতা, বোধ হইল সেইটিই রাজ কন্যা।—সেই সুন্দরী হাসিতে হাসিতে আমারে কহিলেন, "তোমারই নাম কি হোসেন?"

আমি চমৎকৃত হইয়া উত্তর করিলাম, 'হাঁ আমারই নাম হোসেন,—

আমিই রাজ কিঙ্কর।' সুন্দরী হাস্য করিয়া কহিলেন, 'স্থির হও, তোমার কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই, আমরা সকলেই তোমার প্রণয়াভিলাষিনী। আমাদের মধ্যে যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহাকেই গ্রহণ করিয়া সুখে সুখ-সম্বরী অতিবাহন কর।"

আমি নির্ব্বাক হইলাম। কাহাকে ভাল বলি, কাহাকে মন্দ বলি, ভাবিয়া স্থির পাইলাম না। সকলেই সমান সুন্দরী। যদি এক জনকে পছন্দ করিয়া অন্যকে অবহেলা করি, ইর্ষাবশে অন্যান্য সকলে রাগ করিবে। বিশেষতঃ ইনি হইতেছেন রাজনন্দিনী ইহার অপমান করা বিধেয় হয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, উত্তর করিবারও ক্ষমতা হইল না। রাজনন্দিনী আমার প্রতি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ সন্ধান করিয়া ঈষৎ হাসিলেন। কৌশলক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হোসেন। কি চিন্তা করিতেছ? তুমি কি ভয় পাইয়াছ?—আচ্ছা, বল দেখি হোসেন আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী কে?"

আমি হতজ্ঞান হইলাম। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিলাম রাজকুমারী তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী'—তোমার তুল্য সুন্দরী রমণী মানুষীতে হয় না মুখে এই কথা বলিলাম বটে, কিন্তু আমার চক্ষু কেলিকাটীর মুখের দিকেই অনিমেষে বিনিক্ষিপ্ত থাকিল। রাজকন্যা আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "হোসেন। তোষামোদ করিতেছ কেন? সত্য কথা বল। তোমার মনের ভাব জানিতে পারিয়াছি; সত্য কথা বলিলে আমরা কেহই তোমার প্রতি রাগ করিব না কেহই ক্ষুব্ধ হইবে না। মিথ্যা বলিলে তুমি কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। সত্য কথা বল।"

আমার সাহস হইল। সাহসের সঙ্গে ভয়ও আসিল। মনের কথা না বলিলে যদি প্রাণ নষ্ট হইবে, এই চিন্তায় ভীত হইয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, "রাজকুমারি। যদি অভয় দিলেন, তবে বলি, এই কেলিকাটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। ইহারে দেখিয়া অবধি আমি জ্ঞান ও চৈতন্য হারাইয়াছি।

আমার কথা শ্রবণ করিয়া রমণীরা সকলেই করতালি দিয়া হো হো রবে হাসিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম, ইহারা আমারে পাগল মনে করিয়াছে। তাহা না হইলে এত হাসিবে কেন? আমি বড় লজ্জিত হইলাম। রাজ কন্যা সানন্দচিত্তে কহিলেন, "হোসেন! তুমি বাস্তবিকই অনুরূপ কামিনী

মনোনীত করিয়াছ, কেলীকারী আমাদের সকাপেক্ষা সুন্দরী। তুমি কেলিকারীকে লইয়া সুখী হও, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।"—রাজকুমারি যতক্ষণ কথা কহিলেন, কেলিকারী ততক্ষণ সতৃক নেত্রে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল। আমি মহা আনন্দিত হইলাম। সেই সময় এক বৃদ্ধা দাসী সেই স্থানে আসিয়া রাজনন্দিনীকে কহিল, "রাত্রি গেল আর এখানে বিলম্ব করিলে ইষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।"

রাজকুমারী তাহার কথা শুনিয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কহিয়া গেলেন, "সন্ধ্যার পর এই উদ্যান মধ্যে আগমন করিও, সেই সময়েই আবার কেলিকারীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

যদিও আমি কিয়ৎকালের জন্য বিষণ্ণ হইয়াছিলাম তথাপি রাজকন্যার ঐ আশ্বাস বচনে মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।—সেই আশায় আশায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম। যে কর্ম্মচারী আমারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি তিরস্কার বাক্যে আমারে কহিলেন, "রাত্রে কোথায় ছিলে?"

আমি বলিলাম আমার একজন বন্ধু বসোরা নগরে যাত্রা করিতেছেন, শীঘ্র আর ফিরিয়া আসিবেন না। সেই নিমিত্ত তাঁহার সহিত দেখা গিয়াছিলাম। আপনি তখন উপস্থিত ছিলেন না, সেই নিমিত্ত বলিয়া যাইতে পারি নাই।

এই কথা শুনিয়া তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। তাহাতেই বিশ্বাস করিলেন। আমি মিথ্যা কথা বলিয়া পরিত্রাণ পাইলাম।—বেলা দুই প্রহরের পর আমি আপন গৃহে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন খোজা আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল। ব্যগ্রতার সহিত পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল:—

"প্রিয়তম।

তুমি যাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী সে আজ তোমার জন্য লালায়িত। যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে, সন্ধ্যার সময় উদ্যানে আসিও। এই পত্রবাহক চাপর অতি বিশ্বাসী, ইহাকে অবিশ্বাস করিও না।

পত্র পড়িয়া আমার অন্তরাত্মা মহানন্দিত হইয়া উঠিল। কখন সন্ধ্যা হইবে কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। বৈকালে উদ্যানমধ্যে গমন করিয়া প্রিয়তমা কেলিকারীর আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলাম। সুখের সময় শীঘ্র ফুরাইয়া যায় কিন্তু সুখের আশার সময় যেন ফুরাইতে চায় না। আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে আমার ভাগ্য

প্রসন্ন হইল। সন্ধ্যা হইবামাত্র আমার মনোহারিণী কেলিকারী উপস্থিত হইল। আমি মহানন্দে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্রুত পদে নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রিয়তমার হস্ত ধারণ করিলাম। প্রেয়সী সহাস্যবদনে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! আমি তোমার দাসী, জীবন, মন, যৌবন সমস্তই তোমারে প্রদান করিয়াছি। যখন পত্র লিখিয়া চাপরকে পাঠাই তখন মন যে কতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারিতেছি না। চাপর যখন পত্রের উত্তর না লইয়া শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিল, তখন উৎকণ্ঠা আরও শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রাণেশ্বর! তোমারে আমি যতদূর ভাল বাসিয়াছি, সে কথা অনির্ব্বচনীয় কিন্তু প্রিয়তম! মনে বড় ভয় হইতেছে, পাছে আমার সমস্ত আশা নষ্ট হইয়া যায়। রাজকন্যা তোমার প্রণয়াভিলাষিণী হইয়াছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কেলিকারী সজল নয়নে আমার মুখপানে চাহিয়া যুগল হস্তে আমার হাত ধরিল। আমি তাহারে প্রবোধ দিয়া কহিলাম, প্রিয়ে! সে জন্য ভাবনা করিতে হইবে না। প্রণয় হৃদয়ের বস্তু। মনে মনে মিলন হইলেই প্রণয় হয়। নয়ন তাহার সাক্ষী থাকে। রাজকন্যা হইলেই যে তাহার উপর ভালবাসা জন্মে অপরের উপর জন্মে না, এমন কোন কথা নাই। প্রণয় সুখের জন্য প্রণয় সুখ প্রাসাদ অপেক্ষা পর্ণশালায় অধিক হইতে পারে। আমি তোমারে যে মন প্রদান করিয়াছি, তাহা কাড়িয়া লইয়া রাজনন্দিনীকে দিতে পারিব না।

কেলিকারী আবার কহিল, "হৃদয়েশ্বর! রাজকন্যাকে বিবাহ করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। দাসীকে বিবাহ করিলে কিছুই সুখ নাই তবে কি জন্য রাজকন্যার প্রণয় অবহেলা করিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হইতেছ? বিশেষতঃ তোমারে বিবাহ করিতে রাজকন্যার যখন মন হইয়াছে তখন তাহাতে অসম্মত হইলে তাঁহার ক্রোধ হইবে। তিনি রাজার একমাত্র আদরিণী কন্যা। তাঁহার আশাভঙ্গ অথবা অবমাননা হইলে আমাদের উভয়েই প্রাণ নষ্ট হইবে।

আমি কহিলাম রাজার জামাতা হইলে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া যায় সত্য বটে, কিন্তু প্রণয় ঐশ্বর্য্য চাহে না। যদি পবিত্র প্রণয়ে সুখ লাভ করিতে সমর্থ না হইলাম, তবে তেমন বৃথা ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি? আর তুমি যে রাজকন্যার ক্রোধের কথা কহিলে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আমি উত্তম উপায় জানি। তোমারে লইয়া বনবাসী হইব।

আমার শেষ কথাটী শ্রবণ করিয়া কেলিকারী ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল, "এতক্ষণ আমি প্রবঞ্চনা করিয়া তোমার অনুরাগ পরীক্ষা করিতেছিলাম। বাস্তবিক, আমিই রাজকন্যা, আমার নাম জেলেকা —কল্য যাহারে তুমি জেলেকা বলিয়া জানিয়াছিলে, সেই আমার প্রধানা সহচরী কেলিকারী আমি কল্য দাসীবেশে এই উদ্যানমধ্যে তোমার সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তোমারে দেখিয়া অবধি আমি তোমার প্রেমাকাঙ্খিণী হইয়াছি। তবে যদি জিজ্ঞাসা কর তুমি আমার হাত ধরিবামাত্র আমি রোদন করিয়া উঠিয়াছিলাম কেন? তাহার অন্য কারণ আছে। চীৎকার করিয়া ডাকা আমাদের রীতি নহে। করতালির ইঙ্গিত আছে সত্য, তাহাতেও এককালে সকলকে পাওয়া যায় না। ক্রন্দন করিলে আমি কোন বিপদে পতিত হইয়াছি-মনে করিয়া সহচরীগণ সত্বর এই স্থানে আসিয়া পড়িবে, এই অভিপ্রায়েই কাঁদিয়াছিলাম। তুমি আমার প্রাণধন, তোমার পাণিস্পর্শে শরীর সুশীতল ও রোমাঞ্চিত হইয়াছিল, সে সুখের অবস্থায় ক্রন্দন আসিবে কেন?"

আমি মহা আনন্দিত হইলাম। প্রেমভাবে জেলেকার হাত ধরিয়া অনুরাগ পূর্ণ বাক্যে কহিলাম, রাজনন্দিনি! আমি সামান্য ব্যক্তি। আপনার পিতৃদাস, আপনি আমার সহিত উপহাস করিবেন না। না জানিতে পারিয়া যে দোষ করিয়াছি, দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।—জেলেকা হাসিয়া কহিলেন, "হৃদয়েশ্বর! উপহাস করিব কেন?—সত্যই তুমি আমার প্রাণেশ্বর। -প্রাণেশ্বর! প্রণয় কি উচ্চ নীচ পাত্র আছে? মনের মিলন হইলেই প্রণয় হয়। এই মাত্র তুমি নিজেই ঐ কথা বলিয়াছ। এখনি আবার আত্মবিস্মৃত হইতেছ কেন? প্রাণেশ্বর ছোট বড় সবই সমান, তুমি উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিই হও নীচ ব্যক্তিই হও, তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ। পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি তুমিই আমার প্রাণেশ্বর, আমি একেবারে আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলাম। প্রেয়সীর চরণ ধরিয়া কাতর বচনে কহিলাম, হৃদয়েশ্বরী! আমি কৃতার্থ হইলাম। আমারে পদে রাখিবেন, স্মরণ রাখিবেন। আবার কবে দেখা পাইব? এর মধ্যে দর্শনের ব্যবস্থা কেন?—এখন তুমি কোন স্থানে যাইবে? এখনও অনেক রাত্রি আছে। সকাল হউক তখন তোমারে ছাড়িয়া দিব।—দেখা হইবার ব্যবস্থা আমিই করিব, সে জন্য ভাবিতে হইবে না। আমি অবিবাহিত কুমারী। বিবাহের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজকন্যা অন্তঃপুরের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে একবার করতালি দিলেন। করতালিধ্বনি শুনিয়া একটী বীণাযন্ত্র হস্তে কেলিকারী তথায় আসিল। আমারে দেখিয়া কেলিকারী ঈষদ্ধাস্য করিল। জেলেখা সহাস্য বদনে তাহাকে বলিল, কিলো কেলিকারী। আর কেমন রহস্যালাপে মত্ত হইবি? কেলিকারী হাসিয়া বলিল রহস্যের মূলই তুমি স্বয়ং। রাজকুমারী কহিল তা বটে। কিন্তু যাহোক কেলি! তোর খুব কপাল জোর—চাঁদের মতন বর জুটেছে। তুমি নিজেই কেলিকারী সাজিয়েছিলে তোমারই কপালজোরে জেলেখা ও কেলিকারী এই প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। পরিশেষে জেলেখা কেলিকারীকে গীত গাহিতে বলিয়া সেতার আরম্ভ করিল, রাজকন্যাও তাহার স্বরে স্বর মিশাইয়া গীত গাহিতে লাগিল।

গান শুনিয়া আমার মন একেবারে বিমোহিত হইয়া গেল। রাজকুমারি জেলেখা আমার নিকট আসিয়া আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল হোসেন! তুমি রমণী মোহন যৌবন ভূষণ তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মান অভিমান লজ্জা সরম সমস্তই দূরীভূত হইয়াছে। অনেক শত্রু মদনকেও তোমার কৃপায় দূর করিবার বাসনা করিয়াছি। আমি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এক্ষণে রজনী প্রভাত প্রায় আর অধিক্ষণ থাকা বিধেয় নহে। আমি মনের দুঃখে চলিয়া গেলাম রাজকন্যাও কেলিকারীর সহিত রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দিন চার আর রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলনা মন বড় ব্যাকুল হইল। ভাবিলাম হয়ত জেলেখা আমাকে ভুলিয়া গেল। পরে শুনিতে পাইলাম প্রিয়তমার মৃত্যু হইয়াছে। প্রথমে বিশ্বাস হইল না, শেষে যখন দেখিলাম সকলেই শোকবস্ত্র পরিধান ও শোকজনক চিহ্ন ধারণ করিয়া শব সিন্দুকটী গোরস্থানে লইয়া যাইতেছে তখন বিশ্বাস হইল। পৃথিবী শূন্যময় দশদিক অন্ধ হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। মস্তকে যেন শত শত বজ্রাঘাত হইল। বক্ষে শেলাবিদ্ধ হইতে লাগিল। শেষে ভাবিলাম জেলেখা যখন প্রাণ বাহির করিয়াছে তখন আমার আর এজীবনে প্রয়োজন নাই। আমি আত্মহত্যার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। গোপনে রাত্রি কালে রাজবাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে দিকে পথ পাইলাম সেই দিকেই ছুটিতে লাগিলাম। প্রায় যখন প্রায় দুই প্রহরের অধিক তখন একজন

লোক আমার গতিরোধ করিল। তখন আমার চৈতন্যও ছিল না অন্য কোন প্রকার ভয়ও হইল না যে লোক মরিতে যাইতেছে তাহার আবার কিসের ভয়? লোকটা আমাপেক্ষা বল শালী বলিয়া ঠেলিয়া যাইতে পারিলাম না। নীরবে তাহার বাহুপাশে আবদ্ধ রহিলাম। লোকটা গম্ভীর স্বরে আমাকে কহিল কে তুই? এত অন্ধকারে কোথায় পলাইতেছিস? তুই চোর, বল কার কি চুরি করিয়াছিস্? তোর নিকটে কি আছে শীঘ্র বাহির কর নতুবা নিস্তার নাই।

আমি হতজ্ঞান হইলাম। কিন্তু সেই স্বর যেন আমার পরিচিত বোধ হইল। সেই কর্কশ স্বরা আমার পরিধেয় অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিছুই ছিলনা, কিছুই পাইল না আমাকে টানিয়া হিচড়াইয়া কিয়দ্দুরস্থিত অরণ্য-মধ্যে লইয়া গেল। বনে এক খানি পর্ণশালা ছিল। সেই পর্ণশালার পার্শ্বে একটী তরু মূলে আমারে বাঁধিয়া রাখিল। বন্ধন প্রাপ্ত হইলাম। কেবল জেলেখার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। লোকটা হাস্য করিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই কুটীরের মধ্যে রমণীস্বর শ্রুত হইল। দুজনে নানা প্রকার হাস্য পরিহাস গল্প করিতে লাগিল বোধ হইল দুইজনে মদ খাইতেছে। এক একবার সেই দিকে মন যায় আবার অন্য মনস্ক হইয়া জেলেখাকে চিন্তা করি। সেই বন্ধনাবস্থায় আমি হায় জেলেখা হায় জেলেখা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে পরিবেদনা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা প্রায় চারিদণ্ড তখন পর্য্যন্ত আমি সেই দশায়। আরও দুই তিন দণ্ড অতীত হইল তখনও সেই সমভাব। ক্রমে ক্রমে বেলা অবসান হইল তবু কেহ নিকটে আসিল না। সূর্য্য অস্ত হইতে আর অতি অল্প সময় বাকি আছে এমন সময় একটী রমণী সহাস্য বদনে আমার নিকট আসিয়া বলিল, হোসেন তোমার আর কোন ভয় নাই। আমি তোমার বন্ধন খুলিয়া দিতেছি তুমি আমাদের কুটীরে আইস সেখানে একজন ফকীর আছেন, তুমি তাহাকে চেন, তিনি অন্ধকার রাত্রে তোমাকে চিনিতে পারেন নাই অন্য লোক ভাবিয়া ধরিয়া ছিলেন ও এই তরুমূলে বন্ধন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এই বলিয়া আমার বাধন খুলিয়া দিয়া তাহার সহিত যাইতে বলিল। আমি তাহার অনুগমন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখি সরমস নগরে যে ফকির

আমার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিল ও আমাকে ফকীরী শিক্ষা দিয়াছিল সেই ভণ্ড ফকির বসিয়া রহিয়াছে। সে ব্যক্তি গম্ভীরভাবে মস্তক নাড়িয়া কহিল হোসেন। সেবারে তুমি আমাদের দল পরিত্যাগ করিলে কেন? আমি তোমার ভাল করিতাম এখনও করিতে পারি, তুমি অদৃষ্টদোষে এরূপ কষ্টে কাল কাটাইতেছ। আমাদের সঙ্গে থাকিলে চিরকাল সুখী হইতে পারিতে পলায়ন করিয়াছিলে কেন? আমার একটু লজ্জা হইল, পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলাম আমি পলাই নাই আমি অকৃতজ্ঞও নহি। যে দুইজন জুয়াচোর জহুরী আমার সমস্ত ধনরত্ন লইয়া আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহারা কাজীকে সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দিয়া অন্যায় বিচারে আমাকে কারারুদ্ধ করিল। কোন ক্রমে আমি কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভাবিলাম, যেখানে এই প্রকার পাপ শত্রু সেখানে থাকা বিধেয় নহে এই বিবেচনা করিয়া সিরাজ নগরে আশ্রয় লইলাম। অবসর না থাকায় আপনার নিকট বিদায় লইয়া আসিতে পারি নাই। সেই দোষ মার্জ্জনা করিবেন। ফকীর কহিল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে এবারে আর কোথাও যাইও না। আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি, প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি নিশ্চয় তোমার ভাল করিব। আমার মন তখনও জেলেখার চিন্তায় ব্যাকুল ছিল, সুতরাং ফকীরের কথা ভাল লাগিল না। জেলেখার প্রণয়ের কথাও তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না। ফকীর আমার বিমর্ষ বদন দর্শনে ভাবিল দিন রাত্রি কষ্টভোগ করিয়া আমি বিমর্ষ হইয়াছি। এই মনে করিয়া রমণীর দ্বারা প্রচুর আহার ও সুস্বাদু সুরা আনাইয়া দিল। আহার করিবার ইচ্ছা ছিল না, অত্যন্ত পিপাসার্ত হইয়াছিলাম, উপর্য্যুপরি দুই তিন পাত্র সুরা পান করিলাম। শরীর অনেক পরিমাণে শীতল হইল। রমণী আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। কিন্তু আমি একবারও তাহার দিকে চাহিলাম না। ফকীর ও সেই রমণী আমারে অন্য মনস্ক করিবার জন্য নানা প্রকার গল্প ও গান করিতে লাগিল। কিন্তু আমার মন তাহাতে ভুলিল না আমার মন কেবল জেলেখা-কেই ভাবিতে লাগিল। তাহারা সমস্ত রাত্রি আমোদ প্রমোদ ও সুরাপান করিতে লাগিল। বারম্বার অনুরোধ করায় আমিও অধিক মাত্রায় সুরা পান করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলাম, আবার প্রভাত হইল। আমারও চেতনা সঞ্চারিত হইল। জেলেখার শোক অনেক কমিয়া আসিল। বিশেষতঃ সেই ফকীর আর তাহার রমণী উপর্য্যুপরি প্রলোভনে আমার মন-অনেকটা

ফিরিয়া দাঁড়াইল। পাঁচ সাত দিন এক সঙ্গে থাকিতে মন অনারূপ হইল। ফকিরের সহিত ভ্রমণ করিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া লোক ঠকাইতে লাগিলাম। বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইতে লাগিল তাহাতেই দিনপাত করিতে লাগিলাম।

এই প্রকারে দুই বৎসর অতিবাহিত করিলাম। অন্য প্রেমে মজিয়া জেলেখাকে স্মরণ মঞ্চ হইতে বিসর্জ্জন দিলাম। যাহার নিমিত্ত আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, যাহার বিচ্ছেদে অশ্রুজল শুষ্ক হইত না ও তিন দিবস জল গ্রহণে ইচ্ছা হয় নাই। যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলাম সেই জেলেখাকে মনে হইলে আর কোন দুঃখদয় হইত না ভাবিতাম জেলেখা মরিয়া গিয়াছে সে আর বাঁচিবে না তাহার জন্য আর কাঁদিয়া ফল কি। তাহাকে ভুলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া আর সেই জেলেখাকে চিন্তা করিতাম না। অন্য বিষয় ভাবিয়া সে ভাবনা দূর করিতাম। কিছু কাল এইভাবে যায়—

একদিন আমার সঙ্গী ফকীর আমায় কহিল 'ভাই। বহুকাল এই দেশে আছি, কিন্তু এ দেশ আর ভাল লাগে না, চল অন্য দেশে গমন করি, তাহা হইলে আমাদের আয়ের বৃদ্ধি হইবে। শুনিয়াছি কান্দাহার দেশ অতি চমৎকার দেশ, তথায় আমাদের উদ্দেশ্যই সফল হইবে, অতএব যদি তুমি আমার সঙ্গী হও, তবে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। সঙ্গীর অনুরোধে আমারও ইচ্ছা হইল, তখন আমরা একত্রে বহির্গত হইলাম। নানাদেশ অতিক্রম করিয়া কান্দাহার রাজ্যে পৌঁছিলাম। তৎকালীন ফিরোজসাহ রাজ্যাধিপতি ছিলেন। আমরা যে যে স্থানে যাইতেছিলাম সেই সেই স্থানেই সমান আদৃত হইতে লাগিলাম এবং সকলেই আমাদের ভণ্ডামি সত্য ভাবিয়া সাত্ত যত্নে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিল। এক দিবস শুনিলাম যে, রাজবাটীতে মহোৎসব হইবে, এবং দীন দরিদ্রকে অবারিত দান বিতরণ করিবে। আমরা দুই জনে সেই দিবস প্রাতঃকালেই রাজ বাটীতে চলিলাম। রাজবাটীর দ্বারদেশে দ্বারবানগণ দ্বার রক্ষা করিতেছেন তাহাদিগকে দেখিয়া প্রথমে আমরা প্রবেশ করিতে মহাভীত হইলাম কিন্তু যখন দেখিলাম, বহুসংখ্যক ব্যক্তি নির্বিঘ্নে গমনাগমন করিতেছে, কেহই তাঁহাদের প্রতি রোধ করিতেছেন না, তখন আমাদের সাহস হইল, আমরাও রাজবাটীতে প্রবেশ করিলাম তথায় দাঁড়াইয়া মহোৎসব দেখিতেছি, এমন সময়ে বোধ হইল যেন পশ্চাৎ হইতে কোন লোক আমার হস্ত ধরিয়া

টানিল। আমি ফিরিয়া দেখিলাম, যে খোজা আমাকে জেলেখার প্রেমের পত্র দিয়াছিল, সেই চাপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'চাপর' তুমি এস্থানে কি প্রকারে আসিলে? চাপর কহিল "সে সব কথা, পরে জানিতে পারিবেন।" কল্য এই স্থানে একাকী আসিও, তোমার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব। এই কথা বলিয়া চাপর তথা হইতে প্রস্থান করিল। রাজবাটী হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

পর দিবস যথা সময়ে আমি নিরূপিত স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম চাপর আমার পূর্ব্বে আসিয়াছে। সে আমাকে দেখিবামাত্র বলিল, 'আসুন আমার সঙ্গে' এই বলিয়া সে আমাকে লইয়া তথা হইতে গমন করিল, এবং ক্ষুদ্র নিভৃত পথ বাহিয়া এক দিব্য অট্টালিকার আনিয়া উপস্থিত করিল। সে অট্টালিকার শোভা অতি মনোহর, তাহার সংলগ্ন এক উপবন, তন্মধ্যে এক সুন্দর সরোবর এবং সরোবরের চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছিল। তুমি এই সরোবরে স্নানাদি কর, আমি ভৃত্য লইয়া ত্বরায় আসিতেছি। এই বলিয়া সে আমাকে সরোবরে লইয়া গেল, এবং আমার বস্ত্র উন্মোচন করাইয়া সুগন্ধি গোলাপি তৈল লইয়া আমার আপাদ মস্তক মাখাইয়া দিতে লাগিল।

চাপর তথা হইতে প্রস্থান করিল। আমি একাকী বসিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে চাপর চারিজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। কিঙ্করগণ কেহ বা উপাদেয় ভক্ষ্য দ্রব্য, কেহ বা সুবাসিত পানীয় কেহ বা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ, কেহ বা মনোহর গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি লইয়া আসিল। তাহারা দ্রব্য সামগ্রী গৃহ মধ্যে রাখিয়া পরম যত্নে আমার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া আমি চিন্তাযুক্ত হইলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা আগত হইলে, দাসগণ দীপালোকে বাটী উজ্জল করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বারাঘাত হইতে লাগিল, চাপর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া দ্বারমুক্ত করিয়া দিল। তখন এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিল। রমণী আমার নিকটে আসিয়া মুখাবরণ মুক্ত করিবামাত্র, দেখিলাম, জেলেকার প্রধানা সহচরী কেলিকারী হঠাৎ তাহাকে এস্থানে দেখিবামাত্র আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তখন কেলিকারী ঈষৎ, হাস্য

করিয়া কহিল, "হোসেন! তুমি আমাকে দর্শন করিয়াছ যেরূপ বিস্মিত হইয়াছ, না জানি আমার বৃত্তান্ত শুনিলে কি করিবে।" এই কথা বলিতে বলিতে যুবতী পর্য্যঙ্কোপরি আমার নিকটে বসিল তাহা দেখিয়া চত্বর চাপর তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন কোলকারী কহিল, "হে সেন! যে রাত্রিতে উপবনে তোমার সহিত রাজকন্যার সাক্ষাৎ হইল, এবং তোমার প্রেমলাভের নিমিত্ত তিনি সেই প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন, তাহার পর দিন হইতে তিনি তোমার জন্য উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছিলেন। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলাম, "রাজবালা! দেখিতেছি হোসেনের জন্য পাগল হইয়াছ। তুমি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে বলিয়া স্বীকৃত আছ ও তাহাকে আশা দিয়াছ, কিন্তু এক্ষণে সেই অঙ্গীকার পালনের কি উপায় স্থির করিলে?" রাজকুমারী বলিল, "আর উপায় কি করিব সখি, অদৃষ্টে যাহা থাক, তাহার সহিত সুখ-মিলনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি তাহার সহিত গোপন বিহারে মনোবাঞ্ছা পুরাইব, তাহাতে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, কলঙ্কিনী হই তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু জীবন থাকিতে হোসেনকে ছাড়িতে পারিব না।" আমি তথাপি কহিলাম, "রাজকন্যা! তুমি প্রেমের জন্য নিতান্তই পাগল হইয়াছ। পরিণামে যে অনর্থ ঘটিবে তাহা তুমি বুঝিতেছ না। আমি তখন নিরুপায় দেখিয়া বলিলাম, যদি নিতান্তই হোসেনকে ভুলিতে না পার, তবে এক পরামর্শ বলি শুন। ইহাতে দুই কুলই বজায় থাকিবে, অথচ তুমিও বিপন্ন হইবে না। আমি বলিলাম, "তুমি যদি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে পার, এবং ঐশ্বর্য্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সামান্য ভাবে অবস্থিতি করিতে কুণ্ঠিত না হও তবে তোমার বাসনা পূর্ণ হয়। রাজকন্যা কহিলেন, "এ আর কি কঠিন কথা, হোসেনের নিমিত্ত পিতা মাতাকে ত্যাগ করিতে পারি, তা সামান্য ঐশ্বর্য্য-সুখ বা পিতৃগৃহ কোন ছার।" আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলাম, রাজনন্দিনি! হোসেনের প্রেমের কি এত জোর যে, তাহার জন্য তাবৎ সুখে বর্জ্জিত হইতে প্রস্তুত হইয়াছ? পিতা মাতাকেও একবার মনে স্থান দিলে না? "রাজব না' যদি তুমি তাহার জন্য নিতান্তই অধীরা হইয়া থাক, তবে আর আমি তোমার সুখের প্রতিবাদিনী হইব না। আমার আন্তপ্রায় বলি শুন। এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে, তাহার পত্র কর্ণকুহরে রাখিলে এক দণ্ডের মধ্যে জীবিতদেহ শবাকার ধারণ করে। তুমি যদি সেই পত্র

কর্ণে রাখ, তাহা হইলে তোমারও দেহ শবাকার হইবে, সুতরাং মৃত নিশ্চয় করিয়া তোমাকে সমাহিত করিয়া আসিলে, আমি তোমাকে গোর হইতে উত্তোলন করিয়া লইয়া যাইব, তাহার পর যাহা করিতে হইবে, ক্রমে ক্রমে বলিব।" আমার কথা শুনিয়া কুমারি কহিলেন "সখি। এ উত্তম পরামর্শ বটে।" "রাজবালা। সম্প্রতি তুমি শিরঃপীড়ার ছলে শয্যাগত হও, এবং আমার পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম্মই করিও না, তৎপরে যাহা করিতে হয় সকলই আমি করিয়া লইব।" আমার মন্ত্রণানুসারে রাজবালা শয্যাগত হইলেন। রাজা পীড়ার কথা শুনিয়া কন্যাকে দেখিতে আসিলেন, এবং রাজ-বৈদ্যগণকে ডাকিয়া কন্যার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। চিকিৎসকগণ যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিতে লাগিল, আমি তাহা কিছুই খাইতে দিলাম না, গোপনে সকলই ফেলিয়া দিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছু দিন অনাহারে থাকিতে থাকিতে তাঁহার তনু ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, সুতরাং সকলেই বুঝিল তাহার রোগ বৃদ্ধি হইতেছে, আমিও সময় বুঝিয়া সেই বৃক্ষের পত্র আনিয়া তাহার কর্ণকুহরে দিলাম। সে পত্রের অসাধারণ গুণে কন্যার দেহ শবাকার হইয়া আসিতে লাগিল। আমি তখন ভাণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার নিকটে গিয়া কহিলাম, "মহারাজ। কন্যার আসন্নকাল উপস্থিত, তিনি আপনাকে কি কথা বলিবেন, শীঘ্র আসুন।" রাজা আস্তে ব্যস্তে আসিলেন এবং কন্যার শববৎ দেহ দেখিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। রাজবৈদ্যগণও নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কুমারী রাজাকে নিকটে ডাকিয়া বিনয় করিয়া কহিলেন, "পিতঃ। আপনি আমায় জীবনাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, আপনার নিকটে যখন যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি আপনি তাহাই পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু সময় উপনীত দেখিতেছেন, আমার এক শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।" রাজা সাশ্রু লোচনে কন্যাকে কহিলেন, "মা। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব তাহার আবার অনুরোধ কি? তোমার কি বাসনা বল, আমি তাহা পূর্ণ করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম।" তখন রাজকন্যা কহিলেন, "আমার মৃত্যু হইলে প্রিয়সখী কেলি-কারী আমার শব ধৌত করিবে, এবং আমার অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য মাখাইয়া দিবে। পরে আমার দেহ সমাহিত হইলে, কেলিকারী কেবল একাকী গোরস্থানে প্রথম রজনী জাগরণ করিবে, কারণ সে পীরের নিকট প্রার্থনা

করিয়া আমার পাপের শাস্তি বিধান করিবে, সুতরাং অন্য কেহই যেন সে দিকে না থাকিতে পায় এই আমার অনুরোধ।" রাজা বলিলেন, "আমার আজ্ঞায়, তোমার কামনামত কার্য্য হইবে, তোমার প্রিয়সখী কেলিকাঠী একাকী গোরস্থানে থাকিয়া তোমার মৃত্যুসেবা করিবে।" তখন কুমারী আবার কহিলেন, "পিতঃ! আমার আর এক অনুরোধ আছে, তাহাও পূর্ণ করিতে হইবে। কেলিকাঠী আমায় বড় ভাল বাসিত তাহাকে আমি প্রাণাপেক্ষ ভাল বাসি, অতএব আমার মরণান্তে আপনি তাঁহার দাসীত্ব মোচন করিয়া দিবেন এবং প্রচুর অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় দিবেন, অর্থের অভাবে তাহাকে যেন অন্য লোকের দাসীগিরি না করিতে হয় এই আমার শেষ মিনতি।" দেখিতে দেখিতে কুমারীর বাক্য রোধ হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ হইল। তখন পুরিমধ্যে মহা ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। রাজা শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, এবং আমাকে নন্দিনীর অনুরোধ মত কার্য্য করিতে আদেশ দিয়া, সভায় গমন করিলেন। অতঃপর আমরা নন্দিনীর মৃতদেহ গোরস্থানে আনিলাম, এবং সমাধির পর আমি মাত্র সেই কবরস্থানে রহিলাম, অন্যান্য কিঙ্করনিচয় যে যে সঙ্গে আসিয়াছিল, সকলেই ফিরিয়া গেল। তখন আমি নিমেষ মধ্যে রাজকন্যাকে গোর হইতে তুলিয়া, তাহার কর্ণ হইতে সেই পত্র খুলিয়া লইলাম তাহাতে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সজীব হইলেন। আমি কাপড় ঢাকিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য ও উত্তম উত্তম বেশভূষা লইয়া গিয়াছিলাম, কুমারীকে তাহা খাওয়াইয়া পরাইয়া সঙ্গে লইয়া কবরস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। চাপর ভৃত্যের সহিত পূর্ব্বে পরামর্শ ছিল, পথে তাহার সহিত মিলিত হইলাম, সে কন্যাকে লইয়া এক গুপ্তস্থানে রাখিল। আমি আবার কবরস্থানে আসিয়া থাকিলাম। প্রভাত হইলে অন্যান্য সখীগণ সেখানে আসিল এবং আমার সঙ্গে সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপুরিতে ফিরিয়া আসিল। পরে রাজা আমাকে ডাকিয়া দাসীত্ব মুক্ত করিয়া দিয়া ভাণ্ডার হইতে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। আমি অর্থ লইয়া, চাপর ভৃত্যের সহিত রাজনন্দিনীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে তোমাকে এক পত্র প্রেরণ করিলাম, কিন্তু পত্রবাহক চাপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি পীড়িত হইয়া পড়িয়া আছ, তোমার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিন দিন পরে পুনর্ব্বার চাপরকে পাঠাইলাম, সে দিবসও তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না,

সে আসিয়া বলিল, তুমি সেখানে নাই, এবং কোথায় গিয়াছ তাহাও কেহ বলিতে পারিল না।"

এই সব কথা শুনিয়া আমি বলিলাম যদি তোমরা পূর্ব্বে আমাকে ঘুনাক্ষরে কহিতে, তাহা হইলে আর এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। কেলিকারী কহিল, "একথা সত্য কিন্তু কি করিব, ইহাতে আমার দোষ নাই আমি রাজকন্যাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমাকে পূর্ব্বে সংবাদ জানাইয়া রাখা উচিত, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মত হইল না? তুমি সে দেশে নাই শুনিয়া রাজকন্যা বিষম চিন্তিত হইলেন। তিনি তোমার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া সতত আক্ষেপ করিতেন, দিবা রাত্রের মধ্যে তাঁহার নয়নজল একবারও শুষ্ক হইত না। খোজা চাপর তন্ন তন্ন করিয়া তোমায় নগর মধ্যে অন্বেষণ করিয়া যখন তোমায় পাইল না, তখন আমরা তিনজনে ছদ্ম বেশ ধরিয়া সিন্ধু নদীর তটবর্ত্তী যাবতীয় নগর খুঁজিলাম। কিন্তু তোমায় কোথাও পাইলাম না।

এক দিবস আমরা একজন বণিকের সঙ্গে অন্য দেশে যাইতেছি, এমত সময়ে পথিমধ্যে একদল দস্যু আসিয়া বণিকদিগের সমস্ত দ্রব্যাদি লুট পাট করিয়া, অবশেষে আমাদিগকে বাঁধিয়া এই কান্দাহার দেশে লইয়া আসিয়া আমাদিগকে এক দাসী বিক্রেতার নিকটে বিক্রয় করিয়া প্রস্থান করিল। সেই দাসী বিক্রেতা আমাদিগকে ফিরুজসাহের নিকটে বিক্রয় করিতে লইয়া আসিল। ফিরুজসাহ রাজনন্দিনীর অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন, এবং দাসী ব্যবসায়ীকে প্রচুর অর্থ দিয়া আমাদিগকে কিনিলেন, বাদসাহ রাজকন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় রাজকন্যা প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া বলিলেন, অর্মস দেশে আমাদের নিবাস কোন বিশেষ প্রয়োজনে দেশান্তরে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে দস্যুগণ আক্রমণ করাতে এই দশা ঘটিয়াছে। তিনি ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিলেন না। অতঃপরে রাজা আমাদিগকে লইয়া তাহার পুরিমধ্যে রাখিলেন। শীঘ্রই তোমার সহিত রাজকন্যার মিলন হইবে।"

আমি কেলিকারীর মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম প্রিয়াকে যে পুনর্ব্বার পাইব, এ আশা আমার ছিল না। আবার দেখ নাথ, জেলেখার সৌন্দর্য্যে রাজা বিমোহিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে পাইবার জন্য তিনি অত্যন্ত চেষ্টা করিবেন, অতএব নাথ, আমি [illegible] সঙ্কটে পড়িলাম।

আমার কথা শুনিয়া কেলিকারী বলিল, "হোসেন। তোমার গুণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, সেই নিমিত্তই তোমার প্রেমের জন্য পাগলিনী হইয়াছেন। দেব হোসেন বান্দাবাদ-রাজ রাজনন্দিনীকে বিবাহ-প্রস্তাব করেন সত্য তাঁহার প্রেমের জন্য তিনি রাজ্য ধন সমস্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন বটে, কিন্তু রাজকন্যা কখনই তাঁহার প্রতি দয়াবতী হইবেন না। তোমার জন্যই তিনি আহার, নিদ্রা, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অধিক কি, তোমার দর্শন না পাওয়ায় তাঁহার প্রাণ ধারণ পর্য্যন্ত কষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হোসেন, তোমার সন্ধান পাইয়া অবধি তাঁহার মলিন বদন আবার সমুজ্জ্বল হইয়াছে, কল্য তোমার সহিত তাঁহার সুখ সম্মিলন হইবে, বহু-দিনের আশার ফল কল্য ফলিবে। এই দেখ রাজ উদ্যানের গুপ্ত দ্বারের এক স্বতন্ত্র চাবি প্রস্তুত করিয়াছি, কল্য রাত্রিকালে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে তোমার কাছে আনিব আজ কোন প্রকারে রজনী যাপন কর, কল্য সকল বেদনা দূর হইবে। তোমাকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছিলাম, এক্ষণে বিদায় হই।" এই বলিয়া কেলিকারী সেখান হইতে গমন করিল।

কেলিকারী বিদায় হইলে পর, আমি একাকী গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাকিলাম। কতক্ষণে রজনী প্রভাত হইবে কতক্ষণে আবার রাত্রি আসিবে, কতক্ষণে সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে নিশি গত হইল, দিবস আগত হইল। ক্রমে দিনমণিও অস্ত যাইলেন। আমার সাধের নিশি সমাগত হইল। আমি আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে দ্বারাঘাত হইল। চাপর তৎক্ষণাৎ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল, তখন কেলি-কারীসহ আমার প্রাণ প্রতিমা গৃহে প্রবেশ করিলেন, আমি মহাহ্লাদিত হইয়া প্রেমভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি বসাইলাম, রাজ কন্যা বলিলেন, আজ আমার জীবন সফল হইল। তোমার সহিত পুনর্মিলনে আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা বর্ণনা অসাধ্য। আমি বলিলাম প্রাণেশ্বরি। তোমার চন্দ্রবদন যে আবার দেখিতে পাইব, ইহা আর মনে ছিল না। কেলিকারীর নিকট তোমার বিবরণ শুনিয়া আমি হতজ্ঞান হইয়াছি। জীবিতেশ্বরি প্রাণ থাকিতে আর যেন তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ না করিতে হয়," রাজকুমারী কহিলেন, প্রাণবল্লভ। তোমার জন্য আমি পৃথিবীর অন্য কোন সুখকেই সুখ বলিয়া গণ্য করি নাই, কেবল তোমার সহ-বাস সুখ জগতের একমাত্র সুখ ভাবিয়া তোমার জন্য দেশে দেশে বনে বনে

পর্যাটন করিয়াছি। এক্ষণে যে দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় তোমায় আবার পাইয়াছি, কায়মনবাক্যে তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করি, আর যেন আমাদিগকে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয় এক্ষণে আমি রাজান্তঃপুরে থাকি, রাজা সর্ব্বদা চক্ষের উপরে রাখেন, সুতরাং কিরূপে যে আমাদের কামনা পূরিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু বিধাতা যখন তোমায় পুনর্ব্বার মিলাইয়াছেন, তখন তাঁহারই দয়ায় এ কামনাও পূর্ণ হইবে। যাহা হউক আমি ইদানী তোমার নিকটে থাকিতে পারিব না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে আসিয়া তোমার সহিত দেখা করিব, এবং প্রতিদিন তোমার তত্ত্ব লইব। কএক দিন মাত্র এই সুখ অবলম্বন করিয়া এস্থানে থাক, পরে যে কোন প্রকারে বাসনা পুরাইব, তাহার জন্য ভাবিও না।" তাহার পর দুজনে আমোদ প্রমোদে রাত্রি যাপন করিলাম। যামিনী প্রভাত প্রায় দেখিয়া রাজনন্দিনী বলিলে, প্রাণেশ্বর আজকার নিমিত্ত বিদায় হই অন্ধকার থাকিতে থাকিতে অদৃশ্য ভাবে রাজপুরী প্রবেশ করিতে হইবে, নতুবা প্রভাত হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া রাজকন্যা বারম্বার আমার মুখচুম্বন করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ মনে বাটীতে গমন করিলেন।

রাজকন্যার সহিত মিলনে যদি ও আমি আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়াছিলাম কিন্তু আমার সঙ্গী ফকিরকে ভ্রমেও ভুলিতে পারি নাই। রাজনন্দিনী আমার নিকট হইতে বিদায় হইলে পর, ভাবিলাম ফকিরের অজ্ঞাতসারে আমি এইস্থানে আছি। হয়ত সে আমার জন্য কত ভাবিতেছে; অতএব কল্য প্রভাতে যে কোন প্রকারে তাহার সহিত দেখা করিব। এই সিদ্ধান্ত করিয়া আমি অতি প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহার বাসায় গমন করিতেছি হঠাৎ পথে তাহার সহিত দেখা হওয়ায় কহিলাম, "ভাই দুই দিন তোমার সহিত দেখা করিতে পারি নাই বলিয়া কিছু মনে করিও না। এক অপূর্ব্ব সুঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, সেই শুভসংবাদ কহিবার নিমিত্ত তোমার কাছে যাইতেছিলাম।" ফকির কহিল "হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি, তোমার বিন্যাস বেশ ভুষা দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তোমার অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। যাহা হউক ভাই! কি সুঘটনা বল, আমার শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "সে সুখের কথা বলিয়া কি প্রকাশ করিব? তুমি আমার সঙ্গে আইস, তাহা হইলে সমস্তই জানিতে পারিবে, এই কথা বলিয়া আমি তাহাকে

সঙ্গে লইয়া সেই বাটিতে আনিলাম। ফকির আমার অপূর্ব্ব প্রসাদ ও মনোহর সরঞ্জাম দেখিয়া বিস্মান্বিত হইল আমি ফকিরকে কহিলাম বন্ধো? আমার শুভাদৃষ্ট দেখিয়া কি তোমার ঈর্ষা বোধ হইল? ফকির বলিল "সে কি কথা? তুমি প্রাণের বন্ধু, তোমার ভাল দেখিয়া কি আমার ঈর্ষা হইতে পারে? বরং তোমার সুখ দেখিয়া মনে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা অনির্ব্বচনীয়। আমি তাহাকে প্রাণের বন্ধু ভাবিয়া বলিলাম, "ভাই, আজ তোমায় এই স্থানে থাকিতে হইবে, দুইজনে আহার বিহারে আমোদ প্রমোদ করিব।" এই কথা বলিয়া তাহাকে অন্য গৃহে লইয়া গেলাম। আমি দাসগণকে আহারের আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলাম তাহারা তৎক্ষণাৎ নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ্য প্রদান করিল এবং সুস্বাদু ও সুগন্ধি মদ্য কিনিয়া আনিল। আমরা দুইজনে মনের সাধে পান ভোজন করিতে করিতে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলাম। ক্রমে সুরার মাদকত্ব দোষে আমায় উন্মত্ত করিল, তখন ফকির অবসর বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই হোসেন! তোমার সৌভাগ্যের বিষয় ভাঙ্গিয়া বল, আমি তোমার অবিশ্বাসী বন্ধু নহি, আমাকে বলিলে তোমার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই, অতএব সমস্ত বৃত্তান্ত বল, আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম, "সখে! তোমায় কোন কথা গোপন রাখিবার প্রয়োজন নাই, আমি সমস্ত বলিতেছি শুন, — সেই সিরাজনগরে যখন তোমার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন যে তুমি আমার ম্লানমুখ দেখিয়াছিলে, তাহার কারণ আমি সেই নগরের এক যুবতী কামিনীর প্রেমে মজিয়া, অপার দুঃখসাগরে ভাসিতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ তাহার মৃত্যু সংঘটন হওয়াতে, আমি তাহার জন্য মনোকষ্টে জীবন্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি এই স্থানে আমার সে যুবতীর দেখা পাইয়াছি, সে রাজান্তঃপুরে রাজপ্রিয়া হইয়াছে।" ফকির বলিল, "বল কি, এ অতি আশ্চর্য্য ঘটনা, এমন ত কখন শুনি নাই। যাহা হউক আমার বোধ হয়, সে পরম যুবতী পরম রূপবতী হইবে, নচেৎ রাজা তাহাকে অন্তঃপুরে রাখিবেন কি নিমিত্ত? আমি বলিলাম, "সখে যদি পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা দিয়া তাহার রূপের তুলনা করি, ফকির কহিল, "ভাই, যদি তাহাকে একবার মাত্র দেখাও তবে বুঝিব তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু, আমি তোমার ক্রীত দাস হইয়া থাকিব।" আমি তাহার কথায় সম্মত হইলাম।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর উভয়ে আহারান্তে শয়ন করিলাম। পরে নিশি অবসান হইল। এমন সময়ে চাপর আসিয়া আমার হস্তে এক পত্র দিল। আমি চাপরকে বিদায় দিয়া পত্র পাঠান্তে বুঝিলাম প্রেয়সী জেলেখা আজ রাত্রি কালে আমার সহিত দেখা করিতে আসিবেন। তখন আমি ফকিরকে কহিলাম, "সখে! অদ্য রজনীতে সে সুন্দরী এস্থানে আসিবেন।" তাহা শুনিয়া ফকির অত্যন্ত আনন্দিত হইল, পরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, আমি জেলেখার আগমন সময় উপস্থিত প্রায় জানিয়া ফকিরকে বলিলাম, "বন্ধো! আমার প্রাণপ্রতিমার এই সময়েই আসিবার কথা আছে, সুন্দরী আসিবামাত্র প্রথমতঃ তুমি তাহারে দেখা দিও না, কারণ তুমি অপরিচিত, তোমার সহিত তাহার পরিচয় না থাকাতে, সে আগমনের বিশেষ আপত্তি করিতে পারে, সেই জন্য বলিতেছি, প্রথমতঃ তুমি গোপনে থাকিবে, আমি তোমার কথা তুলিয়া সেই যুবতীর সম্মত লইব, পরে দেখা করাইয়া দিব। আমরা উভয়ে এইরূপ পরামর্শ করিতেছি, এমন সময়ে দ্বারাঘাত হইল, প্রিয়ার আগমন বুঝিয়া ফকিরকে লুকাইতে বলিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিলাম জেলেখা আসিয়াছে। জেলেখাকে দেখিয়া আমি আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলাম। আমি তাহার কোমল ভুজবল্লী ধরিয়া নিজগৃহে আনিলাম, এবং পর্য্যঙ্কোপরি বসাইলাম। যুবতী প্রেমস্বরে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে কহিলাম "সুন্দরি! আমি তোমার নিকটে একটী অনুরোধ করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে হইবে। যে ফকির আমার সঙ্গে আসিয়াছে, সে আমার পরম বন্ধু, সে একবার তোমাকে দেখিতে চাহে, অতএব যদি আজ্ঞা কর তবে আমি তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করি।" রাজকন্যা জেলেখা কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! তোমার এ কথা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না, কারণ প্রণয় যত গোপনে রাখা যায়, ততই সুখের হয়, প্রকাশ হইলে নানা বিপদের সম্ভাবনা, আমি বলিলাম, "প্রিয়ে! সেই ফকির আমার পরম বন্ধু, তাহার সহিত সদালাপে আমাদের কোন প্রমাদ ঘটিবে না। অতএব কৃপা করিয়া আমার সন্তোষার্থে এই অনুরোধটী রক্ষা কর।" রাজকুমারী আমার প্রণয়ে পাগলিনী হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমায় অদেয় কি আছে বল, তোমার সন্তোষার্থে আমি অনুরোধ রাখিলাম। তবে সাবধান, কামিনীর এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি ফকিরকে জেলেখার নিকটে লইয়া আসিলাম। তখন রাজকন্যা আমার মনস্তুষ্টির জন্য

ফকিরের সম্ভাষণ করিলেন, ফকিরও বিবিধ শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপে রাজনন্দিনীকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মদ্যপান ও আহারাদির সহিত একত্রে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। ফকির অপরিমিত পান দোষে উন্মত্ত হইয়া প'ড়ল এবং জ্ঞানশূন্য হইয়া রাজকন্যাকে জোর করিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। ফকিরের এই নীচ ব্যবহারে আমি যুগপৎ বিস্মিত হইলাম। রাজকুমারী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল নানাবিধ ভৎসনা পূর্ব্বক সবলে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, উঠিয়া রোষভরে দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কহিলাম, "প্রিয়ে, ক্ষমা কর, আমার দোষ মাপ কর, আমায় পরিত্যাগ করিও না।" তখন যুবতী কহিলেন, "কেমন, তোমার সাধ মিটিল ত আমিত আগেই তোমাকে নিবারণ করিয়াছিলাম? আমার কথা শুনিলে না, সেই জন্যই এ বিপদ ঘটিল। এই কথা বলিয়া রাজকন্যা ক্রোধভরে দৌড়িতে লাগিলেন। রাজকন্যা যাইলে পর আমি উন্মত্ত ফকিরের নিকটে আসিয়া বলিলাম, সখে। তুমি বড় অন্যায় কার্য্য করিলে, তুমি যুবতীকে রাজার প্রিয়া ও রাজকন্যা জানিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলে না? ফকির কহিল, "সখে। তুমি রমণীর স্বভাবের বিষয় কিছুই জান না। কামিনীরা কখনই চুম্বনে বিরক্ত হয় না, তবে যে রাজকন্যা ক্রোধ করিলেন, আমি তোমার সম্মুখে চুম্বন করিলাম বলিয়াই তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। যদি সে একাকিনী থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার চুম্বনে মহা আনন্দিত হইত।

এই রূপে ফকির উন্মত্ত হইয়া নানা প্রকার কহিতে লাগিল। আমি তাহাকে শয়ন করাইলাম। রাত্রি অবসান হইলে, তাহার মাদকতা নাশ হইল, তখন ফকির বিনীতভাবে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মনে করিলাম, প্রিয়াকে ফকিরের কাতরতা জানাইয়া একখানি পত্র লিখিলে তিনি ফকিরকে মার্জ্জনা করিবেন এই ভাবিয়া ফকিরের ক্ষমাসম্বলিত একখানি পত্র লিখিলাম ও নিজেও ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। খোজা দাস পত্র লইয়া রাজকুমারীর নিকটে গমন করিল। কুমারী আমার পত্র পাঠ করিয়া এই উত্তর পাঠাইলেন, "দেখ প্রাণেশ্বর। তুমি যাহাই বল, এ বিষয়ে আমি তোমার কোন কথাই শুনিব না। যদি তুমি সেই পাপাত্মা লম্পটকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে আর তোমার সহিত দেখা করিব না।

আমি সেই পাঠ করিয়া বন্ধুকে দেখাইলাম, বন্ধু তাহা পাঠ করিয়া সে লজ্জিত হইল। আমার অনুরোধে বন্ধু সে রাত্রি সেই স্থানেই যাপন করিল। অর্থাভাবের জন্য ভেলেখা যে এক জোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন, প্রভাতকালে ফকির বিদায় প্রার্থনা করিলে, আমি সেই স্বর্ণমুদ্রার জোড়া তাহাকে দিয়া বিদায় দিলাম। পরে রাত্রি হইলে, আমি শয়ন করিলাম। একে গত দুই রাত্রের মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় নাই, তাতে আবার বন্ধু বিয়োগ, প্রিয়া বিচ্ছেদের জন্য ভাবনায় মনটা বিষন্ন হইয়াছিল, কিন্তু শয়ন করিবামাত্র সর্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী আমার সকল সন্তাপ হরণ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ আমার বাটীর উঠানে গোলমাল হওয়াতে, আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি উঠিয়া দেখিলাম, প্রভাত হইয়াছে, এবং রাজ-সৈন্যগণ আ সয়া মহা গোলমাল করিতেছে। সেনাধ্যক্ষ আমাকে ধরিয়া—আমাকে বাঁধিয়া রাজদরবারে উপস্থিত করিল। আমি রাজভবনের সম্মুখে গিয়া দেখিলাম যে, তথায় চারিটি ফাঁস কাষ্ঠ প্রোথিত রহিয়াছে। তাহা দেখিয়ৎবোধ হইল যে, হয়ত আমাদের গোপন প্রণয় প্রকাশ হইয়াছে, এবং ইহাতে আমাদেরই জীবন নষ্ট হইবে। আমি দেখিলাম, নৃপতি সিংহা-সনোপরি বসিয়া প্রবল প্রতাপে রাজকার্য্য অনুশীলন করিতেছেন, মন্ত্রী সমুদয় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন, এবং সভার একপার্শ্বে সেই ধূর্ত্ত ফকিরও বসিয়া আছে। ফকিরকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি জানিতাম ফকির হইয়া অন্য দেশে গিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! তাহার সকল কথাই অলীক, সে আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। রাজা ভয়ানক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া সিংহনাদে বলিলেন, "ওরে দুরাচার নরাধম, তুই শৃগাল হইয়া সিংহের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিস। তোর আর নিস্তার নাই, আমি এই দণ্ডেই তোর প্রাণ দণ্ড করিব। আমি তখন রাজার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কাতর স্বরে বলিলাম, প্রজাপালক, আপনাকে আর কি বলিব, ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। কিন্তু দয়া করিয়া এই দাসের একটী কথা শুনুন। প্রেম কি পদার্থ তাহা আপনার অবিদিত নাই। মদনের সহায়ে কাহারও মৃত্যুভয় থাকে না। আপনি আমার প্রাণ দণ্ড বিধান করিলেন, কিন্তু আমার এই অনুরোধ যেন সেই সুন্দরীর প্রাণ দান করেন। আমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে আমারই সম্পূর্ণ দোষ, সে রমণী সম্পূর্ণ

নিরপরাধী। বিচারে প্রকৃত পক্ষে আমিই দোষী, অতএব সেই নির্দ্দোষী কামিনীকে বধ না করিয়া আমাকে বধ করুন।" পরে ঘোষাগণ জেলেখাকে বাঁধিয়া সেই স্থানে আনয় করি। শৃঙ্খলাবদ্ধ জেলেখাকে দেখিয়া, আমার হৃদয় অধিকতর কাতর হইয়া উঠিল। জেলেখা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে রাজার পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন্! উঁহাকে রক্ষা করুন, আমিই অপরাধিণী কলঙ্কিণী, আমারই প্রাণ বধ করুন, আপনি আমার প্রাণ বধ করুন, কিন্তু আমার অনুরোধ, আমার প্রাণের হোসেনের প্রাণ দান করুন।"

রাজকন্যার এই কথা শুনিয়া রাজা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রে। দুশ্চারিণি তোর এ কোন দেশী অনুরোধ? যে আমার অবমাননা করিয়াছে তুই তাহার প্রাণ দান প্রার্থনা করিতেছিস? কি আস্পর্দ্ধা, তুই আমার দাসী হইয়া, আমার সম্মুখে অন্য পুরুষের সহিত প্রেম উল্লেখ করিতেছিস? প্রেমের কথা কহিতে তুই কিছুমাত্র লজ্জিত হইলি না? দেখ তোদের কি দুর্দ্দশা করি।" এই কথা বলিয়া রাজা মহাক্রোধে আমাদের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন। আমি উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, মহারাজ! ক্রোধান্বিত হইয়া কেন অন্যায় করিতেছেন। আমার প্রাণবধ করুন তাহে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই নিরপরাধিণী রাজকন্যার প্রাণ দণ্ড করিলেন কেন? রাজা আমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, লম্পটে। এই লোক তোমার রাজকন্যা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে কেন? তুমি কোন রাজার কন্যা? তোমার প্রকৃত পরিচয় কি তাহা আমায় বল।" তখন রাজকন্যা তিরস্কার করিয়া আমাকে কহিলেন, "হোসেন! তোমার সহিত প্রেমে মজিয়া শেষে কি আমার এই ফল প্রাপ্ত হইল? তোমা হইতেই আমার জাতিকুল প্রকাশ পাইল। এই অপমানের সময় তুমি কি বুঝিয়া আমায় রাজকন্যা বলিয়া সম্বোধন করিলে? ভাবিয়াছিলাম অপ্রকাশ থাকিয়া এই নির্দ্দিষ্ট প্রাণ পরিত্যাগ করিব, কিন্তু তোমার জন্য তাহা হইল না। অনন্তর তিনি বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমার পরি-চয় বলি শুনুন। আমি পারস্যাধিপতি সাহজমাস্পের হতভাগা কন্যা, আমি এই হোসেনের প্রেমে পতিত হইয়া পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। হোসেনের জন্যই কেবল ক্লাম্যে জীবন ধারণ। আমি কলঙ্কিনী

এই প্রেমে মজিয়া আপন জাতি কুল, মান সম্ভ্রম, সুখ সকলই সামান্য জ্ঞান করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে কেবল, হোসেনের প্রেমারাধনা করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেও বঞ্চিত হইলাম। সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল, আর আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই এই মুহূর্তেই আমার প্রাণ নাশ করুন, আমার সকল যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া যাউক। নৃপতি রাজকন্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "ললনে। তোমার অপূর্ব প্রণয়ের কথা শুনিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। প্রকৃত প্রেম যে কি তাহা তোমরাই বুঝিয়াছ। তুমি যে প্রেমের জন্য সর্বত্যাগী হইয়াছ, সেই প্রেমের জন্য আজ এই কালের করাল বদন হইতে রক্ষা পাইলে, আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিব না। যদি তোমাকে দণ্ড প্রদান করি, তাহা হইলে অন্যায় বিচার করা হইবে। আমি তোমার দাসীত্ব মোচন করিলাম, এবং তোমার চিত্তসন্তোষার্থ তোমার প্রাণের হোসেনেরও প্রাণ দান করিলাম। তোমার অনুগত কিঙ্কর চাপর, ও প্রিয়তমা সখী কোপকারী, যাহাদের সাহায্যে তুমি বহু বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ, তোমার জন্য আমি তাহাদিগকেও মুক্তিদান দিলাম। এক্ষণে তোমরা যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, সুখসম্ভোগে নিজ নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" বিশ্বাসঘাতক দুষ্টমতি ফকির এই অনর্থের মূল, জানিতে পারিয়া নৃপতি তাহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা করিলেন, জল্লাদ ফকিরকে লইয়া বধ্য ভূমিতে চলিল। আমি রাজার সুবিচার দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, রাজন্! আপনি অনাথ বন্ধু, আপনি দুষ্টের দমনকারী এবং শিষ্টের পালনকারী, আপনার সুবিচারে আমরা প্রাণ পাইলাম, এক্ষণে আমাদের এই প্রার্থনা ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনার যশঃকীর্তি পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হউক।" এই বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, আমরা আপন বাসস্থানাভিমুখে গমন করিলাম। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, সে প্রসাদের চিহ্ন মাত্রও নাই, রাজাজ্ঞাতে সমভূমি হইয়াছে; সকলই লুঠ করিয়াছে।

গৃহ গেল তাহাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু যে সকল মহামূল্য দ্রব্যনিচয় নষ্ট হইয়াছে, এবং রাজবালা তাহার হস্তে যে হীরা মণি মুক্তাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও সমস্ত চুরি গিয়াছে, ইহাতেই আমাদের অত্যন্ত মনোকষ্ট হইল। যাহ। হোউক, সেই খানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি এমন সময়ে এক রাজদূত আসিয়া বলিল, "মহাশয়। আপনাদেরই আসামভূমি দিনই

হইয়াছে, সেই জন্য মহারাজের অনুমত্যানুসারে আপনাদিগকে অন্য এক স্থানে লইয়া যাইব, আমার সহিত আসুন।" আমরা দূতের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম, এবং এক উত্তম অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া দুই দিন সেখানে রহিলাম। তৃতীয় দিবসে রাজমন্ত্রী স্বয়ং উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া নানাবিধ মনোহর বেশভূষা ও বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, প্রভৃতি রাজভেট লইয়া আমাদিগের আবাসস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, সেই সমস্ত দ্রব্য আমাদিগকে দিয়া প্রস্থান করিলেন। অর্থের অনাটনে আমাদের নিতান্ত দুর্দ্দশা হইয়াছিল, কিন্তু রাজানুগ্রহে তাহা দূরীভূত হইল। অতপর আরও একদিন সেখানে থাকিয়া আমরা বোগ্দাদ যাত্রা করিলাম। স্বদেশে আসিয়া বন্ধুগণের সহিত দেখা করায় তাহারা অবাক হইল। কারণ, আমার সেই অংশীদার দুই জন সকলকে বলিয়াছিল যে, আমি জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছি। যাহা হোউক, অংশীদারদ্বয়ের উপর আমার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ছিল, আমি তাহাদের নামে রাজমন্ত্রীর স্থানে অভিযোগ করিলাম। মন্ত্রীবর আমার বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা বিচার স্থানে আনীত হইলে, বিচারে তাহাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল। দুষ্টবুদ্ধিগণে তাহারা কৌশল করিয়া সেই কারাগার হইতে পলায়ন করিল। দেশময় নগরময় তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে পাওয়া গেল না। রাজাজ্ঞায় সেই দুই প্রবঞ্চকদ্বয়ের যাবতীয় ধনৈশ্বর্য্য রাজভাণ্ডারসাৎ হইল; এবং তাহাদের শঠতায়, আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, ভূপতি আমাকে সেই লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির কিয়দংশ প্রদান করিলেন।

এইরূপে আমি সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রাণপ্রিয়া জেলেকার সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ দুরাদৃষ্টের অদৃষ্টে সে সুখ স্থায়ী হইল না। একদিন সন্ধ্যাকালে নগর পর্য্যটন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার বাটীর দ্বার বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করিলাম, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর পাইলাম না। অবশেষে আমি প্রতিবাসীগণের সাহায্যে দ্বার ভাঙ্গিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ভৃত্যগণের মৃতদেহ ইতস্ততঃ নিপতিত রহিয়াছে, এবং রক্তের ধারায় ঘর ভাসিয়া যাইতেছে। তখন ভীত ও বিস্মিত হইয়া জেলেখার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রিয়ার প্রিয় সখী কেলিকারীর রক্ত মাখা মৃত

দেহ পড়িয়া আছে। তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, উচ্চৈস্বরে প্রিয়াকে ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু গৃহে কে আছে যে উত্তর প্রদান করিবে? দুরন্ত তস্করেরা পরিচারিকাগণকে বিনাশ করিয়া, আমার প্রাণ প্রতিমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন শূন্যগৃহে শূন্যহৃদয়ে, আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। সহৃদয় প্রতিবাসীগণ অনেক কষ্টে আমার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে আমাকে প্রবোধিত করিতে লাগিল। প্রতিবাসীরা কহিল, "আমরা ইহার কিছুই শুনি নাই। কখন যে এই লোমহর্ষণ ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে তার কিছু কারণই আমরা জানিতে পারি নাই।" পরে আমরা সকলে মিলিত হইয়া কাজীর নিকটে গমন পূর্ব্বক এই ভয়ানক ঘটনার বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। কাজীর অনুমতি ক্রমে চতুর্দ্দিকে গুপ্ত চর প্রেরণ হইল, কিন্তু দস্যুগণের কোন অনুসন্ধান করিতে পারিল না। তখন আমি এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলাম যে, সেই পূর্ব্বতন দুর্ম্মতি বণিকদ্বয় গুপ্তভাবে আমার আবাস মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

আমি প্রাণ প্রিয়ার বিচ্ছেদে অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়া শোকে ও দুঃখে ভদ্রাসন বাটী বিক্রয় করিলাম, এবং স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌজল নগরে যাত্রা করিলাম। তথায় পিতার এক আত্মীয় বাস করিতেন। আমি তাঁহারই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। তত্রত্য রাজমন্ত্রীর সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ ছিল। সুতরাং ক্রমে রাজমন্ত্রীর সহিত আমারও আলাপ পরিচয় হইল। সুনিপুণ মন্ত্রীবর রাজসরকারে আমাকে একটী কর্ম্ম দেওয়াইলেন। আমিও প্রাণপণে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। আমার কার্য্য নিপুনতা দেখিয়া নরপতিও উত্তরোত্তর আমার পদ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, কালক্রমে মন্ত্রীবরের মৃত্যু হইল আমি রাজমন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার সদাচার ও ন্যায়পরতা দেখিয়া মহারাজ ও প্রজা-বর্গ সকলেই আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মহারাজ আমাকে অতুল মূলক উপাধি দিলেন। আমি সামান্য বিদেশী আমার উত্তরোত্তর অভ্যুন্নতি দর্শন করিয়া অন্য বাক্তিগণের খলতা প্রবল হইয়া উঠিল, রাজার নিকট নিন্দা করিয়াও আমার কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে সেই খলেরা রাজকুমারকে হস্তগত করিল, এবং তাহাকে দিয়া মহারাজের নিকট আমার নিন্দাবাদ করিতে লাগিল, সুতরাং রাজা প্রাণসম পুত্রের

কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার বিপক্ষ হইলেন। আমি অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম।

"মহারাজ! এই দুর্ভাগ্য মন্ত্রীর জীবনবৃত্তান্ত সমুদায় শুনিলেন। এবং আমি যে বিদ্বেষ যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি তাহাও অবগত হইলেন। প্রাণপ্রিয়া জেলেখার দারুণ বিচ্ছেদানলে আমার অন্তর সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছে। যদি নিশ্চয় জানিতে পারিতাম যে, প্রাণাধিকা মরিয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও দুঃখিত চিত্তকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম, কিন্তু দুরন্ত সংশয় সাগরে নিপতিত হইয়া আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি।

---

## বেদাকদ্দীন রাজার ইতিহাসের অনুবৃত্তি।

বাদস্থানাধিপতি বিমর্ষমন্ত্রীর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার নিরন্তর বিষাদের কারণ শুনিয়া কহিলেন, সচীবশ্রেষ্ঠ! তুমিই যেন রাজকন্যার শোকে চিরকাল বিষণ্ণ থাক, কিন্তু তাহা বলিয়া সংসারে সমস্ত মানবই কি এইরূপ? কখনই না, বোধ হয় এই পৃথিবীতে এমন কত শত লোক আছে, যাহারা কখন দুঃখভোগ করে নাই। আমার প্রধান পারিষদ সিফলমুলকই তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত। দুঃখ যে কি পদার্থ, আমার বোধ হয়, সে তাহা জীবনেও অবগত নহে।

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতেই বিজ্ঞ আতলমুলক হাসিতে হাসিতে বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! মানবের বাহ্যিক ভাব দর্শনে হৃদয়ের ভাব সহজে অনুমান করা যায় না। প্রিয় দর্শন সিফলমুলকের বদনমণ্ডল সর্ব্বদা সহাস্য দেখিয়া আপনি তাঁহাকে চিরসুখী জ্ঞান করিতেছেন, কিন্তু কে বলিতে পারে যে তাহার সেই সুখ কমল-কোরকে দুঃখকীট প্রবেশ করিয়াছে কি না? কে তাঁহার আন্তরিক ভাব সহজে অনুভব করিতে পারে?

আতলমুলকের এই প্রকার কথা শুনিয়া রাজা প্রিয়পারিষদ সিফল-মুলককে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "প্রিয়বর! আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া তোমাকে চিরসুখী বলিয়া অনুমান করিতেছি, কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার মনে কোন কষ্টের কারণ আছে কি না?' রাজকুমার সিফমুলক

বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! সদা সুখশান্তিপূর্ণ আপনার রাজ্যে বিষাদের ত কোন কারণ দেখিতে পাই না? আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া এ দাসের কোন অসুখেরই কারণ নাই। সভাস্থ সমস্ত পারিপার্শ্বিকগণ সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গ ও রাজ-কিঙ্কর সৈন্য সামন্ত, সকলেই আমারে ভাল বাসে। সাংসারিক কোনরূপ সুখ সম্ভোগে আমি বঞ্চিত নই, সুতরাং আমার অসুখের কারণ কিছুই নাই। রাজা কহিলেন, "কোন বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আমার সচীব অতলমুলুকের বিবেচনায়, জগতের মনুষ্য মাত্রেই দুঃখজর্জ্জরিত, ইহলোকে কেহই সুখী নহে। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অনুমিত হয় যে, মন্ত্রীর সে সিদ্ধান্ত ভ্রম পূর্ণ। এক্ষণে সরল অন্তরে নিজ মনোগত ভাব ভাঙ্গিয়া বল, সত্য বলিতে ভয়ের কোন কারণ নাই।" তখন সিফলমূলক কহিলেন, "মহারাজ! তবে বলিতে কি, চিন্তাকীটে আমারও হৃদয় জর্জ্জরিভূত। যদিও দৈহিক সুখ সম্ভোগোপযোগী কোন দ্রব্যের অভাব নাই, তথাপি আমার হৃদয়ে সুখের লেশমাত্র নাই।" সিফলমূলকের সেই কথা শুনিয়া দামস্কাধিপতি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনিও হয়ত আতলমূলকের ন্যায় প্রাণপ্রতিমা বিচ্ছেদে জীবন্মৃত হইয়া চিরবিষাদে দিন যাপন করিতেছেন। পরে তিনি সিফলমূলকের নিকট নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত যথাযথ বলিতে লাগিলেন। সভামণ্ডলী নীরবে ও সাগ্রহে রাজকুমার সিফলমূলকের কৌতুকাবহ জীবন চরিত শুনিতে লাগিল।

---

## সিফলমুলক রাজপুত্রের কথা।

সিফলমুলক বলিলেন, রাজন! আমি মিসরাধিপতি আসমেন-সিফানের কনিষ্ঠ পুত্র। আমার জেষ্ঠ এক্ষণে মিশর রাজ্যের অধীশ্বর। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক দিবস রাজভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া কোষাগারে প্রবেশ করিলাম, এবং মণি মুক্তা প্রভৃতি মনোহর দ্রব্যাদি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ মাণিক্য খচিত এক সিন্দুক দেখিতে পাইলাম, এবং তদুপরিস্থিত সুবর্ণ কুঞ্চিকা দ্বারা তাহার আবরণ খুলিয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে একটি হিরণ্ময় কোটা রহিয়াছে, কৌটার অভ্যন্তরে এক খানি মনোহর চিত্র, ও একটী হীরকাঙ্গুরীয়। সে সুচারু চিত্র সন্দর্শনে আমার মন বিমোহিত হইল।

আমি অনিমেষ নয়নে সেই চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তীর অপরূপ রূপরাশি দেখিতে দেখিতে জগৎ চিত্রকরের সহিত সেই চিত্র চিত্রকরের কতই প্রশংসা করিতে লাগিলাম। অবসর পাইয়া দুরন্ত কুসুমায়ুধ আমার হৃদয় আবদ্ধ করিল, আমার মন সেই মনোমোহিনীর প্রতি ধাবিত হইল। অঙ্গুরীর সহিত চিত্রখানি আমি অপহরণ করিলাম। আমার পিতৃ মন্ত্রী সৈয়দ আমার প্রাণের বন্ধু ছিল, তাহাকে সমস্ত বিষয় জানাইলাম। সুহৃদবর সৈয়েদ সেই চিত্র সবিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার পশ্চাৎ ভাগে রাক্ষসী ভাষায় নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন, —

আছিল কাবল রাজা, বিক্রমে অপার।
বেদ্রেল জামাল এই তনয়া তাহার॥

আমার চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইল। সৈয়দকে কহিলাম, বন্ধো! তুমি আমার সঙ্গে চল। এই সুন্দরীকে যেখানে পাই সন্ধান করিয়া লইতেই হইবে।

সৈয়দ আমার কথায় স্বীকৃত হইয়া আমার অনুগামী হইলেন। নৌকা-রোহণে যাত্রা করিলাম। প্রথমে বোদ্দাদে, তাহার পর বসরায় যাইয়া অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছবি দেখাইলাম কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না, একজন বৃদ্ধ কেবল এই টুকুমাত্র সংবাদ দিতে পারিল, সিংহল দ্বীপের নিকটে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, কাবলরাজ সেই দ্বীপের রাজা। তাহারই দুহিতা বদরল জমাল।”

আমরা যে জাহাজে আরোহণ করিলাম, সেই জাহাজে সিংহলগামী সাতজন সওদাগর যাত্রী ছিল।—আমাদিগের তরণী সিংহলের দিকে চলিল। অনুকূল বায়ুপ্রভাবে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াগেল। হঠাৎ বায়ুর প্রতিকূলতা বশতঃ তরণীখানি অনেক দূর গিয়া একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের কাছে উপস্থিত হইল। আমরা সেই স্থানে নামিবার পরামর্শ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া জাহাজের বৃদ্ধ নাবিক সভয়ে নামিতে নিবারণ করিয়া কহিল, “ক্ষান্ত হউন, এই দেশ কাফ্রীদের, এই দণ্ডেই দুরাত্মা কাফ্রীরাজার আদেশে বৃহদাকার অজাগরের মুখে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে। শুনিয়া আমাদের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, অত্যন্ত ভয় পাইলাম। নাবিকদিগকে বলিলাম অন্যত্র লইয়া চল, কিন্তু তাহারা রাজি হইল না। হাসিয়া বৃদ্ধের কথা উড়াইয়া দিল। কাজেই

সেই স্থানের নজর করিল। আমরা অনেকক্ষণ জাগিয়াছিলাম, প্রায় শেষ রাত্রে সকলেরই অল্প অল্প তন্দ্রা আসিয়াছে। এমন সময় জাহাজে একটা কলরব উঠিল। চাহিয়া দেখি, বৃদ্ধের বাক্য ফলবতী হইল। যমদূতের মত ভীষণাকার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বারোজন কাফ্রী আসিয়া আমাদের সমস্ত দ্রব্যাদি লুঠপাঠ করিয়া আমাদের সকলকে শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া তীরে তুলিল। রজনী প্রভাত হইলে, তাহাদের রাজার নিকটে লইয়া গেল। রাজার আকৃতিও অতিশয় কদাকার অতিশয় ভীষণ। তাহার সেই ভীষণ আকৃতি কদাকার বেশভূষা ও তীব্র কটাক্ষ দর্শনে আমাদের শরীরের সমস্ত রক্ত শুকাইয়া গেল। কাফ্রী রাজা আমাদিগকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আদেশ দিলেন, "কারাগারে লইয়া গিয়া রাখ। প্রত্যহ প্রভাতে সর্পদেবের আহারার্থে এক একটা প্রদান করিও।

কাফ্রীর বিচারে বিনা অপরাধে আমরা কারাগারে বন্দী হইলাম। প্রতি দিন এক একজন প্রাণ হারাইতে লাগিল। অবশেষে কেবল আমি এবং আমার পিতৃমন্ত্রী সৈয়দ অবশিষ্ট রহিলাম। রাত্রিকালে উভয়ে কারাগৃহে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সৈয়দ কহিলেন, "রাজকুমার! যদি তোমারে কল্য প্রভাতে লইয়া যায়, তাহা হইলে এক দিন এক রাত্রি কখনই আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না, আমি তাহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিব। আমারেই যেন অগ্রে লইয়া যায়।"

আমি কহিলাম, বন্ধো! তাহাও কি কখন হয়? তোমাকে আমার অগ্রে লইয়া যাইতে দিব না। তুমি পরম উপকারী বন্ধু, তুমি বাঁচিয়া আছ দেখিয়া যাইতে পারিলে মরণেও সুখ পাইব। ঘাতকদিগের পায়ে ধরিয়া বলিব, আমারেই যেন অগ্রে লইয়া যায়।

আমরা এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছি, এমন সময় দেখি, একটা হাপসিনী আমাদের কারাগৃহে প্রবেশ করিল। সে আসিয়াই বিকট দন্ত বিকাশ করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিল, রাজকুমারী তোদের উপর বড়ই সুপ্রসন্ন। তোমরা প্রাণে বাঁচিবে এই পর্যন্ত বলিয়াই আমার হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গে যাইতে, বলিল। তাহার আকৃতি দেখিয়া অতিশয় ঘৃণা হইয়াছিল, ভয়ও হইয়াছিল কিন্তু তাহার সঙ্গে গেলে যদি প্রাণে বাঁচি এই ভাবিয়া কোন কথাই না বলিয়া সেই কাফ্রীস্ত্রীর অনুগামী হইলাম। আমি হাপ্সিনী সঙ্গে ক্রমে এক ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলাম। সেই হাপ্সিনী কহিল এই রাজকন্যা, হমরা! রাজকন্যার রূপ দেখিয়াই আমি হতজ্ঞান হইয়া গেলাম। কজ্জল অপেক্ষাও

কৃষ্ণবর্ণ, ওষ্ঠ এত স্থূল যে, প্রায় দাড়ি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। শরীরের যত মাংস যেন ওষ্ঠেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। নাসিকা উঠাইয়া গিয়া উপরে উঠিয়াছে। চক্ষু আছে কি না দেখা গেল না। আকারে বোধ হইল যেন, দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ, কোটর। কপাল দেশ যেন তৃণশূন্য কৃষ্ণবর্ণ প্রাঙ্গণ, একটা বা ভ্রসর্প্পের টুপি, টুপির গায়ে নানারকম পক্ষীর পালক, গলদেশ হইতে জানুদেশ পর্য্যন্ত একখানা বৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম আচ্ছাদন, গায়ের দুর্গন্ধে ভূত পালায়। সেই সুন্দরী আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "ওহে! তোমার কপাল ভাল, আমার পার্শ্বে উপবেশন কর। আমি এমন অপরূপ সুন্দরী যে, কত শত রাজপুত্র আমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য লালায়িত, কিন্তু আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। তোমাকে দেখিয়া আমার মন প্রাণ ভুলিয়া গিয়াছে, এস আমার সঙ্গে আহার বিহার কর, এক সঙ্গে মদ্য পান কর।"

আমি কথা কহিব কি, বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ হইয়া গেল। অবাক হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া রহিলাম। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সেই হাম্পিনী সুন্দরী সেই বিকট বদনে হাস্য করিয়া কহিল, বুঝিয়াছি, আমার রূপমাধুরী দেখিয়া তুমি বাক্‌শূন্য হইয়াছ, তা যাহা হউক, তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত প্রসন্ন। আমি ভয়ে আড়ষ্ট। ভগবান আমার অদৃষ্টে ইহাই লিখিয়াছিলেন। বেত্রেলজামালের লোভে পড়িয়া হাম্পিনীর হাতে পড়িলাম, এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে দাসী একখানা মৃৎপাত্রে কতক গুলা অর্দ্ধসিদ্ধ মৃগমাংস, আর দুইটা মৃৎপাত্রে দুর্গন্ধ সুরা আনয়ন করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল। আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম হাম্পিনী সেই মাংস ও সুরার কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়া উচ্ছিষ্ট অংশ খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল, আমি কহিলাম ক্ষুধা নাই। আমার কথা শুনিয়া হাম্পিনী কহিল, আমাকে পাইয়া কি তোমার ক্ষুৎতৃষ্ণা ঘুচিয়া গিয়াছে? ভাল ভাল রাত্রি আসুক, উভয়ে প্রেমসুখে ভাসিব, এখন আহার কর।" আমি তবু কিছুতেই রাজি হইলাম না। তখন সেই হাম্পিনী কহিল, তোমার ভাগ্যে যেমন সুখ, তোমার বন্ধুর ভাগ্যেও তেমনি সুখ আছে। আমার প্রিয়সহচরী কিম্পীর সহিত তাহার বিবাহ দিব। তুমি তাহাকে গিয়া এই শুভ সংবাদ দাও আমরা ততক্ষণ বেশভূষা করি, সন্ধ্যা হইলে, আমার দুইজন সখী গিয়া তোমাদিগকে লইয়া আসিবে।"

আমি পুনর্জ্জীবিত প্রায় হইয়া সৈয়দের নিকট গমন করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করাইলাম। সৈয়দ কহিলেন, "হানি কি, প্রাণের জন্য কে কি না করে? প্রাণের কাছে কিছু নাই, তুমি সম্মত হও।"

আমি কহিলাম, পরের বেলা সম্মত হইতে বলিতেছ; কিন্তু সেই রাজকন্যা হমরার সখী আছে, তাহার নাম মির্শা। সে তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। রাজকন্যা তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিতে চায়। দেখা যাইবে তুমি কেমন রাজি হও।

সৈয়দের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি কহিলেন, "সহস্র অজাগরের নিকট সহস্র প্রাণ বলি দিতেও প্রস্তুত তথাপি সেই পেৎনীকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই রাজকন্যার এক হাব্সিনী দূতী আসিয়া আমাদিগকে রাজকন্যার অন্তঃপুরে লইয়া গেল। দেখিলাম, হমরা মির্শা দুই জনে দুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া রহিয়াছে। বিবাহের যোগ্য বেশভূষা, বিলাসের যোগ্য হাবভাব তাহাদের অঙ্গে শোভা পাইতেছে; কিন্তু সেই বেশভূষাতে তাহারা আরও কদাকার হইয়া পড়িয়াছে। আমরা উপস্থিত হইলে দুইজনে দুইজনের হস্ত ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে আপনাদের পার্শ্বে বসাইল। প্রায় চারিদণ্ড কাল সেই বিলাসিনী পেৎনী আমাদিগকে মোহিত করিবার জন্য হস্তমুখ ভঙ্গী করিয়া হাস্য করিল, গান করিল, এক একবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া তালে বেতালে নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে বাড়াবাড়ী দেখিয়া কৌশলক্রমে হাব্সিনীকে নানা প্রকার তিরস্কার করিলাম।

ইহাতে সেই পেৎনী কহিল, এখনই তোদের অজাগরের মুখে পাঠাইয়া দিতেছি, এই বলিয়া জমাদার জমাদার বলিয়া ডাক ছাড়িল। হুঙ্কার মাত্রেই জমাদার হাজির। পেৎনী আদেশ করিল, "তুমি এই দণ্ডে এই দুই পাপাত্মাকে অহি মুখে নিক্ষেপ কর।

হুকুমমাত্রেই, জমাদার আমাদের দুজনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু পিশাচী তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া বলিয়া দিল, "না না, প্রাণ দণ্ড করিও না, তাহা হইলে মনের খেদ মিটিবে না। উহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়া মারিতে হইবে। অতএব উহাদিগকে দিবানিশি যাঁতা পিশাও মুহূর্ত্ত মাত্র বসিতে দিও না।

জমাদার সেই আজ্ঞাই প্রতিপালন করিল। তিন দিন আমরা অনাহারে থাকিলাম। চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার আগে জমাদার যেমন ভাঙ খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, সেই অবসরে অমনি দৌড়। এক দৌড়ে সমুদ্রতীরে উপস্থিত। ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলাম, তীরে যদি নৌকা না থাকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিব। ঈশ্বরের অনুকম্পায় ঘাটে একখানি নৌকা দেখিতে পাইলাম কিন্তু কর্ণধার ছিল না। আমরা দ্রুতপদে সেই নৌকায় উঠিয়া প্রাণপণে দাঁড় বাহিতে লাগিলাম। সমুদ্রতীর হইতে একজন ধীবরবেশী কাফ্রী চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহার কথা গ্রাহ্য করিলাম না। রাত্রি যখন প্রায় আড়াই প্রহর কি তিন প্রহর, সেই সময় একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের নিকটে আমরা নৌকা লাগাইলাম। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। আমরা দ্বীপে নামিলাম। দ্বীপটী বিবিধ তরুপুষ্পে সুশোভিত, ফলবান তরুগণ সুস্বাদু ফল ধারণ করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, নির্ঝর হইতে নির্মল জল পতিত হইতেছে। আমরা ফল ভক্ষণ ও জল পান করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিলাম। শেষরাত্রে নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলাম। জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সৈয়দ নাই। হতাশে চারিদিকে অন্ধকার দেখিলাম, অনেক খুঁজিলাম। কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। স্থির করিলাম সৈয়দকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। এখন অসহায় কোথায় যাই? ভাবিয়া আর কি করিব একাকী বনপথে অগ্রসর হইলাম। যাইতে যাইতে একটী সুন্দর পুরী দেখিলাম। বাহিরের দরজায় সিংহাকার তালা বন্ধ ছিল, কোন প্রকার দ্বার উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিতেছি, আপনি খুলিয়া গেল। পুরীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, সে পুরিতে জন মনুষ্য নাই। সম্মুখে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিয়া পূর্ব্ব দিকের একটী গৃহে প্রবেশ করিলাম। তথায় দেখিলাম এক অনুপম লাবণ্যবতী যুবতী মণিমঞ্চে পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রা যাইতেছে। তেমন অপরূপ সুন্দরী যুবতী কখনও মনুষ্যে হয় না। নিকটে গিয়া তাহাকে ডাকিলাম। নাম জানি না, সুন্দরী বলিয়াই সম্বোধন করিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। সে এমন যে নিদ্রা যাইতেছে, তাহার সুষুপ্তি কোন মতেই ভঙ্গ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম মরা, কিন্তু দেখিলাম শরীর আমাদের শরীরের মত, কিছুই প্রভেদ নাই।

নির্নিমেষ নয়নে নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আমি সেই

নিদ্রিতা মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ দেখিয়াও আমার নয়ন মন তৃপ্ত হইল না; ভাবিলাম। এ রমণী কে? কে ইহারে এই নির্জ্জন পুরীতে আনিল? কোন দুর্ম্মতি দৈত্য কি ইহারে হরণ করিয়া এখানে আনিয়াছে? মনে মনে এইরূপে অনেক ভাবিলাম, মনোমধ্যে নানা প্রকার সন্দেহ সমুদিত হইল। শেষে ভাবিলাম, সুন্দরীর নিদ্রাভঙ্গ করি, তাহা হইলেই তাহার নিকট সমস্তই জানিতে পারিব। ইহাই স্থির করিয়া সেই রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, বহু কষ্টেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সমস্ত কষ্ট করাই বৃথা হইল। এবার ভাবিলাম, মায়া-নিদ্রা। যাহা হউক, এখন অন্যত্র গমন করি, পরে রমণীর ঘুম ভাঙ্গিলে আবার আসিয়া সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিব। তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া সে গৃহ হইতে, নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই নির্জ্জন পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বনে পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভীষণাকার হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। সেই সকল জন্তু আমারে হিংসা করা দূরে থাকুক, যেন ভয় পাইয়া মাথা গুঁজিয়া দূরে পলাইল। দুই চারিদণ্ড ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সুন্দরী তখনও পর্য্যন্ত সেই ভাবে রহিয়াছে। ভাবিলাম, এ কি অনন্ত নিদ্রা!—আবার তাহার নিদ্রা ভঙ্গের চেষ্টা করিলাম, কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। হাত ধরিয়া সজোরে টানিলাম তবুও ঘুম ভাঙ্গিল না। নিরাশ হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় শয্যা পার্শ্বস্থিত একখণ্ড প্রস্তরের প্রতি আমার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল। প্রস্তরখানিতে কি লেখা ছিল, সেইগুলি পড়িতেছি সহসা রমণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। গাত্রোত্থান না করিয়াই বিস্মিত হইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কে? আপনি কি দেব? না যক্ষ রক্ষ অথবা কিন্নর? কে আপনি? মায়াবলে নরদেহ ধরিয়া এখানে আসিয়াছেন এ মায়াপুরী। এ পুরীর সমস্তই মায়া। এখানে প্রবেশ করা মানবের ক্ষমতাতীত। দ্বারে যে স্বর্ণময় কুলুপ আছে মানুষ তাহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেও পারে না। আপনি তবে কি প্রকারে সেই চাবী খুলিয়া এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন? সত্য করিয়া বলুন কে আপনি? আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি।

আমি উত্তর দিলাম, ভয়ের কোন কারণই নাই। আমি মনুষ্য; দেব যক্ষ

রক্ষ অথবা কিন্নর কিছুই আমি নই। বাস্তবিক আমি মানুষ। আমি মায়াবী নহি। তুমি যে বলিলে, এ পুরী মনুষ্যের দুষ্প্রবেশ্য, দ্বার মুক্ত করা মনুষ্যের ক্ষমতাতীত, আমিত তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এখানে প্রবেশ করিতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। দ্বার আপনি খুলিয়া গেল, কেবল তোমার অতুপ্তি নিরখনে যাহা কিছু কষ্ট হইয়াছে। এখন বল কে তুমি? কিরূপেই এই নির্জ্জন পুরীমধ্যে উপস্থিত হইয়াছ? আর কি নিমিত্তই বা একাকিনী একটী গৃহমধ্যে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলে?

রমণী কহিল, "আপনি অগ্রে নিজ পরিচয় প্রকাশ না করিলে, আমি আমার পরিচয় প্রদান করিব না। অগ্রে বলুন, কে আপনি, কি প্রকারে এই দুষ্প্রবেশ্য পুরীতে প্রবেশ করিলেন?"

আমার পরিচয় না দিলে রমণী নিজ পরিচয় প্রকাশ করিবে না ভাবিয়া বদরল জমালের আলেখ্য দর্শনাবধি সেই পুরী প্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলাম। রমণী সলজ্জ প্রফুল্ল বদনে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। আমারেও পার্শ্বে বসিতে বলিল। আমি উপবেশন করিয়া তাহার হস্তে সেই চিত্রপট খানি প্রদান করিলে রমণী কহিল, যেরূপ চিত্রপট আপনি পাইয়াছেন, সে রাজকন্যা ঠিক তাহার অনুরূপ হইলে যথার্থই প্রণয়ের পাত্রী বটে।"

আমি একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলাম, আমিত আমার পরিচয় দিয়াছি এখন তুমি তোমার পরিচয় প্রদান কর।

রমণী একটু হাসিয়া কহিল আমিসরন্দীপ রাজকন্যার গল্পনিজ পরিচয় বলিতেছি আপনি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন। আমি সাগর গর্ভস্থ সরন্দীপ নামক দ্বীপেররাজার কন্যা। একদিন আমি সহচরী সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেছি, হটাৎ একটা প্রকাণ্ড পক্ষী আকাশপথ হইতে সাঁ করিয়া উড়িয়া আসিয়া আমারে ঠোঁটে করিয়া লইয়া আকাশে উড়িল। চীৎকারস্বরে আমি অনেক ক্রন্দন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না। শূন্যে শূন্যে উড়াইয়া আনিয়া এই বনমধ্যে নামাইল। এ পুরী তখন ছিল না। চক্ষের নিমেষে মায়াবলে এই চিত্তহারিণী অট্টালিকা সৃজিত হইল। যে গৃহে এখন আমি আছি, এই গৃহে এই পালঙ্কে আমারে বসাইয়া সেই পক্ষী আপন পক্ষীরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক এক ভীষণকায় দৈত্যরূপ পরিগ্রহ করিল। পর্য্যঙ্কের উপর আমার পার্শ্বে বসিয়া প্রণয়েরস্বরে বিনয় করিয়া প্রেমভিক্ষা করিতে লাগিল।

আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। কাকতি মিনতি করিয়া দৈত্যকে বলিলাম. দৈত্যাপতে' চরণে ধরি, আমায় ক্ষমা করুন। আমি কুমারী, আমি সতী, আমি রাজকন্যা, আমি কুলবালা, আমারে কলঙ্কিনী করিও না। যদি বলপ্রকাশ করেন এখনই আপনার সম্মুখে ছার প্রাণ ত্যাগ করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিব।

দৈত্য বিকট হাস্যে হাস্য করিয়া নয়নভঙ্গী দেখাইয়া কহিল, "আচ্ছা থাক। যে কার্য্য এক দিনে না হয়, দশ দিনে তাহা সিদ্ধ হইই হয়। একদিন না একদিন তুমি অবশ্যই রাজি হইবে। এখন থাক, আমি যাই।" সন্ধ্যার পর দৈত্য এইরূপে প্রত্যহ আসিয়া আমার নিকট প্রেমভিক্ষা করিতে লাগিল আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। সেই পাপাশয় একদিন আমারে মূল্যবান বসনভূষণাদি প্রদান করিয়া স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল। আমি গ্রাহ্য করিলাম না। দর্প করিয়া কহিলাম, যদি তুমি বলপ্রকাশ কর, এখনি আমি প্রাণত্যাগ করিয়া দুর্ল্লভধন সতীত্বধর্ম্ম গৌরবান্বিত করিব। দুর্ব্বুদ্ধি দৈত্য এই কথা শুনিয়া রোষভরে কহিল, "আচ্ছা। যেরূপে পারি, তোমারে আমি বশীভূত করিবই করিব।" এই কথা বলিয়া এই প্রস্তরখণ্ডে কতিপয় মন্ত্র লিখিয়া আমার গাত্রে ছুয়াইল, পরে সেই সকল মন্ত্র পাঠ করাতেই আমি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। প্রত্যহই আমি এইরূপে ঘুমাইয়া থাকি, রাত্রিকালে দৈত্য আসিয়া জাগ্রত করে। নানা প্রকার সাধ্যসাধনা করে, আমার মন অটল। আমি তাহার কথায় কর্ণপাত করি না।

সবেমাত্র শেষ কথাটি যুবতীর জিহ্বা হইতে উচ্চারিত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ অমনি ঝনুঝনা শব্দে পুরীদ্বার খুলিয়া গেল। ভীষণ গর্জ্জনধ্বনি গগনমণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিল। রাজকন্যা কহিলেন, "যুবরাজ। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। দৈত্য আসিতেছে।" বলিতে বলিতে তালতরু সদৃশ উচ্চ এক বিকটাকার দৈত্য সেই গৃহমধ্যে উপনীত হইল। তাহার আকার দেখিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। সেই ভীষণাকার দৈত্য আমারে দেখিবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া আমার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিতে লাগিল, "প্রভো। আমি আপনার অনুগত আজ্ঞাকারী। কি কার্য্য করিতে হইবে, আদেশ প্রদান করুন, এখনই সম্পন্ন করিব।

আমি অগ্রে ভাবিলাম, ছলনা। তাহা ভাবিয়াই সভয়চিত্তে তাহারে কহিলাম, দৈত্যবর! আমি তোমাকে কি আদেশ প্রদান করিব? তুমি আমার কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ?

দৈত্য কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "মহাত্মন্! সলোমনের অঙ্গুরী আপনার হস্তে আছে। উহা অঙ্গুলিতে থাকিলে পৃথিবীর কোন কার্য্যই অসাধ্য থাকে না। জলে স্থলে কিছুতেই মৃত্যু হয় না। হিংস্র জন্তুতে হিংসা করে না, পৃথিবীর কোন ভৌতিক শক্তি তাঁহার নিকট শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। আপনি পরম সৌভাগ্যশালী, দেবতুল্য পরাক্রমশালী। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া পালন করিব। কেবল আমি নই, আমার স্যায় যত দৈত্য এই পৃথিবীতে আছে, তাহারা সকলেই আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর।"

আমার চমৎকার জ্ঞান হইল। বিস্ময়বাক্যে কহিলাম, অহো! এই জন্যই সাগরজলে মৃত্যু হয় নাই। এই জন্যই কাফ্রীরা অজগরের মুখে দিতে পারে নাই। এই জন্যই বিজন বনে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ আমারে দেখিয়া ঘাড় হেট করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই জন্যই এই পুরীর বিশাল কপাটের স্বর্ণকুলুপ স্পর্শ করিবামাত্র আপনি খুলিয়া গিয়াছিল। এই এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আচ্ছা, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার প্রিয়বন্ধু পিতৃমন্ত্রী সৈয়দ এই অরণ্য মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, নিদ্রাভঙ্গে আর তাঁহারে দেখিতে পাইলাম না কেন? তিনি কোথায় গেলেন?

দৈত্য কহিল, "রাত্রিকালে তাঁহাকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। আপনি ঘুমাইতে ছিলেন, আপনারেও লইয়া যাইত, কিন্তু আপনার হস্তে সলোমনের অঙ্গুরী থাকায় স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

দৈত্যের কথায় আমার চক্ষুদ্বয় হইতে অবিরলধারায় অশ্রু বিগলিত হইল। অনেক বিলাপ করিলাম। রাজকন্যা আমারে বিস্তর সান্ত্বনা করিলেন, আমি কষ্টে প্রবোধ পাইয়া একটু সুস্থ হইলাম। পরে সেই দৈত্যকে কহিলাম এই রাজকন্যাকে ও আমাকে সরন্দীপে রাখিয়া আইস। সে প্রথমে অস্বীকার করিল কিন্তু শেষে আমার তিরস্কার শ্রবণে ও ক্রোধ দর্শনে ভীত হইল।

দুর্দ্দান্ত দৈত্য আর কথা কহিতে পারিল না। পক্ষী বেশ ধারণ করিয়া আমাদের উভয়কে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া সাগরকূলে উপস্থিত হইল। সেই স্থান হইতে তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া রাজকন্যাকে একটি পীরের মঠে

লুকাইয়া রাখিলাম। দৈত্যকে বলিয়া দিলাম, বিশ্বাসঘাতক! তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদি বিশ্বাস রাখিতে চাহিস, স্মরণমাত্রেই দেখা দিস। ভয়ে ভীত হইয়া দৈত্য করযোড়ে আমারে কহিল, "মহাশয়! আমি আপনার চির আজ্ঞাকারী দাস, যখন স্মরণ করিবেন, তখনি এ দাসকে দেখিতে পাইবেন।"

দৈত্য বিদায় হইয়া গেলে, আমি রাজবাটীতে গমন করিয়া সরন্দীপ রাজাকে তাহার কন্যার আগমন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলাম।

রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "চিরজীবী হও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

অনন্তর রাজাদেশে রাজকন্যা পীরের মঠ হইতে সভাস্থলে আনীত হইল। সভাশুদ্ধ নরপতি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তনয়ার শির-শ্চুম্বন করিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিতে লাগিলেন, "বৎসে! তোমার চাঁদ-মুখ যে আর এ জন্মে দেখিতে পাইব, বলিয়া আশা ছিল না। জগদীশ্বর সদয় হইয়া এই মহাপরাক্রান্ত গুণবান রাজপুত্রকে পাঠানতেই তোমার উদ্ধার হইল। তোমা বিহনে আমি যে, কি নিদারুণ কষ্টে কাল কাটাইতেছি তাহা আর বলিতে পারিনা। এতদিনে সকল জ্বালা দূর হইল। রাজকন্যা পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন।

## সিফল মুলুকের কথার পরিশেষ।

অনন্তর রাজকুমারী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন রাজা আমারে পরম যত্নে আপন আবাসেই রাখিয়া দিলেন। প্রায় এক মাস কাল আমি সরন্দীপ নরপতি আবাসে বাস করিলাম। ক্রমশঃ আমার প্রতি নরপতির স্নেহ বৃদ্ধি হইল। একদিন তিনি আমারে তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বেদুরল জামালের কথা উল্লেখ করিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলাম।

নরপতি আমার এইরূপ অস্বীকারবাক্যে দুঃখিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বেদুরল কে? কাহার কন্যা? কোথায় নিবাস?—তাহার নাম তুমি কি প্রকারে জানিলে?

আমি আলেখ্য খানি তাঁহাকে দেখাইয়া যতটুকু সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলাম তাহাই কহিলাম। রাজা সেই আলেখ্য দর্শন এবং আমার

প্রণয় কাহিনী শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেই সময় একটী কথা আমার মনে হইল। অঙ্গুরী স্পর্শ করিয়া সেই দৈত্যকে স্মরণ করিলাম। স্মরণ মাত্রেই ভীষণ শব্দ করিয়া সেই দৈত্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজাকে আর আমাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে আমাকে কহিল প্রভু! দাসকে কিজন্য আহ্বান করা হইয়াছে?

সভাসদবর্গ প্রথমতঃ তাহার আকৃতি দর্শনে ভীত দ্বিতীয়তঃ আমার প্রতি তাহার ভক্তি দর্শনে বিস্ময়ে আভভূত হইলেন। দৈত্যকে ডাকিয়া কহিলাম, এবারে তোমার প্রতি বিশেষ কাৰ্য্যে আদেশ নাই। একটী সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তোমারে অদ্য ডাকিয়াছি, সিংহলদ্বীপের নিকটে এক দ্বীপে কাবল রাজার কন্যা বেজ্রেল জমাল, সেই রাজকন্যা কোথায় আছেন? কিরূপে তাঁহারে পাওয়া যাইতে পারে, বলিয়া দাও।

দৈত্য কহিল শৈলদ্বীপে কাবল রাজার কন্যা বদ্রেল জমাল জগৎ-বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। সলোমনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মহাত্মা সলোমন তাঁহারে লাভ করিয়া আপনারে ভাগ্যবান জ্ঞান করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই স্বর্গে গমন করিয়াছেন, পৃথিবীতে কেহই জীবিত নাই।"

শুনিয়া আমার চৈতন্য লোপ হইল ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিলে বিলাপ করিতে২ কহিলাম, হায়! আমি কি পাগল মৃত রমণীর প্রেমানুরাগী হইয়া দেশ ছাড়িয়া কতই বিপদ সহ্য করিলাম, শেষে প্রাণ লইয়া টানাটানি? অতএব এ প্রাণ আর রাখিব না। এ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা বৃথা, দৈত্য আমাকে অনেক প্রবোধ দিয়া বিদায় হইল, আমি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। রাজা আমারে সান্ত্বনা করিয়া আশ্বাস বচনে কহিলেন বৃথা আর অনুতাপে প্রয়োজন কি? বেজ্রেল জমাল যখন মরিয়া গিয়াছে তখন তাহার জন্য শোক করা অকারণ, আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া বেজ্রেল জমালকে স্মরণ মঞ্চ হইতে বিসর্জ্জন দাও।

"না তা পারিব না, জীবন থাকিতে পারিব না, জমাল মরিয়া গিয়াছে, যে কদিন জীবন থাকিবে, তাহারেই মনে মনে চিন্তা করিয়া দিন যাপন করিব। মহারাজ আমি আপনার অনেক অপরাধী হইলাম, মাপ করিবেন, আপনার কুমারীকে বিবাহ করিতে পারিলাম না।" আমি এক বৎসরকাল তথায় অব-স্থিতি করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিয়া গমনোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া বিদায়

অনুরোধ করিলাম; রাজা আমাকে আরও কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। আরও একমাস থাকিলাম। মাসান্তে আমার স্বদেশযাত্রার আয়োজন হইল। দ্বীপেশ্বর নানাবিধ উপহার সামগ্রী অনেক অনুচর সঙ্গে দিয়া রাহাখরচ স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে সস্নেহে আমারে আলিঙ্গন করিলেন। আমিও ভক্তিভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। অনন্তর রাজকুমারীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম, তাহার হৃদয়ে যে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইল। রাজকুমারী আঁখিজলে সেই অঙ্কুর বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু আমি বিনয়বাক্যে তাহার সমুদায় চেষ্টা বিফল করিলাম।

নৌকারোহণে যথাসময়ে স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখিলাম মাতা পিতার মৃত্যু হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা হইয়াছেন। আমারে দর্শন করিয়া সহোদর হর্ষ প্রকাশ করিলেন, তিন চারি দিবস আমি সচ্ছন্দে গৃহবাস করিলাম। ভ্রাতা একদিন আমারে কহিলেন, "ভ্রাত! আমাদিগের ভাণ্ডারে একটী মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী ছিল, আমি অনেক খুজিয়াও তাহা আর দেখিতে পাই নাই। পিতা কহিয়াছিলেন, তুমি তাহা লইয়া গিয়াছ। এ কথা কি সত্য?"

আমি উত্তর করিলাম, হাঁ, সত্য। আমিই তাহা লইয়া গিয়াছিলাম। ফিরাইয়া আনিয়াছি, গ্রহণ করুন। এই কথা বলিয়া আমি আপন অঙ্গুলী হইতে খুলিয়া সেই সর্ব্ব বিপদহারী অঙ্গুরীটী জ্যেষ্ঠ সহোদরের হস্তে প্রদান করিলাম, তিনি আহ্লাদিত হইয়া আমারে আলিঙ্গন করিলেন। দিন কাটিয়া গেল, রাত্রিকালে আমি আপন গৃহে শয়ন করিয়া আছি, অল্প তন্দ্রার আবেশ হইয়াছে, রাত্রি দুই প্রহরে একজন ঘাতুক কোন শব্দ না করিয়া আমার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া চুপি চুপি আমারে কহিল, "যুবরাজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আপনার ভ্রাতা আপনারে নিধন করিবার জন্য আমারে আদেশ দিয়াছিলেন। আপনি রাজ্যের কণ্টক স্বরূপ। আপনার মৃত্যু হইলে তাঁহার রাজ্য ভোগ নিরাপদ হয়। আমি আপনারে বাল্যাবধি স্নেহ করি। আপনিও আমাদের সকলকেই সমান ভাল বাসেন। আপনার বিনাশ সাধন আমার সাধ্য নহে। অতএব যুবরাজ! আমি গোপনে পরামর্শ

দিতে আসিয়াছি, এই রাত্রেই আপনি এই পাপ রাজ্য হইতে প্রস্থান করুন।"

আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই অর্দ্ধরাত্রেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। নিশীথ সময়ে পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক মহারাজের রাজধানীমধ্যে আসিয়াছি। মহারাজ! আমার আদ্যোপান্ত জীবন বৃত্তান্ত শুনিলেন। এক্ষণে বিচার দেখুন আমার মন চিন্তানলে জর্জ্জরিত কি না। আমার মন সেই বেগ্রেল জামালের জন্য ব্যাকুল। তাহার রূপরাশি আমার কণ্ঠে ফাঁসি লাগাইয়াছে।

রাজা বদরুদ্দীন একমনে সফল মুলুকের জীবনচরিত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, রাজপুত্র! তুমি মৃতের প্রতি অনুরাগী হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছ। ভাল সেই বেগ্রেল জামালের চিত্রখানি একবার আমারে দেখাইতে পার?"

সফল মুলুকের সঙ্গে সঙ্গেই সেই চিত্রপটখানি থাকিত, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই তাহা বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিলেন। রূপ দেখিয়া রাজা একেবারে হত চৈতন্য হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সফল মুলুককে ডাকিয়া কহিলেন, রাজপুত্র! তোমার অসুখের প্রকৃত কারণ আছে বটে, কিন্তু বেগ্রেল জমাল যখন বাঁচিয়া নাই তখন তাহার জন্য অসুখী থাকা বৃথা।

সফল মুলুক কহিলেন, বৃথা, তাহা জানি মহারাজ। তবু বেগ্রেল জামালকে জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। সুখী হইতেও পারিব না, চিরকাল অসুখী থাকিয়া অসুখেই দিন যাপন করিব।

প্রণয়ের অতুল্য দৃষ্টান্ত দর্শনে রাজা বদরুদ্দীন প্রফুল্লমনে সফলমুলুককে বিদায় দিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, দেখ ভাই! যদিও সফলমুলুক সুখী নহে, তথাপি তাহা বলিয়া পৃথিবীতে কাহার অন্তরে সুখ নাই, এ কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। আমার কর্ম্মকারকেরা সকলেই প্রচুর বেতন পায়, তাহাদের কোন অসুখই নাই, তাহারা অবশ্যই সুখী। তুমি তাহাদের সকলকে আমার কাছে আন। আমি জিজ্ঞাসা করিব, তাহাদের কাহারও কোন অসুখের কারণ আছে কি না?"

মন্ত্রী সমস্ত কর্ম্মকারকদিগকে ডাকিলেন। তাহারা সভাস্থলে আসিলে রাজা প্রত্যেকের সাক্ষাতে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তোমরা

আমার নিকট সত্য করিয়া বল, কাহারও মনে কোনরূপ অসুখ আছে কি না? সত্য ভিন্ন কখনও মিথ্যা কহিও না। মিথ্যা বলিলে প্রাণদণ্ড হইবে, সত্য কথা কহিলে উচিতমত পুরস্কার দিব।"

কর্ম্মচারীরা একে একে করযোড়ে নিবেদন করিল, "ধর্ম্মাবতার! যাহারা পরাধীন, দাসত্ববৃত্তি যাহাদের জীবিকা, তাহারা কি কখনও জীবনে সুখী হইতে পারে?"—সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া কেহ মাতৃপিতৃ বিচ্ছেদ, কেহ কেহ স্ত্রীপুত্রবিরহ, কেহ কেহ বা বন্ধুবান্ধব বিসর্জ্জন এবং কেহ কেহ বা পরাধীন জীবনে সদা ক্ষুন্ন ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া মানসিক চিন্তা ও দারুণ অসুখের পরিচয় দিয়া গেল।

গম্ভীরভাব ধরিয়া তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন, দ্বিতীয় অমাত্যকে কহিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি নগরীমধ্যে যাইয়া যাহাকে প্রফুল্ল ও হর্ষযুক্ত দেখিতে পাইবে, তাহাকেই আমার নিকট লইয়া আইস।"

যে আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রী নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহে গৃহে পর্য্যটন করিয়া, দেখিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন চিন্তায় অসুখী;—কাহারও বদন প্রফুল্ল নহে। অবশেষে মালেক নামক একজন তন্তুবায়কে হর্ষোৎফুল্ল ও আমোদপ্রিয় দেখিয়া তাহাকেই রাজসভায় আনয়ন করিলেন। নরপতি তাহারে দেখিয়া প্রিয় সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালেক! দেখিতেছি, তুমি প্রকৃত সুখী, তোমার মুখে সর্ব্বদাই সুমধুর হাস্য লাগিয়া আছে তুমি বল দেখি, তোমার মনে কোন প্রকার ভাবনা অথবা অসুখ আছে কি না?"

মালেক উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনার নিকটে সে কথা বলিতে আমি ভীত হইতেছি। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আপনার নিকট যাহা তাহা প্রকাশ করিলে লজ্জিত হইতে হইবে, আমি সামান্য গরিব প্রজা হইয়া আমি সভাজনের সম্মুখে কি প্রকারে সে কথা প্রকাশ করিব?

নরপতি কহিলেন, "যখন আমি নিজে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তখন তোমার ভয়ই বা কি? লজ্জাই বা কি? আমি বার বার তোমাকে বলিতেছি তোমার মনে সুখই থাকুক আর দুঃখই থাকুক আমার কাছে প্রকাশ কর। নচেৎ তোমার শাস্তি হইবে। মালেক তন্তুবায় ভয়ে ভীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ আমার জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। এই বলিয়া মালেক জীবন চরিত বলিতে লাগিল।

## মালেক তন্তুবায় ও সেরিণী রাজকন্যার কথা।

মালেক বলিলেন, মহারাজ যদিও আমাকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল দেখিতে পাইতেছেন বটে, কিন্তু আমার মন দুঃখদাবদাহে জলিয়া যাইতেছে। আমি সুরট নগরবাসী একজন সাধুপুত্র। পিতার মৃত্যুর পর নানা প্রকার কুকার্য্যে পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইলাম। দেশত্যাগ করিবার মানসে একদা নদীতীরে বসিয়াছি একজন পর্য্যটনকারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেই পর্য্যটন কারীর নিকট দেশ ভ্রমণের উপকারিতা ও আমোদ প্রাপ্তির কথা শুনিয়া দেশ ভ্রমণে একান্ত অভিলাষী হইলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দস্যু ভয়ের কথা মনে হওয়াতে সেই পরিব্রাজককে নিজ ভয়ের কথা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি কহিলেন, সে ভয় তোমার থাকিবে না। আমি তাহার উপায় করিয়া দিব। সত্য সত্যই যদি দেশ ভ্রমণে ইচ্ছা হইয়া থাকে তোমার গৃহে চল, উপায় করিয়া দিতেছি। তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে লইয়া গৃহে আনিলাম।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি কহিলেন, আমি তোমাকে একটী আকাশযান তৈয়ারি করিয়া দিব, অতএব কয়েক খণ্ড তক্তা ও একজন সূত্রধরকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাই করিলাম। অনন্তর তিনি ইচ্ছামত একটী সিন্দুক নির্ম্মাণ করাইলেন, বায়ু সঞ্চালনের জন্য চারিদিকে ছোট ছোট ছিদ্র রাখিলেন, সিন্দুক নির্ম্মাণ হইলে তিনি পরীক্ষার্থে তাহাতে আরোহণ করিয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার নামিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। তিনি সিন্দুকটী আমাকে দিয়া তাহার পরিচালনা প্রণালী থামান, নামান, উত্থান প্রণালী শিক্ষা দিলেন। আমি সানন্দচিত্তে সূত্রধর ও সেই পরিব্রাজককে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলাম। অনন্তর সিন্দুকটী একটী নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিলাম। দিবাভাগে আহারাদি করিয়া রাত্রিকালে যৎকিঞ্চিৎ আহার সামগ্রী লইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত যাইতাম কত নদনদী নগরের শোভা দর্শন করিয়া পুলকিত হইতাম। আবার দিবাভাগে নীচে নামিয়া আহারাদি করিতাম। একদিন একটী সুন্দর নগর দেখিয়া তাহা ভাল করিয়া দর্শন করিবার আশায় সেই নগরে অবতরণ করিলাম। একটী নির্জ্জন বন মধ্যে সেই সিন্দুকটী রাখিয়া নগরে প্রবিষ্ট

হইলাম। নিকটে একজন কৃষিজীবিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এ রাজ্য কাহার? সে কহিল তুমি কি আকাশ হইতে নামিয়া আসিলে? আমি ভাবিলাম সে কথা বড় মিছে নয়। পরে বিনয় বাক্যে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়! আমি বিদেশী আমি এদেশের লোক নই সুতরাং কিরূপে জানিব? সে কহিল এ রাজ্য জগৎবিখ্যাত রাজা বাহমানের। এই নগরের নাম গাজনা। আমি তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ যে অট্টালিকা দেখা যাইতেছে ওটী কাহার? কৃষক কহিল ওটী আমাদের রাজকন্যা সেরিণীর আবাস পুরী। জ্যোতির্ব্বেদেরা গণনা করিয়া বলিয়াছেন দুষ্ট লোকেই পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সতীত্ব নষ্ট করিবে। সেই রাজা বাহমান এই দুষ্প্রবেশ্য পুরীতে নিজ কন্যাকে রাখিয়াছেন; উহার চতুর্দ্দিকে সমস্ত প্রহরীরা অষ্টপ্রহর পাহারা দিতেছে। এই পুরীটী সাতমহল, প্রত্যেক মহল জল পূর্ণ গড়-খাইলে বেড়িত এবং প্রত্যেক মহলের দ্বারই লৌহময় প্রত্যেক দ্বারেই সমস্ত প্রহরী ভন্ডির শত শত প্রহরী চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক একটী পিপীলিকাও এই পুরি মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সেরিণী একণে ষোড়শী যুবতী গণনা প্রমাণে এই সময়েই প্রতারকের ভয়।

কৃষকের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার মন সেই রাজকন্যাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইল। সেই বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া সিন্দুকটি তন্মধ্যে রাখিয়া কিছু আহার করিলাম। দিবা কাটিয়া গেল; সন্ধ্যা হইল, ক্রমে অধিক হইল চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত হইল। আমারও সুবিধা হইল আমি সিন্দুকে চড়িয়া আকাশে উঠিলাম। আকাশে উঠিয়া সেরিণীর পুরি অভিমুখে চলিলাম। সেরিণীর সেই পুরীর ছাদে নামিয়া সিন্দুকটি একটী গুপ্তস্থানে রাখিয়া নিঃশব্দে রাজকন্যার গৃহ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম। একটী দীপ জ্বলিতেছে এবং পর্য্যঙ্কোপরি একটী পরমা সুন্দরী ষোড়শী যুবতী শায়িত রহিয়াছে। ভাবিলাম ইনিই সেরিণী। আমাকে দেখিবা মাত্র রাজকন্যা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার শব্দেই একটী বৃদ্ধা সেই স্থানে আসিল, রাজকন্যা তাহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল রক্ষিণি! আমার ঘরে তুই কাকে আনিয়াছিস? সেই পুররক্ষিণী আমার প্রতি লক্ষ্যপাত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, রাজকন্যা আমি ইহার

কিছুই জানি না। চতুর্দ্দিকে প্রহরী—লৌহময় কপাট রুদ্ধ কিরূপে মনুষ্য প্রবেশ করিল ?

আমি দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতে ছিলাম আমি কহিলাম, রাজকন্যা আমি মনুষ্য নহি আমি স্বয়ং পীর পৈগাম্বর মহম্মদ তোমার কল্যানার্থে এখানে আসিয়াছি। তুমি জগন্মোহিনী রাজকন্যা হইয়া বন্দিনী ভাবে যৌবন অতিবাহিত করিতেছ দেখিয়া আমার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে তাই তোমার দুঃখ দূর করিতে আমি স্বয়ং আসিয়াছি। যাহাতে তোমাকে আর এ অবস্থায় থাকিতে না হয় তাহার উপায় করিব। যে ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া তোমার পিতা তোমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছেন তাহা আমি খণ্ডন করিব। তুমি আমার ভজনা কর তাহা হইলে তোমাকে বিপদজাল হইতে মুক্ত করিব। রাজকন্যা বিস্মিত হইয়া আমারে প্রণাম করিল, বৃদ্ধাও ভক্তিভাবে আমারে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। সেরিণী তখন বলিলেন প্রভো! আমি কি এতই সৌভাগ্য শালিনী যে আপনি পাণিগ্রহণ করিবেন ? আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের দাসী ; তবে যদি আপনি কৃপা করিয়া আমাকে পরিগ্রহ করেন তবেই আমি কৃতার্থ হই। আমি মহানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সেরিণীর হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলাম। মন্ত্র পড়িয়া তাহারে বিবাহ করিলাম

আমোদ প্রমোদে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতের পূর্ব্বেই গোপনে সিন্দুকে চড়িয়া সেই বনে প্রস্থান করিলাম।

এই প্রকারে ৭ দিন অতিবাহিত হইল। এক দিন রাজা সেরিণীকে দেখিতে আসিলেন। সেরিণী লজ্জায় পিতার নিকট এ কথা ব্যক্ত করিতে না পারিয়া অবনত বদনে বসিয়া রহিল। তাহার তদীয় ভাব দর্শনে রাজা

জিজ্ঞাসা করিলেন সেরিণী। তোমার কি হইয়াছে এমন ভাবে বসিয়া কেন তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে। সেরিণী অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া পরে কহিল, পিত আমার কিছুই হয় নাই। স্বর্গীয় মহম্মদ স্বয়ং আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলে আমাদের রাজ্যের মঙ্গল হইবে। এই কথা শুনিয়া রাজা বাহমান ক্রোধে পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন সেরিণীকে ভৎসনা করিয়া মন্ত্রীকে ডাকিয়া সমুদয় কথা জানাইলেন। মন্ত্রীরা একমত হইয়া কহিলেন, মহারাজ, দেবতারা মধ্যে মধ্যে মনুষ্য বেশ ধরিয়া লীলা খেলা করিয়া থাকেন বিশেষতঃ এই পুরী মনুষ্যের দুষ্প্রবেশ্য অতএব আপনার কন্যার কথা সত্য। সকলেই এই কথা বলিল কিন্তু একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী কহিল রাজন। দুষ্ট লোকে শঠতা করিয়া আপনাকে মহম্মদ বলিয়া পরিচয় দিয়া—আপনার কন্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। রাজা সত্যাসত্য নিরূপন করিবার জন্য তরবারিহস্তে সেরিণীর গৃহ দ্বারে বসিয়া রহিলেন। মহম্মদ ভিন্ন অন্য কোন লোক গৃহে আসিলে কাটিয়া ফেলিব স্থির করিলেন। কন্যাকে মহম্মদ সংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহম্মদের চেহারা কিরূপ ?

কন্যা কহিল, নবীন যুবা পুরুষ। রাজা কহিলেন নিশ্চই প্রতারক আমি বেশ জানি মহম্মদ বৃদ্ধ। রাজকন্যা কহিল এক দিন রাত্রে আমি উঁহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন বাস্তবিক আমি অতি বৃদ্ধ কিন্তু আমি ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারি। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় আকাশে লোহিত মেঘ উদিত হওয়ায় রাজা বিবেচনা করিলেন, মহম্মদ আসিয়াছেন। তাই আকাশ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। আমিও অধিক রাত্র হইয়াছে দেখিয়া সিন্দুকারোহণে সেরিণীর গৃহে উপস্থিত হইলাম। রাজা আমারে দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিভাবে আমার চরণ ধরিয়া স্বীয় অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমি তাঁহার হস্তে ধরিয়া উত্তোলন করিলাম বলিলাম তোমার অজানিত পাপের জন্য তোমার অপরাধ গ্রহণ করিলাম না, বরং তোমায় প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার কোন চিন্তা নাই, তোমার মঙ্গল করিব। রাজা আমাকে প্রণিপাত পুরঃসর, প্রস্থান করিলেন আমি সেরিণীর সহিত রজনী যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে নগরময় ঘোষিত

হইল যে বাহমান স্বচক্ষে মহম্মদকে দেখিয়াছেন। সকলেই বিশ্বাস করিল কিন্তু সেই বৃদ্ধ মন্ত্রী কহিল, রাজন! আপনি কোন মায়াবীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন। বৃদ্ধকে বাতুল বলিয়া সকলে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা মন্ত্রীবর্গ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে নিজ পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মহাঝড় বৃষ্টি হওয়ায় সেই বৃদ্ধ মন্ত্রীর ঘোটক ক্ষিপ্ত হইয়া মন্ত্রীকে ভূমিতে নিক্ষেপ করায় তাহার একটা পা ভাঙ্গিয়া গেল, সেই অবধি তাহার নাম ভগ্নপাদ হইল। পরে বৃষ্টি থামিলে তাঁহারা নগর মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সকলেই মন্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিল; মহম্মদকে তুমি নিন্দা করিয়াছিলে তাই মহম্মদ তোমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। রাজা বাহমান নগরময় ঘোষণা করিয়া দিলেন পীরের জন্য সকলে মহোৎসব করুক।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেলে আমার সঞ্চিত অর্থগুলি ফুরাইয়া যাওয়ায় একদিন রাত্রে সেরিণীকে কহিলাম, দেখ সেরিণী তোমারে বিবাহ করিয়া আমি যৌতুক পাই নাই। যৌতুক না দিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না; এইজন্যই বলা নতুবা আমার অর্থের প্রয়োজন কি? সেরিনী কহিল তার জন্য চিন্তা কি? পিতাকে জানাইলেই প্রচুর যৌতুক প্রদান করিবেন। আমি কহিলাম সামান্য বিষয় পিতাকে জানাইবার প্রয়োজন নাই, এই স্থানে যাহা আছে তাহাতেই কার্য্য শেষ হইবে। এই কথা শুনিয়া সেরিণী কয়েক খানি অলঙ্কার আমাকে দিলেন। পরে দিবাভাগে নগরে আসিয়া বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পাইলাম। তাহাতেই দিনপাত হইতে লাগিল।

একমাস কাল গত হইলে কাসেমরাজ সেরিণীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া দূত প্রেরণ করেন। রাজা বাহমান তাহারে বলিয়া পাঠান আমার কন্যার সহিত পীরপৈগম্বর মহম্মদের বিবাহ হইয়াছে। সুতরাং আমি তোমারে কন্যাদান করিতে পারি না।

এই কথা শুনিয়া কাসেমরাজ বাহমানকে বাতুল মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, অকস্মাৎ যুদ্ধার্থ আগমন করিয়া নগরপ্রান্তে শিবির স্থাপন করিলেন। রাজা বাহমান যুদ্ধের কিছুই সংস্থাপন করেন নাই। সুতরাং তিনি মহাভাবিত হইলেন। এই সময় সেই ভগ্নপাদ মন্ত্রী বিদ্রূপ করিয়া কহিল, আপনার জামাতা মহম্মদ যখন আপনার সহায় রহিয়াছেন, তখন আপনার কিসের চিন্তা। রাজা এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া কন্যার নিকট

সমুদায় জ্ঞাপন করিলেম। সেরিণী কহিল, তজ্জন্ত চিন্তা নাই—প্রভু আপনার সমুদায় শক্র দূর করিয়া দিবেন। কিছুতেই ভয় নাই। অদ্য রাত্রিতেই তাঁহাকে বলিব। আমি দিবাভাগে নগর মধ্যে ভ্রমণে নির্গত হইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহম্মদের মহম্মদত্ব দেখাইবার জন্ম কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড লইয়া সিন্দুকারোহণে সেরিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। সেরিণী কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার আসন্ন বিপদের কথা বলিল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া সিন্দুকারোহণে কাসেমরাজের শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। সিন্দুক হইতে নামিয়া দেখি সকলেই ঘুমাইতেছে, আস্তে আস্তে শিবিরে প্রবেশ করিয়া একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর কাসেমরাজের কপালে মারিয়াই দৌড়িয়া গিয়া সিন্দুকারোহণে আকাশ পথে উঠিলাম। রাজার চীৎকারে সৈন্তগণ জাগ্রত হইল। চতুর্দ্দিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। সেই সময় আমি উপর হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিলাম, সেই শিলাঘাতে কাহার হস্ত কাহার পদ কাহার মস্তক হীন হইতে লাগিল, তাহারা ভাবিল আমরা মহম্মদের কোপে পতিত হইয়াছি। সৈন্তগণ পলায়ন করিল। আহত মস্তক কাসেমরাজও পলায়ন করিতে লাগিলেন, তিনি আহত হইয়াছিলেন সেই জন্ম দ্রুত গমন করিতে পারেন নাই। রাজা বাহমান শীঘ্রই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কাসেমরাজ অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাহমান তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া তাঁহার প্রাণ দান করিলেন বটে, কিন্তু কাহার সাধ্য যে পীরের প্রহার সহ্য করিতে পারে? দুই তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

রাজা পীরের প্রসাদে শক্র জয় করিয়াছেন বলিয়া নগরময় ঘোষিত হইল। নগরের সমস্ত লোক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নানা প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। নগরে অগ্নি ক্রীড়া আরম্ভ হইল। আমি মহম্মদ—সুতরাং মহম্মদেই আরও কেরামত দেখান চাই। এই স্থির করিয়া বাজার হইতে বারুদ ক্রয় করিয়া আনিয়া বাজী প্রস্তুত করতঃ সিন্দুকারোহণে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইলাম। এবং আকাশে উঠিয়া সেই সমস্ত বাজীতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।—নীচের লোকেরা এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া ঐ মহম্মদ আসিতেছেন, ঐ মহম্মদ আসিতেছেন, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া আরও উচ্চে উঠিতে লাগিলাম। লোকেরা চীৎ

কার করিয়া উঠিল ঐ মহম্মদ চলিয়া গেলেন, এই বেলা সেলাম কর, এই বলিয়া তাহারা দুই হাত তুলিয়া সেলাম করিতে লাগিল। আমি নগরের উৎসব দেখিবার জন্য সিন্দুকটী পুষ্প কবিত ঘনমধ্যে রাখিয়া নগরে আসিলাম। পরে উৎসব দর্শনান্তে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার প্রাণসম সিন্দুকটী পুড়িয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে মহম্মদের মহম্মদত্ত পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। সেরিণীকে আর পাইব না ভাবিয়া মহা ব্যথিত হইলাম। সেই রাত্রেই বাহমানের রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু নগর পর্য্যটন করিয়া আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া ভস্তুবস্থবৃত্তি অবলম্বন করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। আমি মৌখিক আমোদ প্রমোদ করি বটে, কিন্তু আমার মন সেরিণীর চিন্তায় দগ্ধ হইতেছে। রাজা বদরুদ্দীন মালেককে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

---

## রাজা বেদারুদ্দীনের কথার পরিশেষ।

মালেক বিদায় হইলে পর রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, "দেখ এ ব্যক্তির অসুখী হইবার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া পৃথিবীতে সকলকেই অসুখী বলিতে পারি না। রাজা মন্ত্রীকে লইয়া বোগ্দাদনগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় এক পান্থশালায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা দেখিলেন এক ফকির সেই পান্থনিবাসের সমুখে রাজপথে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিতেছে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে লোকারণ্য হইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সেই বক্তৃতা শুনিতে গেলেন। ফকির বলিতেছে, "হে ভাই সকল। বৃথা মায়ায় মোহিত হইয়া তোমরা অর্থোপার্জ্জনে কঠোর পরিশ্রম করিতেছ, কিন্তু বুঝিয়া দেখ, মরণকালে কিছুই সঙ্গে যাইবে না, তবে কি জন্য পরমার্থ পরিত্যাগ করিয়া সেই অসার পদার্থ সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইতেছ? শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে করিয়া দেখ, যখন তোমাকে মরিতে হইবে তখন কি সেই সঞ্চিত ধন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? আর দেখ,"ধনভোগের কত কষ্টভোগ, ধন রক্ষার্থে সততই উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। অতএব এমন অসার পদার্থের নিমিত্ত লালায়িত হইও না। তাহার প্রমাণ দেখ, আমি সংসার

বিরাগী হইয়া কেমন সুখে কাল কাটাইতেছি এবং অর্থচিন্তা শূন্য হইয়া কেবল পরমার্থ চিন্তা করিয়া পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছি। ফকির অনেক উপদেশবাক্য কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল, রাজা উদাসীনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে মন্ত্রীকে কহিলেন, "দেখ মন্ত্রী। এই ফকিরই প্রকৃতি সুখী, ইহার অন্তরে দুঃখের লেশ মাত্র নাই।" মন্ত্রী কহিলেন, "কেবল মৌখিক কথা শুনিয়া মনের ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে না।" "রাজা বলিলেন, তবে চল মন পরীক্ষা করি।" এই বলিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধুবর। সত্য করিয়া বলুন দেখি, আপনার অন্তরে প্রকৃত সুখ আছে কি না? সাধু কহিল, "মহাশয়। আপনারা নিতান্ত ভ্রান্ত, দুঃখ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ কোথায়। সুখ কাহাকে বলে তাহা জানি না। আমি লোকের সাক্ষাতে যে ভাব প্রকাশ করি সে কেবল বঞ্চনা মাত্র।"—

উদাসীন এই কথা বলিলে, রাজা ও মন্ত্রী পরস্পরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন কয়েক জন বসিয়া আপনাপন সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা কহিতেছে, "একজন কহিল আমি এক ব্যক্তিকে জানি তিনি প্রকৃত সুখী, এবং মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কেহ তাঁহাকে নিরানন্দ দেখি নাই বলিয়া, তাঁহার সদানন্দ উপাধি হইয়াছে।' এই কথা শুনিয়া তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন, "শুন শুন, ইহারাও কোন সুখী ব্যক্তির কথা কহিতেছে, অতএব সবিশেষ জানিয়া আইস। মন্ত্রী গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সেই ব্যক্তি কহিল, "অস্ত্রাকাণ দেশের রাজা হর্ম্মজ, তিনি সদা সুখী।"

মন্ত্রী আসিয়া রাজাকে এই কথা বলিলে পর তাঁহারা দুইজনে অস্ত্রাকাণে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া এক পান্থশালায় আশ্রয় লইয়া পান্থশালার অধিকারীর নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা রাজবাটীতে গমন করি[illegible] [illegible] দেখিলেন, অস্ত্রাকাণ রাজ মন্ত্রীগণ বেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্যে [illegible] মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল, এবং আর যাহা [illegible] আনন্দ দায়ক দেখিয়া শুনিয়া রাজার মনে এইরূপ ধারণা হইল যে, য[illegible] শুনিয়াছি তাহা মিথ্যা না হইতে পারে। দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সন্ধ্যাগমে হর্ম্মজরাজ সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, সুতরাং বেদারদ্দীন মন্ত্রীসহ বাসায় আসিলেন। পরদিন তাঁহারা আবার রাজসভায় যাইলেন। এবং পুঙ্খানুরূপে হর্ম্মজরাজের কার্য্য সমুদয়

ও ভাব গতিক বুঝিতে লাগিলেন, কিন্তু হর্ম্মজরাজের অন্তরের কোনরূপ দুঃখের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা এইরূপ প্রত্যহ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যও হর্ম্মজরাজকে অসুখী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তখন রাজা বেদারুদ্দীন বলিলেন, "মন্ত্রি! হর্ম্মজ-রাজকে দেখিয়া তোমার কি সংশয় হয়? মন্ত্রী কহিলেন, "প্রভো! অস্ত্রাকাণ রাজ্যের বাহ্যিক আকার প্রকার দর্শনে আমার মন সন্তুষ্ট নহে, যদি তাঁহার মনের কথা শুনিতে পাই তবে জানিতে পারি।" রাজা বলিলেন, "ইহা হইতেই পারে না। মন্ত্রী বলিলেন, কেন হইবে না? আপনি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আপনার পরিচয় প্রদানান্তে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করুন, তাহা হইলে তিনিও তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন।" রাজা বলিলেন, "ভাল, যদি তাহাতেই বানা যায় তবে প্রস্তুত আছি।"

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি হর্ম্মজরাজের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আস্ত্রাকাণপতি! পৃথিবীতে সুখী লোক আছে কি না, তদন্বেষণে আমরা দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, কিন্তু যে যে স্থানে গিয়াছি, কোথাও প্রকৃত সুখীলোক দেখিতে পাই নাই। ইদানীং আপনার রাজ্যে আসিয়াছি, আপনাকে দেখিয়া আমাদের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আপনিই যথার্থ সুখী, কিন্তু তাহা আপনার নিজ মুখে না শুনিলে আমাদের বিশ্বাস জন্মে না। যদি অনুগ্রহ করিয়া অবগত করান, তাহা হইলেই বাধিত হই।

হর্ম্মজরাজ কহিলেন, আপনারা আমাকে সুখী বিবেচনা করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক আমি সুখী নহি। ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় আমার হৃদয়ের দুঃখাগ্নি ছলনাবৃত রহিয়াছে, তাহারই দহনে আমি চিরদুঃখী হইয়াছি। যাহার জন্য আমায় এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার বৃত্তান্ত কহিতেছি।" এই বলিয়া হর্ম্মজরাজ তিনজনকে গোপনে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং একটী গৃহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, "ঐ গৃহের ভিতর কি আছে, আগে দেখিয়া আসুন, পরে সমুদায় শুনিতে পাই-বেন।" বেদারুদ্দীন মন্ত্রীসহ সেই গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, এক যুবতী কামিনী সঙ্গিনীগণ সঙ্গে হাস্যালাপে মত্ত রহিয়াছে, তাহার রূপে গৃহ আলোকময় হইয়াছে। যুবতীর রূপ-লাবণ্য দর্শনে রাজা হতচৈতন্য প্রায় হইলেন, এবং এক দৃষ্টে তাহার রূপরাশি নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অতঃপর তিনি তথা হইতে আসিয়া হর্ম্মজরাজকে কহিলেন, "হর্ম্মজরাজ। যাহা দেখিলাম, তাহা আর কখনও দেখিব না। চকলা নিশ্চলা হইয়া আপনার গৃহমধ্যে বাস করিতেছেন।" হর্ম্মজরাজ কহিলেন, "ঐ নিশ্চলা চকলাই আমার সকল দুঃখের কারণ।" বেদারুদ্দীন কহিলেন, যাঁহার গৃহে এমন রত্ন, নরকেও তাঁহার অতুল সুখ। তবে তাহার জন্য আপনি কেন দুখ ভোগ করিতেছেন? হর্ম্মজরাজ কহিলেন, "তবে আসুন, ইহার প্রমাণ দেখাইয়া দিই।" এই বলিয়া তিনি সেই রমণীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রমণীর উজ্জ্বল সুবর্ণকান্তি নিষ্প্রভ হইতে লাগিল, এবং রাহুগ্রস্থ চন্দ্রের ন্যায় তাহার সুন্দর সহাস্য বদন মলিন হইতে লাগিল। রাজা যত তাহার নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, যুবতী ততই বিবর্ণ হইয়া ক্রমে মৃতবৎ পালঙ্কোপরি পড়িয়া রহিল। তাহা দেখিয়া বেদারুদ্দীনরাজ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, হর্ম্মজরাজ! রমণী আপনাকে দেখিয়া অকস্মাৎ মৃতবৎ হইল কেন?" তাহাতে হর্ম্মজরাজ কহিলেন, "এই কারণে আমার প্রাণ সতত ব্যাকুল, যাহাকে দেখিলে স্বর্গের সুখ অনুভব হয়, বিধাতা আমায় সে রত্নলাভে বঞ্চিত করিয়া চিরদুঃখের দাস করিয়াছেন। যাহা হোক, এক্ষণে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত কহিতেছি শুনুন।"

---

## অগ্রকাণপতি হর্ম্মজরাজের গল্প।

হর্ম্মজরাজ কহিলেন, পাঁচ বৎসর গত হইল, আমি বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। যাত্রাকালে আমার প্রিয়বয়স্ক হোসেনকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে কার্জ্জিম নগরে উপস্থিত হইয়া এক পান্থশালায় আশ্রয় লইয়া রহিলাম। তৎকালে আশিলনরাজ ঐ দেশের অধিপতি ছিলেন। একদিবস নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিলাম। আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র নানারঙ্গের প্রলাপ শুনিতে পাইলাম। কেহ বলিতেছে, "হায় হায় কি দেখিলাম, আর কি তাহাকে দেখিতে পাইব?" কেহ বলিতেছে, "হে সুধামুখি? প্রাণ যায়, একবার দেখা দিয়া প্রাণ রাখ।" আর একজন বলিতেছে, হায়,হায় বুক জলিয়া যায় একবার দেখা দাও, আমার কোলে আসিয়া মন প্রাণ শীতল

কর। আমার মন প্রাণ তোমার পদসেবা করিবে, চক্ষু কর্ণ প্রহরীরূপে তোমায় রক্ষা করিবে, একবার এস তোমায় আলিঙ্গন করি? অপর একজন ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছে, "উঃ, তোমার রূপ যেন জ্বলিতেছে, হায় হায় পুড়িয়া মলাম পুড়িয়া মলাম। কেহ তান ছাড়িয়া গান করিয়া বলিতেছে, "হে সুখময়ী। তোমার রূপসাগরে আমার প্রেমতরী ডুবিল।"

এইরূপ নানাংঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে বাহির হইলাম। পথে যাইতে যাইতে এক ভয়ানক গোল শুনা গেল, এক পথিককে জিজ্ঞাসা করায়, সে কহিল, "রাজকন্যা বেজীয়া বায়ুসেবনার্থ বহির্গত হইয়াছেন, লোকে তাঁহার রূপ দর্শনে পাগলপ্রায় হইয়া এরূপ গোলযোগ করিতেছে।" তাহা শুনিয়া বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য। রূপ দেখিয়া পাগল হইতে হয়?" পরে আমি সেই রাজকন্যাকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করায়, সেই পথিক আমাদিগকে বারম্বার নিষেধ করিল। তখন বুঝিলাম পূর্ব্বে যে অট্টালিকায় গিয়াছিলাম তাহা পাগলা গারদ। যাহা হোউক, রাজকন্যার রূপের কথা শুনিয়া আমার মন চঞ্চল হইল, বয়স্যকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে কলরব লক্ষ করিয়া সেই দিকে গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম লোকারণ্য হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত পাগল গারদে যে সকল কাণ্ড দেখিয়া ছিলাম এখানেও তাই। আমরা তাহাদের তামাসা দেখিতে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া, রাজকন্যার দর্শনার্থে সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে রাজকুমারীও পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি বিফল মনোরথ হইয়া বিলাপ করিয়া বন্ধুকে কহিলাম, আমাদের কি দুর্ভাগ্য, এত চেষ্টা করিলাম, তবু দেখিতে পাইলাম না। হোসেন কহিল "শাপে বর হইয়াছে, কি জানি, হয় ত দেখিলে পাগল হইতে হইত। আমি বলিলাম, "ভাল, আজ যাহা হইবার হইল কিন্তু কাল হইতে আবার যে দিন তিনি বহির্গত হইবেন শুনিব, অগ্রে রাজদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব।" এই কথা বলিতে বলিতে আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাজকন্যাকে দেখিলে লোকে পাগল হইয়া যায়, এই জন্য তৎপরদিবস বাদসা রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে কুমারী আর অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবে না। তাহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

বয়স্য হাসিয়া কহিল, "এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম, আপনার জন্য আমার অত্যন্ত ভাবনা হইয়াছিল।" আমি বলিলাম, "রাজকন্যা বাহির হউন আর না হউন, যেরূপে হউক তাঁহাকে অবশ্য দেখিবই দেখিব। এইরূপ কথা-বার্ত্তার পর আমি বয়স্যের অজ্ঞাতসারে বাসা হইতে বহির্গত হইয়া রাজান্তঃ-পুরস্থ উপবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং উদ্যানপালককে কিঞ্চিৎ উৎ-কোচ দান পূর্ব্বক নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। এবং বলিলাম যদি এই উদ্যানে থাকিতে দাও, তবে তাঁহাকে দেখিয়া আমার শ্রম সফল ও জীবন সার্থক করি।" প্রথমে উদ্যানপাল সম্মত হলো না, পরে আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিলাম ও আরও কিঞ্চিৎ অর্থ উৎকোচ দিলাম তাহাতে উদ্যান রক্ষক মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল যদি তুমি বাগানে থাকিতে চাহ, তবে আমার ভৃত্যবেশে থাকিতে হইবে। এই পশুচর্ম্ম লইয়া টুপি কর এবং তোমার পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া আমার ময়লা কাপড় পর। আমি কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ মালির কিঙ্কর সাজিলাম।

পরে মালী আমাকে একখানি খনিত্র দ্বারা উদ্যান খনন করিতে কহিল, আমি আনন্দ মনে তাহাই করিতে লাগিলাম। দিবা অবসান প্রায় হইলে, মালি বলিল আইস পুষ্করিণীর তীরে যাইয়া ক্ষণেক আমোদ প্রমোদ করি। সেই কথা শুনিয়া আমি তাহার সঙ্গে যাইলাম এবং দুইজনে তথায় বসিয়া রহস্যালাপ করিতে লাগিলাম। পরে সে একটী বংশী আনিয়া বাজাইতে লাগিল, এবং আর তাহা আমাকে দিয়া বাজাইতে কহিল। আমি উত্তমরূপে কোন বাঁশী বাজাইতে পারিতাম, সুতরাং নানা রাগ রাগি-ণির সহিত বাজাতে লাগিলাম। ঐ সময়ে রাজার এক প্রধান মন্ত্রী কোন প্রয়োজন বশতঃ উপবনে আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে বংশীতে রাগালো-চনা করিতে শুনিয়া রাজাকে কহিয়াছিলেন। রাজা তৎপর দিবস মন্ত্রী সহ উদ্যানে আসিয়া আমাকে বাঁশী বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন। আমি তাঁহার অনুমত্যানুসারে বিবিধ রাগ রাগিণীর সহিত বংশী বাজাইলাম। তাহাতে রাজা মহাসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে শিরোপা প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বংশীই আমার একমাত্র সহায় হইল, আমি অবসর পাইলেই বাঁশী বাজাই। পরে এক দিবস আমি সেই সরোবরতীরে বংশী বাজাইতেছি, এমন সময়ে রাজনন্দিনীর এক প্রিয় সহচরী আসিয়া আমায় কহিল, "রাজ-

কন্যা তোমার অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি শুনিবেন বলিয়া তোমার তথায় যাইতে কহিয়াছেন, অতএব আমার সঙ্গে আইস, তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।" আমি পরিচারিণীর কথা শুনিয়া যেন আকাশের চাঁদ হস্তে পাইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বংশী লইয়া সখীর পশ্চাৰ্দ্ধবন করিতে লাগিলাম। সখী আমাকে লইয়া উদ্যান প্রান্তস্থিত এক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য স্থানে প্রবেশ করিল। তথায় দেখিলাম, রাজকন্যা সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এবং ত্রিশটী সহচরী চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া চামর ব্যজন করিতেছে।

আমি রাজকুমারীর অলোক সামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাইবার সময় রাজকন্যার জন্য নানাজাতীয় পুষ্প সাজি ভরিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া হাতের সাজি হাতেই রহিল। পরে আমার জ্ঞান সঞ্চার হইলে আমি সেই কুসুমপাত্র রাজকন্যার সম্মুখে রাখিয়া বিনয়সহকারে তাঁহাকে প্রনাম করিলাম। তখন রাজকন্যা কহিলেন, "উদ্যানপাল। তুমি নাকি বেশ বাঁশী বাজাইতে পার? অতএব তোমার বংশীধ্বনি আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।" এই বলিয়া তিনি এক সহচরী দ্বারা একটী বংশী আনাইয়া দিলেন। আমি তথায় বসিয়া নানা রাগ রাগিণীযোগে বংশী বাদন করিতে লাগিলাম। তাহা শুনিয়া রাজনন্দিনী ও তদীয় সখীগণ মহা আনন্দিত হইয়া আমার অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে রাজকন্যা অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন, আমিও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় হইলাম।

পর দিবস কার্য্যশেষে যথা সময়ে সেই মনোহর সরোবরতীরে শ্রান্তি দূরার্থে বসিয়া আছি হঠাৎ নির্ম্মল সলিল মধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। আমার মস্তকে উদ্যানপালদত্ত যে ক্ষতময় পশুচর্ম্ম-নির্ম্মিত ছিল, তাহাতে আমার আকার যৎপরোনাস্তি কদর্য্য হইয়া গেল, এরূপে কামিনীর মন হরণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে, অথচ এরূপ বিরূপ করিলে উদ্যানপাল দূর করিয়া দিবে। আমি এই প্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে এক দাসী আসিয়া কহিল, "রাজকন্যা অনুমতি করিয়াছেন, তোমাকে তাঁহার অন্তঃপুরে যাইতে হইবে। এইস্থানে অবস্থান করিও, সন্ধ্যাকালে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া দাসী বিদায় হইল। আমি এই সংবাদ শুনিয়া মহানন্দিত হইলাম, ক্রমে সন্ধ্যা হইলে সেই দাসী তথায় আসিয়া আমায় ডাকিল, আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার নিকটে

বাইলাম। রাজকন্যা কহিলেন, "তোমার বংশীধ্বনি অতি অপূর্ব্ব, আবার শুনিব বলিয়া ডাকিতেছি।" আমি তখন বংশী লইয়া নানা রাগে বাজাইতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "আমার সখী সঙ্গে নৃত্য কর।" আমি সখী সঙ্গে নাচিতে লাগিলাম। কিন্তু যখন উন্মত্তভাবে নাচিতেছি, তখন হঠাৎ চর্ম্ম টুপি আমার মস্তক ভ্রষ্ট হইয়া ভূমে নিপতিত হইল। তাহাতে ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাজকন্যা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং খোজা ডাকিয়া আমার প্রাণ নাশের আদেশ দিলেন। খোজা সে রাত্রি আমার কারাগারে রাখিয়া দিল। পর দিন প্রভাতে বিচার হইল। রাজা আমার ছদ্মবেশ অবগত হইলেন, উদ্যানপাল আমায় রাখিয়াছিল বলিয়া, উভয়েরই শিরশ্ছেদন করিতে কহিলেন। তিন দিন পরে মরিতে হইবে।

কিন্তু অকস্মাৎ ঐসময়ে এক অচিন্তনীয় অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। সংবাদ আসিল যে গজনাধিপতি ও কাক্কাররাজ একত্র হইয়া অসংখ্য সৈন্য লইয়া রাজকন্যা রেজীয়াকে হরণ করিতে আসিয়াছেন। মহারাজ আর্শিলন বড় ভীত হইয়া মন্ত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রীরা কহিলেন, মহারাজ! দৈব বল আবশ্যক। অতএব কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিয়া দিউন, তাহা হইলে দেবতারা সদয় হইবেন। তাহাতে সমুদায় কারাবাসীর সহিত আমিও মুক্ত হইলাম।

আমি কারামুক্ত হইয়া পান্থশালায় যাইয়া হোসেনকে লইয়া তৎক্ষণাৎ স্বদেশে যাত্রা করিলাম। দেশে আসিবার কিছুকাল পরেই পিতার মৃত্যু হইল।

পিতার মৃত্যুর পর আমি রাজ্যাধিকারী হইলাম। কিন্তু রেজিয়া আমার অন্তরে নিরন্তর জাগ্রত থাকিত।

এইরূপে কিছুকাল গত হইল, এক দিবস হোসেন আসিয়া কহিল, নগরপ্রান্তে কে একটী অত্যাশ্চর্য্য প্রস্তর নির্ম্মিত স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতে নিম্ন হইতে শতধারা স্নিগ্ধ বারি উঠিতেছে। আমি সেই সংবাদে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই স্নানাগার দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম, এক বৃদ্ধ চল্লিশটী সুন্দর বালক লইয়া তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছে। বালকগণের আকার প্রকার সর্ব্বাংশে একরূপ। এই সকল দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলাম। আমি সেই বৃদ্ধকে লইয়া গৃহে আসিলাম, এবং

তার পরিচয় ও স্নানাগার নির্ম্মাণের কারণ ও সুন্দর বালকগণকে, এই সকল কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বৃদ্ধ বলিল, "আমার নাম আবেসন, বোখারা নগরে আমার বাস। এই চল্লিশটী শিশু আমার অত্যাশ্চর্য্য মন্ত্রবলে সৃষ্টি হইয়াছে। উহাদের অসাধ্য কার্য্য জগতে নাই। উহারা অসামান্য ক্ষমতাশালী, যদিও উহারা কথা কহিতে পারে না বটে; কিন্তু ইঙ্গিতে মনের ভাব বুঝিতে পারে।" তাহা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে সাধুবর! যদি তোমার বালকগণ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তবে আমার একটী উপকার করিয়া চিরবাধিত কর। কার্জ্জিমরাজ-কন্যা আমার চিত্ত হরণ করিয়াছে, তাঁহার জন্য আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, অধিক কি, তাঁহাকে না পাইলে আমার এ জীবন ধারণে কোন প্রয়োজন নাই, অতএব সেই মনমোহিনীকে আনিয়া দিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।" বৃদ্ধ আবেসন কহিল, "এত সামান্য কার্য্য, আমার বালকগণ এই দণ্ডেই তোমার চিত্তহারিণীকে আনিয়া দিবে।" এই কথা বলিয়া সে বালকগণকে আজ্ঞা করিল। তাহারা আজ্ঞাক্রমে পক্ষীরূপ ধরিয়া নক্ষত্রবেগে কার্জ্জিমরাজ্যাভিমুখে গমন করিল, এবং অনতিবিলম্বে রেজিয়াকে আনিয়া দিল। আমি রাজকন্যাকে পাইয়া মহাহ্লাদভরে তাঁহারে সমাদর পূর্ব্বক কহিলাম, "রাজনন্দিনি! আমি সেই তোমার পিতার উদ্যান রক্ষকের ভৃত্য, যাহার বংশীধ্বনি শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছিলে এবং পরে যাহার প্রাণনাশের জন্য জল্লাদের হস্তে নিক্ষেপ করিয়াছিলে। সে যাহা হউক, ঈশ্বরের কৃপায় আমি জীবন পাইয়াছি, কিন্তু জীবন পাইয়াও তোমা বিহনে আমি জীবন হীন। এক্ষণে ঐন্দ্রজালিক কৌশলে তোমাকে এ স্থানে আনিয়াছি, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর। তাহা হইলে আমার জীবনে সুখ প্রাপ্ত হই।" রাজকন্যা কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি আমায় অপহরণ করিয়া আনিয়া অতিশয় দুষ্কার্য্য করিয়াছ, কিন্তু তবুও আমার শাপে বর হইয়াছে, কারণ গজনাধিপতির সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছিল, তাঁহাকেই মাল্যপ্রদান করিব মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় তাহা হইল না। গান্ধাররাজ ঈর্ষান্বিত হইয়া আমারে বিবাহ করিতে বাসনা করিলেন, সুতরাং গজনাধিপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সেই যুদ্ধে গান্ধাররাজ জয় লাভ করেন। এবং আমাকে বিবাহ করিতে আইসেন। বিবাহ দিতে পিতার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু গান্ধাররাজ প্রবল পরাক্রান্ত দুরা-

চার, সুতরাং পিতা ভয়ে ভয়ে সম্মত হইলেন, তাহাতে আমি মহা দুঃখিত হইলাম। কারণ কান্ধাররাজের প্রতি আমার প্রণয়ের ভাব জন্মিয়াছিল। অদ্যই আমার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তুমি আমায় হরণ করিয়া আনিয়া দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিলে। তোমার উপর আমার কিছু শত্রুভাব নাই, আমি তোমারে বিবাহ করিতে অসম্মত নহি, কিন্তু পিতার আদেশ ব্যতীত আমি তোমারে বিবাহ করিতে পারিব না।" আমি বলিলাম, তাঁহার অনুমতি লওয়া আশ্চর্য্য কার্য্য নহে। আমি তাঁহার নিকটে লোক প্রেরণ করিব। এই বলিয়া হোসেনকে কার্জ্জামরাজ সমীপে প্রেরণ করিলাম।

এদিকে কার্জ্জামপতি কন্যার নিরুদ্দেশে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। যখন হোসেন গিয়া আমার সংবাদ কহিল, তখন তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন "রে নির্ব্বোধ, এমন সংবাদ দিতে তুই কিছু ভীত হইলি না। তোর রাজা আমার কন্যাকে হরণ করিয়া অতীব দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, আবার নির্ভয়ে বিবাহের সম্মতি লইতে তোরে দৌত্যকার্য্যে পাঠাইয়াছে? দেখ্ তোর কি দশা করি, এবং সেই পাপিষ্ঠ লম্পট চোরের কি দশা ঘটে।" এই বলিয়া কার্জ্জামপতি হোসেনকে জল্লাদের হস্তে প্রদান করিলেন, এবং গান্ধারাধিপতির সহিত একত্রে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু জল্লাদ যেমন বধমকোপরি হোসেনের মস্তক ছেদন করিতে যাইল অমনি সেই পণ্ডিত আবেসন স্বীয় ভৌতিক বিদ্যাবলে তাহাকে তথা হইতে উড়াইয়া লইয়া আমার নিকটে আনিয়া দিল, আমি বয়স্যের মুখে যাবতীয় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইলাম।

পরে কার্জ্জামপতি গান্ধাররাজের সহিত আমার রাজ্যে আগত হইলে আমি মহা ভীত হইলাম। তখন সেই পণ্ডিত প্রবর আবেসন এক ভৌতিক মন্ত্রবলে শত্রুদ্বয়ের মধ্যে এমন বিবাদ ঘটাইয়া দিল যে, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে গান্ধাররাজ পরাজিত ও হত হইলেন। কিন্তু কার্জ্জামেশ্বর জয় লাভ করিয়াও একাকী আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারক হইলেন না, সুতরাং তিনি আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া অগত্যা আমাকেই কন্যাদানে সম্মত হইলেন। আমি মহানন্দে রেজীয়াকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত সুখসচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে লাগিলাম।

পণ্ডিত আবেসন অতি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী এবং আমার মহা উপকারক,

তাহা হইতেই আমার আশাতীত সুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এবং তাহা হইতেই আবার আমাকে সমুদয় সুখ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। সে মহা জ্ঞানবান হইয়াও রাজকুমারীর রূপ লাবণ্যে মোহিত হইল এবং অভিলাষ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত রাজকন্যার কাছে আপন বাসনা জানাইল। রেজীয়া পরম ধর্ম্মশীলা ও সাধ্বী ছিলেন; তিনি তাহার ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সেই দুর্ম্মতিগ্রস্ত আবেসনকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু আবেসন কিছুতেই বুঝিল না। প্রত্যহ জ্বালাতন করায় এক দিন অত্যন্ত রাগত হইয়া আবেসনকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। পণ্ডিতপ্রবর তাহাতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকন্যাকে শাপ দিয়া কহিল, "দেখ রাজ মহিষি! তুই যেমন আমার আশায় নৈরাশ করিলি, তেমনি তুইও পতিসহবাসে নৈরাশ হইবি।" এই বলিয়া আবেসন আমার রাজ্য হইতে স্থানান্তরে গমন করিল। সেই পর্য্যন্ত রাজকন্যা আমাকে দেখিলেই এইরূপ শবাকার হইয়া যান। আমি প্রিয় সহবাসে বঞ্চিত হইয়া দিবারাত্রি দুঃখেই কাটাইতেছি। আমার অন্তরে কিছুমাত্র সুখ নাই।

অনন্তর রাজা বেদারুদ্দীন আস্ত্রাকাণরাজের বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বদেশে গমন করিলেন, এবং তথায় যাইয়া মন্ত্রীবর্গের সহিত সেই সুখীব্যক্তির বিষয় অনুশীলন করিতে করিতে, মঙ্গলমুলক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা সকলেই রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া নিরন্তর মনোকষ্ট পাইতেছি, কিন্তু আপনি সদানন্দরূপ একরূপ বিমর্ষ ভাবে থাকেন ইহা বড় আশ্চর্য্য।" রাজা কহিলেন, "আশ্চর্য্য নহে, আমারও ঐ দশা ঘটিয়াছে, আমিও এক রমণীর প্রেমে পড়িয়া নিরাশ হইয়াছি, সেই জন্য সর্ব্বদা ম্লান বদন। সে কথা অতি আশ্চর্য্য, ভাবিয়াছিলাম ইহা প্রকাশ করিব না, কিন্তু এখন না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতএব তদ্বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর।"

---

## আরোয়া নাম্নী সুন্দরীর উপাখ্যান।

এই বাগদাদ নগরে বাসু নামে এক মহা গুণবান বৃদ্ধ বণিক ছিলেন। আরোয়া নাম্নী তাহার এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। আরোয়ার রূপরাশি দর্শনে দেবতারা মোহিত হন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, ঐ বণিক

নিয়তির নিয়মে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন এবং বৃদ্ধ হওয়াতে নানারোগাক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাগত হইলেন, সুতরাং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। দানেসমন্দ নামে এক চিকিৎসকের নিকট তিন সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া ছিলেন। সে দশায় তাহা পাইলে অনেক উপকারে আসিবে, এই ভাবিয়া তিনি স্ত্রীকে তাহা আনিতে পাঠাইলেন।

বণিক পত্নী পতির আজ্ঞায় বৈদ্যের নিকটে গিয়া প্রাপ্য অর্থ চাহিল। বৈদ্য আরোয়ার রূপ যৌবন দেখিয়া তাহাকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, "সুন্দরী। তোমার রূপে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব যদি আমার প্রতি দয়া কর, তবে সহস্র মুদ্রার কথা কি বলিতেছ? দশ সহস্র মুদ্রা দিয়া তোমায় পরিতুষ্ট করিব। আরোয়া চিকিৎসকের কথায় লজ্জিত হইয়া যেমন তথা হইতে প্রস্থান করিবে, অমনি সেই দুরাশয় তাহার হাত ধরিয়া ধর্ম্মনষ্ট করিতে বাসনা করিল। তখন বণিক পত্নী ক্রুদ্ধ হইয়া যারপরনাই তিরস্কার করিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পতির নিকটে আসিয়া আমূল বৃত্তান্ত কহিল।" বণিক বৈদ্যের দুষ্প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরে বলিলেন, "আমি সেই লম্পটকে সাধু ভাবিয়া তাহার অসময়ে অনেক উপকার করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার যোগ্য প্রত্যুপকার হইয়াছে। যাহা হউক, সেই বিশ্বাসঘাতক বৈদ্যের উপযুক্ত দণ্ড প্রয়োজন, তুমি শীঘ্র কাজীর কাছে যাও, সেই পাপিষ্ঠের কথা আদ্যোপান্ত বলিও, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম তিনি অবশ্যই ইহার সুবিচার করিবেন।"

আরোয়া পতির পরামর্শ শুনিয়া কাজীর নিকট যাইল এবং বৈদ্যের দুষ্প্রবৃত্তির কথা জানাইয়া অতি নম্রভাবে তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিল। বিচারপতিও বণিক পত্নির রূপ লাবণ্য দর্শনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি। ইহার জন্য ভাবনা কি, আমি তোমার স্বামীর ধন প্রত্যর্পণ করাইব। কিন্তু তুমি দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার যত মুদ্রা আবশ্যক আমি এখনই দিতেছি। সামান্য বণিকের সহিত আমার তুলনা করিও না, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ বলিয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে বিমুখ হইও না। নিশ্চয় জানিও আমি তোমার রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়াছি।" যুবতী বিচারপতির কথা শুনিয়া লজ্জায় অবনত বদনে সাশ্রু লোচনে কহিল, "হে বিচারপতি। আপনি রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইলেন, তবে কাহার নিকটে আশ্রয় চাহিব বলুন। বুঝিলাম, বিধাতা

বিমুখ হইলে অমৃতে বিষগুণ হয়, ইহা আমার ভাগ্য ফল।" এই কথা বলিতে বলিতে সে তথা হইতে বাহির হইল। কাজী তাহাকে বুঝাইয়া রাখিতে অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কুপথ গামিনী করিতে পারিলেন না।

বণিক পত্নী এই কথা তাহার স্বামীকে জানাইলেন, বণিক তাহাতে যার-পরনাই খেদোক্তি করিয়া কহিলেন, দুর্দৈব উপস্থিত হইলে সকলই বিপরীত ঘটে, ইহা আমাদের ভাগ্য ফল। যাহা হউক, তুমি রাজপ্রতিনিধির নিকটে গিয়া এই কথা জানাও, তিনি নিরপেক্ষ বিচারক, নিশ্চয়ই ইহার সুবিচার করিবেন।" সাধু রমণী সেই কথা শুনিয়া রাজপ্রতিনিধির নিকট গমন করিল এবং নিজ পরিচয় দিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল। রাজপ্রতিনিধিও যুবতীর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হইয়া কহিলেন, "হে সুন্দরি! তুমি যে সাধুর পত্নী, সেই প্রকৃত ভাগ্যবান তাঁহার সুখে সকলেরই ঈর্ষা হয়।" যুবতী তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, "সাধুর নিতান্ত সঙ্কটাবস্থা, এ সময়ে তিনি ঈর্ষার পাত্র নহেন। দয়ার পাত্র আমি আপনার স্থানে যে কৃপা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তাহা আমায় প্রদান করুন।" রাজপ্রতিনিধি বলিলেন, তোমার প্রার্থনা অতি সামান্য, অনুরোধের যোগ্য নহে, যদি তুমি আমার মনোভিলাষ সিদ্ধ করিতে পার, তবে রাজভাণ্ডারের সমস্ত সম্পত্তি আনিয়া দিতে পারি, নতুবা বিফল পরিশ্রমে আবশ্যক কি?" সাধু-স্ত্রী এই কথা শুনিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং পতির নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল। অনন্তর বলিল, "দেখ নাথ। পরের উপর নির্ভর কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সেইরূপ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।" বণিক কহিলেন "যাহা ভাল হয় কর, কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি।"

পর দিবস প্রভাতে বণিকপত্নী বৈদ্যের বাটীতে যাইয়া তাহাকে কহিল "মহাশয়! নিতান্ত বিপন্ন বলিয়া পুনর্ব্বার আপনার নিকটে আসিতে হইল; আপনি দয়া করিয়া আমার স্বামীর প্রাপ্য অর্থ দিয়া আমাদের প্রাণ বাঁচান নতুবা অনশনে মারা যাই।" বৈদ্য কহিলেন, "এখনই দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু অগ্রে আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হও।" যুবতী তাহা

শুনিয়া দুঃখের ভান করিয়া ক্ষণেক স্থির থাকিয়া কহিল, "দেখুন, সামান্য অর্থের জন্য পরমার্থ সতীত্ব নষ্ট করিব ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়, যাহা হউক যদি আপনার অনুরোধ রাখিলে অর্থ প্রাপ্ত হই, তবে তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম।" কিন্তু এখন নহে। অদ্য রাত্রি এক প্রহরের সময়ে মুদ্রা লইয়া আমার বাটীতে যাইবেন, আমি আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" এই বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর যুবতী কাজীর বাটীতে যাইয়া তাঁহাকেও তদ্রূপ আশ্বাস বাক্যে মোহিত করিয়া বলিল, "আমি আপনার কথায় স্বীকৃত হইলাম, আপনি রাত্রি দেড় প্রহরের সময়ে অর্থ লইয়া আমার বাটীতে যাইবেন, আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" এইরূপে তাঁহাকে ভুলাইয়া ফেলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং অবশেষে রাজপ্রতিনিধির নিকটে গিয়া কহিল, "আমার পতি বৃদ্ধ ও উন্মত্তপ্রায়, তাহাতে আমরা যারপর নাই বিপন্ন হইয়াছি, সেই জন্যই ভাবিলাম, যদি আপনার অনুরোধ রাখি, তাহা হইলে আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে এবং সুখে থাকিতে পারিব। এই ভাবিয়া আবার আপনার নিকটে আসিয়াছি। রাজপ্রতিনিধি কহিলেন, "আমার কথা রাখিলে তুমি অতুলৈশ্বর্য্যেশ্বরী হইয়া মহাসুখে থাকিবে। তবে তুমি সেই বুড়া বণিককে ত্যাগ করিয়া আমার বাটীতে আইস।" যুবতী কহিল, "তাহা উচিত নহে, তাহা হইলে আমার কলঙ্ক হইবে। আপনি আজ রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমার বাটীতে যাইবেন, আপনার সহিত সুখে রজনী যাপন করিব।" প্রতিনিধি তাহাই স্বীকার করিলেন। আরোয়া বাটী প্রস্থান করিল, এবং আসিবার কালীন বাজার হইতে তিনটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সিন্দুক ও নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আপন বাটীতে আনিল।

আরোয়ার এক বিশ্বাসী দাসী ছিল, তাহাকে আগাগোড়া সকল কথা বলিয়া যাহা যাহা করিতে হইবে সমস্ত শিখাইয়া দিল; এবং এক স্বতন্ত্র গৃহে খাদ্য দ্রব্য তৈয়ারি রাখিয়া আপনি বেশ ভূষা করিয়া সেই স্থানে রহিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৈদ্য আসিলে, রমণী তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক গৃহে আনিল। বৈদ্য গৃহে প্রবেশ করিয়া আরোয়ার হস্তে দুই সহস্র মুদ্রা দিয়া কহিলেন, "ইহা তোমার উপযুক্ত নহে, তোমাকে যথাসর্ব্বস্ব দিলেও মন পরিতুষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছ, ইহাতে আমি তোমার ক্রীত দাস হইয়া রহিলাম।" যুবতীও তাঁহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

যখন শঠে শঠ্যাটে এইরূপ কাণ্ড চলিতেছে, তখন বহির্দ্দেশে এক গোল উঠিল। তাহাতে যুবতী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের গোল হইতেছে?" দাসী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যস্ত ভাবে আসিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি! আপনার ভ্রাতা বিদেশ হইতে আসিয়াছেন, কর্ত্তা মহাশয় তাঁহাকে লইয়া এখনই আপনার নিকট আসিবেন শুনিলাম।" সখীর এই কথা শুনিয়া, আরোয়া ভাক্ত হইয়া প্রদর্শন করিয়া কহিল, "আঃ কি আপদ, সুখের সময়েই যত বিপদ আসিয়া জুটে। পরে সখীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তবে এখন কি করা যায়? ঘরে পরপুরুষ দেখিলে কর্ত্তা সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন, এবং আমারও কলঙ্কের শেষ থাকিবে না।" সখী কহিল, "তাহার জন্য চিন্তা কি। তিনি আসেন আসুন, তাতে ক্ষতি কি? আমি বৈদ্য মহাশয়কে কিছুকালের জন্য এক স্থানে লুকাইয়া রাখিতেছি, কর্ত্তা মহাশয় প্রস্থান করিলে আবার উঁহাকে আনিয়া দিব, আপনি উঁহার সহিত মহাসুখে রজনী যাপন করিবেন।" এই কথা হইতে হইতে আবার গোল উঠিল, তখন আরোয়া ব্যস্তসমস্তে উঠিয়া দাসীকে কহিল, "তবে তাহাই কর, শীঘ্র ইঁহাকে লইয়া যাও।" সখী তৎক্ষণাৎ বৈদ্যকে এক স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া গেল, এবং একটী সিন্দুক মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহার ডালা বন্ধ করিয়া দিল। বৈদ্যরাজ সিন্দুক মধ্যে থাকিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে কাজী নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া সঙ্কেতানুযায়ী রমণীর গৃহদ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিলেন। দাসী কাজীর আগমন বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল। তখন সাধুজায়া উঠিয়া কাজীকে সম্ভাষণ করিয়া গৃহের মধ্যে আনিল, এবং মিষ্ট কথায় প্রেমের ভাবে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। কিছু পরে যুবতী কাজীকে কহিল, "মহাশয়। আপনি একটু শুইয়া থাকুন, সাধু জাগ্রত কি নিদ্রিত দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। কাজী আনন্দে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া বিচারপতিকে কহিল, "মহাশয়। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আপনি আমার নিকটে আসিয়াছেন, তাহা সাধু কিরূপে জানিতে পারিয়া আমার পিতার সহিত এই গৃহের অনুসন্ধানে আসিতেছেন, এক্ষণে কি উপায় করি বলুন; দেখিতেছি সবই প্রকাশ হইয়া পড়িল।" কাজী কহিলেন,

তাহার জন্য চিন্তা কেন, তোমার পিতা ও স্বামী উভয়েই আমার আজ্ঞাবহ, আমি সাবধান করিয়া দিলে তাহারা কখনই এ কথা রটাইবে না।" সাধুজায়া কহিল, "সত্য, তাঁহারা উভয়েই আপনার আজ্ঞাবহ বটে, কিন্তু কলঙ্ক কখনই চাপা থাকে না, একদিন না একদিন প্রকাশ হইবেই হইবে। আমি লোকের নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইব? বলুন, আপনি ইহার বিহিত করুন।" এই বলিয়া সে কপট ক্রন্দন আরম্ভ করিল। বিচারপতি সাধু জায়ার ক্রন্দনে এবং আসন্ন বিপদ্‌ত্রাণের উপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন সখী কহিল "প্রভু ভয় কি? আমি এক পরামর্শ বলি শুনুন, তাহাতে সকলকে ভেড়া বানাইতে পারিব। আপনি যদি কিয়ৎক্ষণ একটী সিন্দুক মধ্যে লুক্কাইত হন, তাহা হইলে কর্ত্তা মহাশয় অনুসন্ধান করিলেও আপনাকে দেখিতে পাইবেন না, সুতরাং অপ্রস্তুত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তৎপরে আপনাকে ঠাকুরাণীর নিকটে লইয়া আসিব, আপনি তখন নির্ব্বিঘ্নে সুখে সর্ব্বরী অতিবাহিত করিবেন।" কাজী কহিলেন, "দোষ কি? এ পরামর্শ যুক্তি যুক্ত বটে, তবে তাহাই কর। এই বলিয়া কাজী এক সিন্দুক মধ্যে প্রবেশ করিলেন, পরিচারিণী সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিয়া দিল।

অতঃপর রজনী ২প্রহরের সময় রাজপ্রতিনিধি আসিয়া সঙ্কেতানুসারে দ্বারাঘাত করিলেন। সাধু জায়া তখনই দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিল ও বহু সম্মানের সহিত নিকটে বসাইয়া প্রেমালাপ করিতে লাগিল, পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ছলনা দ্বারা তাঁহাকে সিন্দুক মধ্যে আটকাইয়া রাখিল। তখন পতিব্রতা যুবতী সফল কাম হইয়া মনের আনন্দে সখীর সহিত হাস্য করিতে করিতে পতির নিকটে গিয়া আগাগোড়া সমুদায় বিবরণ কহিল, সাধু এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রিয়তমা পত্নীর বুদ্ধির ও পতি-ভক্তির অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ তিন পাপিষ্ঠদিগের উপায় কি হইবে?" যুবতী বলিল, "কল্য বিশেষ শাস্তি দেওয়া হইবে।

প্রভাত হইলে সাধুপ্রিয়া নীলবস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া সখীর সহিত আমার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে সেলাম করিয়া কহিল, "রাজন! এই অধিনীর কিছু নিবেদন আছে, যদি অনুমতি করেন তবে বলি, শুনিলে আপনি বিস্মিত হইবেন।" আমি অনুমতি দেওয়াতে যুবতী

নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বৈদ্যের, কাজীর ও রাজপ্রতিনিধির অসদাচরণের কথা, ও যেরূপে তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়াছে, আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল, অবশেষে কহিল, "মহারাজ! আমার পতি জরাগ্রস্থ, সুতরাং অর্থাভাবে আমরা অন্ন বস্ত্রের জন্য না মারা যাই, একণে আপনার শরণাগত হইয়াছি আপনি বিচার করিয়া যাহাতে আমার স্বামীর গচ্ছিত ধনের উপায় হয় তাহা আপনাকে করিতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা।" আমি তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক হইলাম, অতঃপর কহিলাম "ভদ্রে! রাজমন্ত্রী প্রভৃতিরা যেরূপ অন্যায়াচরণ করিয়াছেন শুনিলাম, ইহার কেহ সাক্ষী আছে কি?" যুবতী কহিল হাঁ আছে। আমি বলিলাম, "তবে সাক্ষীগণকে সভায় আন, এখনই ইহার বিচার করিব।" আজ্ঞাক্রমে সাধু জায়া তাহার সখীকে গৃহে পাঠাইয়া দিল। সখী বাহক দ্বারা সেই তিনটী সিন্দুক লইয়া উপস্থিত করিল। তখন সাধুরমণী কহিল, "মহারাজ! এই তিনটী সিন্দুক মধ্যে আমার তিনটী সাক্ষী আছেন এই বলিয়া সিন্দুকগুলির ডালা মুক্ত করিল।" আমি দেখিলাম, তাহার ভিতর বৈদ্য, কাজী ও প্রতিনিধি বসিয়া রহিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া সভামধ্যে যারপরনাই অবমাননা করিলাম, পরে প্রতিনিধি ও কাজীকে পদচ্যুত করিয়া সভা হইতে দূর করিয়া দিলাম, এবং বৈদ্যের অর্থদণ্ড করাই উচিত ভাবিয়া তাহাকে কহিলাম, "তুমি সাধুর প্রাপ্য মুদ্রা না দিয়া, তাহার সহিত অত্যন্ত অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছ, সেই দোষে তোমার চারি সহস্র মুদ্রা অর্থ দণ্ড করিলাম, সেই মুদ্রা এই মুহূর্ত্তে সাধু জায়াকে আনিয়া দাও।

অনন্তর সমস্ত গোলযোগ শেষ হইলে পর, আমি সাধুরমণীকে কহিলাম, "সুন্দরী! রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতিরা নিতান্ত অন্যায় করিয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তোমার যে রূপ দেখিয়া ইহারা মোহিত হইয়াছিল সেই রূপ কিরূপ তাহা একবার দেখিতে বাসনা হইয়াছে।" আমার কথা শুনিয়া যুবতী বদনাবরণ মোচন করিল। আমি দেখিলাম, তাহার বদনমণ্ডল মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। আহা তেমন রূপ আর কখনও দেখি নাই। সভাসদগণও অবাক হইয়া নিস্পন্দনয়নে তাহার অতুল রূপরাশি দেখিতে লাগিল। আমি তখন ভাবিলাম, বৈদ্য, কাজী ও মন্ত্রীর দোষ নাই। আমারই মন একবারে ভুলিয়াছে। যাহা হোক, আমি সে কামিনীকে বিদায় দিলে সকলে তাহার রূপের ও বুদ্ধিকৌশলের অনেক সুখ্যাতি

করিতে লাগিল। আমিও তাহার রূপের পক্ষপাতী হইয়া তাহার সতীত্বের ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু সেই আরোয়া সুন্দরীকে দেখিয়াবধি আমার মন তাহার উপর এমনি আকৃষ্ট হইল যে, শয়নে স্বপ্নে ও জাগরণে কেবল তাহারই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম, তাহার জন্য মহা ব্যাকুল হইলাম। তখন এক দিবস বাবু সাধুকে গোপনে ডা কয়া কহিলাম, "দেখ, তোমার ভার্য্যার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি, তোমার স্ত্রীকে আমি রাজা হইয়া ভিক্ষা করিতেছি। মম মন্ত্রীত্ব অর্দ্ধেক রাজ্য বা যাহা ইচ্ছা যাচঞা করিলে পাইবে। সে নিজ প্রিয়তমা পরিত্যাগে সম্মত হইল না। বলিল যদি আমার স্ত্রী ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার অঙ্কলক্ষ্মী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি সংবাদ দিব। এই বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বণিক গৃহে আসিয়া পত্নীকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন, যুবতী কোনমতে স্বামী পরিত্যাগে স্বীকৃত হইল না। তখন বণিক তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন কিন্তু আরোয়া সম্মত হইল না। অনন্তর দুজনে পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

আমি বহুক্ষণ সাধুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম, অবশেষে অধৈর্য্য হইয়া তাহার বাটীতে লোক প্রেরণ করিয়া শুনিলাম যে তাহারা পলায়ন করিয়াছে এই সংবাদ শ্রবণে আমার বক্ষে: যেন বজ্রপাত হইল। অনেক অন্বেষণ করিয়াও তাহাদের সন্ধান পাইলাম না। সেই অবধি আরোয়ার অদর্শনে আমার প্রাণ ব্যাকুলিত। প্রণয় না হইতেই বিচ্ছেদ। এই দুঃখেই সদাসর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকি।

---

## আবুল ফরিসের প্রথম বাণিজ্য।

রাজা বেদারুদ্দীন যে স্থানে বসিয়া আরোয়ার গল্প বলিতেছিলেন তাহার সম্মুখে একটী সুবিশাল প্রান্তর। রাজা গল্প শেষ করিয়া হঠাৎ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করায় অদূরে বহু সংখ্যক শিবির এবং উষ্ট্র ও অশ্বাদি দর্শনে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রি। হঠাৎ এই সকল শিবির ও উষ্ট্রাদি কোথা হইতে আসিল। তুমি ইহার যাবতীয় তত্ত্ব অবগত হইয়া

আমাকে সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কর। রাজাজ্ঞায় মন্ত্রী সেই স্থানে গমন করতঃ দেখিলেন একজন পঞ্চাশ বর্ষ বয়স্ক দীর্ঘকায় দীর্ঘ শ্মশ্রু বৃদ্ধ বসিয়া আছেন, কতিপয় সসস্ত্র প্রহরী সতর্কভাবে দ্বার রক্ষা করিতেছে। তদ্দর্শনে মন্ত্রী তাঁহাকেই সেই সমুদায়ের অধিকারী স্থির করিয়া রাজার নিকট আনয়ন করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া যথাপযুক্ত সমাদর পূর্ব্বক প্রিয় সম্ভাষণে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ বিনীতভাবে নিজ পরিচয় দিতে লাগিল।

মহারাজ! আমি বসোরা নিবাসী এক সাধুপুত্র। আমার নাম আবুল ফরিস। বাণিজ্য ব্যবসায়ে পিতা বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বাণিজ্যের নিমিত্ত পিতা নানা দেশে গমন করিতেন, আমিও তাহার সহিত পর্য্যটন করিয়া অনেক স্থানের অনেক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলাম। একদা আমি পিতার আদেশে সিংহলবাসী সিগনর দাবির নামক জনৈক বণিকের নিকট প্রাপ্য আদায়ের জন্য সিংহল যাত্রা করিলাম। অত্যল্প মধ্যেই জাহাজ সিংহলদ্বীপে নঙ্গর করিল। সেই স্থানে যাইয়া সিগনর দাবিরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ৫ সপ্তাহে নিজ কার্য্য শেষ করিলাম। পরে দুই একদিন তথায় থাকিয়া ফিরিবার জন্য বাসনা করিলাম। যে দিন যাইবার জন্য আমি স্থির করিয়াছিলাম তাঁহার পূর্ব্ব দিবস বৈকালে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় একটী পরম সুন্দরী যুবতী নানা বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া কিঙ্কর সমভিব্যাহারে আমার পার্শ্বদেশ দিয়া চলিয়া গেল। যদিও নীলবর্ণ অবগুণ্ঠনে তাহার সেই চন্দ্রানন আবৃত ছিল, তথাপি তাহার অপূর্ব্ব রূপজ্যোতি আমার চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত করিল। আমি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া বলিলাম, আহা! কি চমৎকার রূপ এমন রূপত কখন দেখি নাই। বোধ হয় কোন রাজার পাটরাণী হইবে। সেই রমণী আমার কথা শুনিতে পাইয়া নিজ মুখাবরণ মুক্ত করতঃ একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। আমি পুত্তলিকাবৎ সেই স্থানে দাড়াইয়া রহিলাম। ভাবনায় আমার মন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। আমি ভাবিতেছি এমন সময়ে সেই রমণীর সমভিব্যাহারী কিঙ্কর আমারে সেই রমণীর বাটী লইয়া গেল। সেই রমণী আমাকে দেখিয়া স্বীয় বদনাবরণ উন্মোচন করিল। আমি তাহার চন্দ্রানন দর্শনে একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলাম। রমণী আমার ভাব বুঝিতে পারিয়া ধীরেং কহিতে লাগিল, যুবক! পল্লিমধ্যে তুমি আমারে যে প্রকার

অবমাননাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছলে, তাহাতে অন্য কেহ হইলে তোমাকে যথোচিত শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইত না। আমি তোমার দোষ মার্জ্জনা করিলাম। যাহা হউক যদি তুমি আমারে ভাল বাসিয়া থাক, অসংকোচে প্রকাশ কর। আমি কহিলাম, যুবতী! সত্য সত্যই আমি কি তোমার কথার ভাব বুঝিতে পারিয়াছি? যদি বুঝিবার ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার কৃপা কি পাইব?

যুবতী কহিল, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমাতে আর আমি নাই। আমার মন প্রাণ সকলই তোমাকে দিয়াছি। তুমি কিরূপে আমার মন হরণ করিলে জানিনা। আমি তোমার কথা বার্ত্তায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তোমাকে নিজ পরিচয় দিতে হইবে।

আমি আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া, স্বদেশ গমন বাসনা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু সুন্দরীর অনুরোধে স্বদেশে যাওয়া হইল না। আমি তখন সেই সুন্দরীকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে নিজ পরিচয় দিতে বাধ্য হইল। সে কহিল,—আমার নাম বারুণী, এই সিংহল দ্বীপের রাজকন্যা। পিতার মৃত্যু হওয়ায় আমি তাঁহার সমুদায় সম্পত্তিই প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেক রাজকুমার আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি নাই। অদ্য পথিমধ্যে তোমাকে দেখিয়া আমার মন একেবারে বিমোহিত হইয়াছে। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রিয়কন্যা আজ হইতে তোমার হইল। বারুণীর কথা শুনিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি বারুণীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় কয়েকটি কিঙ্কর আমাদিগকে খাদ্য দ্রব্য ও মদ দিয়া গেল। আমরা উভয়ে তাহা পান করিয়া মহানন্দে পরিপ্লুত হইলাম। আমোদ প্রমোদে দিবাভাগ অতিবাহিত করিলাম। সন্ধ্যাকালে বারুণীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করায় সে আমারে কহিল, আবুল ফরিস, তোমার হৃদয় অত্যন্ত কঠিন বোধ হইতেছে। এই কি তোমার ভালবাসা? আমি বলিলাম তুমি আমার মনের কথা বুঝিতেছ না। আমি ত তোমায় বলিয়াছি আমি তোমার প্রাণের সহিত ভালবাসি। কিন্তু প্রিয়ে! আজ রাত্রি এখানে থাকিতে পারিব না। কারণ আমার বিলম্ব হইলে আমার পিতৃবন্ধু হাবিব ভাবিত হইবেন, অতএব শীঘ্র তাহার নিকট গমন করা আবশ্যক। এই কথা শুনিয়া বারুণী কহিল, হাবিবের নিকট যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি নিজে না যাইয়া একখানি পত্র পাঠাইলেই

হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া একখানি হাবিবকে কোন কার্য্যের ভান করিয়া পত্র লিখিলাম। বারুণীর কর্ম্মচারী দাস তাহা লইয়া হাবিবকে দিয়া আসিল। পরে বারুণী অন্য একটি গৃহে আমাকে রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেল, সে দিন আর আসিল না। বারুণীর গমনের অব্যবহিত পরেই কতিপয় কিঙ্কর আমার শয়ন প্রস্তুত করিয়া দিল, কিন্তু রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না। আমি বারুণীর এরূপ করিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। রাত্রি প্রভাত হইলে একটি কিঙ্কর কয়েক প্রস্থ পোষাক লইয়া আসিল আমি

তাহা পরিধান করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই বারুণী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল রাত্রে কেমন ছিলে? নিদ্রারত ব্যাঘাত হয় নাই। আমি কহিলাম না কোন বিঘ্ন ঘটে নাই বেশ নিদ্রা হইযাছিল। এইরূপে আট দিন বারুণীর বাটিতে থাকিলাম। দিবসে বারুণী আমার সহিত আমোদ প্রমোদ করিত বটে কিন্তু রাত্রিকালে আমার নিকট থাকিত না। সুতরাং আমি প্রকৃত প্রণয় সুখ লাভ করিতে পারিলাম না। একদিন বৈকালে সিংহল রাজকন্যা আমাকে কহিল, আবুল করিম। এই আট দিন আমি তোমার প্রেণয় পরীক্ষা করিলাম। আমি এখন জানিয়াছি যে তুমি প্রকৃত প্রণয়ী—তুমি যথার্থই আমারে ভালবাস। আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব, কিন্ত তুমি আমাকে বিবাহের পর কোন কারণে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।

এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভাবিত হইলাম। প্রকাশ্যরূপে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারিব না কারণ সে পৌত্তলিক আর আমি মুসলমান। আমি মৌনভাব অবলম্বন করিলাম, সে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু আমি ধর্ম্ম বিভিন্নতার উল্লেখ করায় সে কহিল তুমি মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর আমি তাহাতেও সম্মত না হওয়ায় সে আমাকে বিপদে পতিত করিবার ভয় দেখাইল। আমি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, এই রূপে তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। একদিন হটাৎ পাঁচজন বিদেশী কিঙ্কর আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে তাহাদের সহিত যাইতে বলিল। আমি তাহার অনুগমন করিয়া একখানি জাহাজে উপনীত হইলাম। আমি জাহাজে উপস্থিত হইবামাত্র জাহাজ খুলিয়া দিল। কিয়দ্দূর যাইলে আমি বিষণ্ণবাক্যে পোতাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়! এই জাহাজ কোন দেশে যাইবে? আপনারা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন? তিনি কহিলেন, জাহাজ গোলকন্দা যাইবে, তুমি আজ হইতে আমাদের ক্রীতদাস হইয়াছ। পোতাধ্যক্ষের নিকট এই কথা শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। জনক জননীকে আর দেখিতে পাইব না জানিয়াই পোতাধ্যক্ষের মন যোগাইতে লাগিলাম। ইহাতে পোতাধ্যক্ষ আমার সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এক দিন সমুদ্র মধ্যে ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায় জাহাজ নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িল। ঝড় থামিলে পুনরায় জাহাজ চলিতে লাগিল, জাহাজ চলিতেছে আমরা দেখিলাম এক নিদ্রিত উলঙ্গ মূর্ত্তি ভাসিয়া যাইতেছে। আমাদের দয়ার উদ্রেক হইল। তাঁহাকে জাহাজে উত্তোলন করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করা হইল। তাহার আকার পিশাচের ন্যায়। তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রোধে অধির হইয়া আহার যাচাঞা করিল পোতাধ্যক্ষ প্রচুর আহার দিল তাহা আহার করিয়া পুনরায় যাচাঞা করিল ৫।৬ পাঁচ ছয় বার প্রচুর খাদ্য খাইয়াও তার ক্ষুন্নিবারণ হইল না। একজন বিরক্তিভাব প্রকাশ করায় সেই কৃতঘ্ন পিশাচ তাহারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া তাহাকে আমরা সকলে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলাম কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না বরং সে অধিক কোপান্বিত হইল। তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারায় নিদ্রাবস্থায় সমুদ্রে ফেলিবার চেষ্টা করিলাম তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলাম না। একটি বৃহৎ

রুক* পক্ষী আসিয়া সেই পিশাচকে ঠোঁটে করিয়া লইয়া আকাশ পথে উড্ডীয়মান হইল। কিন্তু উচ্চে উভয়ে মারামারি ঝটাপটি করিতে২ সমুদ্রে পড়িয়া দুইটিই নিহত হইল। জগদীশ্বরের কৃপায় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গলকন্দা রাজ্যে উপনীত হইলাম।

পোতাধ্যক্ষের বাটীতে উপনীত হইবামাত্র তিনি আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ ও মমতা করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিয়া দিলেন যেন আমাকে স্নেহ ও মমতা করে। কিছুদিন গত হইলে একদিন সেই পোতাধ্যক্ষ আমারে কহিল, দেখ বৎস আবুল ফরিস। আমার প্রমিলা নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা আছে। আমার ইচ্ছা যে প্রমিলার সহিত তোমার বিবাহ দেই। আমি কহিলাম, মহাশয়! তাহা হইতে পারে না, কারণ আপনি পৌত্তলিক আর আমি মুসলমান। সুতরাং আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। পোতাধ্যক্ষ আমারে কহিলেন, আমি যদি মুসলমান হই, বিবাহে তোমার হানি কি? আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মৌনী হইয়া রহিলাম। ইহাতে পোতাধ্যক্ষ মৌনং সম্মতি লক্ষণং বুঝিয়া আর কোন কথা বলিলেন না। প্রায় দুই সপ্তাহ গত হইলে একদিন রাত্রিতে প্রমীলা আমার শয়ন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিল, "তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে আমার এক অনু-রোধ বিবাহের পর একদিন তুমি আমারে পরিত্যাগ করিবে। পিতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে আপনার কন্যা হল্লার নামক এক দেশীয় বণিক পুত্রের সহিত ভ্রষ্টা তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু হল্লার যদি তাহাকে পরিত্যাগ করে তবে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পরি।" আমি সম্মত হইলাম।

পোতাধ্যক্ষ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিছুকাল পরেই প্রমিলার সহিত আমার বিবাহ হইল। প্রমিলার নাম হইল ফখরন্নিসা। বিবাহের পর নবোঢ়াপত্নীসহ আমি ভিন্ন বাটীতে থাকিতাম। কিছুকাল গত হইলে প্রমীলার কথামতে আমি ফখরন্নিসাকে পরি-ত্যাগ করিলাম। আমার প্রভু কারণ জিজ্ঞাসা করায় পূর্ব্ব শিক্ষামত উত্তর

---

* এই পক্ষী অতি বৃহৎ। ইহাদের পক্ষ এত বৃহৎ যে তাহাতে গগনমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। এই পক্ষী এরূপ বলবান যে উহারা বৃষ মহিষাদি ঠোঁটে করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

দিলাম। তিনি ইহা শুনিয়া কহিলেন, কালক্রমে তোমার স্ত্রী তোমার হইবে। অতএব আমার কথা রাখ বর্ত্তমানস্ত্রীকে পুনগ্রহণ কর। আমি প্রভুর কথা শুনিয়া পরদিন প্রত্যুষে বহু অন্বেষণে হসনের বাটী যাইলাম, কিন্তু সেখানে যাইয়া শুনিলাম হসনের সহিত আমার স্ত্রী ফখরন্নিসার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমি বাটীতে আসিয়া এই সংবাদ জানাইলাম। প্রভু আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তজ্জন্য কিছুই চিন্তা নাই আমি হসনকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া তাহার বাটী হইতে ফখরন্নিসাকে আনাইয়া দিব।

আমরা কথা বার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় হসনের বাটী হইতে একজন লোক আসিয়া আমার প্রভুকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, মহাশয়! গত কল্য আপনার কন্যার সহিত বণিকবর আলীর পুত্র হসনের বিবাহ হইয়াছে। উভয়েই উভয়কে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। এক্ষণে আমার এই অনুরোধ আমীরের সহিত আপনার যে শত্রুতা ছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া মিত্রতা স্থাপন করুন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া প্রভু তাহাতেই সম্মত হইলেন, সেই লোক উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া দিল। আমাকে সেই সখ্যভাবের মূলীভূত কারণ জানিয়া আমাকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিলেন এবং প্রভূত অর্থ দিয়া বিদায় দিলেন।

সেই স্থান হইতে একখানি পোতারোহণে সুরাট নগরে যাত্রা করিলাম। অনুকূল বায়ুভরে স্বল্প সময়ের মধ্যেই সুরাটে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থান হইতে জাহাজে চড়িয়া বসোরা যাইবার বাসনা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ পাওয়া গেল না। সুতরাং সেই স্থানেই থাকিতে হইল। একদিন অপরাহ্নে সুরাট নগরের শোভা সন্দর্শনার্থে বহির্গত হইয়াছি, এমন সময় একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সেই ব্যক্তি আপনাকে বণিক বলিয়া পরিচয় দিল এবং আমাকে জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে তাহাও বলিল। আমিও তাহাকে নিজ পরিচয় প্রদান করিলাম। সেই লোকটী পরম সমাদরে আমারে নিজ গৃহে রাখিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে মুক্তাসংগ্রহের জন্য আমাকে লইয়া নির্দিষ্ট দ্বীপে যাত্রা করিলেন। রাত্রিকালে আলো জ্বালিয়া উভয়েই মুক্তা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। সেই বৃদ্ধ প্রবঞ্চক আমার সংগৃহীত মুক্তাগুলি লইয়া আমাকে ফেলিয়া পলাইতে লাগিলেন। আমি ক্রন্দন করায় সেই ধূর্ত্ত এই কথা বলিল আমি প্রতি বর্ষে এক একটী মুসলমান বালক এই দ্বীপে রাখিয়া

যাই, এ বৎসর তোমাকে রাখিয়া যাইলাম, তোমাদের মহম্মদ আসিয়া রক্ষা করুক। এই বলিয়া দুরাত্মা জাহাজারোহণে পলায়ন করিল। আমি সেখানে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। অনেক কাঁদিলাম কিন্তু আমার সে অরণ্যে রোদনের ফল হইল না। সেই দ্বীপে একটী পর্ব্বত ছিল; তাহার গাত্র হইতে কয়েকটী নির্ঝর পার্শ্বস্থ একটী গহ্বর মধ্যে পতিত হই-তেছে। ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তি হইয়া দেখিলাম সেই সকল নিঝরের জল গহ্বরে পতিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সেই নদীতট অন্বেষণে ত্রস্তপদে গমন করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমি কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে উপস্থিত হই নাই। নির্ব্বিঘ্নে কূলপ্রাপ্ত হইলাম। কূলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইয়া বস্ত্র সঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিতে পোতাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলাম। আমারে অসহায় দেখিয়া অধ্যক্ষের অনুমতি অনুসারে জাহাজ খানি আমার নিকটে আনীত হইল। আমি জাহাজে আরোহণ করিলাম। আমি জাহাজে আরোহণ করিলে সকলে মুক্তা সংগ্রহের বাসনা করিল। আমি বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম দিবাভাগে হিংস্র জন্তুর ভয় অত্যন্ত অধিক, তাহাই তাহাদিগকে বলিলাম। রাত্রিকালে মুক্তা সংগ্রহ করা হইল। সমুদ্রে মহা ঝড় উপস্থিত হওয়ায় জাহাজকে উড়াইয়া লইয়া একটী পর্ব্বতে সংলগ্ন করিল। সেই পর্ব্বতের নাম আমরা জানিতাম না। বৃদ্ধ নাবিক কহিল, আমি শুনিয়াছি কোন জাহাজ এই পর্ব্বতে লাগিলে আর ফিরিতে পারে না।

শুনিয়া আমরা হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলাম। আমি ধীর হইয়া পোতাধ্যক্ষকে কহিলাম, ভাই! বিপদে ব্যাকুল হওয়া উচিত নহে। আসুন, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করি। অনেক বাকবিতণ্ডার পর পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিলাম। তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য আমরা দেখিতে পাইলাম। সেই হর্ম্ম্যের পার্শ্বে একটী অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ঢাক ও একগাছি সুবর্ণ ছড়ি ঝুলিতেছে উহার উপরিভাগে স্বর্ণ ফলকে কয়েকটী কথা খোদিত রহিয়াছে।

এ পর্ব্বত সন্নিধানে, দুর্দ্দৈব বশতঃ।
জাহাজ যদ্যপি কোন হয় উপস্থিত ॥
কেবল আশ্রয়ে এক, পরিত্রাণোপায়।
জাহাজের কোন লোক আসিয়া হেথায় ॥

এই ছড়ি লয়ে ঢাকে আঘাত করিবে।
প্রথম আঘাতে তরী কিছুদূর যাবে ॥
দৃষ্টির অন্তরে যাবে, দ্বিতীয় আঘাতে।
তৃতীয় আঘাতে যাবে যথেচ্ছ স্থানেতে ॥
কিন্তু বাজাইবে এই ঢাক জেই জন।
আবদ্ধ থাকিবে সেথা জন্মের মতন ॥

খোদিত বর্ণাবলী পাঠ করিয়া জাহাজে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সকলকে এই সংবাদ জ্ঞাত করাইলাম। আমি ভিন্ন কেহই সেই ঢক্কা বাদন করিতে সাহসী হইল না। আমি পর্ব্বতে উঠিয়া তিনবার সেই ঢক্কায় আঘাত করাতে জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। আমি ভ্রমণ করিতে করিতে একটী গৃহ দ্বারে উপনীত হইলাম। দেখিলাম এক অতি বৃদ্ধ বসিয়া আছেন, পর্ব্বতে জাহাজ আটকাইয়া যাওয়ায় তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আমি ইহার কিছুই জানি না। আর কিছুদূর যাইলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। তিনি সমস্তই জানেন। আরও কিছুদূর গমন করিলে তাহার চেয়ে বলিষ্ঠ এক বৃদ্ধ বসিয়া আছেন দেখিতে পাইলাম। তাহাকেও উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঐ উত্তর প্রদান করিলেন। আরও কিছুদূর গমন করিলে একটী ক্ষুদ্রকায় বলবান লোককে দেখিতে পাইলাম। ছোট দুই ভাইকে বৃদ্ধ দেখাইল কিন্তু তাহাকে যুবার ন্যায় দেখাইল কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আমার ছোট ভাই দুটীর একটী স্ত্রী বিয়োগ ও অপরটী অপুত্রক হওয়াতে শোকে বৃদ্ধ হইয়াছে। আমি এক ব্রহ্মচার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সংসার বিরাগী হইয়াছি। আমার বয়স অধিক হইলেও আমি নবীন যুবার ন্যায় রহিয়াছি। পরে আমার প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন—আমি কাহ কেও প্রবঞ্চনা করিতে জানি না লোক মুখে আমি শুনিয়াছি যে কোন ইহুদী জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়াছেন দৈবকারণে এখানে জাহাজ আবদ্ধ হইয়া যায়। বৃদ্ধের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া কহিলাম, মহাশয় এখানে কোন লোকালয় আছে কি? তিনি অনেক পথের নির্দ্দেশ করিয়া একটী লোকালয়ের কথা বলিয়া দিলেন। কিন্তু তাহার বাক্যানুসারে আমি বাম দিকে না যাইয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে একটী লোকালয় প্রাপ্ত হইলাম। সেই লোকালয়ে যাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ

করিতেছি পথে পিতৃ বন্ধু হাবিবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলিলাম। পরদিন জাহাজে চড়িয়া সরন্দীপে যাত্রা করিলাম। এ পর্য্যন্ত বারুণীর কোন সংবাদ পাই নাই। সরন্দীপে যাইয়া বরুণীর জন্ত মন ব্যাকুল হইল। একদিন পথিমধ্যে বারুণীর এক কিঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি বারুণীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, আপনি আসিলে তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছিল। পীড়া সুস্থ হইলে লোকের আদেশে নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও এক জন বৃদ্ধ মন্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু সুখী হইতে পারেন নাই। আমি কহিলাম বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই শুনিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম। তুমি মধ্যে মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। এই কথা বলিয়া হাবিবের বাটীতে আসিলাম। এক মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু বারুণীর ভৃত্যের আর সাক্ষাৎ পাইলাম না। এক দিন অপরাহ্ণ সময়ে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় দূরে গোলমাল শুনিয়া সেই দিকে যাইলাম, দেখিলাম কয়েকটী ব্রাহ্মণ একটী চিতা সজ্জিত
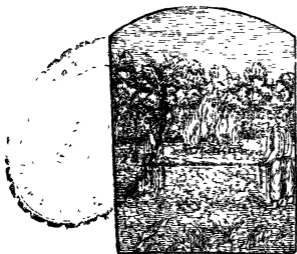
করিতেছে। আমি তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় এক জন কহিল, আজ সিংহল রাজকন্যার স্বামী বৃদ্ধ মন্ত্রী—নিরুদ্দ হওয়ায় তিনি তাঁহার অনুমৃতা হইবেন। সেই জন্যই চিতা তৈয়ারি করিতেছি। এই

শুনিয়া আমার মস্তকে যেন শত শত শত বজ্রাঘাত হইতে লাগিল বক্ষে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম বারুণী একখানি শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া সেই স্থানে আসিয়া চিতায় শয়ন করিল ব্রাহ্মণেরা অগ্নি প্রদান করিল। আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

আমি শোক সন্তপ্তচিত্তে গৃহে আসিলাম হাবিবকে সমুদয় জানাইলাম। তিনি আমার মনোরঞ্জনার্থ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। এক দিন গৃহে বসিয়া হাবিবের সহিত কথোপকথন করিতেছি এমন সময়ে বারুণীর সেই কিঙ্কর আসিল। তাহার অনেক দিন না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল মহাশয়। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী বারণ করিয়াছিলেন তাই আসিতে পারি নাই। এক্ষণে তাঁহার সহ মরণের পর অন্য রমনীর দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছি। তিনিও বারুণীর সমান সুন্দরী—তিনি রাত্রিতে আপনাকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি সম্মত না হওয়ায় ভৃত্য গমন করিল। আবার একখানি পত্র লইয়া আসিল। পত্র পাঠে জানিলাম রমণী আমার প্রেমের জন্য লালায়িত—অন্ততঃ একবার দেখা করিতে চায়। আমি লেখিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভৃত্যের সহিত তাঁহার কুটীরে গমন করিলাম। কুটীরে প্রবেশ করিলেই ভৃত্য চলিয়া গেল। এবং একটী পরম সুন্দরী যুবতী সেই গৃহে প্রবেশ করিল দেখিলাম সে মূর্ত্তি অবিকল বারুণীর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে মহান সন্দেহ নৃত্য করিতে লাগিল। সেই রমণী আমার তাদৃশী অবস্থা দর্শনে হাস্য করিতে করিতে কহিল আবুল কাসিম আমি মরি নাই আমি তোমার সেই বারুণী। আমি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি এখন আমি খাজেদা। আমার পিতার বৃদ্ধ মন্ত্রীর সহিত আমার বিবাহ হয়। মন্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি সহমৃতা হইব স্থির করিয়া অর্থ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে বশীভূত করিয়া চিতার নীচে সুড়ঙ্গ কাটাইয়া ছিলাম। তাহার মধ্যে দিয়া পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে তোমার সহিত মিলনে যে কতদূর আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। খাজেদার সহিত আমার বিবাহ হইল বসোরা নগরে যাইয়া আমরা মহা সুখে কাল কাটাইতে লাগিলাম। এই আমার প্রথম বাণিজ্য কথা।

## আবুল ফরিসের দ্বিতীয় বাণিজ্য।

আমি খাঁজাদাকে লইয়া বসোরা নগরে পরম সুখে কিছু দিন অতিবাহিত করিলাম॥ কিন্তু বেশী দিন সেই সুখ ভোগ করিতে পারিলাম না অল্প দিন পরেই পিতার মৃত্যু হওয়ায়, হাউযার নামক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক প্রদান করিলাম। হাউয়ার অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তি নষ্টকরিয়া ফেলিল। আমি অনেকবার সাহায্য করিলাম কিন্তু গ্রহচক্রে তাহাও উড়িয়া গেল। অবশেষে আমি যৎকিঞ্চিৎ সম্বল লইয়া বাণি॰্যার্থে গোলকুণ্ডা নগরে যাত্রা করিলাম। যাইবার সময় বলিয়া গেলাম, দেখ হাউযার। খাঁজাদা গৃহে রহিল দেখিও দুষ্টলোকে যেন কোন অনিষ্ট না করে।

আমি গোলকুণ্ডা যাত্রা করিবার অগ্রে একটী দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। ক্ষুধা ও পিপাসা হইয়াছিল ফল ভক্ষণ ও জলপান করিয়া শান্তিলাভ করিলাম। শান্তি নিবারণার্থে শয়ন করাতেই নিদ্রা হইল। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলাম। সেই প্রান্তরমধ্যে বৃক্ষতলে একটী সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ বসিয়া আছেন, একটা বৃহদাকার সর্প আকাশ হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া ফণা বিস্তার পূর্ব্বক একটী সুগন্ধী পুষ্প স্তবক বৃদ্ধের নাসিকাগ্রে ধরিল, কিয়ৎক্ষণ পরে আবার শূন্যপথে উড়িয়া গেল। আমি বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধের নিকটে যাইলাম। দেখিলাম বৃদ্ধ মৃত, তাহার দক্ষিণ হস্তে একটী স্বর্ণ বাক্স বিন্যস্ত রহিয়াছে। সাহসে নির্ভর করিয়া ডালা উন্মোচন করায় একখানি কাগজে কএকটী কথা লিখিত দেখিতে পাইলাম। "এই বৃদ্ধের নাম আসরপ, বরফির সন্তান; ইনি অত্যন্ত সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন। এই মরুভূমিতে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। যদি কেহ এই প্রান্তরে আসিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হয় তবে তাহাকে এই বৃদ্ধের দশাগ্রস্থ হইতে হইবে। আর নির্ভয়ে প্রান্তর পার হইয়া অন্য প্রান্তরে গমন করিলে কোন ভয় নাই।"

সাহসে ভর করিয়া প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অন্য প্রান্তরস্থ একটী বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গে কতকগুলি কদাকার দস্যু আমারে কহিল, তুই মানুষ হইয়া কিরূপে এই দৈত্যভূমিতে আসিলি। আমি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে তাহারা আমাকে তাহাদের প্রভুর নিকটে লইয়া যাইল। আমি বৎসরেক কাল তাহাদের দাসত্ব করিলে দৈত্যপতি

স্বদেশ গমনে অনুমতি দিলেন; কহিলেন, আমার এক কিঙ্কর তোমাকে পৃষ্ঠে করিয়া নিজ দেশে রাখিয়া আসিবে। কিন্তু দৈত্যরা স্বভাবতঃ অতি দুষ্ট তোমারে পথিমধ্যে বিপদে ফেলিতে পারে। অতএব তোমারে এই মন্ত্র শিখাইয়া দিই ইহাতে দৈত্যেরা আর কিছু করিতে পারিবে না। এই বলিয়া আমাকে মন্ত্র শিখাইয়া দিল। দৈত্য কিঙ্কর আমারে পৃষ্ঠে লইয়া বসোরাভিমুখে যাত্রা করিল। আমি দৈত্য পৃষ্ঠে বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলাম। বাড়ী যাইতেছি খাঁজাদাকে দেখিতে পাইব মনে মনানন্দ হওয়াতে মন্ত্রটী ভুলিয়া গেলাম দৈত্যও আমারে সমুদ্রে ফেলিয়া পলায়ন করিল। আমি সমুদ্রে ভাসিয়া কেবল প্রভু মহম্মদকে ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমার চেতনা ছিল না। চৈতন্য হইলে দেখিলাম আমি একা এক ময়দানে বসিয়া রোদন করিতেছি, দুইদিন কাটিয়া গেল অনাহারে সেই ময়দানেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিন সন্ধ্যাকালে নিদ্রিত হইলাম। অর্দ্ধ রাত্রে উঠিয়া দেখি—কোথায় বা ময়দান আর কোথায় বা কি আমি একটী গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়াছি, গৃহে আলো জ্বলিতেছে, সমুখেই একজন রূপবান দৈত্য (পূর্ব্বোক্ত দৈত্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন) দাঁড়াইয়া আছে। সে আমারে অভয় দিয়া কহিল, যুবক! তোমার ভয় নাই, তোমাকে যে সকল তোমার দৈত্যগণ কষ্ট দিয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছি। তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমাকে এখানে আনিয়াছি। আমরা তোমার ইচ্ছা হইলেই স্বদেশে পাঠাইয়া দিব।

আমি রজনী প্রভাতে যাত্রা করিতে চাহায় তাহারা আপত্তি করিল ও বলিল, না বলিয়া পলাইলে নিশ্চয় জানিও মহা বিপদে পতিত হইবে। এক দিন প্রাতঃকালে দুজন দৈত্য-কিঙ্কর আসিয়া আমারে একটী প্রাসাদ মধ্যে লইয়া গেল। সেই প্রাসাদের শোভা অনির্ব্বচনীয়। প্রাসাদের একটী গৃহে আমি যাইলে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর আহারাদি সমাপন করিলাম। প্রত্যহ এই প্রকার নর্ত্তকী লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রথমে যে দৈত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার আঁর দেখা পাইলাম না।

এই প্রকারে ১৫ পনর দিন অতিবাহিত করিলাম। একদিন রাজপথে পর্য্যটন করিতেছি বারুণীর এক কিঙ্কর আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। এবং বলিল যে রমণী আপনাকে পত্র পাঠাইছে সে

যারুণীর অপেক্ষা সুন্দরী। তাহার কথায় কাণ না দিয়া পত্র পাঠ করিলাম। পত্র পাঠান্তে তাহার অনুসরণ করিয়া একখানি কুটিরে উপস্থিত হইলাম। আমি একটী গৃহে প্রবেশ করিলে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমার পদ-তলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল আমিও কাঁদিতে লাগিলাম—সে রমণী আর কেহই নহেন আমার সেই হৃদয়ের অধিকারিণী খাঁজাদা। খাঁজাদা কহিল, দেখ আবুলফারিস আমি তোমার জন্ত কত কষ্ট স্বীকার করিলাম। প্রথমতঃ চিতা হইতে সুড়ঙ্গ দ্বারা আত্মরক্ষা করিলাম। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম। তুমি আমারে বিবাহ করিয়া বসোরায় আনিলে কিন্তু দিন হইতে না হইতেই আবার আমায় পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, আমি তোমা বিনা জীবন ধারণে অস-মর্থ হইয়া অনেক অন্বেষণ করিয়া এই দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছি। পরমেশ্বরের মনে ছিল তাই তোমায় আমায় মিলন হইল।

আমি কাঁদিতে লাগিলাম। ভাবিলাম আমার স্থায় বোকা লোক আর নাই। একটী সামান্ত স্ত্রী লোক যাহা করিল, আমি পুরুষ হইয়া তাহা করিতে পারিলাম না। উভয়ে মিলিত হইয়া একমাস কাল সেই স্থানেই অবস্থান করিলাম। খাঁজাদাকে লইয়া কিছু দিন সুখ ভোগ করিলাম কিন্তু সেই সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। একদা রাত্রিকালে খাঁজাদার সহিত শয়ন করিয়া ছিলাম। প্রভাতে উঠিয়া খাঁজাদাকে আর দেখিতে পাইলাম না। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন সন্ধান পাইলাম না। শেষে স্থির নিশ্চয় করিলাম কোন মায়াবী তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে পাইবার আর কোন উপায় নাই।

মহারাজ! সেই অবধি আমি মনের দুঃখে ফকির বেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আমার মনে সর্ব্বদাই সে খাঁজাদার চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছি। আমার মনে আর কিছুমাত্র সুখ নাই। আমি সর্ব্বদাই মহা দুঃখ অনুভব করিতেছি।

রাজা বেদরুদ্দীন এত দিনে বিশ্বাস করিলেন যে জগতে সুখী লোক নাই। এই মায়াময় সংসার মোহে পতিত হইয়া সকলেই কোন না কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে। অনেকে প্রণয়ে হতাশ হইয়া সংসার সুখে বঞ্চিত হইয়াছে, এই স্থির নিশ্চয় করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি বনবাস আশ্রয় করিলেন।

### রাজকন্যার মন্তব্য।

গল্প সমাপ্ত করিয়া ধাত্রী ফতেমা মৌনাবলম্বন করিলেন। রাজকন্যা কহিলেন, ধাত্রী যতই বলনা কেন তোমার গল্পে আমি ভুলিব না। পুরুষে আদৌ প্রেম জানে না তোমার কথিত গল্পেই প্রমাণ করিতে পারি। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে পুরুষেরা কেবল কষ্ট দিবার জন্যই নানারূপ ছলনা করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করে। তোমার এই সকল গল্পে ভুলিব না, ইহাতে প্রকৃত প্রেমের লেশ মাত্র নাই। ধাত্রী ফতেমা রাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজ-কুমারী! আর একটী গল্প বলিতেছি শুন। পুরুষ যে প্রকৃত প্রেমিক তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

---

## রাজকন্যা সফরন্নিসা ও পারস্যরাজ নওরে সোঁয়ার উপাখ্যান।

দমস্ক নগরের অধিপতি মেহেরবাণের সফরন্নিসা নামে পরম রূপবতী কন্যা ছিল। সেই কন্যা অল্প বয়স হইতেই মনোমত পতি লাভ করিবার জন্য পীর পেগম্বর মহম্মদের আরাধনা করিত। সপ্তদশবর্ষ সময়ে সেই কন্যা স্বয়ম্বরা হইলেন। পরম রূপলাবণ্য সম্পন্না সফরন্নিসা স্বয়ম্বরা হইবেন শুনিয়া দেশ দেশান্তরের রাজারা মেহেরবাণ নৃপতির রাজ্যে আগমন করিল। স্বয়ম্বর দিনে সফরন্নিসা সভাস্থলে আসিয়া মনোমত পতি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু মনোমত পতিকে দেখিতে না পাইয়া, গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগী করিতেছেন, এমন সময় দৈববাণী হইল যাহার কপালে একটী হীরক নক্ষত্র জ্বলিবে সেই তোমার পতি। রাজকন্যা একে একে সমস্ত রাজার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিলেন কিন্তু কাহার কপালে হীরক নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন না, অবশেষে দেখিতে পাইলেন সভার প্রান্তভাগে একটী নিম্ব বৃক্ষ তলে এক ফকির বসিয়া আছেন। তাহারই কপালে হীরক নক্ষত্র জ্বলিতেছিল; রাজকন্যা তাহাকে মাল্য প্রদান করিলেন।

একজন ফকিরকে মালা দেওয়ায় সমস্ত নৃপতিবর্গই রাজকন্যার নিন্দা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ফকিরের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ

হইল মাত্র কেহই বিবাহে আমোদ প্রকাশ করিল না। রাজা মেহেরবাণও অত্যন্ত ঘৃণিত ও লজ্জিত হইলেন।

দিনমান কাটিয়া গেল, রাত্রে বাসর হইল। বাসরে কোন স্ত্রী লোক আসিল না। ফকির রাজকন্যাকে কহিলেন, দেখ রাজনন্দিনি! তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। সে যাহা হউক আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। বরণডালার সামগ্রী লইয়া একটু হালুয়া প্রস্তুত কর। রাজকন্যা পরিধেয় বসনের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন, দুগ্ধ চাল চিনি এই তিন দ্রব্যে হালুয়া (পায়েসের নামান্তর) প্রস্তুত হইল। ফকির চাতুরি করিয়া কহিলেন, "দেখি দেখি রাত্রি কত আছে!" এই বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, আর আসিলেন না। প্রভাত হইল তবুও ফকির আসিলেন না দেখিয়া বস্ত্রের অপরাংশে হালুয়া করিয়া পাথরের মেজে খুড়িয়া পুতিয়া রাখিলেন।

প্রভাত হইলে সকলেই শুনিল রাজার জামাই নাই। রাজকন্যার হিতৈষিণীরা হায় হায় করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি রাজার জামাই আসিল না, সকলে মহা চিন্তিত হইল। মেহেরবাণ নরপতির জামাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছে শুনিয়া শত শত রাজা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মহাড়ম্বরে যমন নগরে উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে রাজার জামাতা বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

এই ব্যাপার দর্শনে রাজা মেহেরবাণ কন্যাকে কহিলেন, দেখ সফরন্নিসা তোমার পতি এদেশে আসিয়াছেন। রাজকন্যা কহিলেন, পিতা! একজন অপরিচিত লোককে আমি পতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সভার সন্নিহিত জানালায় বসিয়া আমি স্বকর্ণে তাহার পরিচয় শুনিব। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে বাসর ঘরে রাত্রিতে কি হইয়াছিল। এ প্রশ্নের যদি যথার্থ উত্তর পাই তবেই সেই ব্যক্তিই আমার পতি জানিব। আর যদি যথার্থ উত্তর দিতে না পারে, তবে সে ব্যক্তি আমার পতি নহে, সে জুয়াচোর!

রাজা ইহাতে সম্মত হইলেন। একে একে একটী করিয়া রাজপুত্র মহা আড়ম্বর সহকারে যমনরাজ্যে উপনীত হইয়া রাজার জামাতা বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত উত্তর দিতে না পারিয়া রাজার আদেশে কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। এইরূপে রাজপুত্রগণের দ্বারা যমন নগরের কারাগার পূর্ণ হইতে লাগিল।

আরও এক বৎসর অতীত হইল—বৎসর শেষে একজন চতুর রাজকুমার মহা জাঁকজমকে সপ্ত তরী সাজাইয়া দমস্ক নগরে উপনীত হইলেন। কিন্তু তরণী গুলি দমস্ক বন্দরে নঙ্গর না করিয়া কিছুদূরে নঙ্গর করিয়া রাজকুমার স্বয়ং একাকী ফকিরবেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরের প্রান্তভাগে একটী প্রাচীন মঠ ছিল। একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই মঠধারিণী। রাজ

কুমার প্রথমে তাহারই নিকটে যাইলেন। সেই বৃদ্ধা সর্ব্বদাই রাজবাটীতে গমনাগমন করিত। সেই রাজপুত্র প্রচুর অর্থ দিয়া বৃদ্ধার নিকট রাজবাটীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। এককালে প্রচুর অর্থ-প্রাপ্ত নিবন্ধন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধা সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া দিল। সেই রাজপুত্রের নাম জুমলমুলুক। তিনি বৃদ্ধার নিকটে রাজবাটীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজ-কন্যার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন আমাদের রাজকুমারী স্বেচ্ছাবরী হইয়া এক ফকিরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই ফকির নাকি রাত্রিকালেই পলায়ন করিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসিল না।"

রাজপুত্র যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা তাহার কিছু অনুসন্ধান লয়েন নাই ?"

"কোথায় অনুসন্ধান লইবেন ?—ফকীরমানুষ, কোথায় থাকে, কোথায় যায়, কে জানে ? কোথায় অন্বেষণ করিবেন ?

রাজপুত্র অনেকবার হায় হায় করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকন্যার এখন তবে কিরূপ অবস্থা?"

"অবস্থা আর কিরূপ হইবে? যেমন হইয়া থাকে, তেমনিই হইয়াছে। দিন রাত্রি কেবল নিশ্বাস ফেলে আর কাঁদে। কত শত রাজকুমার ইতিমধ্যে রাজার জামাই হইবার জন্য আসিয়াছিল, রাজকন্যা তাহাদের কাহাকেও পতি বলিয়া স্বীকার করিল না।—রাজার আদেশ এই যে যে ব্যক্তি বাসরঘরের কথা বলিতে না পারিবে, তাহার সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া তাহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইবে। আহা! সেই রাক্ষসীর কুহকে পড়িয়া কত রাজপুত্র যে এই রাজ্যে কারাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। হায় হায়! রাজকন্যার দুঃখে নগরবাসী সকলেই দুঃখিত হইয়া আছে।

জমলমুলুক আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

দুই তিন দিন পরে এক দিন রাত্রে রাজপুত্র সেই মঠধারিণী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! বাসরগৃহে রাজনন্দিনী এমন কি কার্য্য করিয়াছিল যে, কেহই তাহা জানে না।"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, বাছা! কেমন করিয়া জানিব?

রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "মা! আমি তোমারে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেছি, তুমি দয়া করিয়া রাজকন্যার নিকট হইতে বাসরগৃহের গুহ্য বৃত্তান্তটী জানিয়া আইস। তাহা হইলে আমি রাজার জামাতার সন্ধান করিয়া দিতে পারিব। কার্য্য সফল হইলে আমি তোমারে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিব।

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করত বৃদ্ধা স্বভাবসুলভ বাক্চাতুরীতে অস্বীকার জানাইয়া অবশেষে অর্থলোভে স্বীকার করিল। জমলমুলুক আনন্দসাগরে ভাসিলেন।

মঠধারিণীর নাম সোফিয়া।—পরদিন অপরাহ্ণে সোফিয়া এক ছড়া ফুলের মালা হাতে করিয়া রাজকন্যার শয়নগৃহে উপনীত হইল। মালাছড়াটী রাজকন্যার গলায় পরাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল, "আহা মা! তোর দুঃখে দিবানিশি আমি কেঁদে মরি। আহা! এমন যে, সোণার রূপ, ভেবে ভেবে একেবারে কালী হয়ে গেছে।—পদ্মমুখখানি যেন জলশূন্য নলিনীর মত শুকিয়ে গেছে। শরীরে আর কিছুই নাই। আহা মা! সেই জিবিজ্ঞ আমি আজ মহম্মদের নিকট প্রার্থনা করিয়া বর মেগে নিয়েছি, তোর

হারাপতি যেন রাজরাজেশ্বর হয়ে দেশে আসে। এই মালাছড়ানী মহম্মদের আশীর্বাদী, এরই কৃপায় তুই তোর হারানিধি আবার পাবি।"

রাজকন্যা সফরন্নিসা আপনার অশ্রু মোচন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সোফিয়াকে কহিলেন, সোফিয়া। তুমি বোসো। আহা! মহম্মদের প্রসাদে আর তোমার আশীর্ব্বাদে আমি আমার যদি পতি পুনঃ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমি তোমারে অনেক পুরস্কার দিব। আমার রাজরাজেশ্বরে প্রয়োজন নাই, সে ফকীরই আমার রাজরাজেশ্বর, সেই ফকীরকে পাইলেই আমি রাজমহিষী অপেক্ষাও সুখী হইব।

উভয়ে পরস্পরে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নীল আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, সোফিয়া সুযোগ পাইল। ক্রমেঃ সেই মেঘ ঘনীভূত হইয়া সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত করিল, বৃষ্টি আসিল। মুষলধারে বৃষ্টি। রাত্রি চারিদণ্ড পর্য্যন্ত বৃষ্টির বিরাম নাই। সোফিয়ার আরও সুবিধা হইল কন্যাকে কহিলম, মা। এ দুর্য্যোগে আমি আর ঘরে যাইতেপারিব না। বুড়ো মানুষ কোথায় পড়িয়া মরিব, আজ রাত্রিটা তোর পদতলে পড়িয়া থাকিব।

রাজকন্যা ঈষদ্ধাস্য করতঃ সম্মত হইলেন। রাত্রিকালে বৃদ্ধ সোফিয়া বিবি নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া সফরন্নিসার শয্যাপ্রান্তে শয়ন করিয়া রহিল। গল্প চলিতে লাগিল।

চতুরের চাতুরী অনেক প্রকার।—খানিক রাত্রে রাজকুমারীর পায়ে পাঁচ ছয় ফোটা গরম জল পড়িল। রাজকুমারী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোফিয়া তুমি কি কাঁদিতেছ?"

সোফিয়া ছলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আহা মা! তোর ভাবনা ভেবে ভেবে দিন রাত আমার চকের বিরাম নাই। আহা মা! এমন যে সোণার প্রতিমা আমার, কে যে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করে গেল, একটীবারও খবর নিলে না। আহা! এমন যে সোণার যৌবন, বিফলে যাইতেছে, তাই ভাবনা ভেবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রাজবালা কহিলেন, "আহা! আমার ভাবনা তুমি ভাবিবে না ত আর ভাবিবে কে? কিন্তু ভাবিয়া আর কি হইবে, মা? যাহার উপায় নাই, তাহার জন্য ভাবনা করা বৃথা। আর কাঁদিও না মা চুপ কর।

আবার কাঁদিতে কাঁদিতে চতুরা কহিল, "আহা মা, বাসর গৃহে এমন কি কার্য্য করেছিলি মা, সে কথা কেহই কি বোলতে পারে না?—কি কাণ্ড কোরেছিলি মা?

আবার নিশ্বাস ফেলিয়া রাজকন্যা কহিলেন, "সে দুঃখের কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না, নিভান আগুণ জ্বালিয়া দিও না সে কথা বলিতে পারিব না।

বিস্তর আগ্রহ জানাইয়া, বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া সোফিয়া বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল, "আহা মা! তবু বলনা শুনি, কি কাণ্ড কোরেছিলি?—শুনে কিছু উপায় করিতে পারি না কি? বলনা মা, কি কাণ্ড কোরেছিলি?—

নির্ব্বন্ধ এড়াইতে না পারিয়া রাজকন্যা অবশেষে অগত্যা কহিতে লাগিলেন, "যদি একান্তই না শুনিয়া ছাড়িবে না, তবে শোন বলি। অনেক রাত্রে আমার স্বামী কহিলেন, "ক্ষুধা পাইয়াছে।" আমি অন্য কোন আহার্য্য দ্রব্য আনিয়া দিতে চাহিলাম তিনি নিষেধ করিলেন। কহিলেন, "তাহাতে প্রয়োজন নাই। এই ঘরে যাহা আছে, তাহাতেই তুমি স্বহস্তে হালুয়া প্রস্তুত কর।" আমি তাহাই করিলাম। বিবাহ-বস্ত্রের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলাম, ঘৃত দুগ্ধ চিনি আর তণ্ডুলে হালুয়া প্রস্তুত করিলাম। তাহার পর"—

"তাহার পর—তাহার পর" এই দুটী কথা বলিতে বলিতেই রাজকন্যা ঘুমাইয়া পড়িলেন;—আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।"

বৃদ্ধ আনন্দিত হইল। সে ভাবিল, তবে আর কি? যাহা জানিবার, তাহা ত জানিয়াছি। আনন্দে আনন্দে জাগরণে রাত্রি কাটাইয়া প্রাতঃকালেই রাজপুরী হইতে বহির্গত হইল।—বাটীতে যাইয়া রাজনন্দনকে জাগরিত করিয়া আনন্দ সহকারে কহিল, "বাছা! মহম্মদের কৃপায় মনোবাঞ্ছা পুরিয়াছে আমারে সহস্র মুদ্রা দান কর আমি বলিতেছি রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। সোফিয়া বলিতে লাগিল, বিবাহের পর অনেক রাত্রে ফকীরটার ক্ষুধা পেয়েছিল। রাজকন্যা কিছু আহার সামগ্রী আনিয়া দিতে চায়, ফকির তাহা নিষেধ করিয়া হালুয়া পাক করিতে বলে। রাজকন্যা বিবাহবস্ত্রের আঁচল ছিড়িয়া আগুণ করিয়া চিনি ঘৃত তণ্ডুলে হালুয়া তৈয়ারি করিলেন। তাহার পর দুজনেই সেই হালুয়া খাইয়াছে।

জমলমুলুক মহা আহ্লাদিত হইলেন, সেই দিনই মঠধারিণীর গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া যেখানে পূর্ব্বে সপ্তডিঙ্গা রাখিয়াছিলেন সেই স্থানে যাইলেন। তথায় রাজবেশ ধারণ করিয়া অনেক কিঙ্কর সঙ্গে লইয়া মহা আড়ম্বরে রাজধানীতে আসিলেন। সপ্তডিঙ্গা বসন্ত বন্দরে নঙ্গর করা হইল। ঘাটে পৌঁছিবা মাত্র ভীষণ শব্দে ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। নগরে ঢি ঢি পড়িয়া গেল, রাজার জামাই আসিয়াছে। জাঁকজমক দেখিয়া সকলেই ভাবিল এইবারেই প্রকৃত জামাই আসিয়াছে।—রাজবাটীর লোকজন আসিয়া সমাদর পূর্ব্বক জমলমুলুককে রাজসভায় লইয়া গেল। জমলমুলুক গম্ভীর ভাব ধারণ পূর্ব্বক সভামধ্যে রাজার নিকটে বসিলেন। সংবাদ পাইয়া রাজকন্যাও নির্দ্দিষ্ট গবাক্ষ-পথে আসিয়া বসিলেন। রাজা সেই আগন্তুক রাজকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার সদম্ভে পরিচয় দিয়া গর্ব্বভরে কহিলেন, "মহারাজ। নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় বহু দিন এখানে আসিতে পারি নাই, এক্ষণে আমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিন। রাজা কহিলেন, বাছা আমার দুহিতার একটী প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর দিতে পারিলে তুমি তাহাকে পাইবে। নচেৎ তুমি তাহাকে পাইবে না। তোমাকে বলিতে হইবে যে বাসর ঘরে কি ঘটনা হইয়াছিল?

রাজকুমার ঈষদ্ধাস্য করিয়া গর্ব্বভরে কহিলেন, "রাজন্। আমার বাসরের কথা আমি বলিতে পারিব না?—তবে বলিতে পারিবে কে?—অবশ্যই আমি বলিব। খানিক রাত্রে আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম। রাজকন্যাকে বলিলাম,—রাজনন্দিনী কহিলেন, অন্য কিছু খাদ্য আনাইয়া দিই। আমি বারণ করিয়া বলিলাম, তাহাতে দরকার নাই, এই গৃহে যে দ্রব্য আছে তাহাতেই হালুয়া তৈয়ারি কর।

রাজকন্যা গবাক্ষে বসিয়া এই পর্য্যন্ত শুনিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, তবে বুঝি এই বারেই প্রকৃত হইল। যদি প্রকৃত না হয় তবে এ সকল কথা কিরূপে বলিতেছে, মহম্মদ বুঝি এত দিনে কৃপা করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তাহার পর কি হইল বাপু?

জমলমুলুক উত্তর করিলেন, "তাহার পর মহারাজ। বিবাহ বসনের অঞ্চল ছিঁড়িয়া রাজকন্যা দীপালোকে অগ্নি জ্বালিয়া ঘৃত ওড়ুন এবং চিনি দ্বারা হালুয়া প্রস্তুত হইলে, আমরা দুই জনে তাহা আহার করিলাম।

"আহার করিলাম!" রাজকন্যা গবাক্ষ হইতে চীৎকার করিয়া প্রতিধ্বনি

করিলেন, আহার করিলাম।—ফালুধা তৈয়ারি হইলে আমরা দুই জনে তাহা আহার করিলাম।—মহারাজ।—মহারাজ! পিতঃ।"—বারম্বার এইরূপ বলিতে বলিতে রাজকন্যা যেন রণরঙ্গিণীর মত উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সভামধ্যে দর্শন দিলেন —আসিয়াই বিশাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জমলমুলুকের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ। এখনি এই জুয়াচোরকে বন্ধন করিবার আজ্ঞা দিন। ইহার তরীতে যে সমস্ত সম্পত্তি আছে তাহা রাজভাণ্ডারে আনিতে আদেশ দিন। আর সেই পাপীষ্ঠ মায়াবিনী মঠধারিণী বৃদ্ধা সোফিয়াকে অবিলম্বে বন্ধন করিয়া এখানে আনিবার আজ্ঞা দিন।

তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞায় প্রতারক জমলমুলুক বন্দী হইল। তাহার তরণীস্থ যাবতীয় দ্রব্য রাজভাণ্ডারে আনীত হইল। সেই বৃদ্ধা সোফিয়া বন্দিনী অবস্থায় রাজ সভায় আনীত হইল। এবং জমলমুলুক দত্ত দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রাও রাজভাণ্ডারে নীত হইল।

পরে রাজকন্যা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক আবার কহিলেন পিতঃ! আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি প্রতারক এই মায়াবিনী মঠধারিণীর মঠে বাসা লইয়াছিল। অর্থ লোভে ইহারই উত্তেজনায় এই পাপিষ্ঠা কাল বৈকালে আমার নিকট আসিয়াছিল, রাত্রিতে ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া সমস্ত রজনী আমার গৃহেই শয়ন করিয়াছিল মায়াবিনী মায়াকান্না কাঁদিয়া আমার মুখে আমার বাসর গৃহের অর্দ্ধেক কথা জানিয়া গিয়াছিল। এই জুয়াচোর সেই অসম্পূর্ণ বৃত্তান্ত জানিয়া মহানন্দে এখানে আসিয়াছে।" এই কথা বলিয়া, রাজকন্যা আবার পিতাকে ডাকিয়া কহিলেন, পিতঃ। আপনার অপেক্ষা কেহ বড় রাজা আছেন কি?"

রাজা। আছেন, পারস্যরাজ নওরেসোঁয়া আমাপেক্ষা বড় রাজা।"

সফঃরিসা কহিলেন "মহারাজ আমি তাহারেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। তিনিই ফকীরবেশে সয়ম্বরসভায় আসিয়াছিলেন। চলুন, আমরা পারস্যরাজ্যে গমন করি। এই দুইজন পাপিষ্ঠকে আমাদের তরণীতে বাঁধিয়া লওয়া হউক। পারস্য সম্রাট নওরেসোয়ার নিকটেই ইহাদিগের পাপের সমুচিত শাস্তি হইবে।

ভূপতি সম্মত হইলেন। সেই দিবসেই পরিবার যাত্রার উদ্যোগ হইতে

লাগিল। সফরন্নিসা সেই বাসরঘরে যে বালুকা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন, সংগোপনে তাহা তুলিয়া লইলেন। তরণী আরোহণে বহু সংখ্যক কিঙ্করসঙ্গে লইয়া রাজা মেহেরবান নিজ কন্যাকে লইয়া পারস্যরাজ্যে যাত্রা করিলেন। জুমলমুলুক আর সোফিয়া সেই তরণীতে বাঁধা থাকিল।

যথা সময়ে রাজা মেহেরবান পারস্য রাজ্যে পৌঁছিলেন, নরপতি নিজ কন্যাকে লইয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। কিঙ্করনিচয় সমস্ত দ্রব্যাদি ও বন্দীদ্বয়কে লইয়া তীরে উঠিল। মেহেরবান রাজবাটীতে যাইয়া তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইলেন। মেহেরবান কথাচ্ছলে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইলেন। পারস্য সম্রাট স্বীয় পত্নীকে পাইয়া মহানন্দিত হইলেন। জুমলমুলুকের, প্রাণদণ্ড ও সোফিয়ার যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড করিলেন। সফরন্নিসা এই অবধি রাজমহিষী হইলেন; তিনি এখন আর রাজকন্যা নহেন। তাহার পিতা এক মাস কাল পারস্যদেশে অবস্থানান্তর স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

এক বৎসর অতীত হইল রাজমহিষী গর্ভবতী। একদিন বৈকালে রাজা ও রাণী উভয়ে প্রাসাদোপরি বসিয়া পাশা খেলিতে ছিলেন প্রাসাদের সন্নিকটেই একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষের একটী শাখায় একটী পারাবত বসিয়া পাখা নাড়িতেছিল. রাজা সেই পক্ষী দেখিয়া রাণীকে তিনি কহিলেন,—"দেখ দেখ মহিষী! কেমন একটী সচানের বাচ্ছা বসিয়া আছে।"

সফরন্নিসা কহিলেন,—"সে কি মহারাজ! আপনার ভুল হইয়াছে। সচান কেন, উটী যে পারাবত।" উভয়ে বিষম তর্ক করিতে লাগিলেন। পাত্র মিত্র সকলেই সেই স্থানে আগত হইলেন। তাঁহাদিগকে সাক্ষী করিয়া রাজমহিষী কহিলেন,—"তোমরা দেখ, উটী যদি সচান হয়, আমি বার বৎসর রাজার মুখ দেখিব না, যদি পারাবত হয়, বার বৎসর রাজা আমার মুখ দেখিবেন না। তোমরা সত্য কর।"

মন্ত্রীগণ দেখিলেন যে রাণীর কথা সত্যই। ওটী যথার্থই পারাবত। কিন্তু এস্থলে সত্য কহিলে অনিষ্ট হইবে। রাণী গেলে আবার রাণী পাওয়া যাবে, রাজা গেলে শীঘ্র রাজা পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। অতএব রাজ্য রক্ষার জন্য মিথ্যা বলাতে পাপ নাই। এই স্থির করিয়া তাহারা সকলে কহিল ওটী সচান পাখী। রাণী বিশ্বাস করিলেন না। আর পুর বলিলেন, তোমরা

মিথ্যা বলিতেছ, সত্য কহ। অবশেষে দেখিলেন যে মন্ত্রীরা কোন মতে সত্য কহিবে না তখন বনবাস যাইবার জন্ত রাজার নিকট বিদায় লইলেন। বলিলেন আমি আর গৃহে থাকিব না, আমারে বনবাস দিয়া আইস। এই কথা শুনিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইলেন, পরে চৈতন্যোদয় হইলে মহিষীর জন্ত অনেক বিলাপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন আমি ত বাজী রাখি নাই তবে আমি তোমাকে বনবাস যাইতে দিব না, রাণী কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন,—আমি নিশ্চয়ই বনগমন করিব। আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, তা আপনি কি করিবেন মহারাজ? নিশ্চয়ই আমারে বনবাসিনী হইতে হইবে।"

কিছুতেই যখন কিছু হইল না, রাণী যখন কিছুতেই শুনিলেন না, তখন বাদশাহ নিজ সওদাগরকে ডাকিয়া এক বনমধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ১২ বৎসরের উপযোগী আহার সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখিয়া দিয়া সেই প্রাসাদে স্বীয় মহিষীকে রাখিয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশে প্রাসাদ প্রস্তুত হইলে তাহার মধ্যে বার বৎসরের উপযুক্ত

আহার সামগ্রী ও বসন ভূষণাদি রাখা হইল। বাটির মধ্যে পুষ্করিণী খনন করাইয়া বৎসা ছাড়িয়া দিলেন। দুগ্ধপানের জন্য পাঁচটী কামধেনু তথায় পাঠাইয়া দিলেন। এমনি বন্দোবস্ত করা হইল যে, যার বৎসর সেখানে কিছুমাত্র অভাব অথবা অপ্রতুল না থাকে।

রাজা নওরেসোঁয়া বাদশাহের মহিষী বিদায় হইলেন। সঙ্গে দাসী দিতে চাহিয়াছিলেন, রাণী রাজি হইলেন না একাকিনী গর্ভবতী সাধ্বী রমণী সওদাগরের সহিত বনমধ্যে যাইলেন। রাজা ভূমে গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রস্তরালয়টীর চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চ প্রাচীর। কোথাও একটী ছিদ্র পর্য্যন্ত ছিল না। কেবল একজন মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে এমন একটী পথ ছিল, রাণী প্রবেশ করিবার পর সওদাগর একখানি পাথর দিয়া সেই পথটীও বন্দ করিয়া দিলেন। রাণী একাকিনী সেই নির্জ্জন বনমধ্যে পাষাণ-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সওদাগর কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলেন।

---

# সরবাণু রাজপুত্রের কথা।

সফরন্নিসা যখন বনবাস আশ্রয় করেন, তখন পাঁচমাস গর্ভবতী—আর পাঁচমাস পরে বনমধ্যে তাঁহার একটী পরমসুন্দর সন্তান প্রসূত হইল। বনে রাজ কুমারের জন্ম হইল। সন্তানের মুখ দর্শন করিয়া রাণী অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিলেন। ভাবিলেন, আজ যদি এই পুত্র রাজধানীতে জন্মাইত, তাহা হইলে রাজা কতই আনন্দিত হইতেন। নগরীমধ্যে কতই সমারোহ—কতই ধুমধাম হইত। হায় এই নির্জ্জন বনে এই রাজকুমারের জন্ম হইল! হায় হায় বিধাতার খেলা বুঝা ভার।

রাণী এইরূপ পরিতাপ ও খেদোক্তি করিয়া অতি কষ্টে অশ্রু মোচন করিলেন, ও স্বয়ং ধাত্রী হইয়া নবপ্রসূত কুমারের নাড়ী ছেদ করিয়া দিলেন। অনন্তর উষ্ণজলে স্নান করাইয়া সূতিকাকর্ত্তব্য যাহা অনুষ্ঠান করিতে হয়, সমস্তই একে একে সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

পুত্রটী একমাসের হইল। আদর করিয়া রাণী তাহাকে কত কথাই বলিতেন, ছেলেটী হাত পা ছুড়িয়া হাসা করিত। তাহাতেই বা রাজমহিষীর কতই আনন্দ। ছেলেটী দিন দিন শশীকলার মত বাড়িতে লাগিল। ক্রমে পুত্র পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করিল। রাণী তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন, নাম রাখিলেন, সরবানু।—সরবানু যখন আট বর্ষ বয়স্ক,রাণী তৎকালে আপনার কুমারীব্রত অবধি বনবাস পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস তাহাকে শিখাইতে লাগিলেন। সরবানু অল্প দিনেই তাহা মুখস্থ করিয়া লইল।

এক্ষণে সরবানু দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক হইল। স্বভাবসুলভ চঞ্চলতাও আসিয়া জুটিল। সরবানু একগাছা যষ্টী লইয়া বাটীর প্রাচীরের এদিক ওদিক স্থানে আঘাত করিতে লাগিল। প্রত্যহ ঐরূপ করিতে করিতে একদিন দৈবাৎ প্রবেশের দ্বারের পাথরখানি খুলিয়া পড়িল। মাতার অজ্ঞাতসারে চুপি চুপি সেই স্থান দিয়া সরবানু বাহির হইল। জন্মাবধি যাহা কখন দেখে নাই, তাহা দেখিয়া ক্রমশই তাহার আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। বনে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি নানাজাতি হিংস্র জন্তু রূপবান রাজপুত্রকে দেখিয়া তাহাদের মাথা হেঁট করিয়া দূরবনে প্রস্থান করিল। রাজপুত্র একটী নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন। নদীতে নৌকাদি দেখিয়া মহা আনন্দিত হইল। ঘাটে রমণীগণ জল তুলিতে আসিয়াছিল তাহারা সরবানুর দেহের গঠন ও রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। সরবানু অনেকক্ষণ নদীর তীরে থাকিয়া নৌকাদি দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সরবানু গৃহে আসিলে রাজ্ঞী শশব্যস্তে পথের পাথরখানি বন্ধ করিয়া সরবানুকে ভৎসনা করিয়া বাটীর বাহির হইতে বারণ করিয়া দিলেন। বলিলেন—এবার বাড়ীর বাহির হইলে তোমার পা খোড়া করিয়া দিব। দুষ্ট বাছা বড়ই দুরন্ত হইয়েছিস, এই বন, এই জন্তু, এ বনে বাড়ী থেকে কি বেরুতে আছে? ছি যাদু! আর কখনও যেও না।"

সরবানু প্রথম প্রথম কোথায় যাইল না কিন্তু ২ দিন পরে থেকে সেই প্রত্যহই রাণী তিরস্কার করেন, নিতান্ত চঞ্চল হইয়া নিত্য নিত্যই সরবানু নদীর ধারে যায়। একদিন বৈকালে একখানি বৃহৎ নৌকা দক্ষিণদিক হইতে সেই দিকে আসিতেছিল। সরবানু যেখানে বসিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত আসি য়াই নৌকাখানি আটকাইয়া গেল। আর চলিল না। নৌকার প্রধান কর্ত্তা, বিবেচনা করিলেন, নরবলি খাইবার জন্য নৌকা আটকাইয়া গিয়াছে।

এই ভাবিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া সরবাণুর হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। দুই একজন কর্ম্মচারী সেই সঙ্গে যোগ দিল। সরবাণু কাঁদিতে লাগিল। নদীর ঘাটে যে সকল স্ত্রীলোক জল লইতে আসিয়াছিল, তাহারা দেখিল মহাবিপদ। সেই সুন্দর দেবাকৃতি শিশুটীকে নৌকাতে কাটিয়া দিবার জন্ম নৌকার লোকেরা টানাটানি করিতেছে, দেখিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল এবং তাহারা বাধা দিতে লাগিল। নৌকার লোকেরা বালকের এক হাত ধরিয়া টানিতে ছিল, স্ত্রীলোকেরা অন্ত হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। মহা কোলাহল গোলমাল উপস্থিত। রাণী সকংমিনা সেই গোল শুনিতে পাইলেন। সরবাণু নদীতীরে যায়, তিনি গৃহে থাকেন, কিন্তু কান পড়িয়া থাকে নদীকূলে। কেবল কাণ কেন, প্রাণ পড়িয়া থাকে নদীকূলে। তিনি শুনিলেন, বনপ্রান্তে ভারী একটা গোল উঠিয়াছে। বুঝি সরবাণুর কোনরূপ বিপদ ঘটিয়াছে, ভাবিয়া দ্রুতপদে নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাহাই সত্য। যে লোক নৌকা হইতে নামিয়া সরবাণুকে টানাটানি করিতেছে, সেই লোক তাঁহারই স্বামির সওদাগর। এই সওদাগরই তাঁহারে বনবাস দিয়া গিয়াছিল। দেখিযাই দীনবচনে ডাকিয়া কহিলেন, "সওদাগর। এ কি কার্য্য করিতেছ? কাহাকে নরবলি দিবার আকিঞ্চন পাইতেছ? এই শিশু তোমাদের রাজার একমাত্র বংশধর। সওদাগর! তুমি আমারে চিনিতে পার? আজ বার বৎসর হইল, গর্ভবতী অবস্থায় তুমি আমারে বনবাস দিয়া গিয়াছিলে। আমারই গর্ভে এই রাজকুমার জন্মিয়াছে। ইহার নাম সরবাণু। তুমি ভাবিয়াছ, নরবলি লইবার জন্ম নৌকা আটকাইয়াছে, কিন্তু ওরে নির্বোধ? তাহা নয়। তোমাদের রাজা জন্মাবধি সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করেন নাই, পুত্রমুখ দর্শন না করিলে নরক দর্শনের ভয় দূর হয় না। সেই জন্ম এই পুত্রকে তরণীতে তুলিয়া লইবার জন্যই তরণীএই স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে। ইহাকে তুলিয়া লও, এখনি তরণী চলিবে।"

রাজ্ঞীকে দেখিয়া সওদাগর লজ্জিত হইলেন ও সরবাণুকে নৌকাতে তুলিয়া লইল।,নৌকাও চলিতে লাগিল।

পারস্যরাজের ভাণ্ডারে প্রচুর শস্যরত্নাদির প্রয়োজন হওয়ায়, রাজসওদাগর নৌকারোহণে অন্য রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে তথায় পৌঁছিয়া নিয়মিত সময়ের মধ্যে কার্য্য সমাধা করিয়া সরবাণুর সহিত স্বদেশে

ফিরিতেছেন,এমনসময়ে দেখিলেন,পথিমধ্যে একটী সমুচ্চ দ্বীপের উপর একটী রূপ লাবণ্য সম্পন্না কন্যা বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে। দেখিয়াই সরবাণুকে ডাকিয়া সওদাগর কহিলেন, "রাজকুমার। আমি তোমার কটিদেশে রজ্জু বাঁধিয়া দিতেছি, তুমি ঐ দ্বীপে আরোহণ করিয়া কন্যাটীকে লইয়া আইস।"

সরবাণু দ্বীপে উঠিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কন্যাটী সুড়ঙ্গ করিয়া সুড়ঙ্গপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে তথায় একাকিনী বসিয়া পাশা ক্রীড়া করিতেছিল, সুবর্ণ পাশাগুলি পড়িয়া আছে, অস্থিগুলি নাই। সরবাণু সেই পাশাগুলি লইয়া নামিয়া আসিলেন।

সওদাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস। কি হইল? শূন্য হস্তে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলে যে।

সরবাণু উত্তর করিলেন, 'না, শূন্যহস্তে নয়, সোণার পাশা আনিয়াছি। কন্যা দ্বীপের উপর বসিয়া পাশা খেলিতেছিল, আমারে দেখিবামাত্র হাড় কখানি লইয়া দ্রুতপদে সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। এই কখানি পড়িয়া ছিল, আমি তাহাই লইয়া আসিয়াছি।"

আশ্চর্য্য পাশা দেখিয়া সওদাগর মহানন্দিত হইলেন।—কহিলেন, "বৎস। উত্তম কার্য্য করিয়াছ। এই পাশাগুলি সম্রাটকে উপহার দিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে।"

সরবাণু কহিলেন, "না মহাশয়। এমন কার্য্য করিবেন না। পাশা পাই-লেই মহারাজ অস্থি চাহিবেন, না পাইলেই বিষম বিপদ হইবে। তখন আমরা কি করিব?"

সওদাগর উত্তর করিলেন না। একমাস পরে সেই বনের ধারে নদীর তীরে নৌকা উপনীত হইল।

সওদাগর হাস্য করিলেন। অনন্তর উভয়ে পাষাণ নিকেতন সমীপে উপস্থিত হইয়া মাতৃসম্বোধনে ডাকিল রাজ্ঞী দ্রুতপদে আসিয়া প্রবেশ-পথের পাথরখানি সরাইয়া দিলেন। সওদাগর ও সরবাণু ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া উভয়েই রাজমহিষীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। কথায় কথায় রাত্রি হইল। সওদাগর সে রাত্রি সেই বাটীতেই থাকিলেন। রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে রাণীকে ডাকিয়া সওদাগর কহিলেন, "মা। কল্য প্রাতঃকালে গৃহে গমন করুন।—অজ্ঞাতবাসের সময় পূর্ণ হইয়াছে, আর বনবাসে থাকিবার আব-শ্যক নাই।" রাণী সম্মত হইলেন না।

সওদাগর কহিলেন, "না মা! আপনাকে এই বনে রাখিয়া যাইব না। অবশ্যই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। তবে যদি আপনি গৃহে যাইতে এখন রাজি না হন, আমি আপনারে অত্যন্ত যত্ন করিয়া আমার গৃহেই রক্ষা করিব। আপনাকে ভগ্নি বলিয়া পরিচয় দিব, রাজপুত্র সরবাণুকে ভাগিনেয় বলিয়া পরিচয় দিব। কেহই কিছু জানিতে পারিবে না, ইহাতে কি আপনার রাজি না হবার কোন কারণ আছে?" রাণী অনেক ভাবিয়া সম্মত হইলেন, বলিলেন,—তবে প্রভাতেই যাওয়া হইবে।

এই স্থির করিয়া সকলে নিদ্রিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজধানী যাত্রার উদ্যোগ করা হইল। দ্বাদশ বৎসরের পর পাষাণ নিকেতনে কিছু কিছু সংগৃহিত সামগ্রী বাকী ছিল, তাহা নৌকায় তুলিয়া লইয়া রাজ্ঞী সফরন্নিসা পুত্রকে লইয়া নৌকারোহণ করিলেন। যথাসময়ে রাজধানীতে নৌকা পৌছিল। সওদাগর রাজরাণী ও রাজপুত্রকে আপন গৃহে গোপনে রাখিয়া বাণিজ্যদ্রব্যাদি লইয়া রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজদর্শনের পর অপরাপর পাত্রামাত্যগণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পনর দিন কাটিয়া গেল। একদা সওদাগর সরবাণুকে লইয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। সম্রাট সেই শিশু সরবাণুর আপাদ মস্তক দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি সরবাণুর সর্ব্বাঙ্গেই রাজ লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন সওদাগর এ শিশুটী কাহার?

সওদাগর উত্তর করিলেন এটী ভাগিনেয়। রাজা উত্তর করিলেন সওদাগর তোমার ভাগিনেয়টী বেশ সুশ্রী ধীর নম্র তুমি প্রত্যহ ইহাকে আমার সভায় আনিও। সওদাগর তাহাতেই সম্মত হইলেন। সওদাগর প্রত্যহই রাজসভায় লইয়া যাইতেন; নিত্য নিত্য দেখিয়া সরবাণুর উপর রাজার স্নেহ জন্মিল।

কিছুদিন গত হইলে সওদাগর সরবাণু আনীত পাখক গুলি রাজাকে প্রদান করিলেন। রাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া সওদাগরকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন। সওদাগর ইহা সরবাণুকে অথবা তাহার মাতাকে জানাইলেন না। একদা রাজা পাশা খেলিতে বসিয়া দেখিলেন সওদাগর পাশক দিয়াছে কিন্তু হাড় দেয় নাই। তিনি সওদাগরকে কহিলেন, "সওদাগর!

তুমি ইহার অস্থি প্রদান কর, আমি তোমাকে আরও অর্থ প্রদান করিব। সওদাগর কহিল মহারাজ আমি অস্থি পাই নাই, কেবল মাত্র পাখক পাইয়াছি তাহাই আপনাকে দিয়াছি। নরপতি মহা বিরক্ত হইয়া কহিলেন দেখ সওদাগর তুমি যদি এক সপ্তাহের মধ্যে ইহার হাড় আনিয়া দিতে না পার তাহা হইলে আমি তোমাকে সবংশে নিধন করিব। সওদাগরের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নিজ গৃহে গমন করিলেন। সওদাগর গৃহে আসিয়া ভগ্নান্তকরণে একাকী নির্জ্জন গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন। বাড়ীর কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। সমুদয় অন্বেষণ করিতে করিতে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সওদাগর সমস্তই বর্ণনা করিল। সরবাণু কহিলেন, বারবার বারণ করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি শুনিলেন না। তাই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে না দিতে পারিলে সবংশে নিধন করিবেন—রাজা যদি আর কিছু সময় দেয় তাহা হইলে আবার সেই স্থানে গিয়া অস্থি আনা যায়। সওদাগর কহিলেন বোধ হয় রাজা তোমার কথা শুনিলে আর কিছু দির্ঘ সময় দিতে পারেন। উভয়ে সেই পরামর্শ করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন, রাজা কহিলেন সওদাগর দুই তিন দিন কাটিয়া গেল অস্থির ব্যবস্থা কি করিলে?

এই কথা বলিবা মাত্র সরবাণু রাজার পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মহারাজ। আপনি ৭ দিন মাত্র সময় দিয়াছেন, কিন্তু যে স্থানে পাখক পাওয়া যায় সেই স্থান এই স্থান হইতে এক মাসের পথ—অতএব মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া অধিক সময় দিন নচেৎ অবিচারে আমার মাতুলের বংশ ধ্বংশ পায়। আমি ঠিক জানি সেই স্থানে ইহাও পাওয়া যাইবে। যদি না আনিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে আমার প্রাণ দণ্ড হইবে। রাজা সরবাণুর ক্রন্দনে গলিয়া গেলেন এবং তাহার কথাতেই সম্মত হইলেন।

সওদাগর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ করিয়া তৎপর দিবস সরবাণুকে সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে দ্বীপাভিমুখে চলিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিন অপেক্ষা অতি অল্প দিনেই সেই দ্বীপে পৌছিলেন। সওদাগর দেখিলেন একটী রাজকন্যা ছাদের উপর বসিয়া পাশা খেলিতেছে। একা একা পাশা খেলা বড়ই আশ্চর্য্য সেই ঔৎসুক্য বটে বিশেষতঃ আপনাদের প্রাণ রক্ষা—সওদাগর সরবাণুর কোমরে দড়ি বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন, বৎস সরবাণু

আমি তোমার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া দিয়েছি, তুমি দ্বীপের উপর উঠ কিন্তু এবারে আর খালি পাখা লইয়া আসিলে হইবে না হাড় আনা চাই।"

সরবাণু কহিলেন, এবারে যেরূপে পারি হাড় আনিবই আনিব। কন্যা যেথানেই যাউক না আমি কখনই ক্ষান্ত হইব না। যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি সে পর্য্যন্ত আপনি এই নৌকাতেই থাকিবেন। এই দড়িগাছটী আমি ঐ দ্বীপের উপর কোন ভাঁটা দার্সে বাঁধিয়া রাখিব। দড়ি না নাড়িলে আপনি ইহা টানিবেন না। যেরূপে হয়, আমি এবার ঐ অস্থি আনয়ন করিব।

সন্তুষ্টচিত্তে সরবাণুর প্রস্তাবে ও প্রতিজ্ঞায় অনুমোদন করিয়া সওদাগর তাহাতেই রাজি হইলেন। সরবাণু আস্তে আস্তে দ্বীপের উপর উঠিল। তাঁহার পদশব্দ শুনিবামাত্র কন্যাটী পূর্ব্ববৎ হাড়খানি লইয়া তীরবেগে সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিল। স্বর্ণ পাখাগুলি পূর্ব্ববৎ অযত্নে দ্বীপের চুড়ায় পড়িয়া রহিল। সরবাণুও তৎক্ষণাৎ কটিবদ্ধ রজ্জুপ্রান্ত একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে বাঁধিয়া সেই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিলেন।

সুড়ঙ্গপথ অতি অপ্রশস্ত দুইদিকেই জল।—স্থানে স্থানে মণি জলিতেছে স্থানে স্থানে অন্ধকার।—সরবাণু সেই ভয়ঙ্কর পথে মৃদুমন্দ পদসঞ্চারে ক্রমাগত দিবা রাত্রি গমন করিয়া তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় পর্য্যটন করিবার পর পাতালপুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীর মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ প্রাসাদ।—যেমন প্রশস্ত, তেমনি মনোহর। ঠিক যেন সেই প্রাসাদটী একটী সুন্দর রাজপ্রাসাদ। সরবাণু নির্ভয়ে সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। পুরী সাত মহলে বিভক্ত। সরবাণু প্রথম মহলে দ্বারবানগণের গৃহাদি দেখিলেন। দ্বিতীয় মহলে বিচারালয় দেখিলেন। তৃতীয় মহলে স্নানাগার, চতুর্থ মহলে পাকশালা, পঞ্চম মহলে ভোজনগৃহ, ষষ্ঠ মহলে দাসদাসীদিগের বিশ্রামগৃহ, সপ্তম মহলে উপবন মধ্যস্থ সরোবর। সমস্ত মহলই দেখিতে অতি চমৎকার আশ্চর্য্যের বিষয় সেই প্রাসাদে জনমানবের সঞ্চার নাই। সরবাণুর মনে সন্দেহ ও ভয় উপস্থিত হইল। সেইরূপ সন্দিগ্ধভাবে ত্রিতল সোপানে উঠিতে লাগিলেন। উপরিতলের গৃহ গুলিও পরিপাটিরূপে সুসজ্জিত। সকল গৃহেই দুগ্ধফেনিভ সুকোমল শয্যা। কিন্তু কোন গৃহেই লোক নাই। সরবাণু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এটা কি মায়াপুরী। ভাবিতে ভাবিতে এক

একে সকল গৃহ দেখিতেছেন, অকস্মাৎ একটী গৃহে দেখিলেন, একখানি পর্য্যঙ্কে একটী পরমসুন্দরী রমণী অর্দ্ধশায়িনী হইয়া ধীরে ধীরে পাদুখানি দুলাইতেছে। দুকানে দুল কাঁচুলির উপর বুকে একছড়া মতিহার, হাতে দুগাছি কঙ্কণ, পরিধেয় সবুজ পেসোয়াজ, মস্তকে কবরী নাই, পৃষ্ঠ-লম্বিত সুদীর্ঘ বেণী।—

রূপ দর্শনে রাজকুমার স্তম্ভিত হইলেন। তিনি এক দৃষ্টিতে সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কামিনী আপন মনে অবনত বদনে উপবেশন করিয়া আপন মনে টিপি টিপি হাসিতেছিল।

হঠাৎ সেই কুমারী কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া সভয় সলজ্জ ও বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "তুমি কে?—দেবতা না মানব?—তুমি এখানে কিরূপে আসিলে? মানবেত এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। কে তুমি?"

রাজপুত্র নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, "মানব'

"মানব'!—কুমারী আরও বিস্মিত হইল বলিল "মানব"—মানব এখানে কিপ্রকারে প্রবেশ করিল?—এখনি পলায়ন কর। এমন সুকুমার কলেবর, তাহারা দেখিলেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে"

"তাহারা?"—পূর্ব্ববৎ নিশঙ্কচিত্তে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা?—তাহারা কাহারা?"

কুমারী উচ্চৈস্বরে কহিল রাক্ষস।"

"রাক্ষস?"—সমান তেজে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাক্ষস?—রাক্ষস এখানে কি জন্য আইসে?—ইহা কি তবে রাক্ষসের পুরী?—তুমি কি তবে রাক্ষসী?

"না,—রাক্ষসী না, আমি রাজনন্দিনী।—তুমি শীঘ্র পলায়ন কর। আমার পিতার পুরী রাক্ষসে খাইয়াছে, কেবল দয়া করিয়া,—কি জন্য জানি না,—কেবল দয়া করিয়া আমাকে রাখিয়াছে।—তুমি শীঘ্র পলায়ন কর।—রাক্ষসের পুরী নয়, রাজপুরী,—আমার পিতা এই পুরীর রাজা ছিলেন, এখন রাক্ষসের পুরী হইয়াছে। তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর।

ভয় হইল না, তথাপি রাজকুমার কহিলেন, "রাক্ষসের শঙ্কা আমার হৃদয়ে নাই। রাক্ষসে আমার কি করিবে। তুমি কি জন্য এই রাক্ষসীপুরীতে

রহিয়াছ, জানিতে ইচ্ছা করি।" ব্যস্তভাবে এই কটী কথা বলিয়া রাজপুত্রকে রাজকন্যা বসিতে বলিলেন তিনি একখানি বেত্রাসনে উপবেশন করিলেন।

কুমারী বিস্মিতা হইয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, এ কি? তোমার যে অসম সাহস দেখিতেছি। রাক্ষসকে তুমি ভয় কর না?—কি আশ্চর্য্য! এই যৌবন কাল আজিও এই কোমল অঙ্গে যৌবনের অঙ্কুর হয় নাই, এই বয়সে জীবনে তোমার মায়া নাই?—রাক্ষসকে তুমি ভয় কর না?—আমার পিতার প্রবল প্রতাপ,—অতুল সাহস, অতুল বিক্রম ছিল,—তিনি প্রত্যহ প্রভু মহম্মদের উপাসনা করিতেন তথাপি নিষ্ঠুর রাক্ষসেরা তাঁহাকে সবংশে নিধন পূর্ব্বক গ্রাস করিয়াছে। হায় হায়! সে কথা আমার মনে সর্ব্বদাই জাগে।—দিবারাত্রি আমারে সেই শোকে দগ্ধ করিতেছে! তুমি বোধ হয় দেখিয়া আসিয়া থাকিবে, আমার পিতার অস্ত্রাগার, আমার পিতার বিচারাগার, আমার পিতার স্নানাগার, আমার পিতার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। ভোগ করে এমন কেহই নাই! এমন অতুল প্রভাব যাহাদের, তাহাদের তুমি ভয় কর না?"

"না রাজনন্দিনী! তাহাদের আমি ভয় করি না। তোমার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, তোমার আত্মীয় স্বজন স্বর্গে গিয়াছেন, তোমারে রক্ষা করে, জগতে এমন লোক কেহই নাই। সেই জন্য জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর তোমারে ত্রাণ করিবার নিমিত্ত আমারে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিশ্চয়ই আমি তোমারে এই রাক্ষসপুরী হইতে ত্রাণ করিব।—বিশেষ,—তোমারে দেখিয়া অবধি আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি। তোমারে মুক্ত না করিয়া কখনই আমি এস্থান হইতে যাইব না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।—আর,—রাজনন্দিনী! তুমি এইমাত্র বলিলে, আমার অবয়বে আজও যৌবনের অঙ্কুর হয় নাই। রাজকুমারী! আমিও জিজ্ঞাসা করি, তোমার ঐ সুকোমল অবয়বে কি যৌবনের অঙ্কুর হইয়াছে?"

রাজনন্দিনী লজ্জিতা হইয়া অবনত বদন হইলেন। আস্তে আস্তে রাজকুমারের প্রতি কটাক্ষপাত করেন আবার চারিচক্ষু একত্র হইবার ভয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মস্তক অবনত করেন। রাজকন্যার কোমল হৃদয়েও প্রেমানুরাগ সঞ্চারিত হইল। অন্যদিকে চাহিয়াও,—পৃথিবীর দিকে মুখ-চক্ষু নীচু করিয়াও তিনি রাজকুমারের মোহিনী মুর্ত্তি মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

সরবাযু বালক।—দ্বাদশ বৎসরের যুবক। রূপলাবণ্য সম্পন্না যুবতীরে দেখিয়া সেই বালকহৃদয়েও প্রেমানুরাগ সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, এই রাজকন্যা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার আর কোন বাধা নাই। আমি কি না সামান্য অস্থি লইতে আসিয়া এই রত্ন পাইলাম, আমি কি ভাগ্যবান?

এই রূপ ভাবিতেছেন,কন্যা সহসা চমকিত হইয়া অর্দ্ধ উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আহার করিয়াছ?

রাজপুত্র হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন, "এই বলিতেছিলে, শীঘ্র পলায়ন কর, আবার যে এখনি আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

রাজকন্যা একটু লজ্জিতা হইয়া উত্তর করিলেন, "অতিথি সৎকার আমার পিতার পরমধর্ম্ম ছিল।"

"তবে তুমি অতিথি সৎকার করিতে জান?—আমার আহার হইয়াছে, আশ্রয় প্রার্থনা। নিশি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে প্রস্থান করিবার, অভিলাষ।"

রাজকন্যার উভয় সঙ্কট হইল। অনুরাগ জন্মিয়াছে, ছাড়িতেও পারে না, আবার ওদিকে রাক্ষসের ভয়, কোথায় রাখিবেন, ভাবিয়া আকুল। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "থাকো।

কেবল থাক। এই একটীমাত্র কথা বলিয়া রাজকন্যা যেন সৌদামিনী গতিতে উঠিয়া দাড়াইলেন। চক্ষু চঞ্চল ছিল স্থির হইল। সুধামর বদনে কালিমা পড়িল। সেই ভাবে অতি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেরূপে প্রথমে আলাপ করিতে হয়, সেটী আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তোমার নাম কি? কোন দেশে নিবাস? দেখিতেছি বালক প্রবাসে আসার কারণ কি?

সরবাযু কহিলেন "নাম ধামের আমার দরকার নাই। যে জন্য আসা সেটী সিদ্ধ করিতে পারিলে,—তোমারে এই রাক্ষসের পুরী হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে পরিচয়ে জানা শুনা হইবে।"

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইলো। রাজকন্যা পুনরায় পর্য্যঙ্ক উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "তোমার নাম নাই, কি বলিয়া ডাকিব সন্ধ্যা হইলেই রাক্ষসীরা আসিবে একটা আধা। নয়, ঐ সব রাক্ষসী সতত। তোমারে এখন কোথায় লুকাইয়া রাখিব। আমার পিতার উপাসনা-গৃহ অতি নির্জ্জন। সেখানে কেহই যায় না। তুমি বোধ হয় তাহা দেখি-

স্মাই আসিয়াছ, তুমি সেই উপাসনা গৃহে বিশ্রাম কর। নিশ্চয়, স্বভাবের কার্য্য, হাচি, কাশী তাহাতেও সাবধান হইও।

সরবানু উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যা হলো। ভীমরবে ঘোর চীৎকার করিয়া রাক্ষস রাক্ষসী সকলে উপস্থিত। "মানুষের গন্ধ পাইয়াছি, কে ঘরে আছিস রে? বিষণ্ণ বদনে মধুরস্বরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজকন্যা কহিলেন, কে আর আছে আমিই আছি আমারেই ভক্ষণ কর।"

"আহা! পুত্র! তোরে ভক্ষণ করিব? তোর আপদ বালাই ভক্ষণ করি।"

রাজকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে আসন হইতে উঠিয়া সযত্নভক্তিতে রাক্ষস রাক্ষসী দলের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। প্রভাতে রাক্ষসগণ রণভূমির উদ্দেশে প্রস্থান করিল। রাজকন্যা নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিলেন। অতঃপর সেই নির্জ্জন উপাসনা গৃহ হইতে রাজপুত্রকে বাহির করিয়া রজনীর ঘটনা শুনাইলেন। তাঁহাকে তখন তিনি রাজপুত্র বলিয়া জানিতেন না। সামান্য বিদেশী পথিক বলিয়া জানা ছিল। তথাপি প্রথম দর্শনে প্রেমানুরাগ সঞ্চার হওয়াতে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিতে লাগিলেন। যথাসময়ে স্নান আহার শেষ করিয়া উভয়ে দুই খানি স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নানা প্রকার বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা! তোমার পিতৃপুরী রাক্ষসে গ্রাস করিল কেন? তোমার পিতা কি উহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?"

রাজকুমারী শোক মিশ্রিত স্বরে কহিলেন, "মানুষে কি কখন রাক্ষসের শক্রতা করিতে পারে?

"তবে তাহারা কি অকস্মাৎ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল?"

"জানিনা।—অকস্মাৎ যখন পুরীমধ্যে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উঠিল, রাজসভায়, অন্তঃপুরে, উদ্যানে মধ্যে যখন বিকট চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তখন আমি একটী সঙ্গিনীর সহিত এই গৃহমধ্যে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ একটা ভীষণ আকার রাক্ষসী আমার এই গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সেই সঙ্গিনীকে খাইয়া ফেলিল, কিন্তু জানিনা কি জন্য আমারে কিছু বলিল না। বরং সস্নেহ বচনে আদর করিয়া মধুর বচনে কহিল, "রাজকুমারি! তোমার পিতার পাপে এই রাজ্য ছারখার হইয়া যাইতেছিল, সেই জন্য আমাদের রাজা আমাদের সাতশত দাসদাসীকে পাঠাইয়া তাহারি

উপযুক্ত দণ্ডদান করিলেন। আমরা তোমার পিতাকে সানুচর সবংশে খাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমাদের কন্যার ন্যায় হইয়া নির্ভয়ে এই পুরীতে বাস কর। আমরা থাকিতে কেহই তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা তোমারে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ ও যথাসাধ্য সুখী করিতে যত্নের ক্রটী করিব না। রাক্ষসী এত সদয় হইল এত আদরে কথা বলিল, কিন্তু সকল গুলিই আমি কিছু শুনিলাম না। চক্ষেও একবিন্দু জল আসিল না। বিলাপ করিবারও সামর্থ্য হইল না। নিঃশব্দে অচেতন হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ অচেতন ছিলাম, মনে হয় না। কিঞ্চিৎ পরে চৈতন্য সঞ্চার হইলে, হা পিতঃ। হা মাতঃ। হা ভ্রাতঃ! বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। রাক্ষসী আমারে প্রবোধ দিতে যত্ন করিল, তাহাতে আমার শোকাবেগ শতসহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিল। একটু পূর্ব্বে অজ্ঞান হইয়া পালঙ্কে পড়িয়া রহিয়াছিলাম, অস্থিরভাবে রোদন করিতে করিতে সেই সময় ধরাসন আশ্রয় করিলাম। চক্ষের জলে আমার দেহ ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে দীনবচনে মিনতি করিয়া রাক্ষসীরে কহিলাম, "এখনি আমারে খাইয়া ফেল, মাতা পিতা যে পথে গিয়াছেন, ভ্রাতা ভগিনী যে পথে গিয়াছেন, সহচরীগণ যে পথে গিয়াছে, শীঘ্র আমারে সেই পথে পাঠাও। একমুহূর্ত্ত আমারে এখানে রাখিও না। শীঘ্র আমারে খাইয়া ফেল।"

"রাক্ষসী আমার কথা শুনিল না। বিকটবদনে খিল২ করিয়া হাসিতে হাসিতে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তাহার পর কখন জ্ঞান হইয়াছিল, মনে নাই। তদবধি এক বৎসরকাল আমি এই রাক্ষসপুরীতে বাস করিতেছি। দিবারাত্র কাঁদিতেছি, রাক্ষস রাক্ষসীর দাসীত্ব করেতেছি, পুরী এখন আর রাজপুরী নাই। দিবসে মন যখন নিতান্ত বিচলিত হয়, তখন একাকিনী সে সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গপথে সমুদ্রকূলস্থ সেই দ্বীপের উপর গমন করিয়া আপন মনে আপনা আপনি কাঁদি।"

রাজপুত্র এই স্থানে বাধা দিলেন। সকাতরভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, "বুঝিয়াছি আর বলতে হইবে না। এখন সেই রাক্ষস রাক্ষসীর উচ্ছেদের উপায় আর তোমারে উদ্ধার করিবার উপায় ঠিক করিতে হইবে।

কাঁদিতে কাঁদিতে ও বিস্মিত হইয়া একবার রাজপুত্রের মুখের দিকে

চাহিয়া আবার তৎক্ষণাৎ নতমুখী হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "হায়! হায়! তুমি বল কি? মানুষে কি রাক্ষসের উচ্ছেদ করিতে পারে? তাহাতে আবার দুই একটা নয়, সাতশত। আমার কি আর উদ্ধারের পথ আছে?"

একটু হাসিয়া রাজকুমার কহিলেন, "আচ্ছা, আজ রাত্রে তাহারা যখন আসিবে, তখন তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া রেখ, তাহাদের পরমায়ু কোথায় থাকে?"

রাজকন্যা সম্মত হইলেন।—ক্রমে বেলাও অবসান হইয়া আসিল।—রাজকুমার কিঞ্চিৎ উপযোগ সামগ্রী ভোজন করাইয়া আপনিও কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন। সন্ধ্যা হইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রাজকুমারকে পূর্ব্ববৎ সেই নির্জ্জন উপাসনাগৃহে থাকিতে বলিয়া নিজে পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যার পর রাক্ষস রাক্ষসীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকুমারী যথারীতি তাহাদিগের সেবা করিলেন তাহারা শয়ন করিল। রাজকন্যা তাহাদিগের নিকটে বসিয়া কৃত্রিম শোকভাব জানাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটা রাক্ষসী তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"পুতো! তুই কাঁদিতেছিস?—কি জন্য কাঁদিতেছিস পুতো।"

রাজপুত্রী অশ্রু মার্জ্জন করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিলেন, "সে দুঃখের কথা আর কি বলিব? কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, তোরা যেন মরিয়াছিস! আর আমি যেন তোদের দেখিতে পাইব না।"

একটা বৃদ্ধা রাক্ষসী হাস্য করতঃ কহিল, "ও মা! তুই চুপ কর।—আমাদের কি মরণ আছে? আমাদের মরণ নাই।—আমরা অমর।"

রাজকুমারী পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তবে তোদের পরমায়ু কোথায় মা?"

রাক্ষসী উত্তর করিল, "ঐ যে কলাগাছ দেখিতেছ, ঐ কদলী বৃক্ষের তলায় আমাদের পরমায়ু আছে।"

রাজকন্যা যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "তবে তোদের মৃত্যু হইবে না। আমার আর ভয় নাই।"

পরদিন প্রভাতে রাক্ষসীরা বাহির হইয়া গেলে রাজকন্যা নিদ্রোত্থিত হইয়া সরবায়ুকে উপাসনাগৃহ হইতে বাহির করিলেন। রাক্ষসেরা পরমায়ু কোথায় থাকে, জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা যেরূপ উত্তর দিয়াছে, রাজকন্যা সেই কথা রাজকুমারকে কহিলেন।

একটু হাসিয়া সরনাসু কহিলেন, "রাজপুত্রি! তুমি কি ও কথায় বিশ্বাস কর? রাক্ষসেরা পরমায়ু কখনও কি কলাগাছের মধ্যে থাকে? তাহারা তোমারে বালিকা পাইয়া মিথ্যা কহিয়াছে। আচ্ছা, আজ এক কর্ম্ম করিও। অপরাহ্ণে একটী স্বর্ণ ঘটে তেল হরিদ্রা পূর্ণ করিয়া রাখিও। যখন তাহারা আসিবে, সেই সময় সেই পূর্ণঘট লইয়া সেই কলাগাছের তলে ঢালিয়া দিও। যখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, এ কর্ম্ম কেন করিলে? —তখন তুমি উত্তর করিও,—আহা! কাল তোরা বলিয়াছিলি, ঐ কলাগাছের তলে তোদের আয়ু আছে, সেই নিমিত্ত আমি এ গাছতলে তৈলহরিদ্রা ঢালিলাম। বৃক্ষটী যত সতেজ হইবে, তোরা তত দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবি। এই কথা শুনিয়া তাহারা যাহা বলিবে, কল্য আমারে কহিও, তাহার পর যাহা করিতে হইবে, আমি তাহার ঠিক করিয়া দিব।"

রাজকুমারী তাহাতেই অঙ্গীকার করিয়া দিনের সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া রাজপুত্রের সহিত অন্যপ্রকার কথোপকথনে দিবাভাগ কাটাইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হেমপাত্রে তৈলহরিদ্রা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর রাজকুমারকে উপাসনাগৃহে লুকাইয়া রাখিয়া স্বয়ং রাক্ষস রাক্ষসীগণের আগমন পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। স্বাভাবিক উচ্চ কলরব করিয়া রাক্ষসেরা রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা উপস্থিত হইবামাত্র রাজকন্যা সর্ব্বাগ্রে অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই স্বর্ণঘটস্থিত তৈলহরিদ্রা পূর্ব্ব কথিত কলাগাছের তলায় ঢালিল। তাহা দেখিয়া পূর্ব্ব রজনীর বৃদ্ধা রাক্ষসী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পুতো! এ কি কৌতুক!—কদলীতলে ও কি ঢালিলি?"

রাজকন্যা উত্তর করিলেন, "আহা মা, কাল রজনীতে তোরা বলিয়াছিলি ঐ কদলীতলে তোদের পরমায়ু আছে। তাই মা আমি সযত্নে তৈলহরিদ্রা ঢালিয়া ঐ বৃক্ষমূলে অভিষেক করিলাম। বৃক্ষটী যত সতেজ হইয়া উঠিবে ততই তোরা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিবি।"

রাক্ষসেরা সকলেই হো হো রবে হাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধা রাক্ষসী অবশেষে কহিল, "ও আমার মা, তাও কি কখনও হয়?—রাক্ষসের জীবন কি কখনও কলাতলে থাকিতে পারে? কাল আমরা তামাসা করিয়াছিলাম। রাক্ষসের জীবন কদাচ কোন বৃক্ষতলে অথবা বৃক্ষমধ্যে থাকিতে পারে

আগ্রহে আগ্রহে আগ্রহান্বিত রাজকন্যা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তোদের জীবন কোথায় থাকে মা?"

রাক্ষসী উত্তর করিল, "হা স্নেহ বৎসলে, এত স্নেহ তোমার অন্তরে,—আমাদের জীবন কোথায় থাকে, তাহা জানিবার নিমিত্ত তোমার এতদূর আকিঞ্চন?—শোন তবে।—তোমার পিতার প্রাচীন উদ্যানমধ্যে যে এক সুগভীর অন্ধকূপ আছে, তাহার মধ্যে এক বৃহৎ অজাগর সর্প বাস করে। দেবতাদের শাপে আমাদের একজন পূর্ব্বপুরুষ সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কূপমধ্যে বহুকাল বাস করিতেছে।—তাহারই মস্তকমধ্যে আমাদের পরমায়ু আছে।—পারস্য রাজ্যের বাদশাহ নওরেসোয়াঁ, তাঁহার পুত্র সরবানু, সেই রাজকুমার যদি কখনও কোন প্রকারে এখানে আসিতে পারে, এক ডুবে এক নিশ্বাসে সেই কূপমধ্য হইতে সেই অজাগর সর্পকে উপরে তুলিতে পারে, তাহার পর বৃক্ষের উপর থাকিয়া অঙ্গুলী পেষণে সেই সর্পের মস্তক চূর্ণ করিয়া তাহার জীবন বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, এক ফোটা রক্ত ভূমে না পড়ে, তাহা হইলে আমরা যে যেখানে পড়িব, সেই সেখানে মরিব; আর যদি তাহার এক বিন্দু শোণিত ভূমিতে পড়ে, তাহা হইলে আমরা সাতশত আছি, চৌদ্দশত হইব। আমাদের মৃত্যু কি সহজে হইবার সম্ভাবনা আছে? মা! তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন?"

রাজকন্যা একটী নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন। মধুরস্বরে কহিলেন, "তবে মা আমার আর কোন ভয় হইবে না।—এবার যদি কোনরূপ দুঃস্বপ্ন দেখি, তাহা হইলে আর কিছুমাত্র কাতর হইব না।"—এই প্রকার কথা কহিতে কহিতে রাজকন্যা ও রাক্ষসীরা ঘুমাইয়া পড়িল না।

রাত্রি প্রভাত হইল রাক্ষসীরা রাজপুরী বহির্গত হইয়া গেল।

বেলা যখন প্রায় চারিদণ্ড, রাজকন্যা তখন রাজকুমারকে জাগরিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুত্র রাজকুমারিকে কহিলেন, "রাজনন্দিনী! তুমি সেই কার্য্য করিলে রাক্ষসেরা তোমারে কি, বলিয়াছিল? তাহারা আর কোন নূতন কথা কহিয়াছিল কি না?

রাজকন্যা শিহরিয়া উঠিলেন।—বলিলেন, "পথিক! স্বস্থানে প্রস্থান কর। তুমি কখনই রাক্ষস বিনষ্ট করিতে পারিবে না। রাক্ষসদের জীবন কদলী বৃক্ষতলে নাই। রাজপুত্র অপ্রহ্যবত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তবে কোথায় তাহাদের জীবন?—

"তাহা শুনিয়া তুমি কি করিবে?"

"তবু শুনিতে দোষ কি। যদি নিতান্তই না পারি নিশ্চই প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তুমি বলনা কেন। রাজকন্যা সম্মত হইলেন না। পুনঃ পুনঃ জিদ করাতে রাজকুমারী অগত্যা স্বীকার করিলেন "তাহারা বলিয়াছে, তাহাদের একজন পূর্ব্বপুরুষ কোন এক দেবতাদের শাপে সর্পদেহ ধারণ করিয়া আমার পিতার একটী উপবন মধ্যে একটী কূপে বাস করিতেছে, পারস্যরাজের পুত্র সরবানু যদি কখনও কোনপ্রকারে এখানে আসিতে পারে, সেই রাজপুত্র যদি এক ডুবে এক নিশ্বাসে সেই অজাগর সর্পকে কূপ হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক বক্ষের উপর অঙ্গুলীর চাপে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে, এক ফোটা রক্ত ভূমে না পড়ে, তাহা হইলে রাক্ষসেরা যে যেখানে পড়িবে, সেই সেখানে মরিবে। সেই অজাগরের মস্তকেই তাহাদের সকলের জীবন। আর যদি এক বিন্দু রক্ত ভূতলে পড়ে, তাহা হইলে তাহারা সাতশত আছে, চতুর্দ্দশ শত হইবে।—তুমি ত নওরোসোহার পুত্র সরবানু নও অতএব তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পলায়ন করিও কাল বিলম্ব করিও না।

রাজপুত্র ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন এখনও আমার অসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।—প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য একবার চেষ্টা করিয়া না দেখিয়া কখনই ক্ষান্ত হইব না। বিনা চেষ্টায় হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাওয়া কাপুরুষের কার্য্য। আমি নিশ্চই রাক্ষস দিগকে বিনাশ করিব।

রাজকন্যা মহাভীত হইয়া বারম্বার রাজপুত্রকে নিবারণ করিলেন কিন্তু রাজপুত্র বারণ শুনিলেন না বারম্বার কহিলেন আমাকে সেই কূপ দেখাইয়া দাও। আমি সেই সর্পকে বিনাশ করিব।

রাজকুমারী বারম্বার বারণ করিলেন রাজপুত্র কিছুতেই শুনিলেন না তিনি ত্বরিতপদে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সুগভীর মহাকূপ দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া নির্ভয়ে প্রজ্জলিত উৎসাহে সেই কূপমধ্যে ঝাপ দিলেন। রাজকন্যা যেন অচলা প্রতিমার ন্যায় কূপের নিকট দাঁড়াইয়া "হায় কি হইল। "হায় কি হইল।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—দেখিতে দেখিতে রাজপুত্র সরবানু সেই অজাগর সর্পের মস্তক ধারণ করিয়া উপরে উঠিলেন।

রাজপুত্র কূপের উপর উঠিয়াই সজোরে সর্পকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক

অঙ্গুলীর চাপে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সর্পখেটিকে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল অথচ এক বিন্দুও রক্ত পৃথিবীতলে পড়িল না। রাজকুমারী এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দর্শনে ভয়ে চৈতন্য হারাইলেন।

ও দিকে রাক্ষসরাক্ষসীরা যে যেখানে পড়িল, সেই সেখানেই মরিল। কেবল সেই প্রথম পরিচিতা বৃদ্ধ রাক্ষসীটা রাজপুরীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া "ওরে পুতো রে! তোর মনে এই ছিল রে।" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে ধরাশায়িনী হইল। যেমন পতন অমনি মৃত্যু।

এ দিকে সরবাণু রাজকুমারীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া উপরে লইয়া গেলেন, তথায় তাঁহার উচিত বিধানে সেবা করিয়া অবশেষে নিজপরিচয় দিলেন। পরিচয় দিয়া কহিলেন, এক্ষণে তুমি নিষ্কণ্টক হইলে,—রাক্ষসেরা মরিল, এখন আমি তোমারে পরিত্রাণ করিলাম। তুমি আমার সঙ্গে পারস্য-রাজ্যে যাইতে ইচ্ছুক কি?"

রাজকন্যা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "পরপুরুষের সহিত স্থানান্তরে গমন করা স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নহে, তুমি যদি আমারে শাস্ত্রমতে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত যাইতে সম্মত আছি।"

অধিক তর্ক বিতর্ক হইল না। সেই দিনেই উভয়ে পরস্পর পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইলেন। বিবাহের পর সরবাণু আপন জননীর স্বয়ম্বর অবধি রাক্ষসবধ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকুমারীর নিকট বলিলেন।

সে দিন সে রাত্রি তাঁহারা সেই পাটীতেই থাকিলেন। পরদিন প্রভাতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহারা সেই সুড়ঙ্গপথে দ্বীপাভিমুখে চলিলেন। দ্বীপের চারি পাঁচ সোপান অবশিষ্ট থাকিতে রাজকন্যা কহিলেন, "রাজপুত্র! আমি যাইতে পারিলাম না।

সরবাণু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য?"

"আমার অইবড় বেলাকার গহনাগুলি ফেলিয়া আসিয়াছি। সেগুলি না লইয়া আমার যাওয়া হইবে না। আমারে ফিরিয়া যাইতে হইল।"

"ইহার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইবে কেন?—এতদূরে আসিয়া কি ফিরিয়া যাইতে হয়?—আমিই একাকী যাইতেছি, চল, তোমারে দ্বীপের উপর রাখিয়া আসি।—সেখানে প্রস্তরবদ্ধ একগাছি দড়ি আছে, সে রজ্জু তুমি সঞ্চালন করিও না। নীচে তরণীতে তোমার মাতাঠাকুরাণী আছেন; রজ্জু স্পর্শ করিও না। আমি ফিরিয়া না আসিলে যাইবার ব্যবস্থা হইবেনা

তোমার সে অলঙ্কারগুলি কোথায় আছে?

রাজকন্যা কহিলেন, "ঘরের কুলুঙ্গীতে স্বর্ণ সিন্দুরচুবড়ির মধ্যে।"

রাজপুত্র তাহা শ্রবণ করিয়া রাজতনয়াকে তথায় রাখিয়া আসিয়া পুনরায় সেই সুড়ঙ্গপথে অবরোহণ করিতে লাগিলেন। নামিবার সময় পুনঃ পুনঃ বলিয়া গেলেন, "কদাচ রজ্জু সঞ্চালন করিও না।"

রাজকন্যা কহিলেন "না, তাহা করিব না।"

রাজপুত্র সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে রাজকন্যার মনে কৌতূহল আর সংশয় একত্র হইল। রাজকুমারী আগ্রহাবেশে সেই প্রস্তরবদ্ধ রজ্জু গাছটী দুই হস্তে সবলে টানিয়া বারম্বার নাড়া দিলেন। সওদাগর ভাবিলেন, সরবাণু ফিরিয়া আসিয়াছেন, অতএব বন্ধন রজ্জু ধরিয়া আস্তে আস্তে টানিলেন। মনোচ্চা রাজকন্যা ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হঠাৎ দেখিলেন, একজন অজানিত পুরুষ। তাহার লজ্জা হইল। ভয়ে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া বসনে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন।

সওদাগর চিনিলেন। যে কন্যা দ্বীপের উপর পাশা খেলিত এই সেই কন্যা। আনন্দের সীমা রহিল না। সরবাণুর ফিরিবার অপেক্ষা না করিয়া নৌকা খুলিয়া দিলেন। রাজকন্যা রোদন করিতে লাগিলেন। সরবাণু তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, সওদাগর সে কথা জানিলেন না, সুতরাং সে রাজকন্যাকে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করিয়া নৌকাতে তুলিয়া লইলেন। রাজকন্যা অনেক কাঁদিলেন, কিন্তু সওদাগর তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

ক্রমে নৌকা লইয়া সওদাগর স্বদেশে আসিলেন। সওদাগর স্বদেশে আসিলেন রাজমহিষী সকরুণস্বরে কহিলেন, "সরবাণু কোথায়?"

সওদাগর মনোভাব ও সত্যভাব গোপন করিয়া অম্লানবদনে কহিলেন, রাজমহিষি। আপনার সরবাণুর বিবাহ উপস্থিত, আমি সেখানে থাকিয়া সেই বিবাহ উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিতে পারিতাম, কিন্তু যথাসময়ে ফিরিতে না পারিলে মহারাজ আমাদের বংশ নাশ করিবেন, সেই ভয়ে আমারে শীঘ্র চলিয়া আসিতে হইল। নবোঢ়া পত্নীর সহিত শীঘ্র আপনার তনয় সরবাণু গৃহে আগমন করিবে?"

রাণী তাহা সত্যই ভাবাই বুঝিয়া গেলেন। মনে আর অন্য সংশয় রহিল

সওদাগর পরমানন্দে সেই স্বর্ণ অস্থি মহারাজকে প্রদান করিয়া প্রভূত পুরস্কার লাভ করিলেন। বাদশাহ পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর ভাল বাসিতে লাগিলেন। প্রথম দিবসে সওদাগর মনোহর বেশভূষা করিয়া রাত্রি-কালে রাজকন্যার সহিত দেখা করিতে গেলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন। সওদাগর বিবাহের কথা উত্থাপন করায় রাজকন্যা কহিলেন, "আমার এক ব্রত আছে, এক বৎসর আমি পরপুরুষের মুখ দর্শন করিব না, আমি আলাহিদা বাটীতে থাকিব; বৎসরের শেষ হইলে ব্রতকথা শুনিয়া গৃহে আসিব; রাজকন্যার আদেশমত কার্য্য করা হইল।
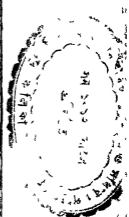
ওদিকে সংবাণু বহুকষ্টে দ্বীপ হইতে সুড়ঙ্গপথে সেই পাতালপুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যার অলঙ্কারপূর্ণ সিন্দুকচুপড়ীগুলি পুনরায় বহুকষ্টে সেই সুড়ঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বীপের উপর আরোহণ করিলেন। কি দেখি-লেন?—দেখিলেন, দ্বীপ শূন্যময়।—সেখানে রাজকন্যা নাই।—বিস্ময়াকুল ও হতাশনয়নে নিম্নপানে চাহিয়া দেখিলেন, নৌকা নাই!—অনেক বিলাপ ও পরিবেদনা করিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রবারি দর্শন করিলেন, এক-খানিও নৌকা নাই। দ্বীপের উপর বসিয়া পড়িলেন। সওদাগরের বিশ্বাস-ঘাতকতা, রাজকন্যার স্ত্রীজনসুলভ চঞ্চলতা চিন্তা করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। অবশেষে হতাশ হইয়া অনেক ভাবিয়া মনে মনে এইরূপ

করিলেন যে, সাতশত প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করিয়া মহা পাপ করিয়াছি, তাহারই এই ফল।—হায় হায়। আমি কি প্রকার কুকার্য্যই করিয়াছি। যাহার জন্ত এত কষ্ট সহ্য করিলাম, যাহার জন্য এত প্রাণিহত্যা করিলাম, যাহার জন্য এত পাপ কার্য্য করিলাম, সে আমার কোথায়?—হায় হায়। সে আমার আর আমার নাই। আমারও আর এস্থান হইতে অন্যত্র যাইবার উপায় নাই। তবে আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি?—ভাবিলেন, যে রাক্ষসীটা রাজপুরীর দ্বারদেশে পড়িয়া মরিয়া রহিয়াছে, তাহার সৎকার করিয়া সেই চিতানলে আত্মাহুতি প্রদান করিব। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সেই সিন্দুরচুপড়ীহস্তে পুনর্ব্বার সেই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পুরীমধ্যে, উপস্থিত হইয়া এক বিশাল কুটার দ্বারা সেই রাক্ষসীদেহ খণ্ড খণ্ড করিলেন। অনন্তর চন্দনকাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি সেই দেহখণ্ড সংস্থাপন করিয়া কলস কলস ঘৃত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চিতা ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাজকুমার সেই সিন্দুরচুপড়ী গ্রহণ করিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। প্রাণপ্রিয়াকে স্মরণ করিয়া ছয়বার প্রদক্ষিণ করা হইল। সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিবার সময় হঠাৎ স্বর্গীয় শুকপক্ষী সেই স্থানে যাইয়া উভয় পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক দৈববাণীর ন্যায় কহিতে লাগিল, হাঁ হাঁ। রাজপুত্র কি কর, কি কর! এমন কার্য্য করিও না।—আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি তোমারে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে রাখিয়া আসিতেছি।"

রাজকুমার চাহিয়া দেখিলেন, স্বর্গীয় শুকপক্ষী।—চমৎকৃত হইয়া দারুণ সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

শুকপক্ষী তাঁহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া সাঁ করিয়া শূন্যপথে উড্ডীন হইয়া নিমেষমাত্রে সাগর পার হইয়া রাজপুত্রকে পরপারে পারস্যরাজ্যে রাখিল। শুকপক্ষী বিদায় হইবার সময় রাজপুত্রকে কহিল, "রাজকুমার। আমি তোমার একটী উপকার করিয়া যাই। এই আমার একটী পক্ষ গ্রহণ কর। ইহা কর্ণে ধারণ করিলে তোমার দেহ বিকৃতি প্রাপ্ত হইবে। পুনরায় সেই পক্ষটী খসাইয়া ফেলিলে যেমন রাজকুমার সেইরূপ রূপ ধারণ করিবে।" এই কথা বলিয়া একটী পক্ষ দিয়া শুকপক্ষী শূন্যমার্গে উড়িয়া গেল।

স্বর্গীয় শুকপক্ষীদত্ত পক্ষ কর্ণে ধারণপূর্ব্বক রাজকুমার সর্ব্বাঙ্গ খোসা, [illegible] পোকা, গলগণ্ডী রূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রতীরে পড়িয়া রহিলেন।

বেলা তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।—পল্লীস্থ রমণীগণ সমুদ্রজলে স্নান করিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল।—একজন বৃদ্ধা মোগলানী স্নান করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় দেখিল, একটী ব্যাধিগ্রস্ত বালক সাগর-তীরে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাহার দয়া হইল। তাহার পুত্রকন্যা কিছুই ছিল না। বৃদ্ধা একাকিনী একখানি সামান্য কুটীরে বাস করিত। রাজ-পুত্রকে সমুদ্রতীর হইতে নিজ গৃহে লইয়া গেল।—সিন্দুকচুপ্ড়ীটীও কক্ষে করিয়া লইল। কুটীরে উপস্থিত হইয়া সেই বিকলাঙ্গ রাজপুত্রকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিল। রাজপুত্র তাহাকে মাসী মাসী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দুই তিন মাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি রাজপুত্রের অঙ্গের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। নিজে নিতান্ত দুঃখিনী, সুতরাং অধিক ব্যয় করিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিতে অক্ষম। সেই জন্য মনে মনে সর্ব্বদাই দুঃখ করে।

বৃদ্ধা প্রতি দিন বৈকালে এক একবার বাটী হইতে বাহির হইয়া যায়। কোথায় যায়, বলিয়া যায় না রাজপুত্রও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না। বৃদ্ধা প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া দুই ছড়া করিয়া মালা গাঁথিত। বাহির হইবার সময় সেই মালা দুছড়া হাতে করিয়া যাইত। একদিন রাত্রিতে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাসি! প্রতিদিন অপরাহ্নে তুমি কোথায় যাও? আর যে দুছড়া করিয়া মালা গাথ, তাহাই বা কাহার জন্য লইয়া যাও? প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা কিন্তু প্রত্যহই ভুলিয়া যাই, শরীরে সাড় নাই, মনে সুখ নাই, কাজেই সর্ব্বদা বিমর্ষ হইয়া থাকি।—হাঁ মাসি! তুমি কোথায় যাও?—মালাই বা কাহার জন্য লইয়া যাও?"

মোগলানী উত্তর করিল, "ও বাছা! সে কথা তোমারে আর কি বলিব? রাজার সওদাগর নূতন বিবাহ করিয়া একটী রূপলাবণ্যসম্পন্না রাজকন্যা আনিয়াছেন, সেই রাজনন্দিনী সর্ব্বদাই বিমর্ষা থাকেন—সদা সর্ব্বদাই ক্রন্দন করেন, কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে কিছুই উত্তর দেন না। আমি প্রত্য-হই তাঁহারই নিকটে যাই। মালা দুছড়া তাহারই জন্য লইয়া যাই। তাঁহার মনোস্তুষ্টির জন্য আমি কত কথা বলি, তথাপি মনের কথা পাই না।"

রাজপুত্র রাজকন্যার সংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সরবানু কিছুক্ষণ ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ মাসি!

সেই রাজনন্দিনী যখন সওদাগরের কাছে থাকেন, তখনও কি ক্রন্দন করেন?"

যোগলানী উত্তর করিল, "না বাছা! রাজকুমারীর সহিত সওদাগরের দেখা সাক্ষাৎ হয় না। রাজকন্যা আলাহিদা এক বাটীতে একাকিনী থাকেন। সে বাটীতে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। রাজনন্দিনী বলেন, তাঁহার এক ব্রত আছে। তিনি এক বৎসরকাল কোন পুরুষের মুখ দেখিবেন না।"

রাজপুত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ্যা মাসি! ফুলের মালা পাইয়া রাজকন্যা কি সন্তুষ্ট থাকেন?"

"লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, একটু একটু সন্তোষ জন্মে। কেননা রাজকন্যা একবার গলায় পরেন, একবার খুলিয়া গন্ধ লন, একবার হাতে করিয়া একে একে ফুল গুলি গণনা করেন। যে মুখে আদৌ হাসি নাই, সেই মুখে অল্প অল্প হাসি দেখা দেয়।"

"বটে?—তবে মাসি, আমি আজ একছড়া ফুলের মালা গাথিয়া দিব, রাজকন্যাকে দিও।—আমি বেশ মালা গাথিতে জানি।"

"দিও।—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, দুছড়া গাথিতে পারি না। দিও বাবা গেথে দিও।"

"তবে মাসি তুমি আমারে গুটীকতক ফুল এনে দিও, আমি বসে বসে মালা গাথিব।

বৃদ্ধা পুষ্প তুলিয়া আনিল, রাজপুত্র মনের মত মালা গাথিয়া তাহার হস্তে দিল। যোগলানী নিজেও এক ছড়া গাথিয়া অপরাহ্নে রাজবালার নিকটে যাইল।

রাজকন্যা দুই ছড়া মালা লইয়া একটু শিহরিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মালাছড়াটী কার গাথা?—তুমিত আমারে প্রত্যহই মালা আনিয়া দাও, এ মালা ত তোমার গাথা নয়; এ মালা কার গাথা?"

"ও বাছা! আমার বোনা-টাপা, একটী বোনপো আসিয়াছে;—উঠিতে পারে না,—সেই বোনপোই এই মালা গাথিয়াছে।

রাজকন্যা যেন অন্যমনস্ক হইলেন। মনোভাব গোপন করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, মাসি! আমিও তোমাকে আজ অবধি মাসী বলিয়া ডাকিব।—মাসি! তোমার বোনপোটো বেশ মালা গাথিতে পারে। আহা! বোনা টাপা?—কেন গা?—কি ব্যামো হয়েছে তার?"

যোগলানী উত্তর করিল, "তা মা আমি জানি না। সেই কথাতেই আমার বাড়ীতে আসিয়াছে।"

"আচ্ছা। তবে ত তাহার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা তুমি প্রত্যহ তাহার গাঁথা এক এক ছড়া মালা আমারে আনিয়া দিও, আমি তাহার রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

বাটীতে উপস্থিত হইলে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "মাসী! রাজকন্যা মালা দেখিয়া কি বলিলেন? অসন্তুষ্ট হইলেন কি?" যোগলানী কহিলেন অসন্তুষ্ট, হওয়া দূরে থাক বরং কত আহ্লাদ প্রকাশ কর্‌তে লাগলো। তোমার এই ব্যামার কথা শুনিয়া কত দুঃখ কর্‌তে লাগ্‌লো তোমার চিকিৎসার জন্য টাকা দেবে বলেছে।"

সরবাণু কহিলেন তবে মাসী আমি তোমাকে রোজ রোজ একছড়া করে মালা গেঁথে দিব সেই রাজকন্যাকে দিও। বৃদ্ধা যোগলানী সম্মত হইলেন।

রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। সরবাণু শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আর সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বনিয়ন্তা পরমকারুণিক জগদীশ্বরই জানেন প্রভাত হইল, রাজকুমার প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপান্ত মালা গাঁথিতে বসিলেন মালা গাথা শেষ হইলে এক খানি পত্র লিখিয়া সেই মালার থোপের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

বৈকালে বৃদ্ধা যোগলানী মালা লইয়া রাজকন্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া মালা প্রদান করিলেন। রাজকুমারী মালা দুই গাছির মধ্যে রাজকুমাররচিত মালা গাছটী নাড়িতে নাড়িতে থোপের মধ্যস্থিত পত্র খানা পড়িয়া গেল। রাজকন্যা পত্র খানি লইয়া যোগলানীকে বসিতে বলিয়া গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক পত্র খানি উন্মোচন পূর্ব্বক পড়িতে লাগিলেন পত্র খানিতে এইরূপ লেখা ছিল।

তরিয়ে অপার-সিন্ধু এসেছি এ দেশে।<br>
রেখেছি জীবন মম তব প্রেম আশে॥<br>
ব্রতের নিয়ম তব শুনেছি ললনে।<br>
শুনেছি সর্ব্বদা থাক বিষাদিত মনে॥<br>
কেঁদোনা লো বিধুমুখী কেঁদোনা লো আর।<br>
তোমাতে আমাতে হবে মিলন আবার॥

বর্ষেক থাকহ ক্ষান্ত শান্ত চিত্ত হয়ে।
বর্ষান্তে যুড়াবে হৃদি প্রেম সুধা খেয়ে॥

তোমার সরবাণু।

রাজকন্যা অনেক অশ্রু সংবরণ করিয়া অনেকবার পত্রখানি পাঠ করিলেন। পরে নিজে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহা এইরূপ;—

প্রাণনাথ পেনু তব পবিত্র লিখন।
জুড়াইল এ দাসীর তাপিত জীবন॥
কত যে আনন্দ পেনু হৃদয় মাঝারে।
বলা নাহি যায় তাহা বলি কি প্রকারে॥
করেছি কুকাজ নাথ চপলতা বশে।
উপযুক্ত প্রতিফল পেনু অবশেষে॥
একাকী পাইয়া মোরে দুষ্ট সদাগর।
হস্তধরি তুলিলেক তরণী উপর॥
পায়ে ধরি অনুনয় করিনু বিস্তর।
না শুনিল মোর কথা দুষ্ট সদাগর॥
গালাগালি দিনু আমি মুখে নাহি আসে।
তথাপি আনিল দুষ্ট আপন আবাসে॥
মাসি মুখে শুনিয়াছ যে পণ আমার।
অন্য পুরুষের মুখ না হেরিব আর॥
আর এক কথা নাথ বলি হে তোমায়।
রোগা টেপা হইয়াছ শুনে প্রাণ যায়॥
ঘন ঘন শর খাও খাও ননী ক্ষীর।
আর খাও ঘৃত দুগ্ধ ফিরিবে শরীর॥
চিন্তা করিও না নাথ অর্থের কারণে।
দাসী যোগাইয়া দেবে পারিবে যেমনে॥

বর্ষ কাল গত হলে তোমাতে আমাতে।
প্রেম সিন্ধু নীরে মোরা ভাসিব সুখেতে ॥
দুর্ম্মতি পাইবে শাস্তি নিজ কর্ম্ম ফল।
আমার প্রাণের জ্বালা ভুলিব সকল ॥
ধর ধর প্রাণেশ্বর আমার লিখন।
দাসীরে রাখিও মনে এই আকিঞ্চন ॥

পত্র লেখা শেষ হইলে রাজকুমারী একটি ফুলের তোড়া প্রস্তুত করিলেন, এবং তন্মধ্যে গোপনে পত্রখানি স্থাপন পূর্ব্বক মোগলানীর নিকট গিয়া কহিল মাসী! আমিত আর মালা গাথিতে জানি না। আমি এই ফুলের তোড়াটি তৈয়ারি করিয়াছি এইটী তোমার বোনপোকে দিও। আর কয়েকটি টাকা দিতেছি তোমার বোনপোর রোগের চিকিৎসা করাইও এই বলিয়া মোগলানীর হস্তে সেই ফুলের তোড়াটি ও ওটিকতক টাকা দিলেন। মোগলানী গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সরবাণুকে সেই তোড়াটী দিয়া কহিল বাছা সেই দয়াবতী রমণী তোমার চিকিৎসার জন্য এই কয়েকটি টাকা ও তোমার মালা দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া এই তোড়াটি দিয়াছে। সরবাণু সেই তোড়াটী নাড়িতে সেই পত্র খানি পড়িয়াগেলে, সরবাণু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পড়া শেষ হইলে, তাহার নয়নদ্বয় হইতে ২।৩ ফোঁটা অশ্রু বিন্দু পতিত হইতে লাগিল। সরবাণু এক খানি পত্র লিখিবার মনস্থ করিলেন। সে দিন পত্রখানি লিখিয়া রাখিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে মালা গাথিয়া তাহার মধ্যে পূর্ব্ব বারের ন্যায় গোপনে পত্র খানি সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। মোগলানী মালা লইয়া রাজকন্যাকে মালা দিয়া আসিল।

রাজকন্যা সেই মালা ছড়াটী ইতঃস্তত ঘুরাইতে ঘুরাইতে পত্র খানি সন্নিবেশিত রহিয়াছে দেখিলেন। পত্র খানি খোপের মধ্যে হইতে বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন পত্র খানিতে এইরূপ লেখা ছিল,—

পড়িয়াছি প্রাণেশ্বরী তোমার লিখন।
লেখা দেখে পড়ে মনে তব সুবদন ॥
হয়েছি আনন্দে মগ্ন লিখন পড়িয়া।
ভালবাসা দেখে মন গিয়াছে গলিয়া ॥

হা বিধাতঃ মোর ভালে এই লিখে ছিলি ?
এমন কনকলতা অন্তর করিলি ॥
হায় প্রিয়ে কেন আমি নিন্দি বিধারে।
বিধাতার দোষ নাই কপালেতে করে ॥
ভাগ্যবলে কোন নর ভুঞ্জে নানা সুখ।
কেহ বা ভাগ্যের দোষে পায় বহু দুখ ॥
অতএব সব প্রিয়ে ভাগ্যের লিখন।
বিরহ ভালেতে লেখা কে করে খণ্ডন ॥
সে যাহা হউক প্রিয়ে করিয়ে যতন।
রাখিও হৃদয় মাঝে সতিত্ব রতন ॥
সদাগর পাবে শাস্তি সতীত্বের বলে।
সতীত্বের তুল্য রত্ন নাহি ভূমণ্ডলে ॥
একাকিনী কিছুদিন বিজন ভবনে।
বাস কর প্রিয় সখী মহানন্দমনে ॥
অবশ্য হইবে পুনঃ সুদিন উদয়।
মিলনে দেখাব মোরা পবিত্র প্রণয় ॥
সমাচার পাঠাইয়া শান্ত করো মন।
বেশী কথা নাই কিছু এই নিবেদন ॥

তোমার সরবানু।

চিঠি খানি পড়িয়া নিজে একখানি চিঠি লিখিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

প্রণিপাত করি নাথ তোমার চরণে।
তোমা বিনে দাসী আর অন্যে নাহি জানে ॥
তোমার আশায় নাথ রাখি এ পরাণ।
ইহাতে মমতা তাই করি ছার জ্ঞান ॥

সতীত্বের কথা তুমি লিখেছ পত্রেতে।
সতীত্বের তরে পারি প্রাণ তেয়াগিতে ॥
সতীনারি ধরাতলে পূজ্য নিরন্তর।
সর্ব্বদা করেন রক্ষা জগত ঈশ্বর ॥
মনে মনে ভাবি সদা সহায় ঈশ্বর।
কি করিবে সদাগর হয়ে তুচ্ছ নর ॥
কিন্তু নাথ ব্যথা পাই সে কথা স্মরিয়া।
ঠেলিবে চরণে তুমি পাপিনী বলিয়া ॥
উদয় হয়েছে যবে মনেতে আমার।
চরণ ঠেলার কথা করি হাহাকার ॥
ইচ্ছা হয় সেই ক্ষণে প্রবেশি অনলে।
অথবা পরাণ ত্যজি দড়ি দিয়া গলে ॥
তুমি হে জীবন মম তুমি প্রাণধন।
তোমার বিহনে দুখ ভুঞ্জি অনুক্ষণ ॥
তুমি হে নবীন ঘন, আমি চাতকিণী।
বরিষ করুণা বারি আছি পিপাসিনী ॥
তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান তুমি মম প্রাণ।
অন্য কিছু মম মনে নাহি পায় স্থান ॥
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ, ওহে প্রাণেশ্বর।
সহিতে পারি না তব বিরহের শর ॥
সমাচার পাঠাইয়া দিও নিতি নিতি।
অধিক কবনা আর নিবেদন ইতি ॥

চিঠিখানি লিখিয়া পূর্ব্ব দিনের মত ফুলের তোড়ার মধ্যে রাখিয়া দিলেন পরদিন বৃদ্ধা মোগলানী মালা দিতে আসিলে, তাহাকে সেই তোড়াটী দিয়া সরবানুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের প্রতি দিন

পত্রে পত্রে এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল। ক্রমে রাজকন্যার ব্রতের সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল। সরবাণু নিজ প্রাণপ্রিয়ার সহ মিলন হইবে ভাবিয়া ও সওদাগর রাজকন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবে শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। সওদাগর রাজকন্যার ব্রতোদ্‌যাপনের জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা কহিলেন, খওদাগর। তুমি কোন কিঙ্করী দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাও এই ব্রতে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন জানা গেলে বিধিমত ব্যবস্থা করা হইবে। একজন পরিচারিকা রাজকন্যাকে ব্রতের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন, হাঁদল হাঁদালীর কথা শুনাইলেই ব্রত সম্পন্ন হইবে আর কিছুই প্রয়োজন নাই। এক ময়দানে সভা করিয়া সমস্ত রাজ্যের লোক একত্রিত করিয়া ব্রতকথা শুনাইতে হইবে। হাঁদল হাঁদালীর কথা শুনিয়া সকলে তুষ্ট হইলেই আমার ব্রত সাঙ্গ হইবে। পরিচারিকার মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা রাজ্য মধ্যে স্বনচক্র ফিরাইয়া ঢেড়া দিলেন। সমস্ত নগরের প্রত্যেক গলিতে গলিতে সেই ঢেঁড়া ফিরিতে লাগিল। একজন বিঘোষক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—যে ব্যক্তি হাঁদল হাঁদালীর কথা জানে সে এই স্বনচক্র ধরুক। নগরের সর্ব্বত্রই এই শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল, কিন্তু কেহই অগ্রসর হইল না যে পল্লীতে যোগলানী থাকিত সেই পল্লীতেও বিঘোষকেরা ডঙ্কা বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, "রাজার হুকুম যে হাঁদল হাঁদালীর কথা জানে সে এই সোণার চাকা ধরুক। সরবাণু এই শব্দ শুনিয়া যোগলানীকে জিজ্ঞাসা করিল মাসি, ও কিসের বাজনা বাজিতেছে? যোগলানী সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিল, সরবাণু বলিল মাসি। তুমি স্বর্ণচক্র ধর আমি ব্রত কথা জানি। যোগলানী প্রথমতঃ স্বীকার করিল না; অবশেষে সরবাণু প্রবর্ত্তনায় সম্মত হইয়া স্বর্ণচক্র ধরিল। কে ধরিল কে ধরিল বলিয়া মহা গোল পড়িয়া গেল। বিঘোষকেরা জিজ্ঞাসা করিল, যোগলানী। তুমি কি হাঁদল হাঁদালীর কথা জান? যোগলানী কহিল সে বাবা বাপের জন্মেও না। তাহারা কহিল, "তবে ধরিলে কেন?" বুড়ী নিস্তব্ধ। তাহারা দুই একটা মুষ্টাঘাত করায় বুড়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই বাবা আমি ও সব কিছুই জানিনি, হাঁদাল হাঁদালীর বাপ পিতাম'হ নির্ব্বংশ হউক তাদের ভিটায় ঘু ঘু চরুক আমাকে ছেড়ে দাও বাবা"। তাহারা ছাড়িল না, টানাটানি আরম্ভ করিল—এমন সময় সরবাণু আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল বাছা। তোমরা কেন এই বুড় মানুষটীকে কষ্ট

দিচ্ছ আমি ব্রত কথা জানি আমারে নিয়ে চল। তাহারা সরবাণুকে লইয়া রাজসভায় গমন করিল। বৃদ্ধা অব্যাহতি পাইল। রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা সরবাণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি ব্রত কথা জান। সরবাণু কহিলেন, হাঁ মহাশয়। আমাদের জাতি ব্যবসাই তাই।" রাজা সন্তুষ্ট হইলেন; রাজকন্যার কথায় বিস্তৃত ক্ষেত্র সজ্জিত হইল। রাজকন্যা কাপড়ের কাণ্ডার মধ্যে রহিলেন; সরবাণু মধ্যস্থলে বেদীর উপর অন্যান্য সকলে সরবাণুর চতুর্দ্দিকে বসিলেন। রাজা সিংহাসনে বসিলেন। সরবাণু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তবে তোমরা সকলে মন দিয়া শুন—সভামধ্যে সরবৎ জল ও পাখা আনিয়া রাখ অনেক লোকে গল্প শুনিয়া মূর্চ্ছা যাইবে।" সরবাণুর আদেশ মত তাহাই করা হইল।

সরবাণু কথা আরম্ভ করিল-হমস্ক নগরের রাজা মেহেরবাণের সফরন্নিসা নামে এক কন্যা ছিলেন। সেই কন্যা মনোমত পতি লাভের জন্য মহম্মদের আরাধনা করিত। ছদ্মবেশী সফরন্নিসা কহিলেন, "এ যে আমার কথা" সরবাণু কহিলেন, "তোমার কথা কেন এ ব্রতের এই কথা" যবনিকার মধ্য হইতে রাজকন্যা প্রতিধ্বনি করিল, হাঁ এ ব্রতের এই কথা।"

সরবাণু আবার কহিতে লাগিল—মেহেরবাণের কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন শুনিয়া নানা দেশীয় রাজকুমারগণ সেই রমণী রত্ন লাভের জন্য আসিয়াছিল

কন্তু রাজকন্যা কাহাকেও পছন্দ না করিয়া একজন ফকিরকে মাল্য প্রদান করেন।"

সফরন্নিসা আবার বলিয়া উঠিলেন, "কোথাকার ব্রত গো! এ যে আমা-দেরই কথা।"

সরবাপু কহিলেন, তোমরা গোল করিও না, তোমাদের কথা কেন? তাহার পর সকলে নিন্দা করিতে করিতে উঠিয়া গেল, বিবাহ হইল মাত্র, বাসরগৃহে কেহই থাকিল না। খানিক রাত্রে ফকির ক্ষুধার্ত হইয়াছিল, রাজকন্যা তণ্ডুল ও চিনি দিয়া হালুয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

বাদশাহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "এ যে আমার বাসরের কথা বাপু এ কথা বলিতেছ কেন?

সরবাপু মিষ্টবাক্যে উত্তর করিলেন, মহারাজ। "আপনার বাসরের কথা বলিব কেন? এ ব্রতের এই কথা, তাহাই বলিতেছি। তাহার পর প্রভাতের পূর্ব্বে ফকির পলায়ন করেন। কত বঞ্চক সেই রাজকন্যাকে ঠকাইয়া লইবার জন্য কত চাতুরী বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু চাতুরী খাটে নাই। শেষে একজন বড় প্রবঞ্চক একটা মঠধারিণীর সাহায্যে বাসর গৃহের অনেক গুপ্ত কথা প্রকাশ করে। তাহাতেই বিপদ উপস্থিত হয়। জুয়াচোর ধরা পড়ে। সেই ফকির একজন বড় রাজা। তাঁহারি কাছে জুয়াচোরের বিচার হয়।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া নওরেসোয়া আবার কহিলেন, "না বাপু তুমি সকলই আমাদের কথা বলিতেছ।"

সরবাপু কহিলেন, "গোল করিবেন না মহারাজ। আমার আর বেশী কথা নাই, রোগা মানুষ; শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইতে পারিলে রক্ষা পাই। যাঁহার ব্রত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, এই কথা কি না?" যবনিক মধ্য হইতে প্রতিধ্বনি হইল, "হা, এই কথা"

সরবাপু কহিলেন, "রাজার সহিত রাণীর মিলন হইলে সয়তান কবুতরের তর্কে রাজা অনিচ্ছায় গর্ভবতী রাণীকে বনবাসে দেন।"

"তবে আমার সে মহিষী কোথায়? সওদাগর! সওদাগর! আমার মহিষী—মহিষী—এই বলিয়া রাজা মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজ্ঞী সফরন্নিসা দৌড়িয়া আসিয়া পতির পদ ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! কেন মহারাজ! এই যে মহারাজ! দাসী চরণে।"

সরবাপু যেন ক্রিয়ক্ত হইয়া কহিলেন, "এ কি! আপনারা কচ্ছেন কি?

তবে কথা হইবে না? কথক—তোমরা রাজাকে চেতন কর গো আর/কোটা কতক কথা বাকী আছে, বলিয়া যাই বাপু।"

যথা উপচারে রাজার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করা হইল। সরবাজু কহিলেন, তার পর "বনবাসকালে রাণীর একটি পুত্রসন্তান জন্মে। সেই পুত্রের নাম সরবাজু। সরবাজুর যখন বার বৎসর বয়স, তখন একদিন সমুদ্রতীরে বসিয়াছিলেন, সেই রাজার সওদাগরের নৌকা সেই খানে আটকাইয়া যায়। সওদাগর মনে করেন, নরবলি খাটবার জন্ম নৌকা আটকাইয়াছে তাই ভাবিয়া রাজ-পুত্রকে ধরিয়া তিনি টানাটানি করিতে লাগিল।"

"অঁ্যা?—তবে কি আমার সরবাজুকে সওদাগর জাহাজে কাটিয়া দিয়াছে?—অঁ্যা?—সওদাগর।—সওদাগর।'—

এই বলিতে বলিতে রাজা আবার মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। পাত্রমিত্র প্রভৃতি ব্যস্ত হইয়া রাজার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। রাণীও সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সওদাগর। আমার সরবাজু আজিও ফিরিল না কেন?"

সওদাগরের উত্তর নাই। কথকরূপী সরবাজু যেন ব্যক্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "তোমরা যদি এই রকমেই গোলমাল কর আর আমি চলিয়া যাই?—কাহার সরবাজু? কোথায় কি হইল? তাহা কে জানে? কথায় যেমন আছে বলিয়া যাইতেছি কেমন গো ব্রতবতী রাজকুমারি। এই কি তোমার ব্রতের কথা?"—রাজকন্যা কহিলেন, "হাঁ।"

সরবাজু কহিলেন তাহার পর রাণী আসিয়া সরবাজুর পরিচয় দিয়া তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইতে বলিলেন। সওদাগর তাহাই করিল। এই পর্য্যন্ত বলিয়া কথক ব্রতবতীকে জিজ্ঞাসা করিল "রাজকন্যা এই ত তোমার ব্রত কথা? রাজকন্যা কহেন হাঁ। সরবাজু আবার কথা আরম্ভ করিয়া অস্থি আনয়নের জন্য পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত নিজ জীবন কাহিনী বর্ণিল। সরবাজুর পাতাল প্রবেশের কথা শুনিয়া রাজমহিষী সকরুণস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন তবে কি আমার সরবাজু পাতাল পুরীতে অবরুদ্ধ হইয়াছে? বলিতে বলিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। রাজ্ঞীর কথা শুনিয়া সরবাজু অত্যাসমত্ত বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিলেন উঠিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইলেন কিন্তু ব্রতবতীর কথায় যাওয়া হইল না। রাজ্ঞী সচেতন হইয়া সওদাগরকে তদীয় বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কথক কহিলেন, এই সময়ে কেহ বাহিরে যাইওনা কারণ বাহিরে ভূত পেৎনী নৃত্য করি-

তোর মোথলেচ খাইবা কে জানে। ইহার পর সরবানু আপন কাহিনীর, রাক্ষসীর চিতা হইতে আত্মত্যাগের উদ্যোগ পর্য্যন্ত বিবৃত করিলেন। সরবানুর আত্মত্যাগের কথা শুনিয়া রাজা ও রাণী হাহাকার শব্দে কাঁদিতে লাগিলেন রাণী কহিলেন সওদাগর তবে কি আমার সরবানুকে আগুনে ঝাঁপ দিয়াছে? সরবানু বিরক্ত হইয়া কহিলেন কে রাক্ষসীর আগুনে ঝাঁপ দিয়াছে তাহা কে জানে এই কথা বলিতে বলিতে কানের পালকখানি খসাইয়া লইলেন খসাইবামাত্র দিব্য রাজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন কহিলেন মা এই তোমাদের সরবানু প্রিয়তমে সুরজাহা। এই যে তোমার সরবানু ওরে দুষ্ট সওদাগর এই তোর যম আর তোর নিস্তার নাই, তোর সমস্ত দুষ্ট কৌশল প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সওদাগর ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন পলায়ন করিতে পারিল না দেহের রক্ত শুষ্ক হইয়া জল হইয়া আসিল। রাজা বুঝিতে পারিলেন এই সওদাগর হইতেই তদীয় পুত্র সরবানু মহা বিপদ গ্রস্ত হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া রাজা সওদাগরের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। সরবানু কহিল পিতঃ। আমার অনুরোধ উহার প্রাণ রক্ষা করুন কারণ উহার বাটীতে মাতার সহিত আমি বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলাম। রাজা সরবানুর কথায় সওদাগরকে অব্যাহতি দিলেন। জহুরী মোগলানী মা আমরা সরবানুকে আশ্রয় দিয়া যত্ন করিয়াছিল বলিয়া সে অনেক টাকা ও একখানি বাটী পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

সুরজাহার সহিত সরবানুর বিবাহ হইল। সুরজাহা কহিল প্রাণনাথ। তোমারে দেখিতে পাইব হেন আমার মনে ছিল না। ঈশ্বরের কৃপায় যখন তোমায় আমায় মিলন হইয়াছে তখন আশা হয় যে আর বিচ্ছেদ হইবে না। তোমার সহিত মিলনে আমার দেহ প্রাণ শীতল হইয়াছে। রাজপুত্র প্রণয়োল্লাসে প্রত্যেক কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া রাজকুমারীর গণ্ডদেশে একটী মধুর চুম্বন প্রদান করিলেন।

---

## রাজকন্যা ফরোখনাজের মন্তব্য।

গল্প সমাপন করিয়া ধাত্রী ফতেম কহিল কেমন ফরোখনাজ। পুরুষে প্রেম জানে না নাকি? ফরোখনাজ কহিলেন এ গল্পে তোমার সরবানু অপেক্ষা রাজকন্যারই অধিক প্রণয়ের কথা আছে। আর রাজপুত্র

নরবাহুকে আমি প্রকৃত প্রেমিক বলি না কেন না রাজপুত্র প্রাণত্যাগে সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু নরবাহু পার হইয়া রাজকন্যার জন্য চেষ্টা করেন নাই। ধাত্রী কহিল রাজকন্যা! এটী নিগূঢ় গল্প তুমি অন্যায় করিয়া খুব ধরিলে, আচ্ছা আর একটী নিগূঢ় গল্প বলিতেছি শুন।

---

# খতিজা ও ফতেমার কথা।

গোলকুণ্ডার রাজধানী মছলিপটন নগরের সমীপ একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে একটী বিধবা নারী বাস করিত, ফতেমা ও খতিজা নাম্নী তাহার দুইটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। একটীর ১৭ বৎসর অপরটীর ১২ বৎসর। জ্যেষ্ঠের নাম ফতেমা, কনিষ্ঠার নাম খতিজা।

কিছুদিন পরে সেই বৃদ্ধা সর্পদংশনে বিষের জ্বালায় প্রাণত্যাগ করেন। মাতৃ বিয়োগের পর ফতেমা ও খতিজা বস্ত্র বিক্রয়ে কোনরূপে দিনযাপন করিত। এক দিবস দুই ভগ্নীতে বস্ত্র মাথায় করিয়া মছলিপটন নগরাভিমুখে যাইতেছিল। পথে একটী বৃদ্ধ তাহাদের দুঃখ দেখিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া ফতেমাকে কহিল আহা তোমরা বড় কষ্ট পাও, তোমাদিগকে দেখিয়া আমার বড় দয়া হইতেছে আমি তোমাদিগকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ফতেমা কহিল বাটীতে আসুন যাহা বলিতে হয় বলিবেন। বাটীতে আসিয়া বৃদ্ধ খতিজা কে বিবাহ করিতে বলে তাহা শুনিয়া ফতেমা খতিজাকে বিবাহ করিতে বলিল, খতিজা কোন কথা কহিল না তাহারা, বুঝিল খতিজার ইচ্ছা আছে। ফতেমা, খতিজাকে গৃহে বৃদ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিল, খতিজা ফতেমার কথা মত বৃদ্ধের কাছে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল তথাপি ফতেমা আসিল না খতিজা বৃদ্ধকে তিরস্কার করিতে লাগিল, বৃদ্ধের উপর তাহার আন্তরিক বিদ্বেষ ভাব জন্মিল। খতিজার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ নগর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া ফতেমার অন্বেষণ করিতে লাগিল।

কোথাও ফতেমার দেখা না পাইয়া বৃদ্ধ বাটীতে আসিল। বাটীতে আসিয়া বৃদ্ধ ফতেমার অন্বেষণ করা হইবে ও নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে খতিজাকে বুঝাইয়া নিজ ভবনে লইয়া গেল। বৃদ্ধ খতিজার চিত্ত রঞ্জনের জন্য অনেক

চেষ্টা করে কিন্তু খতিজা কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। তাহার মন কেবল খদিরের জন্য ব্যাকুলিত হয়।

একদিন রাত্রে খতিজা স্বপ্ন দেখিলেন—ফতেম সুমাত্রা দ্বীপে আছে। বৃদ্ধাকে সুমাত্রা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করে বৃদ্ধ অপত্য স্নেহের বশে স্বীকার করিল সুমাত্রা যাত্রা কালীন বৃদ্ধ খতিজাকে কহিল দেখ সুন্দরি তুমি দয়া করিয়া আমাকে তোমার প্রেম দান কর। আমি তোমার জন্য এত চেষ্টা করিতেছি কিন্তু আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ না আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া অবজ্ঞা করিও না তুমি দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইলে আমি আবার যৌবন প্রাপ্ত হইব। খতিজা শুনিয়া চমৎকৃত হইল জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় আমি দয়া করিলে দেখিতে পাইব না চতুর্দ্দিক অন্ধকার সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিল। রজনীস্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। সুমাত্রা দ্বীপে গমন করিবার জন্য তাহার চিত্ত নিতান্ত উতলা হইয়াছে, এ কথাও প্রকাশ করিয়া কহিল। স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে আর কামিনীর সহিত সাক্ষাত করিতে যাইবার একান্ত আগ্রহ দর্শনে বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর অনেক প্রকার বুঝাইয়া সুমাত্রা দ্বীপে রাক্ষসের উপদ্রব আছে এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে উদ্যম হইতে খতিজাকে

নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু প্রযত্নই বিফল। খড়িজা কিছুতেই সন্মত পরিত্যাগ করিল না। অবশেষে বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে অনেক প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া বৃদ্ধকে কহিল, পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।

ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহাতেও যদি মনোরথ পূর্ণ হয়, সেই আশায়, সেই আশ্বাসে বৃদ্ধ প্রেমিক অগত্যা খড়িজার বাক্যে স্বীকার করিল। পরে পরদিবস একখানি তরণী আরোহণে তাহারা উভয়ে সমুদ্র পথে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে বৃদ্ধ একদিন খড়িজাকে কহিল সুন্দরি। কোন দৈব দুর্বিপাকে আমি এই বৃদ্ধ দশা ও হতশ্রী হইয়া রহিয়াছি, তোমার প্রণয়ের অধিকারী হইতে পারিলে পুনরায় আমি পুনঃ-"যৌবন প্রাপ্ত হইতে পারিব।"

খড়িজা চমৎকৃতা হইল। বিস্ময়ে বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "মহারাজ। ইহাতে আপনি যৌবন প্রাপ্ত হইবেন কিরূপে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, বৃদ্ধ কহিতে লাগিল।

---

## এডিস ও দেহী দৈত্যদ্বয়ের উপাখ্যান।

বৃদ্ধ কহিল সুন্দরি! আমি দৈত্য, আমার নাম দেহী—আমার এক ভ্রাতা আছে, তার নাম এডিস। আমরা তৈমুপর নামক একজন দৈত্যপতির পরম প্রিয়পাত্র ছিলাম। রাজপত্নীর নাম ফর্জ্জনা। একদা রাজা আমাদের উপর ফর্জ্জনা রাজ্ঞীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া কিছু-দিনের জন্য দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। রাজা বার্দ্ধক্য বশতঃ যুবতী রাণী তাঁহাকে ভাল বাসিত না, আমরা একমাস কাল স্ব স্ব কার্য্য করিলাম, তিনি আমাদের ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কিছুদিন গত হইলে একদিন আমাদের নবযৌবন ও রূপলাবণ্য দেখিয়া তিনি একদিন গোপনে আমার নিকট তাঁহার দুরাশা প্রকাশ করিলেন। আমার অসাক্ষাতে আমার ভ্রাতাকেও সেই পাপ কথা শ্রবণ করাইয়া কুপ্রবৃত্তি দিলেন। প্রথমে আমরা কেহই সম্মত হইলাম না। অবশেষে ক্রমাগত উত্তেজনায় আমার ভ্রাতা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িল। পাপিনী তাহাতেও তুষ্ট হইল না। এক রাত্রিতে আমার শয্যাপ্রান্তে পতিত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেমভিক্ষা

করিতে লাগিল। তাহার কাতরোক্তি শুনিয়া আমি এতদূর বিমুগ্ধ হইলাম যে, সেবারে আর অস্বীকার করিতে পারিলাম না, পাপের জলে ডুব দিলাম।

"তিন মাস অতীত। আমরা তিন জনেই ভয়ানক পাপে লিপ্ত। এক-দিন বৈকালে আমরা তিনজনে একটী নদীতে বিবস্ত্র হইয়া জলকেলি করি-তেছি, এমন সময় বৃদ্ধ দেবতারাজ স্বীলাপণ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদিগকে সেই প্রকার অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া অতিশয় মহা-ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে কহিলেন, রে পাপাধম বিশ্বাসঘাতকেরা! তোরা যেমন বিশ্বাস নষ্ট করিয়া এই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইয়াছিস, অতএব তোরা কদাকার জরাদেহ প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাক্।

শাপ শুনিয়া আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার পদ ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। পরিশেষে দেবতারাজ কিঞ্চিৎ দয়ালু হইয়া কহিলেন, শাপ খণ্ডন হইবার নহে, তবে যদি কোন সুন্দরী কামিনী কখনও তোদের প্রতি প্রসন্না হইয়া বিবাহ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তোরা আবার পূর্ব-যৌবন প্রাপ্ত হইতে পারিবি।

সেই অবধি আমাদের এই দশা। সেই জন্যই বলিতেছিলাম সুন্দরী—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

বণিকা সব শুনিল, কিন্তু বিবাহে সম্মত হইল না। ক্রমে ১৫ দিন পরে তরণী সুমাত্রা দ্বীপের নিকটে আসিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঝড় জাহাজখানাকে পুনঃ এক দ্বীপে ঠেলিয়া ফেলিল। নাবিকেরা সেই অজ্ঞাত দ্বীপেই নঙ্গর করিল। তৎকালে সেই দ্বীপের লোকেরা দলে দলে আসিয়া সমুদ্রতীরে আসিল। তাহারা অতি কদাকার তাহারা অসভ্যের চেষ্টায় জাহাজের সমস্ত লোককেই তাহাদের বাটীতে লইয়া চলিল। কিন্তু বণিকাকে লইয়া কারারুদ্ধ করিল। বৃদ্ধ ক্লেশ পাইয়া চুপ করিল, প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না।

সেই দ্বীপের লোকেরা বৃদ্ধদিগকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বৃদ্ধ সেই দেবতাকে ফুলে জবার্ঘ্য করিয়া তাহারা সকলেই ভক্তিভরে চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করায় সেই মনে ভাবিল, ইহারা আমাকে লইয়া কৌতুক করিতেছে, অবশেষে বলিদান করিবে।"

বাস্তবিক তাহা নহে।—দ্বীপবাসীরা ভক্তিপূর্ব্বক সেই বৃদ্ধের হস্ত

ধরিয়া তাঁহাদিগের রাজ্ঞী জাহারবাহুর নিকটে লইয়া গেল। রাজ্ঞী তাঁহার নিকটে প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিলেন। দেহী ত্যক্ত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জাহারবাহু ক্রোধে তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেহী তথায় তাহার ভ্রাতার সাক্ষাৎ পাইয়া মহানন্দে কহিল "ভাই এডিস্। তুমি এখানে কিরূপে আসিলে।" এডিস কহিল, ভাই। বুঝি বিধাতা সদয় হইয়া এতদিনের পর আমাদের শাপ বিমোচন করিলেন। কতদিন গত হইলে একদা আমি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখি, একটী সুন্দরী যুবতী কামিনী আমার শিয়রে বসিয়া সহাস্যবদনে বলিতেছে এডিস। তুমি যদি এ দেশ ত্যাগ করিয়া সুমাত্রা দ্বীপে যাইতে পার, তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।— সেই স্বপ্ন দেখিয়া তৎপর দিবসেই আমি নৌকারোহণে সুমাত্রা দ্বীপে যাত্রা করি। পথিমধ্যে ঝড়ে আমাদের নৌকা সুমাত্রা পশ্চাতে ফেলিয়া সেই দ্বীপে আসে। এখানকার রক্ষা কুৎসিতা রাজ্ঞী আমাকে প্রণয়-পাত্র করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে আমাকে এই কারা-গারে নিক্ষেপ করিয়াছে।"

এডিস কথা বলিলে দেহীর ভ্রাতার নিকট আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমস্তই বলিল। তাহারা কিছুদিন বাস ভোগ করিবার পর কিছুদিন পরে একদা রাজ্ঞী জাহারবাহুর কতকজন দাস তাহাদিগকে বলির জন্য বধ্য মঞ্চোপরি আনিল। সেই সময় এডিস ও দেহী অকস্মাৎ বৃদ্ধ তনু পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব যৌবন লাভ করিল। তাহাদের রূপ দেখিয়া দ্বীপবাসী অসভ্য লোকেরা তথা হইতে মহাভয়ে পলায়ন করিল।

দৈত্যদ্বয় রূপ যৌবন-লাভে হর্ষ বিষাদের সহিত চতুর্দ্দিকে চাহিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, সেই জীমাপর দৈত্যরাজ তখন এডিসের অঙ্গুরী যুবতীর হস্ত ধরিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিয়াই উভয়ে মঞ্চ হইতে নামিয়া দৈত্যরাজের চরণে পতিত হইল।

দৈত্যরাজ জীমাপর তাহাদিগকে ভূতল হইতে তুলিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন, "দেখ, আমি তোমাদের কষ্ট দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ছিলাম। আজি হইতে তোমরা শাপমুক্ত হইলে। তোমরা শীঘ্র খণ্ডি-জাকে উদ্ধার করিয়া খণ্ডিজা ও কতেমাকে উভয়ে বিবাহ করিয়া দৈত্যালয়ে ফিরিয়া যাও। তথায় তোমরা সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিবে। আর কোন চিন্তা নাই।"

এই কথা বলিয়া দৈত্যরমণী তিরোহিত হইলেন। তিনি দুই যুবতীর হস্ত ধরিয়া আনিয়াছিলেন সেই দুজনাই ফতেমা। পরে দেহী অধিতাকে উদ্ধার করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, এই যুবাই তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন। স্বীয় অনুদ্দিষ্টা ভগিনী ফতেমাকে দেখিয়া আরও আনন্দ হইল। অনন্তর এডিসের সহিত ফতেমার এবং দেহীর সহিত অধিতার বিবাহ হইল। বিবাহের পর চারিজনেই দৈত্যলোকে গমন করিয়া মহানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

---

## রাজকন্যার মন্তব্য

গল্প সমাপ্ত করিয়া ফতেমা রাজকন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "দেখ দেখি নারীর জন্য পুরুষেরা কত কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে।"—

ফরখনাজ কহিলেন, এই গল্পে প্রণয়ত দেখিতে পাইলাম না। এডিস ও দেহীর স্বার্থপরতা ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে।" ধাত্রী কহিল—আর একটী গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর।

---

## আবদুল রহমান ও রাজা নসীরদ্দৌলার কথা।

বোগদাদ নগরে আবদুল রহমান নামে একজন ধনবান বণিক বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন, যে যাহা চাহিত তাহাকে তাহাই দান করিতেন।

একদা আবদুল রহমান একাকী পথিমধ্যে বেড়াইতে ছিলেন, হঠাৎ একজন ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কথায় বার্ত্তায় অল্পকালের মধ্যেই উভয়ে পরস্পর মিত্রতা জন্মিল। বিশেষ কারণে লোকটী সেই দিনেই অন্যত্র গমন করিলেন রহমান অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধু সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়া যান আমার বাস মৌসিলনগরে। গমন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমার সহিত দেখা করিবেন। মৌসিলনগরেই আমার জন্মভূমী। আমার নাম নসীরদ্দৌলা।

রহমান গমন হইতে ক্ষান্ত হইয়া তখনই বাটীতে ফিরিয়া আসলেন।

কিছুদিন পরে বণিকবর আবদুল রহমান বাণিজ্যব্যপদেশে মৌজল-নগরে গমন করিলেন। প্রথমেই নগরবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি দেখিলেন—তাহার বন্ধু মৌজলপতি রহমনকে বিস্তর সমাদর করিলেন নানা কথাবার্ত্তা কহিলেন। রহমন এক বৎসর সেখানে থাকিলেন। বৎসরান্তে রাজার নিকট বিদায় লইয়া আবদুল রহমান স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বদেশে আসিয়া তিনি একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া পরম রূপলাবণ্য সম্পন্না যুবতীকে ক্রয় করিলেন, যুবতীর নাম জয়নব।—তাঁহাদের পরস্পরের প্রগাঢ় প্রণয় সঞ্চার হইল। উভয়েই দিবারাত্রি মুখে মুখে থাকিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিবস গত হইলে আবদুল রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মৌজলরাজ মহারাজ নসীরদ্দৌলা পুনরায় বোগ্দাদ নগরে আসিলেন। রহমান বন্ধুকে উপস্থিত দেখিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আহারান্তে উভয়ে নানা বিষয়ের কথা কহিতে কহিতে স্ত্রীজাতীর সৌন্দর্য্যের বিষয়ের কথা উঠিল। রাজা কহিলেন আমার অন্তঃপুরে একটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী কামিনী আছে, আবদুল রহমান কহিলেন, না মহারাজ। এটী আপনার ভুল আমার অন্তঃপুর মধ্যে যে একটী রমণী আছে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী। তাহার নাম জয়নব। তাহার তুল্য সুন্দরী, ত্রিজগতে আর নাই। মহারাজ! এ বিষয়ে যদি আপনার মনে কোন সন্দেহ থাকে, আমার সহিত আসুন দেখাইয়া দেই।

এই বলিয়া রাজাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলে জয়নব সুন্দরী আপন বদনাবরণ উন্মোচন করিয়া রাজার নিকটে দণ্ডায়মানা হইলেন। রাজা তাঁহার মুখাবয়ব ও নয়নভঙ্গী দেখিয়া পরম প্রফুল্লচিত্তে আবদুল রহমানকে কহিলেন, "মিত্রবর। এই রমণীই বাস্তবিক সুন্দরী।"—আবদুল রহমান উত্তর করিলেন, মহারাজ। ইহারই কথা বলিতেছিলাম।

বন্ধুর চিত্তরঞ্জনার্থ সদাশয় আবদুল রহমান নানাবিধ রহস্যজনক উপন্যাস শুনাইলেন, কিন্তু জয়নবকে দেখিয়া অবধি রাজার এমনি চিত্ত চাঞ্চল্য হইয়াছিল যে, কথা গুলি শুনিলেন কিন্তু একটীও ধারনা হইল না, রাত্রিকালে শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিয়া কেবল সেই অপূর্ব্ব রমণীর রমণীমূর্ত্তি ভাবিতে লাগিলেন।

পরদিবস প্রভাতে আবদুল রহমান রাজার নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত বিষন্ন হইয়াছে, চক্ষের জ্যোতি এক প্রকার নিষ্প্রভ। এই ভাব দর্শন করিয়া রহমান নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরবর! আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি, কারণ কি? অকস্মাৎ আপনার এরূপ হইবার কারণ কি?

ভূপতি প্রকৃত উত্তর কিছুই দিলেন না। রহমান বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু রাজা কোন মতেই প্রকৃত উত্তর দিলেন না। অনেক অনুরোধের পর কহিলেন, আপনার প্রাণপ্রিয়তমা জয়নব সুন্দরীই আমার এই চিত্তবিকারের প্রকৃত কারণ। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রাজা নসীরদ্দোলা নিজরাজ্যে গমন করিলেন।

ধার্ম্মিকবর সুপ্রেমিক সাধু আবদুল রহমান ভাবিলেন জয়নবকে দেখিয়া বন্ধুর চিত্ত চঞ্চলিত হইয়াছে, অতএব জয়নবকে বন্ধুর হস্তেই দেওয়া উচিত, তিনি জয়নবকে এই সমস্ত কথা বলিলেন। জয়নব পতির পদে ধরিয়া করযোড়ে মিনতি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! আমারে পরের হাতে দিও না। তুমি ভিন্ন সংসারে আমার আর কেহ নাই। তোমারে ছাড়িয়া সংসারে আর আমি অপর কাহারও উপাসনা করিতে পারিব না।"

আবদুল রহমান কাতর হইলেন। কিন্তু প্রণয়ণীর কথাগুলি রাখিতে পারিলেন না। তিনি প্রাণপ্রতিমা জয়নবকে রাজা নসীরদ্দোলার সভায় পাঠাইয়া দিলেন। রাজা নসীরদ্দোলা জয়নবকে প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিতচিত্তে সাধু আবদুল রহমানের সাধুতার ভুরী ভুরী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইলে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অগ্রে আগ্রহান্বিত মনে জয়নবের নি[illegible]গৃহে প্রবেশ করিলেন। জয়নব তাঁহারে নিকটবর্ত্তী দর্শন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! ক্ষমা করুন। আমি সতী, আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, বলপ্রকাশ করিবেন না, নারিজাতীর সতীত্বই পরম রত্ন, প্রাণ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান। যদি সে রত্ন হরণ করিতে আপনি বলপ্রকাশ করেন, নিশ্চয় বলিতেছি মহারাজ! আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

আমি আবদুল রহমানকেই এ-প্রাণ দিয়াছি, প্রাণ থাকিতে অপর কাহারও বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব না।” এই কথা বলিতে বলিতে কাতরা জয়নব রাজার পদ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন, জয়নবের প্রেমাকাঙ্ক্ষা করা দুরাশা মাত্র, সুতরাং তাহারে যথেচ্ছা স্থানে গমন করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। জয়নবকে মৌজলপতির নিকট প্রেরণ করিয়া অবধি আবদুল রহমান অতীব বিষণ্ণ মনে দিনযাপন করিতেছিলেন, সেই সময় বোগ্দাদেশ্বরের দুই জন দুষ্ট মন্ত্রী-ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার নামে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বিনাদোষে কারাবদ্ধ করেন। কারাধ্যক্ষ গোপনে তাহার উদ্ধারের উপায় করিয়া দেয়, কিন্তু তাহার বিপদ হইবে বলিয়া দয়াবান আবদুল রহমান প্রথমে পলায়ন করিতে অসম্মত হন। তাহার পর কারাধ্যক্ষের বিশেষ ব্যগ্রতায় সম্মত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। কয়েক দিন ক্রমাগত ভ্রমণ করিয়া মৌজলরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা নসীরদ্দৌলা ইতিপূর্ব্বে লোকমুখে তাঁহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াছিলেন সুতরাং নিজে সাক্ষাৎ না করিয়া দূতদ্বারা দুইশত টাকা পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন, আপাততঃ ইহা লইয়া তাঁহাকে বাণিজ্যযাত্রা করিতে বল, ছয়মাস পরে পুনরায় যেন একবার সাক্ষাৎ করেন।

আবদুল রহমান আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাজদত্ত অর্থগুলি লইয়া বাণিজ্যার্থে দূরদেশে গমন করিলেন। ছয়মাসের মধ্যেই পঞ্চাশ টাকা লোকসান হইল। অতএব বাকী দেড়শত টাকা লইয়া রাজধানিতে ফিরিয়া আসিলেন। কর্ম্মচারী মুখে লোকসানের কথা শুনিয়া রাজা সেবারেও তাঁহার সহিত দেখা করিলেন না, দূত দ্বারায় এবারে আরও পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া আবার বাণিজ্য করিতে বলিলেন। আবার ছয়মাস পরে দেখা হইবে, ইহাও বলিয়া দিলেন। আবদুল রহমান চলিয়া গেলেন।

সেবারে তিনি একশত টাকা লাভ করিলেন। তিনশত টাকা লইয়া [illegible] মৌজলপতির সহিত দেখা করিতে যাইলেন। লাভের কথা শুনিয়া এবেই সমাদর পূর্ব্বক রাজা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন, “বন্ধু! তোমার দুরদৃষ্ট উদয় হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি, তোমার সহিত দেখা করি নাই, এক্ষণে আবার সৌভাগ্যরবি উদিত, অতএব অদ্য রাত্রি আমি একটী যুবতীকে তোমার নিকট পাঠাইব, তুমি তাহারে বিবাহ করিও।”

আবদুল রহমান কহিলেন, "মহারাজ! ক্ষমা করিবেন, আমি আর বিবাহ করিব না। কারণ জয়নবকে বিদায় দিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এ জন্মে আর বিবাহ করিব না।

রাজা কহিলেন, "মিত্রবর! যে যুবতীকে আমি তোমার নিকট পাঠাইব তাহার রূপযৌবন দেখিয়া তুমি যদি বিমোহিত না হও তাহা হইলে তাহার পাণি গ্রহণে আমি তোমাকে আর অনুরোধ করিব না।" আবদুল রহমান সম্মত হইলেন। রাত্রিকালে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী তাঁহার বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিল। অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে তিনি চিনিলেন, তাঁহারই সেই প্রাণপ্রতিমা জয়নব। মৌজলভূপতির যথোচিত সাধুবাদ করিয়া সাধু আবদুল রহমান প্রণয়িনীর সহিত পরমসুখে সর্ব্বরী অতিবাহিত করিলেন।

ওদিকে বোগ্দাদরাজ তাঁহার দুষ্ট মন্ত্রীদ্বয়ের ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিলেন। আবদুল রহমান এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বোগ্দাদ রাজার নিকটে যাইলেন। রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিয়া অবিচার জন্য বিস্তর আক্ষেপ করিলেন। তাঁহার যে সকল সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে গৃহিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। রাজা খাজের সাধুতার পারিতোষিক স্বরূপ সেই সকল সম্পত্তি তাহাকে দিয়া আবদুল রহমান মৌজলনগরে জয়নবের সহিত ফিরিয়া গিয়া প্রিয়তমার সহিত পরম সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

উপন্যাস সমাপ্ত।

---

## রাজকন্যা ফরোখনাজের ভ্রান্তির শান্তি।

ধাত্রি ফতেমা এইরূপে উপন্যাস শেষ করিয়া নৃপনন্দিনী ফরোখনাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল "রাজনন্দিনী এখনও কি পুরুষের উপর তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইতেছে না? এখনও কি তোমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইতেছে না?

ফরোখনাজ কহিলেন "না ফতেমা! পুরুষ জাতির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই। সে শ্রদ্ধা আর দৃঢ় হইবে না। এ জন্মে আমি কখনই বিবাহ করিব না।

ধাত্রী আবার নূতন গল্প আরম্ভ করিবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইল না। রাজপুত্র ফরখনাজ সঙ্কট পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। চিকিৎসকেরা কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

কাশ্মীররাজ স্বীয় পুত্রের এই প্রকার উৎকট পীড়া দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরিশেষে তাঁহাদিগের কুলদেবতা কসায়াদেবের পুরোহিত ডাকিয়া পুত্রের পীড়ার কথা ব্যক্ত করিলেন।

পুরোহিত কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ভাবিবেন না। আমি কসায়া দেবের কৃপায় রাজপুত্রকে আরোগ্য করিব।" অনন্তর পুরোহিত সমস্ত রাত্রি কসায়া দেবের উপাসনা করিয়া পরদিন প্রভাতে রাজসভায় আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আর ভয় নাই। রাজপুত্র অদ্যই ব্যাধিমুক্ত হইবেন।" এই বলিয়া পুরোহিত রাজপুত্রের শয্যার নিকটে গিয়া কি এক মন্ত্র পাঠ করিলেন, তাহাতেই রাজকুমার ফরখনাজ নীরোগ হইলেন।

পুরোহিতের এই দৈববল দেখিয়া রাজ্যবাসী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাজকন্যা ফরখনাজ তাঁহার এই দৈববল দর্শনে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কসায়া দেবের মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিতে না পাইয়া দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত বলেন আপনার কন্যা অবিশ্বাসী সুতরাং প্রবেশাধিকার নাই। পরে একদিন তিনি সভায় আসিয়া বলেন, রাজকন্যা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

দেবাদেশ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা তাহা নিজ কন্যাকে জানাইলেন।

রাজকন্যা প্রফুল্লচিত্তে সোৎসাহে নিশা যাপন করিলেন। প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া পবিত্র হইয়া দেবালয়ে যাইলেন। দেবালয়ে চারিখানি আলেখ্য ছিল, তিনখানিতে রাজকন্যা দেখিলেন, তিনটী মৃগী জালবদ্ধ হইয়াছে, মৃগেরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর একখানি চিত্রিত একটী মৃগ জালবদ্ধ হইয়াছে, মৃগী তাহা দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। ছবী তিনখানি দর্শন করিয়া রাজকন্যা মহাসন্দিহান হইলেন।

[illegible] একটী হরিণী জালে পড়িয়াছে, হরিণ তাহারে সেই অবস্থায় একাকিনী ফেলিয়া পলাইতেছে দেখিয়া অবধি পুরুষজাতিকে ঘৃণা করিতেন। এক্ষণে দেবালয়ে আলেখ্য গুলি দেখিয়া তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল।

---

## রাজকন্যার বিবাহ।

তীর্থে দেখি রাজকন্যা ভ্রম দূরে কৈল।
পুরুষের প্রতি তাঁর, ভক্তি উপজিল ॥
অনুতাপ করে কন্যা আপন অন্তরে।
পুরোহিত উপস্থিত হৈল অবসরে ॥
কহিলেন পুরোহিত প্রফুল্ল বদনে।
দেবতা তোমার প্রতি তুষ্ট এত দিনে ॥
পূর্ব্বে তুমি দেবতারে ভক্তি কর নাই।
দিয়ে ভ্রমে অন্ধ হয়ে ঘুরিয়াছ তাই ॥
অতএব রাজকন্যা মোর কথা ধর।
পাপ শান্তি তরে তাঁর উপাসনা কর ॥
স্বপনে কপালীদেব ডাকিয়া আমারে।
কহিলেন নিশিযোগে বসিয়া শিয়রে ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রূপধনা, পারস্য রাজার।
হয়েছেন অনুরাগী একান্ত তোমার ॥
সুখী হও রাজকন্যা তাঁরে দিয়ে মালা।
কপালা দেবের আজ্ঞা না করিও হেলা ॥
পুরোহিতের কথা শুনে রাজকন্যা কয়।
মোর প্রতি অনুরক্ত দেখি মহাশয় ॥
আমি কভু করি নাই তাহারে দর্শন।
তিনিও দেখেন নাই আমার বদন।
এ কথা শুনিয়া তবে কন পুরোহিত।
দেবতা বঞ্চক নন জানিও নিশ্চিত ॥
আরো কথা কয়েছেন বসিয়া শিয়রে।
রাজপুত্র দেখেছেন স্বপনে তোমারে ॥